Presented by Maharanee Sunity Debee.

ভারত-গৌরব।

(প্রথম খণ্ড)

[বঙ্গদেশের কতিপয় খ্যাতনাম্ন জমিদারবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত]

অনুসন্ধান, নব্যভারত, জন্মভূমি, সাহিত্য-সংবাদ, অবসর,

তপোবন, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব লেখক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু

কর্ত্তৃক প্রণীত।

রাজসংস্করণ

রাজসংস্করণ ৩

সাধারণ সংস্করণ ২

নিবেদন।

জাতীয় ইতিহাসের অভাব বর্ত্তমান সামাজিক বিকৃতির অন্যতম কারণ। ইতিহাসের সাহায্যে জাতীয় উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অধুনা এই অভাব মোচনের প্রতি দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া বিবেচনা হয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ইতিহাস পাঠে লোকের আসক্তি জন্মিয়াছে, তজ্জন্য এই চিত্র লইয়া দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত হইতে সাহস পাইয়াছি।

ইতিহাস প্রথম উদ্যমে নির্দ্দোষ হওয়া অসম্ভব, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত ইতিহাস রচনা অতীব দুরূহ কার্য্য। এই গ্রন্থে ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী, তজ্জন্য গ্রন্থ-সন্নিবেশিত বংশের বংশধরগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। পাঠকগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কোন ভ্রম-প্রমাদ জ্ঞাপন করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত বারান্তরে তাহা সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করিব।

দশঘরা-হুগলী
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল।

বিনীত
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

ভূমিকা।

যাঁহার অচিন্তনীয় করুণা, অতুলনীয় মহিমা এবং অনধিগম্য কৌশল শৃঙ্খলায় এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক মহদনুষ্ঠান উদ্ভাবিত ও সূচিত হইয়া থাকে, সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি সুবিস্তীর্ণ বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সামান্য লেখনী হস্তে প্রবেশ করিতেছি।

সভ্যজগতে ভারতবর্ষ চিরকাল শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের কীর্ত্তিমান ব্যক্তিগণের এবং অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের গোচরীভূত করিবার জন্য বহু দিবস হইতে আমার বাসনা রহিয়াছে। সম্প্রতি সেই চিরপোষিত বাসনার কিঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাহারই ফলস্বরূপ "ভারত-গৌরব" নামক এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বঙ্গদেশের কতিপয় জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত ও চরিতাখ্যান প্রসঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে সমাবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করিলাম। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে বিহার-উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগের খ্যাতনামা জমিদারবংশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডে কতিপয় ভারতীয় মিত্র রাজন্যবৃন্দের বংশাবলীর ইতিবৃত্ত পর্য্যায়ক্রমে এবং যাঁহাদের চরিত্র-গৌরবে ভারতমাতার মুখ সমুজ্জ্বল, সেই সকল কীর্ত্তিমান লোকদিগের জীবনচরিত চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

জীবনী লিখিতে হইলে দোষ-গুণ উভয়ের উল্লেখ করিতে হয়, কিন্তু দোষের উল্লেখ অপেক্ষা গুণের উল্লেখ করা উচিত, কারণ তাহাতে লোকসমাজের উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য চরিত্রের উজ্জ্বল

অংশই ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিরূপে বঙ্গদেশের জমিদারবংশের উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়, এই প্রথম খণ্ডে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে লোকসমাজে সমাদৃত হওয়া যায়, ব্যক্তিবিশেষের জীবনী তাহারই একটী দৃষ্টান্তস্থল। সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণে লোকে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং স্বীয় জীবনের দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক স্বয়ং উহা সংশোধন করিতে পারে।

কালের আবর্ত্তনে ও প্রাকৃতিক বিপ্লবে এদেশের অনেক অতীত-গৌরব লুপ্ত হওয়ায় ঘটনার সত্যতা নিরুপণ এক্ষণে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। তবে সত্যনির্দ্ধারণের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস স্বীকার করিতে ত্রুটী করা হয় নাই।

গ্রন্থের কলেবর সুন্দর চিত্রে সুশোভিত করিবার বাসনা থাকায় অনেকগুলি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাসমরের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা হওয়ায় তদ্বিষয়ে বিরত থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরসা করি, বারান্তরে তদনুষ্ঠানের ত্রুটী হইবে না।

এই খণ্ড প্রণয়ন জন্য Glimpses of Bengal by A. Claude Campbell, Native Princes &c. by Lokenath Ghosh, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, বাঙ্গালা সরল অভিধান, বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গীয় সমাজ, বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার, রাজা সীতানাথ রায় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; বিশেষতঃ ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত হইতে কৃষ্ণনগর রাজবংশ, বীরভূম রাজবংশ হইতে বীরভূম রাজবংশ, হেতমপুর কাহিনী হইতে হেতমপুর রাজবংশ, জয়কৃষ্ণ চরিত হইতে উত্তরপাড়া রাজবংশ, 'আমার পূর্ব্বপুরুষ' হইতে কীর্ত্তিপাশা জমিদারবংশ, নোয়াখালীর ইতিহাস হইতে ভুলুয়া

রাজবংশ এবং রাজমালা হইতে ত্রিপুরা রাজবংশ সমূহের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা সুসম্পন্ন করিতে কয়েকখানি পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকারও সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য সেই সকল গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণের নিকট কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ রহিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য যে, এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে যেরূপ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান আবশ্যক তাহার ত্রুটী হয় নাই। এক্ষণে ইহা জনসাধারণের প্রীতিকর হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
৮৬ নং বেলতলা রোড,
৮ই জুন, ১৯১৬।

গ্রন্থকার।

সূচী পত্র।

বিষয় পত্রাঙ্ক

যশোহর।

নদীয়া।

মুর্শিদাবাদ।

বর্দ্ধমান।

বীরভুম।

বিষয়			পত্রাঙ্ক

রংপুর।

পাবনা।

ঢাকা।

ময়মনসিংহ।

বাখরগঞ্জ।

নোয়াখালী।

কোচবিহার।

ত্রিপুরা।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	প্রয়াগরত্নমালা	প্রয়োগরত্নমালা
৪	১০	যোতীন্দ্র	যতীন্দ্র (সর্ব্বত্র)
৬	১৫	প্রতিষ্টিত	প্রতিষ্ঠিত
৭	১২	মনির	মণির
৮	১২	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৯	২২	উপ-ক্ষে	উপলক্ষে
৯	২৫	বরিত	বরীত
১০	২৫	ঐ	ঐ
১১	১৪	টাউয়ার	টাওয়ার
১৪	১৮	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
১৭	১৬	ল্যায়েন	লায়ন
১৮	১১	কুষ্টাশ্রমে	কুষ্ঠাশ্রমে
১৯	২২	বারানসীধামেই	বারাণসীধামে
১৯	২২	কালীকৃষ্ট	কালীকৃষ্ণ
২৩	১৩	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
২৮	৪	সহপাটী	সহপাঠী
২৮	২২	কলিকাতার	কলিকাতায়
৩৪	১৩	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৪৪	১	ষ্টেটের	এষ্টেটের
৪৮	১১	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৪৯	১৮	এসোসিয়োস্ন	এসোসিয়েসন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	১৪	সম্পত্তির	সম্পত্তির
৫৪	১৩	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৫৫	২২	জন্মুয়ারী	জান্নুয়ারী
৬০	৭	মনসর	মনসব
৬১	১৪	প্রতিষ্টিত	প্রতিষ্ঠিত
৬৩	১৯	গ্রেজস্‌কেবল	গ্রেজ্‌ফেবল
৭৩	৫	স্মরনার্থ	স্মরণার্থ
৭৫	২	এটর্নী	এটর্ণী
৭৭	১৪	কোম্পানী	কোম্পানী
৭৮	৭	শ্রীযুক্ত	স্বর্গীয়
৮২	৫	সৎকার্য্যে	সৎকার্য্যের
১০১	১৫	দ্বারপরিগ্রহ	দারপরিগ্রহ
১০২	১	চন্দ্র-জ্যোতীঃ	চন্দ্রজ্যোতীঃ
১২৯	৯	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
১৩১	১৩	ঐ	ঐ
১৪৭	১৪	সম্প্রদায়ের	সম্প্রদায়ের
১৫২	৩	কাঁদি	কান্দি (প্রবন্ধে সর্ব্বত্র)
১৫৬	২১	ঘনিষ্টতা	ঘনিষ্ঠতা
১৬৫	১৩	কুমার	কুমার
১৭২	৩	বারানসীধামে	বারাণসীধামে (প্রবন্ধে সর্ব্বত্র)
১৭৫	২১	সম্মানে	সম্মানে
১৭৬	১	সাধন	সমাপন

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮৮	১১	হর্ম্ম	হর্ম্ম্য
১৮৯	২২	রূপ	পর
১৯১	১৩	অধিষ্টিত	অধিষ্ঠিত
১৯২	১৪	ষ্টেটের	এষ্টেটের
২১২	১২	পরোলোক	পরলোক
২২৫	৫	দীঘাপণতিয়া	দীঘাপাতিয়া
২২৬	১৩	ঐ	ঐ
২২৬	১৮	রাসমণী	রাসমণি
২২৮	১৮	ঠাকুর	বিগ্রহ
২৩৩	৩	উপাধি	পদবী
২৪৯	১	ষোড়ষ	ষোড়শ
২৫২	৫	উৎকষ্ট	উৎকৃষ্ট
২৫৩	১৬	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
২৫৫	১২	ঐ	ঐ
২৬৭	২১	ষোড়ষবর্ষ	ষোড়শবর্ষ
২৯৭	২০	সন্মিলন	সম্মিলন
৩০৯	১	লালাগোলার	লালগোলার
৩০৯	১	ভূম্যাধিকারিগণ	ভূম্যধিকারিগণ
৩৩৩	১২	স্থানের	স্থানে
৩৪২	১৭	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৩৪৮	২৪	লইয়া	হইয়া
৩৭২	৫	শ্রীযুক্ত	স্বর্গীয়
৩৭২	৮	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৩৭৬	১১	ঐ	ঐ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯৭	১৯	শীকারে	শিকারে
৩৯৭	২০	বাহাদুরে	বাহাদুরের
৪০১	৫	বিশেশ্বর	বিশ্বেশ্বর
৪০৭	১২	জগধ্যা	জগদ্ধাত্রী
৪০৮	১০	ঐ	ঐ
৪১৪	২	কনিষ্ট	কনিষ্ঠ
৪১৫	৩	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৪৩০	১২	খারাজ	খারিজ
৪৪০	৭	নিলামে	নীলামে
৪৫১	৩	২২	২২শে
৪৫৬	১১	সাধারণে	সাধারণ্যে
৪৬০	১৩	নাখেরাজ	লাখরাজ
৪৬০	২৩	টকা	টাকা
৪৬৭	১	শর্ব্বাণী	সর্ব্বাণী
৪৭০	১৪	নাখেরাজ	লাখরাজ
৪৭০	১৭	হাকিম	হকিম
৪৯৫	১৬	সন্তানাদি	পুত্রসন্তান
৫১৯	১৩	তঁহার	তাঁহার
৫৪২	১২	স্বকায়	স্বীয়
৫৪৩	৮	আয়তন	আয়
৫৪৪	১৭	মাত্র	মাত্র
৫৪৪	১৭	কূমার	কুমার
৫৫০	১৯	যুগলে	যুগল
৫৫৭	১০	তাঁহরে	তাঁহার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৫৯	১১	জামতার	জামাতার
৫৬১০	১৪	দুস্থ	দুঃস্থ
৫৬৩	১	বনিতা	বণিতা
৫৬৬	২২	সহরের	সহরে
৫৭০	১৮	রাজ	রাজা
৫৭১	১১	ব্র্যাঘ্রের	ব্যাঘ্রের
৫৭১	১৬	শীকার	শিকার
৫৮৭	৫	সেবীগণ	সেবিগণ
৫৮৭	৬	স্বত্ব	স্বত্বা
৫৯৭	১৬	-য়ণের	বাদের
৫৯৮	১৩	কবিরঞ্জনেব	কবিরঞ্জনের
৬০৮	৩	প্রাচীর	প্রাচীন
৬২২	১৮	অধিবাসীগণ	অধিবাসিগণ
৬৪০	১	চিন্তাই	চন্তাই
৬৪০	১৭	ত্রিপুরার	ত্রিপুরার
৬৫৩	১৯	শীকারের	শিকারের

প্রথম খণ্ড।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ।

ভারত-গৌরব।

ঠাকুরবংশ—কলিকাতা।

কলিকাতার ঠাকুরবংশ এদেশে সর্ব্বজন পরিচিত। ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শিল্পকলায় ঠাকুর পরিবার বঙ্গদেশে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র সমাবেশ এমন আর কোথাও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাঁদের বিপুল জমিদারী আছে। এই ঠাকুরবংশে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা হইয়া থাকে। ইহাঁদের স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা পর্য্যন্ত সকলেই বাণীর সেবা করেন। সুকুমার সাহিত্যে এবং কবিতা ও সঙ্গীতে ইহাঁদের সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে অধিকার আছে।

কলিকাতার ঠাকুরবংশ ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব। ১০৭২ খৃঃ বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, ভট্টনারায়ণ তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রণীত মুক্তিবিচার, প্রয়োগরত্ন, বেণীসংহার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ভট্টনারায়ণের পুত্র ভট্টরামকৃষ্ণ। ভট্টরামকৃষ্ণের পুত্র ভট্ট-কমলাকর। তৎপুত্র মহেশ্বর। মহেশ্বরের পুত্র ধনঞ্জয়। তদীয় পুত্র হলায়ুধ এই বংশে আবির্ভাব হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গের তদানীন্তন হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী ছিলেন। হলায়ুধের পুত্রের নাম বিভু। তাঁহার দুই পুত্র মহেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র। মহেন্দ্রের পঞ্চম পুরুষ পরে রাজারাম

বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম জগন্নাথ। তৎপুত্র পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ। তিনি প্রয়াগরত্নমালা, মুক্তি চিন্তামণি, বিষ্ণুভক্তি-কল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭৭০ খৃঃ তিনিই প্রথমতঃ পিরালী নামে খ্যাত হন। তাঁহার পুত্রের নাম বলরাম। তিনি প্রবোধ-প্রকাশ নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাঁহার ষষ্ঠপুরুষ পরে পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের আদি নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রাম। পঞ্চানন যশোহর জেলার বাস পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের নিকট গোবিন্দপুর নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। তৎকালে ইংরাজগণ তাঁহাকে "ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত; এজন্য তিনি "ঠাকুর" উপাধিতে প্রখ্যাত হন। পঞ্চাননের পুত্রের নাম জয়রাম ঠাকুর। তিনি চব্বিশ পরগণার সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার বাসস্থান ক্রয় করিয়া লইলে তিনি পাথুরিয়াঘাটা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইব কর্ত্তৃক কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের পুনঃ নির্ম্মাণ সময়ে জয়রাম ঠাকুর আমীন পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ক্রমে বহুল অর্থোপার্জ্জন করিয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও চতুর্থ নীলমণি ঠাকুর। এই পুত্রদ্বয় হইতে পাথুরিয়াঘাটা ও যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের উদ্ভব হইয়াছে। দর্পনারায়ণ ঠাকুর ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিয়া এবং পরিশেষে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি করেন। তাঁহার দুই বিবাহ; তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে—রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন হরিমোহন ও প্যারীমোহন নামে পাঁচ পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে—লাদলিমোহন ও মোহিনীমোহন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺গোপীমোহন ঠাকুর।

দর্পনারায়ণের প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর একজন প্রধান জমিদার ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাটীতে মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসব করিতেন এবং সেই সময়ে তাঁহার বাটীতে অনেক উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী, এমন কি গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণে আসিতেন। তিনি তৎকালে সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পালোয়ানগণের উৎসাহদাতা ছিলেন। বিখ্যাত কুস্তিগীর রাধাগোয়ালা, লক্ষ্মীকান্ত বেহালাদার ও কালোয়াত কালী মীর্জ্জাকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বহু-ভাষাবিৎ ছিলেন। দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন। এই মহাত্মা স্বীয় কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। এমন কি তাঁহার দেওয়ান গোঁদলপাড়া নিবাসী রামমোহন মুখোপাধ্যায়কে একখানি উচ্চ আয়ের জমিদারী প্রদান করেন; উহা তদীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মূলাযোড় গ্রামে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ী দেবী নামে এক কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদি ও অতিথি সৎকার জন্য প্রভূত দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন হিন্দুকলেজ সংস্থাপনে তিনি প্রভূত অর্থ সাহায্য করেন; তজ্জন্য পুরুষানুক্রমে তাঁহার বংশের একজন উক্ত কলেজের গবর্ণর থাকিবেন, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। গোপীমোহনের ছয় পুত্র—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

৺হরকুমার ঠাকুর।

গোপীমোহনের পঞ্চম পুত্র হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মূলাযোড় গ্রামে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দিরে মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে খোদিত তাঁহার একটি সংস্কৃত শ্লোক অদ্যাপি সকলের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে। দক্ষিণাচর্চ্চা-পারিজাত, হর-তত্ত্ব দীধিকা, পুরশ্চরণ-পদ্ধতি ও শিলাচক্রার্থ-বোধিনী প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবার্চ্চনায় ও শাস্ত্রচর্চ্চায় তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। সংস্কৃত, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজী, পারসী, উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষায় তিনি পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ হরকুমার ঠাকুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটী পুত্ররত্ন রাখিয়া যান—যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

গোপীমোহনের কনিষ্ঠপুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮০৩ খৃঃ পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮১২ খৃঃ কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় প্রবিষ্ট হন। অতঃপর বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে নীলকুঠি ও তৈলের কল স্থাপন করেন। তাহাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় তৎপরে তিনি কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালাতে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। জমিদারশ্রেণীর মধ্যে তিনিই প্রথম ওকালতী ব্যবসায় ব্রতী হন। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের উকীল বেলী সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে প্রসন্নকুমার তৎপদে নিয়োজিত হন। ওকালতীতে প্রতি বৎসর তাঁহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আয় ছিল। তিনি ইংরাজী

ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৩৮ খৃঃ যখন গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ ভূমি বজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদ পত্রে তৎসম্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহার কিছু দিবস পরে তিনি "অনুবাদক" নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র এবং "রিফরমার্" নামে একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র সম্পাদন করেন। ১৮৫১খৃঃ যখন প্রথম ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হয়, সেই সময় ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডাল্‌হাউসী তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সহকারী কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত করেন। তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রসন্নকুমার ফৌজদারী আইন গঠন সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্যার বার্ণেস্ পিকক্ সাহেব বাহাদুরকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে অভিষিক্ত হইয়া সম্মানিত হন। তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ সভা স্থাপনে বিশেষ যত্নবান ছিলেন; রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের পর প্রসন্নকুমার ঐ সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি একটি সুবৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করেন, তাহাতে কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতিগণও আসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। ইহাতে সাহিত্য ও আইন বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক আছে। তিনি পুরাতন হিন্দুকলেজের একজন অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক ও মেয়ো হাঁসপাতালের একজন অন্যতম গবর্ণর ছিলেন। এই মহাত্মা আজীবন স্বদেশের উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া কাশ্মীরে গমন করেন; তৎকালে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোলাপ সিংহ তাঁহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার স্বীয় জমিদারীর মধ্যে অনেকগুলি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। তাঁহার বাটীতে প্রতিদিন শতাধিক দরিদ্রব্যক্তি ও স্কুলের ছাত্রবৃন্দ আহার পাইত।

তিনি সৎকার্য্যে বহু অর্থ অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরের অন্তর্গত পীরপাহাড়ের উপর একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহার কক্ষগুলি অদ্যাপি অতি সুন্দররূপে সাজান আছে। মুঙ্গেরের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া ঐ প্রদেশে তাঁহার অনেক বিষয় বৈভব থাকায় এই অট্টালিকাটি জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করেন। প্রভূত অর্থ ব্যয়ে পর্ব্বতের উপরিভাগে একটি কূপ খনন করা হয়, সেই কূপও অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি অতীব প্রজাবৎসল ছিলেন, এবং প্রজাপুঞ্জের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত হইতে দায় বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার মাতৃভক্তি অসীম ছিল। প্রসন্নকুমার তেজস্বী মনস্বী ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ ৩০ শে এপ্রেল তিনি "সি, এস্, আই" উপাধি সম্মানে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে যে উইল করেন তাহাতে অনেক সৎকার্য্যে দানের ব্যবস্থা করিয়া যান। তিন লক্ষ টাকা আইন শিক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করিয়া যান; সেই টাকার সুদে ১৮৭০ খৃঃ "ঠাকুর-ল, লেকচার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুর আইন অধ্যাপক দ্বাদশটী বক্তৃতা দিয়া নয় হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়া থাকেন। এরূপ লাভজনক পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর নাই। পূর্ব্বে মাসিক এক সহস্র টাকা ছিল, অধুনা অধ্যাপকের বেতন নয় শত টাকা হইয়াছে। মূলাযোড়ে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। তথাকার, ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি তাঁহারই প্রদত্ত মূলধনে পরিচালিত হইতেছে। মূলাযোড়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা, অনুগত স্বজনের জন্য এক লক্ষ নয় হাজার টাকা, স্বীয় কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণের জন্য এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা দানের উল্লেখ করিয়া যান। এতদ্ব্যতীত উইলের দ্বারা নানা প্রকারে বহু অর্থ দান করিয়া যান এবং প্রসন্নকুমার জীবিত কালেও বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। তিনি

কলিকাতার গঙ্গাতীরে একটি বাঁধাঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহা মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক সুন্দররূপে সংস্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃঃ ৩০ শে আগষ্ট স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসন্নকুমারের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ বাহাদুরের দ্বারা উন্মোচিত হইয়া কলিকাতা সিনেট্ হলের সোপানের উপর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। প্রসন্নকুমারের দুই কন্যা এবং এক মাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রথমে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করেন। পরিশেষে পিতার অনভিমতে তাঁহার দ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার কন্যা কমলমনির পাণিগ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মচ্যুত হইলে পিতা প্রসন্নকুমার তাঁহাকে বিষয়চ্যুত করিলে তিনি বিলাত গিয়া বাস করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ইংলণ্ডে গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যারিষ্টার; কিন্তু ব্যবসায় করিবার অবসর তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি প্রায়ই ইংলণ্ডে বাস করিতেন এবং তথায় তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন মৃত্যুকালে দুই কন্যা ও একটি পোষ্যপুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রসন্ন কুমার মৃত্যুকালে যে উইল করেন, তাহাতে যাবতীয় বিষয়-সম্পতি পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে না দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যোতীন্দ্রমোহনকে দান করিয়া যান। প্রসন্নকুমারের মৃত্যুর পর ঐ বিষয়ের জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেই উইল লইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে অনেক মোকদ্দর্মা করেন। অতঃপর হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে

বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল হয়। তথাকার বিচারে নির্দ্ধারিত হয় যে, যোতীন্দ্রমোহন জীবিত কালে বিষয়ের স্বত্ব উপভোগ করিবেন; পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন কিম্বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। যোতীন্দ্রমোহনের জীবিতকালে জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁহার ভাবীস্বত্ব ইংলণ্ডের এক সিণ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯০৮ খ্রীঃ যোতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর সেই সিণ্ডিকেটের নিকট হইতে যাবতীয় বিষয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে প্রসন্নকুমারের অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রদ্যোৎকুমার স্থায়ীভাবে পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের পোষ্যপুত্র রামসডেন্ ঠাকুর অধুনা বিলাতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

৺যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮ ১ খৃঃ পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে ভূমিষ্ট হন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি আপন প্রাসাদেই গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যারম্ভ করেন। তৎপরে পার্কিণ সাহেবের যোড়াসাঁকোর ইনফেণ্ট স্কুলে কিছু দিবস অধ্যয়ন করেন। অষ্টম বৎসর বয়সে তৎকালীন হিন্দুকলেজে তিনি প্রবিষ্ট হন এবং নয় বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলেজে অধ্যয়ন সময় ইংরাজী ও বাঙ্গালা রচনায় তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে প্রভাকর পত্রিকায় বাঙ্গালা রচনা এবং মিলিটারী গেজেট ও অন্যান্য ইংরাজী পত্রে ইংরাজী প্রবন্ধ প্রচার করিতেন। ১৮৪০ খ্রীঃ হিন্দুকলেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাটীতে কাপ্তেন রিচাড্‌সন এবং রেভারেণ্ড জন হ্যাস্ নামক ইংরাজদ্বয়ের নিকট ইংরাজী এবং একজন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন।

অনেকগুলি গদ্য-পদ্য গ্রন্থ, ইংরাজী সনেট, নাটক, প্রহসন, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। গীতাভিনয় প্রথমতঃ তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হয়। বেলগেছিয়ার উদ্যানে প্রথমতঃ রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কালে তিনিই দেশীয় কন্সার্ট বাদ্যের প্রচলন করেন। তাঁহারই উৎসাহে বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজী প্রথা অনুসারে থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। যোতীন্দ্রমোহনের উৎসাহে কবি-কুলভূষণ মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষরছন্দে তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন এবং যোতীন্দ্রমোহন উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ তিনি জমিদারী তত্ত্বাবধানের কতক ভার পিতার নিকট প্রাপ্ত হন। অতঃপর ১৮৫৮ খৃঃ পিতৃবিয়োগের পর তিনি সমস্ত বিষয় সম্পত্তি স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় কুড়িটি জেলায় ইহাঁদের জমিদারী আছে। তিনি এই সময় খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের নিকট জমিদারীর কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। ১৮৬৬ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাপুঞ্জকে চল্লিশ সহস্র টাকা দান করেন এবং প্রত্যহ আড়াই শতলোক তিনমাস কাল তাঁহার বাটীতে আহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃঃ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খৃঃ ছোটলাট স্যার উইলিয়াম্ গ্রে বাহাদুর তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করেন। ১৮৭১ খৃঃ বড়লাট লর্ড মেও বাহাদুর তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিয়োজিত হন। ১৮৭২ খৃঃ দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে মনোনীত হন। ১৮৭৭ খৃঃ স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী দরবারে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি "সি-এস্-আই" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৮০ খৃঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি পদে বরিত এবং

দ্বিতীয়বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮১ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। ১৮৮২ খৃঃ মহারাজ যোতীন্দ্রমোহন "কে-সি-এস্-আই" উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। উক্ত বৎসর তিনি "ফ্যাকাল্টী অব্ আর্টস্" নামক সভার সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সভাপতি ও ট্রষ্টী নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খৃঃ মহারাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫,৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া গিয়াছেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে, পিতা হরকুমার ঠাকুরের নামে একটি সুবর্ণ মেডেল এবং খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে "ঠাকুর-ল" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে একটি রৌপ্যপদক প্রতিবৎসর পুরস্কারস্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন, উহা এক্ষণে সিনেট হলের সম্মুখে বিদ্যমান। ১৮৯০ খৃঃ ছোটলাট স্যার চার্লস্ বেলী সাহেব বাহাদুর বেলভেডিয়া প্রাসাদে এক দরবার করিয়া তাঁহাকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। মহারাজ উক্ত বৎসর কলিকাতার "জষ্টিস্ অব দি পিস্," বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পাবলিক লাইব্রেরীর সভ্য, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার ট্রষ্টী, এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য, লেডী ডফ্‌রিণ ফণ্ডের সদস্য, মেও হাঁসপাতালের একজন গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেও হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য ভূমি এবং দশ সহস্র টাকা দান করেন; উক্ত হাঁসপাতালে মহারাজের নামে একটি ওয়ার্ড আছে। ১৮৯২ খৃঃ ছোটলাট স্যার চার্লস্ ইলিয়ট সাহেব বাহাদুর বেলভেডিয়া প্রাসাদে একটি দরবার করিয়া যোতীন্দ্রমোহনকে পুরুষানুক্রমে "মহারাজা" উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৯৩ খৃঃ জুরীর কার্য্য অনুসন্ধানার্থ যে কমিশন হয়, মহারাজ তাহার একজন সভ্যপদে বরিত হইয়াছিলেন। স্বীয় পিতৃদেবের

নামে একটি পার্ক নির্ম্মাণ জন্য উভয় ভ্রাতায় কলিকাতা তালতলায় ভূমি দান এবং তাহাতে পিতার একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। জননীর প্রতি মহারাজের অচলাভক্তি ছিল। 'বিধবাদিগের দুঃখ দূরীকরণের অভিপ্রায়ে "মহারাজ মাতা শিবসুন্দরী দেবী হিন্দু উইডো ফণ্ড" নামে একলক্ষ টাকার একটি ফণ্ড করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে মহারাজ বহু অর্থ দান করেন এবং গোপনেও প্রায় পঞ্চাশ সহস্র টাকা ও দাতব্য সভায় আট সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি রাজ বাটীতে প্রতিদিন অতিথি সেবা হইয়া থাকে। মহারাজ বহুবিধ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মহারাজের একটি বৃহৎ লাইব্রেরী আছে। তিনি স্বীয় জমিদারীতে স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। ১৯০৩ খৃঃ ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা কমিশনের একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপণ ও লেডি রিপণ, লর্ড ল্যান্সডাউন এবং বঙ্গের অনেক ছোটলাট মহারাজের প্রাসাদে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। "এমারেল্ড টাউয়ার" নামে মহারাজের একটি সুন্দর উদ্যান আছে; তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তথায় ভ্রমণ করিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; কিন্তু তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জগদ্দল নিবাসী কৃষ্ণমোহন মল্লিকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; কিন্তু সন্তানাদি না হওয়ায় স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খৃঃ ১০ই জানুয়ারি লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর অম্লশূল রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।

মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ১৮৭৩ খৃঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা স্যার সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। ইনি প্রথমতঃ কলিকাতা হিন্দুস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন; তৎপরে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব রিসিভার ডবলু এফ্ পিকক্ সাহেবের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইনি একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। ১৮৯০ খৃঃ হইতে কয়েক বৎসর ভারতীয় ফটো গ্রাফিক্ সমিতির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। মহারাজ বিলাতের রাজকীয় ফটোগ্রাফিক সমিতির একজন সভ্য। ১৯০২ খৃঃ জুন মাসে স্বর্গীয় ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে কলিকাতার প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ড গমন করেন। তৎকালে বিলাতে অবস্থান কালে ৪ঠা জুন বাকিংহাম প্রাসাদে মহারাজ সম্রাটের বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় ভারতেশ্বর ইহাঁকে "করনেশন্ মেডেল" উপহার প্রদান করেন। উক্তবৎসর ১১ই জুলাই তৎকালীন যুবরাজ ও তৎপত্নী মহারাজকে বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। তৎকালে মহারাজ ইউরোপের কয়েকটি জনপদ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট তাঁহার একখানি তৈলচিত্র উপহার দিয়াছিলেন। মহারাজ ২৪শে জুলাই ইটালীতে ভ্রমণ উপলক্ষে রোমের পোপের সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মানও প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মহারাজ ভাটিকান্ প্রাসাদে পোপ মহোদয়কে ভারতীয় শিল্প-কার্য্যের অনেকগুলি বহুমূল্য উপহার প্রদান করেন। অতঃপর ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া অভিষেক উৎসবের পর ৮ই আগষ্ট, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, আসাম প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিস্বরূপ তৎকালীন ভারত

সচিবকে একখানি সুদীর্ঘ রাজভক্তি পত্র প্রেরণ করেন। মহারাজ ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জনের নিকট হইতে একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় যখন পত্নীসহ যুবরাজরূপে ভারতে শুভাগমন করেন; তৎকালে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভিকটোরীয়া স্মৃতিসৌধের নিকট কলিকাতা ময়দানে ১৯০৬ খৃঃ ২রা জানুয়ারি যে বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল; সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রদ্যোৎকুমার এবং সি বি বেলী এম, ভি, ও মহোদয়দ্বয়ের উৎযোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয়ে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত থাকেন। এই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়া যুবরাজ বাহাদুর কলিকাতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে একখানি প্রশংসাপত্র সহ "কে, সি, আই, ই" উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর মহারাজের প্রাসাদে গিয়া উক্ত উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। পিতা ও পিতৃব্যের ন্যায় ইনি শিল্প বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা। মহারাজ ব্রিটীশরাজের পরমভক্ত। ইনি ভারতীয় চিত্রশালার একজন ট্রষ্টী, আলিপুরের পশুশালা পরিচালন সমিতির সভ্য, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, ছয় বৎসর কাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন, বড়লাট কর্ত্তৃক ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধের একজন ট্রষ্টী নিযুক্ত হন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন, জমিদার সভার পক্ষ হইতে কলিকাতার যাদুঘরের একজন ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামক জমিদার সভার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ অন্যান্য অনেক সাধারণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মহারাজই "ইউনিয়ান জ্যাক্" উড্ডীন করিবার বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহারাজ যত্ন করিয়া থাকেন। ১৯০৮ খৃঃ মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন

ঠাকুরের মৃত্যুর পর প্রদ্যোৎকুমার বংশগত মহারাজা উপাধি ও যাবতীয় বিষয়ের অধিকারী হইয়াছেন। ১৯০৮ খৃঃ শেষার্দ্ধ হইতে ১৯০৯ খৃঃ শেষ পর্য্যন্ত মহারাজ কলিকাতার সেরিফ্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী, সুপণ্ডিত, সুরসিক, সঙ্গীতবেত্তা, অমায়িক ও মিষ্টভাষী। কলিকাতা মহানগরীতে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপনকল্পে একটি স্মৃতিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, উক্ত ভাণ্ডারে ১৯১০ খৃঃ মহারাজ এক সহস্র টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে পাঁচসহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজন কল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে তিনজন জয়েণ্ট সেক্রেটারী মনোনীত হন—মিঃ ষ্টিউয়ার্ট, মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ বসু। উক্ত ফণ্ডে মহারাজ দুই সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে ইনি নিমন্ত্রিত হন এবং সেই রাজসূয় যজ্ঞে মহারাজ ব্যক্তিগত সম্মানে সম্মানিত হইয়া "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৪০ খৃঃ পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হন। শৈশবকালে বাটীর পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয়। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং আট বৎসরকাল তথায় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর বাটীতে পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। কলেজের পাঠ্যাবস্থায় বঙ্গসাহিত্যে ইহাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৬ খৃঃ মুক্তাবলী

নাটক নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার কিছুদিন পরে কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিত্র নাটকের অনুবাদ করেন। ইতিহাস ও ভূগোলে ইহাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত বৎসর সপ্তদশ বৎসর মাত্র বয়সে সঙ্গীত বিদ্যা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যা-বিশারদতায় ইনি সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে সমাদৃত হন। সংস্কৃত সঙ্গীত চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া ইনি সংস্কৃত শাস্ত্র আয়ত্ত করেন। ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী ও আর্য্য সঙ্গীত বিষয়ক বিস্তর মূল্যবান পুস্তক ও হস্তলিপি ইনি সংগ্রহ করেন এবং সেই সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দু সঙ্গীত শিক্ষোপযোগী অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইনি একজন জার্ম্মাণ অধ্যাপকের নিকট পিয়ানো শিক্ষা করেন। সঙ্গীত বিদ্যা সম্বন্ধে এদেশে ও বিদেশে যে সকল বৃহৎ গ্রন্থ আছে, ইনি তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়া "সঙ্গীতসার" নামে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের মূলমন্ত্র এই গ্রন্থে আলোচিত আছে এবং বহু প্রাচীন প্রমাণ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাঁর অসীম অভিজ্ঞতার এবং অধ্যবসায়ের ফলে বাঙ্গালীর সঙ্গীত বিদ্যা সংস্কৃত ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান পথে অগ্রসর হইয়াছে। বিখ্যাত সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং অধ্যাপক ক্ষেত্র মোহন গোস্বামীর নিকট ইনি বেহালা শিক্ষা করেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাঁর স্বরচিত ও সঙ্কলিত অনেকগুলি সঙ্গীত আছে। যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা গ্রন্থে ইহাঁর রচিত অনেক সেতারের গৎ দৃষ্ট হয়। ইহাঁর রচিত, প্রকাশিত অথবা অনুবাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশখানি হইবে। ইনি একজন সুবাদক ছিলেন। নাট্যকলা সম্বন্ধেও ইহাঁর অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান। ইনি কন্‌সার্ট বাদ্য প্রণালীর অনেক গৎ প্রস্তুত করেন। হিন্দু সঙ্গীতের প্রধান পরিপোষক বলিয়া সৌরীন্দ্র মোহনের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

ইনি ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা দেশে ও বিদেশে প্রচার করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহাঁর সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখন প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ইনি রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া চিত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সকল চিত্রের কল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং রাগাদির ভাবব্যঞ্জক। প্রত্ন সম্বন্ধেও ইনি বিবিধ পুস্তক রচনা করেন। সেগুলিও গভীর গবেষণার পরিচায়ক। ইহাঁর চিত্রশালা বহু মুল্যবান চিত্রে শোভিত ছিল। তিনি কেবল পুস্তক রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু আপনার ব্যয়ে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু সঙ্গীত বিদ্যা বিশারদের সাহায্যে শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। ইহাঁর প্রদত্ত ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলি ভারতীয় মিউজিয়মের বহু মূল্য সংগ্রহের মধ্যে পরিগণিত। ইনি ভারতীয় বিভিন্ন রাগ রাগিণী সংযোগে ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পন্থা উদ্ভাবন এবং ইংরাজী জাতীয় সঙ্গীতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া লণ্ডনের জাতীয় সঙ্গীত সমিতির নিকট বিশেষ-রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ বিপুল অর্থব্যয়ে কলিকাতা চিৎপুর রোডে "বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৫ খৃঃ এপ্রিল মাসে আমেরিকার ফিলেডেল্‌ফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডকটার অব মিউজিক্" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করিলে সৌরীন্দ্রমোহন বঙ্গভাষায় তাঁহার অভ্যর্থনা সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ হইতে ইহাঁর বঙ্গীয় সঙ্গীত বিদ্যালয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৮৮০ খৃঃ ইনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃঃ ইনি "বেঙ্গল একাডেমিক্ অব মিউজিক্" সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮২ খৃঃ সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ বলিয়া স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরীয়া ইহাঁকে "কে-সি-আই-ই" উপাধি প্রদান করেন এবং উক্ত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য মনোনীত হন। "নাইট" উপাধি

বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি প্রথম লাভ করেন। সঙ্গীত বিদ্যাসূত্রে সৌরীন্দ্র মোহন বিশ্ববিশ্রুত। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শক্তিশালী গুণগ্রাহী রাজন্যবর্গ হইতে ইনি উপাধি, সম্মান ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এদেশে আর কাহারও ভাগ্যে এরূপ ঘটে নাই। রোমের পোপ ত্রয়োদশ লিয়ো, ইহাঁকে উপাধি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি তথায় যাইতে পারেন নাই। বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ইহাঁকে রৌপ্যপদক উপহার প্রদান করেন। জার্ম্মাণ সম্রাট প্রথম উইলিয়ম, গ্রীসের রাজা ভিকটার ইমানুল, ইটালীর রাজা প্রথম হাম্বার্ট প্রভৃতি ইউরোপের রাজন্যবর্গ ইহাঁকে স্ব স্ব চিত্র উপহার প্রদান করেন। নাইট্ কমাণ্ডার অব দি অর্ডার অব ক্রাউন অব ইটালি; মেম্বর অব দি অর্ডার অব ফ্রান্সিস জোসেফ্ অব অষ্ট্রিয়া; আল্‌বার্ট অব স্যাক্সনি; ফ্রেডারিক অব উটেমবার্গ; লিয়োপোল্ড্ অব বেলজিয়ম; ডানেন্‌বার্গ অব ডেনমার্ক; ভাষা অব সুইডেন; দি ফ্রেঞ্চ রে-পাবলিকান্ অর্ডার; ড্রেগুণ অব ত্রণাম্; ড্যানিলো অব মন্টিনিগ্রো; ক্যাপিওলোনী অব হাউয়াই; নাইট অব দি অর্ডার অব ক্রায়েষ্ট অব পর্ত্তুগাল; মেম্বর অব দি অর্ডার অব দি নেদারল্যাণ্ডেস্ ল্যায়েন; দি লায়ন এণ্ড সন্ অব প্যার্সিয়া; বাসা বামলা অব শ্যাম; পুসিং অব চীন; ভারতীয় সঙ্গীত নায়ক (নেপাল); দি গ্রাণ্ড্‌কর্ডন অব্ দি অর্ডার অব দি লিসিবারেটার ভেনিজুয়ালা; মেম্বর অব দি অর্ডার অব সেণ্ট্ সিসিলিয়া অব্ রোম প্রভৃতির রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান জার্ম্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম্ ইহাঁকে নিজ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রাজ-চিহ্নযুক্ত একখানি সম্মানপত্র প্রদান করিয়াছেন; অধিকন্তু ১৯০৩ খ্রীঃ সৌরীন্দ্রমোহন প্লেগ রোগাক্রান্ত হইলে কলিকাতাস্থ কন্সাল্ দ্বারা ইহাঁর সমাচার জ্ঞাত হইতেন। ভারতবর্ষের মধ্যে ইনিই প্রথম বিদেশীয় নৃপতিবৃন্দের নিকট হইতে সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৯৬ খৃঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

ইনি "ডক্‌টার অব মিউজিক" উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন, লর্ড রিপণ, লর্ড ডফ্‌রিণ প্রভৃতি লাট ভবনে সঙ্গীত জন্য নিমন্ত্রণ করেন। প্রতিবৎসর পারদর্শী ছাত্র অথবা ছাত্রীকে একটি করিয়া স্বুবর্ণ পদক পুরস্কার দিবার জন্য ইনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব ভারত সচিবের দ্বারা লণ্ডনের রয়েল্‌ কলেজ অব মিউজিক ফণ্ডে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পিতা হরকুমারের নামে এবং খুল্লতাত পত্নী আনন্দময়ী দেবীর নামে বৃত্তি দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। পিতৃদেবের নামে গঙ্গাসাগর দ্বীপে একটি পুষ্করিণী খনন এবং বরাহনগরের নিকট ভাগীরথী তীরে রাস্তা নিম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বরিশালে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ভূমি দান করেন। কলিকাতার আল্‌বার্ট ভিক্‌টার কুষ্টাশ্রমে বহু অর্থ চাঁদা দিয়াছেন। বাঁকুড়া লেডী ডফ্‌রিণ্‌ হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ কল্পে সমুদয় ব্যয় ভার বহন করেন। বাথরগঞ্জ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জেলায় ইহাঁর জমিদারী আছে। কলিকাতা তালতলায় ইহাঁর একটি বৃহৎ বাজার আছে। ইনি কলিকাতার জষ্টিস্‌ আব দি পিস্‌, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য ছিলেন। ইনি লাট-সাহেবের সহিত ইচ্ছামত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সশস্ত্র সান্ত্রীধারী প্রহরী রাখিবার ক্ষমতা ও দুইটি কামান রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইনি সদালাপী, বিনয়ী, সহৃদয় ও দাতা ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় ছয়মাস কাল ইনি রোগাক্রান্ত হইয়া অবশেষে ১৯১৪ খৃঃ ৫ই জুন পাথুরিয়াঘাটার ভূবন বিখ্যাত রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বীয় প্রাসাদে ভবলীলা সম্বরণ করেন। এই কীর্ত্তিমান পুরুষের ঐহিক দেহের শেষ নিদর্শন কলিকাতার নিমতলার শ্মশান ঘাটে চিতাভস্মে পরিণত হয়।

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুর অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনিও পিতার ন্যায় সঙ্গীত অনুরাগী ছিলেন। মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ সহোদর

মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার নবাব শ্যামাকুমার ঠাকুর বাহাদুর কয়েক বৎসর পারস্য সম্রাটের সহকারী রাজদূত নিযুক্ত ছিলেন। অধুনা ইনিই পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী। চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শিবকুমার ঠাকুর মহোদয়ও পিতার ন্যায় সঙ্গীত অনুরাগী। পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার ঠাকুর বদান্যতা গুণে যশস্বী।

৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে লাদলিমোহন ও মোহিনী মোহন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ মোহিনীমোহনের দুই পুত্র কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাল লাল ঠাকুর।

গোপাল লালের পুত্র কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১৮৪০ খৃঃ পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তৎকালীন হিন্দুকলেজে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তৎপরে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। অতঃপর ডভ্‌টন্ কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি সাধারণ সভায় প্রায় যোগদান করিতেন না, কিন্তু সাধারণ হিতকর কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানালয়ের পরীক্ষা গৃহের যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থানুকূল্য করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও ধর্ম্মসেবিগণকে এবং দুঃস্থজনকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। তাঁহার জীবিত কালেই তদীয় পুত্রদ্বয়ের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। জীবনের শেষভাগে তিনি প্রায়ই পুণ্যভূমি ৺কাশীধামে বাস করিতেন। অতঃপর ১৯০৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে বারানসীধামেই কালীকৃষ্ণ ঠাকুর দেহত্যাগ করিয়াছেন।

প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তাঁহার বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। ইনি ধার্ম্মিক ও সজ্জন বলিয়া লোকপ্রিয়। ইনি বিজ্ঞ, উন্নত স্বভাব, উদার ও দাতা ব্যক্তি। ইনি অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক। ১৯১৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি রামমোহন লাইব্রেরীতে, রাজা রামমোহন রায়ের একখানি সুন্দর তৈলচিত্র উপহার দিয়াছেন।

পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা জয়রাম ঠাকুরের চারি পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও চতুর্থ নীলমণি ঠাকুর। এই নীলমণি ঠাকুর যোড়াসাঁকো নামক স্থানে বাস করেন। তিনি ইংরাজ-দিগের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামলোচন ও মধ্যম রামমণি ঠাকুর। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সন্তানাদি হয় নাই। মধ্যম পুত্র রামমণির দুই পুত্র—দ্বারকানাথ ও রমানাথ ঠাকুর।

৺দ্বারকানাথ ঠাকুর।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৭৯৪ খৃঃ কলিকাতা যোড়াসাঁকো প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খৃঃ পিতৃব্য রামলোচন ঠাকুর তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। তিনি প্রথমতঃ ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরে কোম্পানীর অধীনে কলিকাতায় নিম্‌কির কালেক্‌টারের সেরেস্তাদার পদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্ম করিতে

করিতে শুল্ক, লবণ ও অহিফেন্ বোর্ডের প্রধান দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া ১৮৩৪ খৃঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথম স্বাধীন ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ১৮৩৬ খৃঃ লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর তাঁহাকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অতঃপর তিনি উইলিয়ম্ কার নামে একজন ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া "কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী" নামে একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে নীল, রেশম ও চিনির কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি যথেষ্ঠ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ক্রমে অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৩৮ খৃঃ কলিকাতায় "জমিদার সভা" প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন অন্যতম; সেই সভা অধুনা "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্" নামে পরিচিত। ১৮৪০ খৃঃ তিনি অসহায় ও অন্ধদিগের সাহায্যার্থে ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবেল্ সোসাইটীতে দেড় লক্ষ টাকা দান করেন। সেই সময়ে রাজনৈতিক সমিতি নামে একটি সভা স্থাপন করেন; কিন্তু অধুনা সেই সভা অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি চব্বিশ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে একলক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতার কুষ্ঠাশ্রমটি তাঁহারই অর্থে স্থাপিত হইয়াছে। দ্বারকানাথের অদম্য উৎসাহে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ ও হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; অতঃপর রাজা রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪২ খৃঃ ৯ই জানুয়ারী স্বীয় ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাইভেট্ সেক্রেটারী পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা করেন; তথায় মহারাণী ভিক্টোরীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হন এবং রাজ প্রাসাদে মহারাণীর সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। মহারাণীর অনুরোধে দ্বারকানাথ ইংলণ্ডের সৈন্য-সম্মিলন পরিদর্শন করেন। ভারতীয় কোন

প্রজাস্থানীয়ের পক্ষে এপর্য্যন্ত এরূপ সম্মান লাভ ঘটে নাই। তাঁহার অনুরোধে মহারাণী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স্ এল্‌বার্ট তাঁহাদের দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র কলিকাতাবাসীগণকে উপহার প্রদান করেন; এই দুইখানি চিত্র এখনও কলিকাতার টাউনহল পরিশোভিত করিয়া আছে। দ্বারকানাথ স্কট্‌লণ্ডেও বহু সম্মান প্রাপ্ত হন। তথা হইতে ইউরোপের কয়েকটি জনপদ পরিভ্রমণ করেন। রোমের পোপ, ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ, বেলজিয়মের রাজা ও রাণী তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। তৎপরে তথাকার অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দ্বারকানাথ ইউরোপ ভ্রমণ কালে যেরূপ সমারোহের সহিত থাকিতেন, তাহাতে তিনি "ইণ্ডিয়ান প্রিন্স্" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম "জষ্টিস্ অব দি পিস্" সম্মান লাভ করেন। তাঁহার বেলগেছিয়ার উদ্যান বিখ্যাত। কুমারকুলি এষ্টেট, কটকের সম্পত্তি এবং কলিকাতার বিষয় সম্পত্তি তিনি রামলোচন ঠাকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীঃ তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। তৎকালে কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও নেপলস্ সহরে ইটালীর তৎকালীন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সময়েও ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। বিলাতগমন কালে তাঁহার ব্যয়ে তথা হইতে ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া আসিবার জন্য ডাক্তার সূর্য্যকুমার (গুডিব) চক্রবর্ত্তীকে সমভিব্যহারে লইয়া যান। ডাক্তার গুডিবের তত্ত্বাবধানে ভোলানাথ বসু, কান্ত চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপাললাল শীল নামক চারিজন বাঙ্গালী যুবক তাঁহার সহিত চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার্থ বিলাত গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের শিক্ষার ব্যয়ভার দ্বারকানাথ ঠাকুর বহন করেন এবং অপর দুইজনের ব্যয়ভার গবর্ণমেণ্ট বহন করিয়া-

ছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সমাধির উপর একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ বেলফাষ্ট নগরে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ক্যান্স্যাল্ গ্রীন নামক স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছে। সমাধিস্তম্ভে রজত ফলকে লিপি আছে—"১৮৪৬ খৃঃ ১লা আগষ্ট কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল"। কলিকাতার টাউনহলে তাঁহার একটি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যশোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্দ্রপুর নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর কন্যার সহিত দ্বারকানাথের বিবাহ হইয়াছিল। সেই বিবাহে ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয় হয়। তিনি মৃত্যুকালে তিনটি পুত্র রাখিয়া যান—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খৃঃ ৩রা আগষ্ট কলিকাতা যোড়াসাঁকোর প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতৃদেব পুত্রকে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য বাটীতে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলন। অতঃপর চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন; তথায় কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। তাহার পর দ্বারকানাথ তাঁহাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত "কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী" এবং "ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক" প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে ব্যবসায় শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। এই সময়ে সঙ্গীত ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জ্ঞান স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তিনি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ, রামায়ণ, মহাভারত ও

অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন। তৎপরে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা হয়। কিছু দিন পরে তিনি বাঙ্গালাভাষায় একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৮৩৯ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশের সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্ব সমূহের বহুল প্রচারার্থ তত্ত্ববোধিনী নামক একটি সভা সংস্থাপিত হয়। ১৮৪০ খৃঃ বালক-দিগের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮৪৩ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথের যত্নে ও ব্যয়ে তত্ত্ববোধিনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খৃঃ অষ্টাদশ জন সভ্যের সহিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর পূর্ব্বক দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৮৫০ খৃঃ "ব্রহ্মধর্ম্ম" নামে একখানি সংস্কৃত এবং একখানি বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রচার করেন। তৎপরে উহা কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাকর প্রেস হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খৃঃ তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আখ্যান" ধর্ম্মজগতে এক অতুলনীয় বস্তু। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক গুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ বাগ্মীকুলতিলক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার সহিত যোগদান করেন এবং উভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিকল্পে প্রবৃত্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ নানা স্থান হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক একখানি উপাসনা প্রণালী সংগঠন করিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রচার করেন। ১৮৫৯ খৃঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া সিংহল যাত্রা করেন। ১৮৬১ খৃঃ তাঁহার অর্থ সাহায্যে ভারতমাতার সুসন্তান মনোমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক একখানি ইংরাজী পত্র প্রচারিত হয়। ১৮৬২ খৃঃ বীরভূম জেলার অন্তঃ-পাতী বোলপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বিপুল অর্থব্যয়ে তথায় "শান্তিনিকেতন" নামে একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ

করেন। এই আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি মাসিক দেড়শত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা এই আশ্রমে আসিয়া সাধনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের আতিথ্যের সুবন্দোবস্ত আছে। ১৮৬৫ খৃঃ তিনি চারিজন পণ্ডিতকে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য ৺ কাশীধামে প্রেরণ করেন, তাঁহারা তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে দেবেন্দ্রনাথ বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে বেদ অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। এই সময় তিনি বেদকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে বৈদিকধর্ম্ম উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ যোগ সাধনের নিমিত্ত তিনি হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত মসূরী পর্ব্বতে প্রায় চারিবৎসর কাল অবস্থান করেন। ১৮৮৪ খৃঃ মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত প্রেরণ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ দেবেন্দ্রনাথ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মমতে কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি সমধিক মনোযোগ থাকায় রাজপদ প্রাপ্ত না হইয়া "মহর্ষি" উপাধি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতেন। তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সভার সম্পাদক ছিলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর একরূপ সংসার ত্যাগী হইয়া পারিবারিক বাটী হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। অতঃপর ১৯০৫ খৃঃ ১৯শে জানুয়ারি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যশোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্দ্রপুর গ্রাম নিবাসী রায় চৌধুরী বংশের শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দেবীর সহিত দেবেন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় হয়। তাঁহার সাতটী পুত্রসন্তান ও পাঁচটী কন্যা হইয়াছিল। প্রথমা কন্যা অল্প বয়সে ইহসংসার পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে মহর্ষি চারিপুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরমগতি লাভ করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪০ খৃঃ জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সহোদর সত্যেন্দ্রনাথ একসঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত ইহাঁর প্রিয় পাঠ্য পুস্তক ছিল। অষ্টম বৎসর বয়সে ইনি প্রথমে একটি বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হন। দশম বৎসর বয়সে ইনি সেণ্ট্ পলস্ নামক এক ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ জন্মে। সেই সময় হইতে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রতিও ইহাঁর গভীর অনুরাগ হয়। ইনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মেঘদূত কাব্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। তাহার পর হইতেই তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সময় দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অবশেষে বিংশতি বৎসর বয়সে ইহাঁর প্রথম রচনা তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশিত হয়। ইনি ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়সে "স্বপ্ন-প্রয়াণ" কাব্য রচনা করেন। ব্রহ্মবিদ্যা নামক গ্রন্থ মনস্বী দ্বিজেন্দ্রনাথের বহু চিন্তা ও গবেষণার ফল। ইহা ব্যতীত ইনি কয়েক খানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধগুলি সভা বিশেষে সময়ে সময়ে ইনি পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ প্রণয়নে ইহাঁর অসাধারণ গুণপনা প্রকাশ পায়। ইনি বঙ্গের একজন প্রগাঢ় দার্শনিক, কবি, নাট্যাচার্য্য ও সুগায়ক। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে ইহাঁর পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়। ইহাঁর ন্যায় প্রগাঢ় দার্শনিক, সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল লোক বঙ্গসাহিত্যে অতি বিরল। ইনি অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞান রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি একজন অকৃত্রিম স্বদেশভক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নশীল।

ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক উপদেশ ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ। ইনি অতি যোগ্যতার সহিত কয়েক বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং ভারতী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এই দুইখানি পত্রিকায় এবং অন্যান্য অনেক মাসিক পত্রিকায় ইনি বহু সারবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সাধারণ সভায় দর্শন, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে অনেকগুলি সুচিন্তিত এবং উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ এপ্রেল মাসে কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ সভাপতি-পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। এই প্রাচীন বয়সেও ইনি অক্লান্তভাবে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত ইহাঁর সাহিত্যালোচনার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সদালাপী, সামাজিক, নিরহঙ্কার, গুণগ্রাহী, ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর প্রতি ইহাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শেষ বয়সে ইনি শান্তিনিকেতন আশ্রমের নির্জ্জন কুঠিরে বাস করিতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীযুত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল। ইনি বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ইহাঁর রচিত ছোট গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। মঞ্জুষা, চিত্ররেখা, করঙ্ক, প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনিও তাঁহার পিতার ন্যায় নিরহঙ্কার ও সদালাপী।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪১ খৃঃ যোড়াসাঁকোর প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তৎকালীন হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন। স্বর্গীয় স্যার তারকনাথ পালিত ইহাঁরি সহপাঠী ছিলেন। তৎপরে ইনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী স্কুলে কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করেন। অনন্তর কিছুকালের জন্য সেণ্ট্ পল্স্ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, পুনরায় হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে ১৮৬০ খৃঃ ইনি বিলাত যাত্রা করেন। তথায় গিয়া প্রথমতঃ কিছুদিন ইনি আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাটীতে অবস্থান করেন। বিলাতে অবস্থান কালে পণ্ডিত-প্রবর মোক্ষমূলার ইহাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৮৬২ খৃঃ সত্যেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খৃঃ শেষভাগে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১৮৬৫ খৃঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহামাদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট্ ও কলেক্টার রূপে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রথম দুই বৎসর কালেকটারের কর্ম্মে জেলার নানা স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক যথাসময়ে ঐ প্রদেশের আসিষ্টাণ্ট জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্রমে উত্তরে সিন্ধুদেশ হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় জজের কর্ম্মেই সত্যেন্দ্রনাথের সমুদয় কাল অতিবাহিত হয়। এইরূপে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল রাজকার্য্য করিয়া ১৮৯৬ খৃঃ শোলাপুরে সেসান জজ পদে অবস্থান কালীন ইনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আধুনা ইনি কলিকাতার স্বীয় বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষার একজন সুলেখক। সাহিত্যালোচনায় ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ। ইনি

ঈশ্বর বিষয়ক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের একজন সেবক। "ভারতী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইহাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি বাল্যকাল হইতেই স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। স্ত্রী স্বাধীনতা নামে ইহাঁর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সচিত্র বোম্বাই চিত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, নবরত্নমালা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মেঘদূত, গীতা (মূল ও পদ্যানুবাদ), দেবেন্দ্রনাথের জীবনী (ইংরাজী) প্রভৃতি ইহাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহাঁর জীবনসূত্র গ্রথিত। ১৯১২ খৃঃ ১৭ই জানুয়ারি কলিকাতার টাউন হলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে এক সভা হইয়াছিল; বিকানীরের মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; তৎকালে সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে দশ সহস্র টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ পরলোকগত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের দ্বিতীয় বাৎসরিক মৃত্যুর স্মৃতি সভার অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জজ সত্যেন্দ্রনাথ শান্ত প্রকৃতি, বুদ্ধিমান, এবং সৌজন্য গুণে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গীয় স্যার তারকনাথ পালিত মহোদয় প্রভৃতির সহিত ইহাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স্‌ সোসাইটীর সম্পাদক। ইনি বঙ্গসাহিত্যের একজন সেবক। সকুরা-পুষ্প, মহাভারত, প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি পরোপকারের জন্য সুবিখ্যাত। সত্যেন্দ্রনাথের বিদূষী কন্যা শ্রীমতী ইন্দীরা দেবীও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা। বঙ্গভাষার সুলেখক ও কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং অধুনা সবুজ-পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শ্রীমতী ইন্দীরা দেবীর স্বামী।

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয়পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুর চরিত্র ও সৌজন্যের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। মহর্ষি যখন চুঁচুড়া সহরে অবস্থান করিতেন, তখন হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছিলেন।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেমেন্দ্রনাথের পুত্র পণ্ডিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি ১৮৬৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে এবং পরিশেষে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ খৃঃ ক্ষিতীন্দ্র নাথ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্বর্গীয় পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণে ইনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মে ব্রতী হইয়া ১৮৯২ খৃঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি হাবড়া মিউনিসিপালিটীর সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এক বৎসর পরে ইনি সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এই কর্ম্মে ইহাঁর কৃতিত্বের পরিচয় অনেকেই অবগত আছেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শাসন-বিবরণীতে তৎসম্বন্ধে ইহাঁর ভূয়সী প্রশংসা প্রকটিত আছে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যের একজন খ্যাতনামা সেবক বলিয়া প্রসিদ্ধি সম্পন্ন। ইনি সরকারী কর্ম্মের গুরুভার মস্তকে বহন করিয়াও সাহিত্য সেবায় বিরত নহেন। ইনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ইহাঁর পাণ্ডিত্য প্রতিভাত। ইহাঁর প্রণীত সচিত্র অভিব্যক্তিবাদ গ্রন্থ পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে সাধ্যমত বিদেশীয় ভাব ও দৃষ্টান্ত বর্জ্জনপূর্ব্বক দেশীয় দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া এবং অনেক

গুলি চিত্র সংলগ্ন করিয়া গ্রন্থখানিকে সরস করিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্য রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, আধ্যত্ম ধর্ম্ম ও আগ্নেয়বাদ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, আলাপ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি প্রভৃতি ইহাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। অধুনা ইনি "ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাস" প্রণয়ন করিতেছেন। সাময়িক প্রত্রিকাতেও ইনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪১ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার স্নেহশীল ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঋখেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগত ভ্রাতার কতকগুলি কবিতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া হিতগ্রন্থাবলী নামে প্রচার করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে হিতেন্দ্রনাথের জীবনের কতিপয় প্রাণস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৺অক্ষয়কুমার ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র অক্ষয় কুমার ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, পরীক্ষায় পাশ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণি হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি "সাহিত্য কল্পদ্রুম" নামক মাসিক পত্রে মহাকবি কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "সংস্কৃত চন্দ্রিকা" নামে মাসিক পত্রিকায় "হরিদ্বার ভ্রমণ" শীর্ষক তাঁহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কল্পিত নাম স্বাক্ষর করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে প্রবন্ধাদি প্রচার করিতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৮ খৃঃ ৩রা মে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যৌবনকাল হইতেই মাতৃভাষার আলোচনা করিতেছেন। ইনি বহুদিন যাবৎ "ভারতী" নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইহাঁর সুচিন্তিত ও সুলিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন সুদক্ষ সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি অনুবাদে সিদ্ধ হস্ত। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও ফরাসী ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীত রচনায় সুনিপুণ; বহু সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত, প্রণয় সঙ্গীত, ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার ইহাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ অতি দক্ষতার সহিত ইনি "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদন করিতেছেন। ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। সরোজিনী, অভিজ্ঞান শকুন্তলা, পুরু-বিক্রম, রজত-গিরি, ধনঞ্জয়-বিজয়, ইংরাজ বর্জ্জিত ভারতবর্ষ, অলিকবাবু, বসন্তলীলা, হিতে-বিপরীত, দায়ে-পড়ে-দার-গ্রহণ, ধ্যানভঙ্গ, স্বরলিপি, গীতিমালা, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এক সময়ে ইহাঁর অশ্রুময়ী, পুরু-বিক্রম, সরোজিনী নাটক বঙ্গীয় রঙ্গালয় সমূহে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। সাময়িক পত্রিকায় ইনি প্রায়ই প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ভারতের দুঃখে যে সকল কবি সর্ব্বপ্রথম লেখনীধারণ করেন, তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন রেখাঙ্কন শিল্পী। বহুদিন পূর্ব্বে ইনি মস্তিষ্ক তত্ত্বের আলোচনা করিতেন এবং সেই সূত্রেই মানবমুখের রেখাচিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করেন। ইনি বহুভাষাবিৎ, সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ ও সহৃদয় ব্যক্তি।

স্বর্ণকুমারী দেবী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতৃগৃহে ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করেন, অনন্তর বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিতা হন। শিক্ষা ও জ্ঞান ইহাঁকে ভারতের বিদুষী রমণীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছে। ইনি ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও অনেকের নিকট পরিচিতা। বঙ্গসাহিত্য সমাজে ইনিই মহিলাগুলীর মধ্যে প্রথম উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ইহাঁর প্রথম উপন্যাস দীপ-নির্ব্বাণ; এতদ্ব্যতীত অনেকগুলি উপন্যাস, কবিতাপুস্তক, নাটক ও শিশুপাঠ্য পুস্তক আছে। মালতী, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, নবকাহিনী, ফুলের মালা, কাহাকে, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, বসন্ত উৎসব গীতিনাট্য, গাথা, পৃথিবী, কবিতা ও গান, কৌতুক নাট্য বা বিবিধ কথা, দেব কৌতুক নাটক, ক'নে বদল প্রহসন, পাকচক্র প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃঃ হইতে ১৮৯৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন, অনন্তর কয়েক বৎসর ইহাঁর কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী বি এ ঐ পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী পুনর্ব্বার উহার সম্পাদন ভার গ্রহণপূর্ব্বক কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত পত্রিকা পরিচালনা করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃঃ ইনি 'সখি সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। মহিলাসমাজে শিল্পোন্নতি সাধন মানসে ইনি "মহিলা শিল্প মেলা" নামে একটি মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত জয়রামপুরের ঘোষাল বংশের সুপ্রসিদ্ধ ভারত হিতৈষী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে

স্বর্ণকুমারীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃঃ ২রা মে ভারতমাতার সুসন্তান জানকীনাথ ঘোষাল অমরধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের সহিত ১৮৯৯ খৃঃ কুচবিহারের রাজনন্দিনী শ্রীমতী সুকৃতিবালা দেবীর শুভপরিণয় হইয়াছে। তৎকালে ইংলণ্ড হইতে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়া এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় প্রায় তিন লক্ষ টাকার উপঢৌকন প্রেরণ করেন। স্বর্ণকুমারীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী "সখি সমিতি" সম্পর্কে সুপরিচিতা; এবং দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সরলাবালা দেবী বি, এ, পঞ্চনদের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামভোজ দত্ত চৌধুরীর পত্নী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান কবিসম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬১ খৃঃ ৬ই মে যোড়াসাঁকোর প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হন। অতি অল্প বয়সে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু বিদ্যালয় ভাল লাগিল না। অতঃপর পিতৃদেবের সহিত বোলপুর গমন করেন। তথায় ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। ইংরাজি জ্যোতিষের পুস্তক হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া এই সময় ইঁহার বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা হইত। তৎপরে পিতার সহিত মসুরি পর্ব্বতে কিয়দ্দিবস বাস করেন। অনন্তর ১৮৭৭ খৃঃ ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইঁহার ভ্রাতা সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আহামাদাবাদ নগরে কর্ম্ম করিতেন; রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন তথায় গিয়া অবস্থিতি করেন। শৈশব কাল হইতেই ইনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের গল্প শুনিতে ভাল

বাসিতেন। সেই সময় হইতেই ইনি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। আহামাদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পুস্তক পাঠ ইহাঁর প্রধান কার্য্য ছিল। তৎকালে ইনি ইংরাজী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তথা হইতে "ভারতী" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় ইহাঁর রচনা প্রকাশিত হইত। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন। তথায় লণ্ডন ইউনির্ভারসিটী কলেজে অধ্যাপক মর্লি—ভারতের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট্ সেক্রেটারী লর্ড মর্লি—সাহেবের ইংরাজী সাহিত্য বিভাগে কয়েক মাস অধ্যয়ন করেন। অনন্তর ইউরোপের নানা জনপদ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। তদবধি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার উন্নতি সাধনে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন। সাহিত্য-সম্রাট রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ইহাঁর প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। গীতিকাব্য, কবিতা, নাটক, সাহিত্য, উপন্যাস, সমাজ অথবা রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রণয়নে ইনি সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইনি কয়েকবৎসর "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রিকায় ইনি কবিতা, প্রবন্ধ, গীত প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। ইনি অনেকগুলি কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের কবিতা বঙ্গভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। নাটক, প্রহসন, উপন্যাস ইহাঁর অনেকগুলি আছে; এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের সংখ্যা নাই। ইনি বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া বরণীয়। রাজা ও রাণী, রাজর্ষি, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জ্জন, রাজা, ছুটীর পড়া, প্রায়শ্চিত্ত, গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, কথা চতুষ্টয়, চোকের বালি, নৌকাডুবী, গোরা, বৌঠাকুরাণীর হাট, আলোচনা, সমালোচনা, নদী, পঞ্চভূত, ডাকঘর, শারদোৎসব, মুকুট, রাজা প্রজা, সমূহ, গল্পগুচ্ছ, নৈবেদ্য, স্বদেশ ও সংকল্প, কথা কাহিনী, শিশু, মায়ার খেলা, বিচিত্র প্রবন্ধ, খেয়া, ইংরাজী সোপান, প্রাচীন সাহিত্য, হাস্য কৌতুক, ব্যঙ্গ

কৌতুক, আধুনিক সাহিত্য, লোক সাহিত্য, সাহিত্য, শান্তি নিকেতন, গীতাঞ্জলী, গান, চয়নিকা, সংস্কৃত সোপান, ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা, ইংরাজী পাঠ, গীতিলিপি; ভক্তবাণী, সমাজ, ধর্ম্ম, গল্পচারিটী, অচলায়তন, সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ভানুসিংহের পদাবলী, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, সোনার তরী, মানসী, চিত্রা, চৈতালি, কনিকা, ক্ষণিকা, কল্পনা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বিদায়, অভিশাপ, ছিন্নপত্র, জীবন স্মৃতি, গীতালী, ইউরোপ যাত্রীর ডাইরী প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ইনি প্রচার করিয়াছেন। সকল প্রকারের সঙ্গীত রচনায় ইনি সিদ্ধ হস্ত এবং স্বয়ং একজন অতি সুকণ্ঠ সুগায়ক। ১৯১৩ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে বিলাত গমন করেন। তথায় ইহাঁর কতকগুলি সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ "গীতাঞ্জলী" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বিলাতের সাহিত্যিক সমাজ অনুবাদে ইহাঁর কবিতার মাধুরী আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সহকারী ভারত সচিব ইহাঁর কবিতার বিশেষ প্রশংসা করেন। সুইডেন দেশের বিখ্যাত শিল্পী ও রাসায়নিক এল্‌ফ্রেড্‌ নোবেল মৃত্যুকালে তাঁহার অধিকাংশ সম্পত্তি বাণীর সেবার্থে দান করিয়া যান। সেই সম্পত্তির পরিমাণ ছুই কোটি ছয়ট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উহার আয় হইতে প্রতি বৎসর পাঁচটী পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঁচটীর মধ্যে চতুর্থটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রচনার জন্য প্রদত্ত হয়। ১৯০১—১৯১২ খৃঃ পর্য্যন্ত সাহিত্য বিভাগের নোবেল পুরস্কার কেবল ইউরোপীয়গণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর ১৯১৩ খৃঃ বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্রনাথ উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ একলক্ষ বিশ হাজার টাকা। রবীন্দ্রনাথ জগতের সাহিত্য ভাণ্ডারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন উপহার প্রদান করেন বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার এই সম্মান করিয়া ইউরোপের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড

কারমাইকেল বাহাদুর কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কারের নিদর্শন সূচক পদক ও ডিপ্লোমা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে যে সভা হইয়াছিল, উহাতে সুইডেনের বাণিজ্যদূত এবং অনেক সরকারী ও বে-সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট রবীন্দ্রনাথকে "ডক্টার অব্ লিটারেচার (সাহিত্য)" উপাধিদানে ভূষিত করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ ৩রা জুন ভারত সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে ডক্টার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নাইট্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যেমন সাহিত্যসেবী, সেইরূপ স্বদেশপ্রিয়। জীবিত কবিগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। অধুনা ইনি অনেক সময় বোলপুরে অতিবাহিত করেন। তথায় ইনি অনেক-গুলি বালক ও যুবককে প্রাচীন আর্য্যরীতি অবলম্বনে ধর্ম্মনীতি ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কবিবর রবীন্দ্রনাথের বিলাত প্রত্যাগত পুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমাদেবীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র— শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺রমানাথ ঠাকুর।

প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ রমানাথ ঠাকুর ১৮০০ খৃঃ যোড়াসাঁকোর প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয় না থাকায় তিনি সেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে সামান্যমাত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর গৃহে শিক্ষক রাখিয়া স্বীয় মেধাবলে ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট

উন্নতি করেন। ১৮২৯খৃঃ কিছুদিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রার পর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের একজন ট্রষ্টি নিযুক্ত হন। এই সময় প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের সহযোগীতায় তিনি "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্মার" নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন করেন। তিনি জমিদার সভার একজন সভ্য ছিলেন এবং প্রজাপুঞ্জের পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বাদানুবাদ করিতেন। জমিদার সভা বিলোপ হইলে রমানাথের উদ্যোগে ১৮৫১ খৃঃ ব্রটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ নামক সভা সংস্থাপিত হয়। তিনি প্রথমে উহার সহকারী সম্পাদক এবং তৎপরে দশবৎসর কাল সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৫৯ খৃঃ রেণ্ট্ বিল সম্বন্ধে যে আন্দোলন হয়, রমানাথ ঠাকুর তৎসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়া সেই বিলের দোষ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি হিন্দু কলেজের সম্পাদক ও শিক্ষা বিভাগের একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে বরীত থাকিয়া প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া তর্ক করিতেন। কলিকাতার প্রত্যেক সভায় এবং মিউনিসিপালিটির প্রত্যেক অধিবেশনে যোগদান করিয়া সাধারণের উন্নতিকল্পে যত্ন করিতেন। ১৮৭০ খৃঃ তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। তিনি অতি সদ্বক্তা ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ই যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি দেশের লোকের অভাব ও দুঃখ বুঝিতে পারিতেন এবং তাহা দূর করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদান করাই তাঁহার ব্রতস্বরূপ ছিল। তিনি রাজা প্রজায় কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

তিনি নানা বিষয়ে রমানাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে যখন লোকান্তরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ-রূপে ভারতে শুভাগমন করেন, তৎকালে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেলগেছিয়ার উদ্যানে নিমন্ত্রিত হইলে রমানাথ সেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন। সেই সময় যুবরাজ তাঁহাকে একটী সুন্দর অঙ্গুরীয় উপহার প্রদান করেন এবং ভারতগবর্ণমেণ্ট "সি এস্ আই" উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ দিল্লীর দরবারে রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে, তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ বাহাদুর, রাজা রমানাথের গুণের প্রশংসা করিয়া "মহারাজা" উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাকে সেই উপাধি সম্মান অধিক দিবস ভোগ করিতে হয় নাই। অতঃপর মহারাজ রমানাথ ঠাকুর মহোদয় ১৮৭৭ খৃঃ ১০ই জুন ইহসংসার হইতে মহাপ্রস্থান করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ বাহাদুর, বাগ্মীকুলতিলক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে নিজহস্তে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহাতে রমানাথের মৃত্যুতে দেশের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, একথা অন্তরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

৺গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহারাজ রমানাথের পুত্র গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী এবং তৎকালীক সাহিত্যিকদিগের মধ্যেও তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের একটি সুন্দর অনুবাদ আছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা সাহিত্য সমাজে প্রচার করিয়াছেন। নাট্য অভিনয় বিষয়েও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি অকালে তনুত্যাগ করিয়াছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি অল্প বয়সেই সরল ও সরসভাষায় গ্রন্থাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। অনেক মাসিক পত্রিকা ইহাঁর প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। রাজকাহিনী, শকুন্তলা, ক্ষীরের পতুল, ভারত শিল্প প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর চিত্রবিদ্যায় অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যাদি হইতে বিবিধ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া অনেক গুলি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বহু প্রদর্শনী হইতে পুরস্কার স্বরূপ অনেকগুলি পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে ইহাঁর চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইনি ভারত-চিত্রকলার এক নূতন দিক ফুটাইয়াছেন; ইনি দেখাইয়াছেন যে, গ্রীক চিত্রকলাই চিত্রশিল্পের এক মাত্র মূল আদর্শ নহে; ভারতে স্বতন্ত্র ভারত চিত্রকলা বর্ত্তমান। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে ইনি এই চিত্রকলা শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শিল্পে ইহাঁর আবাল্য অনুরাগ। প্রথমে ইনি একজন ইংরাজ শিল্পীর নিকট পাশ্চাত্য শিল্পকলা শিক্ষা করেন। অধুনা ইহাঁর শিল্পচিত্র ভারতের উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবের আধার। ইনি সমগ্র শিল্প জগতে সুবিখ্যাত। ইহাঁর চিত্রের নিপুণতা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্য জগতের কোন বিজ্ঞ সমাজে অবিদিত নাই। শ্রীযুক্ত নন্দলালবসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহাঁর শিষ্য। মহীশূরাধিপতির সভা-চিত্রকরের পুত্র শ্রীযুক্ত ভেঙ্কাটেপ্পা ইহাঁর একজন শিষ্য। অধুনা ইনি গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ। ইহাঁর যত্নে গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রাচীন চিত্র, ধাতু ও রঞ্জন শিল্পের বহু নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত। ইহাঁর প্রতিভা

কেবল শিল্পজ্ঞানেই পর্য্যবসিত নহে; সাহিত্যজগতেও ইহাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। চিত্র ও সাহিত্য উভয় রত্নে ইহাঁর সিংহাসন রচিত। ভারতী, সাধনা, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইহাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাঁর ন্যায় একজন প্রতিভাশালী শিল্পী এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গজননী ধন্যা হইয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতার টাউনহলে ডেপুটী সেরিফ্ মিঃ ফোলি সাহেব বাহাদুর নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের ঘোষণাবাণী পাঠ করিবার পর অবনীন্দ্রনাথকে একখানি "সার্টিফিকেট্ অব অনার" প্রদান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ৩রা জুন মহামহিমান্বিত ভারতেশ্বরের জন্মতিথি উপলক্ষে অবনীন্দ্রনাথ "সি আই ই" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। দ্বারকানাথের সময় হইতে এপর্য্যন্ত যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশে এই প্রথম উপাধিবর্ষণ। স্বদেশী ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে ইনি সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন। ইনি স্বভাবত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক। ইহাঁর মিষ্ট ভাষা ও শিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

পাথুরিয়াঘাটা ঘোষবংশ।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশের আদি নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রাম। ১৭৫৮ খৃঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশীমবাজারের কুঠির এজেণ্ট নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে একজন দালাল আবশ্যক হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব তৎকালে রামলোচন ঘোষ নামক এই বংশের এক ব্যক্তিকে ঐ কৰ্ম্মে নিযুক্ত করেন। রামলোচন ঘোষ কান্তবাবুর সহিত মিলিত হইয়া কাৰ্য্য করিতে থাকেন। পরে যখন হেষ্টিংস্ সাহেব কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় রামলোচন কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার দালাল নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৭৭২ খৃঃ হেষ্টিংস্ সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণর পদে উন্নীত হইলে রামলোচন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ কোম্পানীর দালাল নিযুক্ত হন। দালালী করিয়া রামলোচন বিপুল অর্থার্জ্জন করেন এবং পরিশেষে কোম্পানীর চাবিরক্ষক ও হেষ্টিংস সাহেবের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের অধীনে দশশালা বন্দোবস্তের সময় কৰ্ম্ম করিয়াও যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

রামলোচনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামপ্রসাদ ঘোষের দুই পুত্র রামনারায়ণ ও জয়নারায়ণ ঘোষ। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ শম্ভূচন্দ্র, মধ্যম পুত্র বাল্যাবস্থাতেই গতাসু হন। তৃতীয় হরিশ্চন্দ্র, চতুর্থ কৃষ্ণচন্দ্র এবং পঞ্চমপুত্র কেশবচন্দ্র ঘোষ।

৺ শম্ভূচন্দ্র ঘোষ।

জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভূচন্দ্র ঘোষ বর্দ্ধমান মহারাজের ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। অতঃপর ১৮৩৭ খৃঃ লংভিল্ ক্লার্ক নামক জনৈক ব্যারিষ্টারের চেষ্টায় ও সুপারিশে শম্ভূচন্দ্র একজন ডেপুটী কালেক্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র—তারিনীকুমার, প্রসন্নকুমার, নিমাইচরণ ও নিবারণচন্দ্র ঘোষ। প্রসন্নের পুত্র—সত্যকুমার ঘোষ।

৺ তারিনী কুমার ঘোষ।

শম্ভূচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তারিনী কুমার ঘোষ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে ১৮৪৮ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা আলিপুরে প্রায় আটবৎসরকাল ব্যাপিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের জন্য ভূমি ক্রয় কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কার্য্যে তৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর তাঁহাকে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি বঙ্গদেশের ইন্স্পেক্টার জেনারেল অব্ রেজিষ্ট্রেশনের পদে অভিষিক্ত হইয়া সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারীর উপকারক, বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শদাতা ও গবর্ণমেণ্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি উক্তপদ লাভ করিয়া রেজিষ্ট্রেশন্ বিভাগ নূতন ভাবে সংগঠিত করেন। কর্ম্মজীবনে তাঁহার গুণপনায় দেশবাসী ও আফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর স্বর্গীয় স্যার জন্ উড্‌বরন্ সাহেব বাহাদুর ইহাঁর গুণে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন; তাঁহার শাসনকালে তারিনীকুমার বঙ্গীয়

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে মনোনীত হন, তৎপরে অস্থায়ী ছোটলাট্ বোর্ডিলনের সময়ে পুনরায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী লিখিবার এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, ছোটলাট হইতে প্রত্যেক সেক্রেটারী সকলেই তাঁহার লিপিপটুতায় মুগ্ধ হইতেন। পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিয়া কার্য্য দক্ষতার পারিতোষিকস্বরূপ তিনি বিশিষ্ট বৃত্তি উপভোগ করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণাবধি তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি মিউনিসিপালিটীর কমিশনার পদ এবং শিয়ালদহ আদালতের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার বহুমূত্রের পীড়া হইয়াছিল। অতঃপর ১৯১০ খৃঃ ৫ই জুলাই বঙ্গদেশের রেজেষ্টারী বিভাগের ইন্স্পেক্টার জেনারেল্ তারিনী কুমার ঘোষ মহাশয় জ্বর বিকারে জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে চারিটী পুত্রসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

তারিনীকুমারের মৃত্যুর পর তদীয় মধ্যম পুত্র বঙ্গদেশে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

তারিনীকুমারের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের বিভাগীয় জজ পদে সমাসীন।

জয়নারায়ণের চতুর্থ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের তিন পুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ ঘোষকে তদীয় জ্ঞাতী ভ্রাতা খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুরের অনুগ্রহে রামলোচনের তিনপুত্র—শিবনারায়ণ, দেবনারায়ণ ও আনন্দনারায়ণ—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

রামলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবনারায়ণের তিন পুত্র—কালীপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন ও গুরুপ্রসন্ন ঘোষ।

৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় ইংরাজী ভাষায় ও সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; অধিকন্তু পারসী ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার একটি বৃহৎ লাইব্রেরী ছিল। সেই বিস্তৃত পুস্তকাগারে ও বিজ্ঞান চর্চ্চার গৃহে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ, রামচন্দ্র দত্ত, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল। ১৯০৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে দর্ম্মাহাটার ভীষণ অগ্নিবিপ্লবে ঐ লাইব্রেরী ভস্মীভূত হইয়া যায়; তন্মধ্যে যে কয়েক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছিল; কালীপ্রসন্নের পুত্রগণ উহা জাতীয় বিদ্যামন্দিরে দান করিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তিনি আমরণ নানারূপ সদানুষ্ঠানের উৎসাহ দাতা ছিলেন। নানাপ্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। সাধারণের হিতকর বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সঙ্গীতজ্ঞকে উৎসাহ দান করিতেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাজে গণ্য হইয়া বংশের মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজ ক্ষমতায় বহু অর্থোপার্জ্জন এবং অনেক ভূসম্পত্তি করেন। ১৯০৮ খৃঃ ৩রা মার্চ্চ কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার কায়স্থ সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মানভূম জেলায় তাঁহার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি আছে। পুরুলিয়ার সাহেববাঁধ নামক বৃহৎ সরোবরের তীরে তদীয় পুত্রগণ একটি সুরম্য বাটী ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। কালীপ্রসন্ন মৃত্যুকালে ছয়টি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ, সুরেন্দ্রকৃষ্ণ, সতীন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ,

জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ ও অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। ইহাঁরা সকলেই জীবিত আছেন।

৺ দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ।

শিবনারায়ণের মধ্যম পুত্র দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের দুই পুত্র অক্ষয় কুমার ও দ্বিজেন্দ্র কুমার ঘোষ। অক্ষয় কুমার ঘোষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী চারুশীলা দাসী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র কুমারের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী মাসিক দ্বাদশ শত টাকা বৃত্তি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সম্পত্তি দুর্গাপ্রসন্নকে দান করেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন।

৺ গুরুপ্রসন্ন ঘোষ।

শিবনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় বাগবাজারে একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাপি তথায় বহু দীনদরিদ্র প্রতিপালন হইতেছে। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় "গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি" প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া যান। বাগবাজার নিবাসী স্বর্গীয় নন্দলাল বসু মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে।

৺ খেলাতচন্দ্র ঘোষ।

রামলোচনের মধ্যমপুত্র দেবনারায়ণের পুত্র খেলাতচন্দ্র ঘোষ মহোদয় দয়া দাক্ষিণ্য ও দান ধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি উদার হৃদয় ও লোকবৎসল পুরুষ ছিলেন। তিনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিতেন। তাঁহার অর্থানুকূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি দাতা, বিনয়ী ও মধুরভাষী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে কলিকাতার জনসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ ঘোষকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺ রমানাথ ঘোষ।

সুপ্রসিদ্ধ রমানাথ ঘোষ ১৮৬৬ খৃঃ কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি কলিকাতার হিন্দুস্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সে দত্তক পিতা খেলাত চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তিনি প্রভূত বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ক্ষত্রীয়সমাজ পুনর্জ্জীবীত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকেন। তিনি শিক্ষা বিষয়ে আন্তরিক যত্ন প্রকাশ করিতেন। কলিকাতার অধিকাংশ শিক্ষাসমিতির সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল এবং তাহাদের উন্নতি কল্পে বহু অর্থ দান করেন। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি কয়েকটি চতুষ্পাঠী পোষণ করিতেন। সংস্কৃত হস্তলিপি সমুহের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। কলিকাতায় "খেলাতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন্" নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন। প্রতিবৎসর বহুছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং সমাজের বর্ত্তমান নীতি সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৮৯৪ খৃঃ তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন; এই সভা হইতেই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সূত্রপাত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সামাজিক সংস্কারের জন্য তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা, বঙ্গবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের সমাদর করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন্ বাহাদুরের পরামর্শে কলিকাতায় একটি সভা হয়; দুর্ভিক্ষ প্রপিড়ীত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য রমানাথ প্রথম পাঁচ সহস্র মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক সূত্রপাত করেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার থাকিয়া বড়বাজারের প্রত্যেক প্লেগরোগীর গৃহে বঙ্গেশ্বর স্যার জন্ উডবরন্ সাহেব বাহাদুরের সহিত গিয়া তাহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি লেডি ডফ্রিণ্ ফণ্ডেও প্রভূত অর্থ সাহায্য করেন। কুষ্ঠাশ্রমের রোগীদিগের সেবার জন্য আড়াই সহস্র টাকা দান করেন; অধিকন্তু প্রতিমাসেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামক জমিদার সভার একজন অন্যতম সভ্য এবং পরিশেষে সহকারী সভাপতি পদে বরীত হইয়াছিলেন। তিনি কোন বিষয়ে পক্ষপাত করিতেন না এবং নির্ভীক চিত্তে রাজনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে অভিমত প্রকাশ করিতেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদান তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ এবং মিউনিসিপাল কমিশনার পদে দুইবার অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। হিন্দুসমাজের সংস্কার

এবং বিবাহের ব্যয় হ্রাস জন্য আন্দোলন কালে ১৮৯৭ খৃঃ কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধ ভাণ্ডারে দুইহাজার সাতশত টাকা দান করেন। প্লেগের সময় তাঁহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সুবন্দোবস্ত দেখিয়া বঙ্গেশ্বর উড্‌বরন্ সাহেব ধন্যবাদ প্রকাশ করেন; তৎপরে ভারতগবর্ণমেণ্ট ১৯০০ খৃঃ "কৈশর-ই-হিন্দ্" নামক মেডেল্ পুরস্কার প্রদান করেন। রমানাথ উদারচরিত ও দাতা পুরুষ ছিলেন। প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে বহু অতিথি সৎকার করিতেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি বিশেষ সমাদৃত হইতেন। বঙ্গেশ্বর স্যার আলেক্‌জাণ্ডার মেকেঞ্জি এবং স্যার জন্ উড্‌বরন্ উভয়ে তাঁহার পাথুরিয়া-ঘাটার প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন। ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারি দিল্লীর অভিষেক দরবারে যোগদান করিবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন এবং তৎকালে "করোনেশন্ দরবার" মেডেল্ ও পুনরায় একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রমানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলিকাতার ইডেন্ গার্ডেনের নিকট ঘোটক হইতে পতিত হইয়া অকালে গতাসু হওয়ায় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। তৎপরে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ৺পুরুষোত্তমধাম গিয়া প্রায় তিনমাস কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর তথাহইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবার কিয়দ্দিবস পরে, পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় সাতমাস কাল কষ্ট-ভোগ করিয়া ১৯০৪ খৃঃ ২৬শে জুলাই রমানাথ ঘোষ মহোদয় ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটী নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। শ্রীমান্ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ ও শ্রীমান্ অক্ষয় কুমার ঘোষ বর্ত্তমান।

৺ আনন্দনারায়ণ ঘোষ।

রামলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দনারায়ণ ঘোষের তিন পুত্র—গিরীন্দ্র নাথ, নগেন্দ্রনাথ ও মনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

জ্যেষ্ঠপুত্র গিরীন্দ্রনাথের পুত্রসন্তান না হওয়ায় হেরম্বচন্দ্র ঘোষকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। হেরম্বচন্দ্র অপুত্রক হইলে মৃত্যুকালে বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভাগিনেয়কে দান করিয়া যান।

আনন্দনারায়ণের কনিষ্ঠপুত্র মনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুইপুত্র—ত্রৈলোক্যনাথ ও অমরনাথ ঘোষ। জ্যেষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ। কনিষ্ঠ অমরনাথের বিধবা পত্নী বিদ্যমান।

—·—

শোভাবাজার দেববংশ।

কলিকাতা শোভাবাজার দেববংশ মৌলিক কায়স্থ। ইহাঁদের আদি নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত মুড়াগাছা গ্রাম। এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহরি দেব মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণস্বর্ণ অর্থাৎ কাণসোণা গ্রামে বসতি করিতেন।

শ্রীহরি দেবের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র পীতাম্বর খাঁ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি কোন সময়ে সমস্ত ঘটক এবং কুলীনদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থে একটি ক্ষুদ্র নদীর অংশবিশেষ ধান্যদ্বারা পূর্ণ করিয়া সেতু স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন; এজন্য লোকে তাঁহাকে "ধান্য পীতাম্বর" বলিত। পীতাম্বর বঙ্গদেশের তাৎকালিক নবাবের নিকট হইতে "খাঁ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

তাঁহার পুত্র রুক্মিণীকান্ত দেব মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন নবাবের সমীপে কর্ম্মের প্রার্থী হইলে, তিনি রুক্মিণীকান্তকে "ব্যবহর্ত্তা" উপাধি দিয়া পরগণা মূড়াগাছার অপ্রাপ্ত ব্যবহার জমীদার কেশবরাম রায় চৌধুরীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে রুক্মিণীকান্তের বংশ ব্যবহর্ত্তা নামে পরিচিত হয় এবং তিনি উক্ত পরগণার পঞ্চগ্রাম নামক গ্রামে বসতি করেন।

রুক্মিণীকান্তের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা তাঁহার পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সময়ে নবাব সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হওয়ায়, কেশবরাম তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

৺রামচরণ দেব।

রামেশ্বরের দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচরণ দেব মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর সহিত পরিচিত হন এবং মূড়াগাছা পরগণার রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা রাজ সরকারে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায়, তিনি উক্ত পরগণার কমিসনারের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার পর তিনি স্বীয় পিতাকে কারামুক্ত করিয়া কেশবরামকে কারারুদ্ধ করিয়া বৈর-নির্য্যাতন করেন। অতঃপর রামচরণ মুড়াগাছা পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্ নামক দুর্গের ভূমি এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামে আখ্যাত ছিল। নবগৃহে পরিজনদিগকে রাখিয়া রামচরণ পুনর্ব্বার নবাবের সমীপে উপনীত হইলে, তিনি তাঁহাকে হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমকের এজেণ্ট ও কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিলে, নবাব তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটি অধিকতর সম্মানের পদ প্রদান করেন। রামচরণ পরলোক গমন করিলে পর বিত্তাভাব প্রযুক্ত তাঁহার বিধবা পত্নী, তিনটী পুত্র রামসুন্দর, মাণিকচন্দ্র, নবকৃষ্ণ এবং পাঁচটী শৈশবা কন্যা লইয়া কষ্টে কালাতিপাত করেন। তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গোবিন্দপুরের বাটী ভাগিরথীর গর্ভস্থ হইলে তিনি সুতানুটীর অন্তর্গত শোভাবাজারে আসিয়া বাস করেন।

৺রামসুন্দর দেব।

রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসুন্দর দেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর, পঞ্চকোট এবং অন্যান্য স্থানের দেওয়ান হইয়া পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করেন।

সেই সময় হইতে এই পরিবারের সৌভাগ্যরবি উদয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দেওয়ান রামচরণ দেব তৎকালে একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ দেব দত্তকরূপে গ্রহণ করেন।

৺গোপীমোহন দেব।

রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভূগোল, জ্যোতীষ ও সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৮৩৩ খৃঃ ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক বাহাদুর কর্ত্তৃক গোপীমোহন "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃঃ ১৭ই মার্চ্চ ৭৩ বৎসর বয়সে রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর অনন্তধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি রাধাকান্ত দেব নামে একটিমাত্র পুত্ররত্ন রাখিয়া যান।

৺রাধাকান্ত দেব।

গোপীমোহনের পুত্র হিন্দুসমাজ চূড়ামণি রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ১৭৮৪ খৃঃ ১১ই মার্চ্চ শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি শৈশবকালে বাটীতে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন; তদ্ভিন্ন পারস্য ও আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতা একাডেমি স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী ও পার্শীভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই মহাত্মা নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও একজন আদর্শ

হিন্দু ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই ধর্ম্মের আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। সকল বিষয়েই তিনি তৎকালীন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইলে, কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাধাকান্তকেই তাঁহাদের প্রতিপালক এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে আশ্রয় করেন। তিনিও সেইকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত দেশহিতকর বিবিধ প্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল। ১৮২২ খৃঃ বিশ্ববিখ্যাত "শব্দ কল্পদ্রুম" নামক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। শব্দ কল্পদ্রুমের কার্য্য সাধনে বহু পরিশ্রম এবং চত্বারিংশৎ বর্ষাধিক সময় ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া অভিধান প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ও অক্ষর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি অবিনশ্বর যশঃগৌরব লাভ করেন। ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজ হইতে স্ব স্ব সভার অবৈতনিক সদস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রুসিয়ার সম্রাট ও ডেন্মার্কের রাজা তাঁহাকে একটি সুন্দর কারুকার্য্য সমন্বিত হীরকমণ্ডিত স্বর্ণপদক প্রেরণ করেন; ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে "কে-সি--আই-ই" উপাধি প্রদান করেন এবং উপহারস্বরূপ একটি সুবর্ণ পদক প্রেরণ করিরাছিলেন। তিনি ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে "ডিপ্লোমা" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ ১৭ই মে "রয়েল এসিয়াটীক্ সোসাইটী অব্ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়র্লণ্ড"; ১৮৩৫ খৃঃ ২৫ শে মার্চ্চ "এসিয়াটীক্ সোসাইটী অব্ প্যারিস্"; ১৮৪৯ খৃঃ ২৯শে জনুয়ারী "রয়েল্ সোসাইটী অব্ নর্দ্দান্ এন্টিকোয়েরিস্ অব্ কোপেন্হেগেন্"; ১৮৫৩ খ্রীঃ ১লা মার্চ্চ "জার্ম্মান ওরিয়েণ্টেল্ সোসাইটী"; ১৮৫৩ খ্রীঃ মে মাসে "আমেরিকেন্ ওরিয়েণ্টল সোসাইটী অব্ বোষ্টন্"; ১৮৫৪ খ্রীঃ "ইম্পিরিয়াল্ একাডেমি অব্ সায়েন্স্ অব্ সেণ্টপিটার্সবার্গ";

১৮৫৮ খৃঃ ২৭শে এপ্রেল "রয়েল একাডেমি অব্ সায়েন্স্ অব্ বার্লিন" প্রভৃতির সমিতি হইতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৯ খ্রীঃ যখন সতীদাহ নিবারণ কল্পে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন রাধাকান্ত দেব ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ তাঁহার যত্নে "সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী" সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীঃ কলিকাতার "জষ্টিস্ অব্ দি পিস্" এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট মনোনীত হন। ১৮৩৭ খৃঃ ১০ই জুলাই তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেবের যত্নে ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্ স্থাপিত হইলে তিনি প্রথম হইতে আজীবন ইহার সভাপতি পদে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারই পরামর্শে হিন্দুগণ কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পুত্রগণকে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে সকলের মনে বিশ্বাস ছিল যে, পুত্রগণ খ্রীষ্টানী পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। রাজাবাহাদুর স্কুলবুক সোসাইটী সভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে বাঙ্গালা "বর্ণপরিচয়" ও "নীতি কথা" নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; তদ্ভিন্ন আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তদানীন্তন হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; প্রায় চৌত্রিশ বৎসরকাল উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পরিদর্শক এবং কয়েক বৎসর ইহার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের উন্নতি করিবার জন্য যে রাজকীয় "কৃষি উদ্যান সমিতি" আছে, তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন এবং কয়েকখানি পত্রিকায় কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার করেন। উদ্যান তত্ত্ব ঘটিত একখানি পারসী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান

করিতেন এবং স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিকল্পে স্বয়ং "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া স্কুলবুক সোসাইটীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর স্বীয় ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রবৃন্দকে সমবেত করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার যত্নে হাফ্ আখড়াই সৃষ্টি হয়। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতাবাসীগণ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে রাজাবাহাদুরের পাণ্ডিত্যের এবং তাঁহাদের ভক্তি সম্মানের নিদর্শনরূপে রাধাকান্তকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন; অধিকন্তু সংগৃহীত অর্থদ্বারা তাঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই চিত্রখানি এসিয়াটিক্ সোসাইটীর একটি প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান আছে। ১৮৬৪ খৃঃ ধর্ম্মসাধন মানসে কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ৺বৃন্দাবনধামে গিয়া বাস করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরীয়ার নিকট হইতে তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ "কে সি এস্ আই" উপাধি সম্মান লাভ করেন। এই উচ্চতর রাজ সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসর ১৬ই নবেম্বর আগ্রা সহরে এক বৃহৎ দরবার করিয়া তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স্ বাহাদুর উপাধিসনন্দ প্রদান করেন। তিনি যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয়, উন্নতমনা, নির্ম্মলচরিত্র মনীষী বঙ্গদেশে এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেজন্য রাজাবাহাদুর সকল সম্প্রদায়েরই সমাদর ও ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৬৭ খৃঃ ১৯শে এপ্রেল হিন্দুর পবিত্রতীর্থ ৺বৃন্দাবনধামে মহাত্মা রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ "রাধাকান্ত মেমোরিয়াল ফণ্ড" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজা বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান জন্য দুই সহস্র টাকা দান করেন। প্রতিবৎসর "বি এ" পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট

সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাজাবাহাদুর মৃত্যুকালে মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনারায়ণ নামে তিনটী পুত্র সন্তান রাখিয়া পরমগতি লাভ করেন।

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর প্রথম যৌবনে অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

মধ্যম পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব পিতার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারী ছিলেন। নানারূপ সদনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ১৮৬৯খৃঃ ৩০শে এপ্রেল "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নারায়ণ দেব জয়েণ্ট্ মাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য করিতেছেন।

৺নবকৃষ্ণ দেব।

শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৭৩২ খৃঃ কলিকাতা গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ জন্য যখন গোবিন্দপুর গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গ্রহণ করেন এবং ভদ্রাসন বাটী ভাগীরথীতে গ্রাস করিলে তদীয় জননী সুতানুটীতে আসিয়া একটী বাটী ক্রয় করিয়া বসতি করেন। অতি শৈশবকালে নবকৃষ্ণ পিতৃহীন হইলেও মাতার যত্নে ও নিজের মেধাবলে অল্প বয়সে পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, বাঙ্গালা, উর্দ্দূ ও আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ কলিকাতার নুতন বাজারের সন্নিকট নকুড়ধর নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট চাকরীর উমেদারী করিতে

থাকেন। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আবশ্যকমত তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত নবকৃষ্ণের পরিচয় হয়। ১৭৫০ খৃঃ তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেবের পারস্যভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। হেষ্টিংস্ সাহেব তখন কোম্পানীর একজন কেরাণী ছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ১৭৫৩ খৃঃ হেষ্টিংস সাহেব মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশীমবাজারের কুঠীতে প্রেরিত হইলে, তিনি নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে তাঁহাকে কোম্পানীর মুন্সীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে নবকৃষ্ণ এরূপ পারদর্শিতা লাভ করেন যে, সময়ে সময়ে রবার্ট্ ক্লাইব তাঁহাকে দূরূহ দৌত্যকার্য্যের ভার অর্পণ করিতেন। ১৭৫৭ খৃঃ নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালসী বাগানে উমীচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলে নবকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনের জন্য উপঢৌকনসহ গিয়া দৌত্যকার্য্য করেন। তিনি প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নবাবের সৈন্য সংখ্যা অত্যল্প জানাইলে রবার্ট্ ক্লাইভ তৎপর দিবস প্রত্যুষে সিরাজকে আক্রমণ করেন। ক্লাইবের বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া নবাব সিরাজদ্দৌলা তৎকালে সন্ধি স্থাপন করেন। অতঃপর ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন নবাব সিরাজদ্দৌলা পলাশীর রণরঙ্গভূমে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে প্রায় অষ্ট কোটি মুদ্রার সম্পত্তি থাকে; তাহা মীরজাফর, আমীরবেগ খাঁ, উমীচাঁদ ও নবকৃষ্ণ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবকৃষ্ণ এককালীন বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। বঙ্গবিজয়ী লর্ড ক্লাইবের সহিত নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের সম্মিলন নবকৃষ্ণই ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে দেওয়ানী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকারপত্র লিখিত হয়, তাহার ভিতরেও নবকৃষ্ণ ছিলেন। মীরকাশীমের সহিত যুদ্ধের সময় তিনি মেজর এডাম্‌সের সঙ্গে ছিলেন। দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহ আলম এবং

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যেও নবকৃষ্ণ ছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার শাসনকর্ত্তা হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বারাণসী সম্বন্ধে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের সহিত এবং বিহার সম্বন্ধে মহারাজ সিতাব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, নবকৃষ্ণ তাহার মূলেও ছিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য লর্ড ক্লাইব সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৬৫ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে "রাজা বাহাদুর" এবং মন্‌সর পঞ্চহাজারী উপাধি সনন্দ এবং তৎসঙ্গে তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য, ঝালরদার পাল্কী ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। পরবৎসর ১৭৬৬ খৃঃ "মহারাজা বাহাদুর"ও ষষ্ঠহাজারী উপাধি এবং চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অধিকার দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে লর্ড ক্লাইব আনাইয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু পারস্য ভাষায় খোদিত একটী সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রদান করেন। এই উপলক্ষে লর্ড ক্লাইব তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, রত্ন ভূষণ, তরবারি, ঢাল, অশ্ব, গজ প্রভৃতি দান করেন; অধিকন্তু প্রাসাদ রক্ষার জন্য সিপাহী সৈন্য প্রদান করেন। খেলাৎ গ্রহণান্তর মহারাজ নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে গজপৃষ্ঠে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে কোম্পানীর বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর মুৎসুদ্দি পদে অভিষিক্ত হন।

নবকৃষ্ণের উপর (১) মুন্সীর দপ্তর অর্থাৎ পারস্য বিভাগের সেক্রেটারী অফিস্, (২) আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যে স্থানে আবেদন সকল গৃহীত হইত, (৩) জাতিমালা কাছারি অর্থাৎ যে স্থানে জাতি ঘটিত অভিযোগের বিচার হইত, (৪) খাজনা খানা অর্থাৎ যে স্থানে কোম্পানীর মুদ্রা রক্ষিত হইত, (৫) মাল আদালত অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচারালয় এবং (৬) তহশীল দপ্তর অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার কালেক্টারের অফিস্ প্রভৃতি তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল; রাজ বাটীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক

তিনি সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। পরন্তু ১৭৭০ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব তাঁহাকে বৰ্দ্ধমানের তদানীন্তন নাবালক মহারাজকুমার তেজচন্দ্র রায় বাহাদুরের অভিভাবক এবং বৰ্দ্ধমান রাজসরকারের ম্যানেজার স্বরূপে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৮ খৃঃ হেষ্টিংস্ সাহেব তাঁহাকে নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সুতানুটীর জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। ক্রমে ক্রমে লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুগ্রহে মহারাজ বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রাজবাটির "দেওয়ান খানা" নামক বৃহৎ হলগৃহটী পলাশীর যুদ্ধের স্মরণার্থ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দুর্গোৎসবের সময় কলিকাতার হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, ইংরাজ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিতেন। সেই সময় গবর্ণর জেনারেল এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ মহারাজের প্রাসাদে আগমন করিতেন। তিনি স্বীয়ভবনে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ ও শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউ নামক দুইটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্টিত করেন। দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও চড়কের সময় তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। মাহেশের শ্রীশ্রীরাধাবল্লব জীউর সেবার্থ বল্লবপুর নামে একখানি তালুক দান করেন। তাঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, প্রভৃতি মহারাজের সভার পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুযত্নে ও ব্যয়ে পারস্য এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেকগুলি লিপি সংগ্রহ করেন। মহারাজ কলিকাতার গঙ্গাতীরে দুইটি ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি মাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সম্পাদন করেন। সেই উপলক্ষে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বেহালা হইতে কুল্পী পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশ মাইল দীর্ঘ "রাজার জাঙ্গাল" নামে তিনি একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর কলিকাতা সহরে স্বীয় নামিত একটী রাস্তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত

করাইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং কুলাচার্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন, আদান প্রদান এবং অন্যান্য কার্য্যানুসারে তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদা স্থিরীকৃত হয়। তৎকালে সমাগত কুলীন এবং কুলাচার্য্যগণ নবকৃষ্ণকে একাদশ গোষ্ঠীপতি করিয়া বরণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার বংশের কেহ কোন সামাজিক কার্য্যের সভায় উপস্থিত হইলে গোষ্ঠীপতির বংশোদ্ভব বলিয়া অগ্রে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য ও কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান করা হইত; কিন্তু এই প্রথাটী এক্ষণে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে। ১৭৯৭ খৃঃ ২২শে নবেম্বর মহারাজ নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর ইহলোক হইতে মহা-প্রস্থান করেন। পুত্রাভিলাষে তিনি সপ্তমবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটী মাত্র কন্যা এবং চতুর্থা পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করেন। পরিশেষে ১৭৮২ খৃঃ মেমারী নিবাসী রামকানাই বসু মল্লিকের কন্যার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণদেব। বিষয়ের জন্য তাহারা উভয়ে তৎকালীন সুপ্রীম্‌কোর্টে বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া মোকর্দ্দমা করেন; অবশেষে বিষয় সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

৺রাজকৃষ্ণ দেব।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের চতুর্থা পত্নীর গর্ভে ১৭৮২ খৃঃ রাজা রাজকৃষ্ণদেব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০১ খৃঃ রাজকৃষ্ণের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়; তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল, প্রধান সেনাপতি

প্রভৃতি উচ্চতন রাজকর্ম্মচারীগণ সেই বিবাহ অভিযানে যোগদান করেন। চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য উপস্থিত ছিল। তিনিও পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎকার্য্যপরায়ণ ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইত। রাজকৃষ্ণ "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃঃ আগষ্ট মাসে রাজা রাজকৃষ্ণদেব বাহাদুর রাজলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নবম বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে খানাকুলনিবাসী কুলীন-শ্রেষ্ঠ রামানন্দ বসু সর্ব্বাধীকারী মহাশয়ের কন্যার সহিত রাজকৃষ্ণের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন হয়। তাঁহার আটটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল—শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

৺শিবকৃষ্ণ দেব।

রাজা রাজকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবকৃষ্ণদেব অল্পবয়সে সততা ও সুবুদ্ধি গুণে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নানারূপ সদনুষ্ঠানে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি মৃত্যুকালে তিনটী পুত্র ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ, যোগেন্দ্রকৃষ্ণ ও মণীন্দ্রকৃষ্ণকে রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের দুই পুত্র—জীতেন্দ্রকৃষ্ণ ও গিরীন্দ্রকৃষ্ণ দেব। কনিষ্ঠ মণীন্দ্রকৃষ্ণের তিনপুত্র—কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ, জীমেন্দ্রকৃষ্ণ ও সৌরীন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

৺কালীকৃষ্ণ দেব।

রাজা রাজকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কালীকৃষ্ণদেব বাহাদুর ১৮০৮ খৃঃ শোভাবাজার প্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি রাসেলাস্, প্রেজস্ ফেবল প্রভৃতি

গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। তিনি মহা-নাটকের অনুবাদ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরীয়াকে উৎসর্গ করিলে, মহারাণী স্বয়ং পত্র লিখিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দেহত্যাগের পর কালীকৃষ্ণ হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি সনাতন হিন্দুরক্ষিণী সভার সভাপতি ছিলেন। রাজা বাহাদুর প্রায় সকল প্রকার সদানুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা যাহাতে প্রসারিত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; এতৎকল্পে তিনি অনেক সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৩৩ খৃঃ ভারতের ভুতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুর তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। ১৮৭৪ খৃঃ ১১ই এপ্রেল রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। তিনি চারিটী পুত্রসন্তান রাখিয়া যান—হরেন্দ্রকৃষ্ণ, উদয়কৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ ও সমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর একজন সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব গবর্ণমেণ্ট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। রাজা বাহাদুরের দুই পুত্র—কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ ও কুমার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

৺রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ক্রমে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ পদে উন্নীত হইয়া রাজ কার্য্যে বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজসরকারে

তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সুশাসনে জেলার অনেক উন্নতি হয় এবং তিনি বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ পুরুষ ছিলেন। বগুড়ায় কার্য্যকালীন তাঁহার উদ্যোগে বগুড়ার এডওয়ার্ডপার্ক, উড্বরণ লাইব্রেরী ও টাউনহল সংস্থাপিত হয়। বগুড়া হইতে শেরপুর পর্য্যন্ত ষ্টীমার লাইন তাঁহারই কীর্ত্তি। তিনি অমায়িক ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। বগুড়ায় অবস্থানকালে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ১৯১৩ খৃঃ জুন মাস হইতে অষ্টাদশ মাসের বিদায় গ্রহণ করেন; তাঁহার স্থানে কলিকাতার চতুর্থ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায় নন্দলাল বাগচী বাহাদুর মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯১৩ খৃঃ ৯ই সেপ্টেম্বর কুমার বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম বাহান্ন বৎসর হইয়াছিল। রমেন্দ্রকৃষ্ণ দুইটী পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন—শ্রীযুক্ত কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কুমার সরজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহার শাস্ত্রে ব্রতী আছেন।

কালীকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র কুমার উদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র কুমার সদয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। তাঁহার দুই পুত্র কুমার গুণেন্দ্রকৃষ্ণ ও কুমার ধনেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

কালীকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র কুমার অতুলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র কুমার সুশীলকৃষ্ণ দেব; তদীয় পুত্র কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

কালীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চারি পুত্র—কুমার সমরেন্দ্রকৃষ্ণ, বিনোদকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

৺ দেবীকৃষ্ণ দেব।

রাজা রাজকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সজ্জন বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, কুমার আনন্দকৃষ্ণ ও সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। জ্যেষ্ঠ কুমারের চারি পুত্র—কুমার অনাথকৃষ্ণ, মন্মথকৃষ্ণ, প্রমথকৃষ্ণ ও সুহৃৎকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

কুমার শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বঙ্গসাহিত্যের একজন পৃষ্ঠ-পোষক। ইনি বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ রচনায় পারিতোষিকের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১৯১৩ খৃঃ পাঁচ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। সেই টাকার সুদ হইতে প্রতিবৎসর দুইটী করিয়া স্বর্ণপদক প্রদত্ত হয়। প্রবন্ধ রচনায় কেবল মহিলাগণই অধিকারিণী। ইনি "বঙ্গের কবিতা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরাজ প্রভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কবিগণের রচনার পরিচয় ইহাতে বিবৃত করা হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইনিই এখন শোভা-বাজার রাজবংশের সাহিত্যিক।

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর বঙ্গদেশের কয়েকটী জেলায় প্রথমতঃ জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করেন। অধুনা মাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়া উড়িষ্যা বিভাগে রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

রাজা দেবীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের দুই পুত্র—কুমার রূপেন্দ্রকৃষ্ণ ও হেমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। জ্যেষ্ঠ কুমারের দুই পুত্র—কুমার রবীন্দ্রকৃষ্ণ ও কুমার জ্যোতিরিন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

৺ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব।

রাজা রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর বিজ্ঞ, উন্নত স্বভাব ও উদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—কুমারকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। জ্যেষ্ঠ কুমার কৃষ্ণের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। কনিষ্ঠ কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্য সমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি "হরিদাসের গুপ্তকথা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি আরও কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে কুমার বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন।

কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ মৃত্যুকালে তিনটী পুত্র রাখিয়া যান—শ্রীযুক্ত কুমার অসীমকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত কুমার অমূল্যকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কুমার গুণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। জ্যেষ্ঠ অসীমকৃষ্ণের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ দেব কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরীৎকৃষ্ণ দেব বি এ পাশ করিয়াছেন।

রাজা রাজকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র মাধবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সরলহৃদয় ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই।

৺ কমলকৃষ্ণ দেব।

রাজা রাজকৃষ্ণের ষষ্ঠ পুত্র মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব ১৮২০ খৃঃ শোভাবাজার প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্য ও হিন্দু শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। গুণাকর এবং ভাস্কর নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকা তাঁহার আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই দুইখানি

পত্রিকায় তিনি অনেক সময় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, অন্নসত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত থাকিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী প্রাচীন মোগল রাজধানী দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে কমলকৃষ্ণ "রাজা" উপাধি সম্মান লাভ করেন। অতঃপর ১৮৮০ খৃঃ ২৩শে ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া "মহারাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ছাত্রফণ্ডের মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে চারিটি ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে; দক্ষিণ রাঢ়ীয় দরিদ্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ কায়স্থ ছাত্রগণ এই বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব কয়েক বৎসর হইল, নীলকৃষ্ণ ও বিনয়কৃষ্ণ নামে দুইটি পুত্র সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

মহারাজ কমলকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পবিত্র চরিত্রে অনুপ্রাসিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না; কয়েকটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺ বিনয়কৃষ্ণ দেব।

মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র স্বনামধন্য রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৮৬৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে শোভাবাজার রাজবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সে সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বিনয়কৃষ্ণ বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তিনি ধনীর সন্তান হইলেও বিদ্বানের সংসর্গ করিতে অধিক ভাল বসিতেন। বিনয়-কৃষ্ণ বাঙ্গালার স্বারস্বত অঙ্গনের একটি আদর্শ প্রতিমা ছিলেন।

তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে সাধনার পথ প্রদর্শন করেন। সাহিত্য সভা ও সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা তাঁহার মনীষা সাধনার পরিচায়ক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সভার তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ তিনি নিজ বাটীতে বঙ্গের সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন; অনন্তর ১৯০০ খ্রীঃ ইহা স্থানান্তরিত হইয়া এক বৃহৎ বাটীতে সংস্থাপন হইয়াছে। সাহিত্য সভায় মধ্যে মধ্যে সারবান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তিনি চিন্তাশীলতা ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় "কলিকাতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পঞ্চপুষ্প প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা বদ্ধপরিকর ছিলেন। তজ্জন্য শোভাবাজারে "বেনাভোলেণ্ট্ সোসাইটী" নামক সভা স্থাপন করেন। এই সভার দ্বারা বহু দরিদ্র ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। দাতব্য সভার দ্বারা তিনি অনেক নিরাশ্রয় রমণী ও নিঃসম্বল ছাত্রবৃন্দের উপকার করিয়াছেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি বাল্যকাল হইতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কারে সর্ব্বদা উদ্যোগী ছিলেন। বাঙ্গালার সাহিত্যসমাজে ও রাজনীতি ঘটিত ব্যাপারে তিনি পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহী ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সমাজের ঘনিষ্ঠ মিলনকল্পে তিনি মধ্যে মধ্যে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করিতেন; সেই সকল সম্মিলনীতে ভারতের প্রধান সেনাপতি, বঙ্গের ছোটলাট প্রভৃতি উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীগণও উপস্থিত হইতেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফারিণের বিদায় সভায় তাঁহার প্রতি ভারত-বাসীদিগের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, বিনয়কৃষ্ণ তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধে তিনি প্রভূত আন্দোলন করিয়াছিলেন। সহবাস

সম্মতি আইন সৃষ্টির প্রস্তাব কালে সমগ্র হিন্দুসমাজকে জাগাইতে, বঙ্গবাসীর সহিত তিনি অকৃত্রিম উৎসাহে যোগদান করেন। মিউনিসিপাল আইনের প্রতিবাদ জন্য তিনি দেশবাসীকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রোধের বিধি সংকল্পে তিনি স্বনামধন্য ডক্টার্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত যোগদান পূর্ব্বক প্রতিবাদ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতে তিনি নেতৃবর্গের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তিনি তাঁহাদিগের সহিত একাত্মক ছিলেন। বিনয়কৃষ্ণ হিন্দুর সমুদ্রযাত্রার একজন পক্ষপাতী হিন্দুনেতা ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বিলাসের নিন্দা তাঁহার অঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার লেখনী প্রসূত বিলাসপ্রবন্ধ "বঙ্গবাসী" আদর করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। তিনি একজন কর্ম্মবীর ছিলেন। সেইজন্য বাঙ্গালার গণ্যমান্য সকল ব্যক্তি তাঁহার অশেষ গুণের উপচয় সাধন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে তাঁহার ভক্তি ছিল ও তাঁহাদের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সংস্কারক ছিলেন এবং রাজকুলের সর্ব্ববিধ সৎকার্য্য প্রফুল্লতার সহিত সাধন করিতেন। তিনি কখন কাহারও অনুরোধ উপেক্ষা করিতেন না এবং কাহাকেও অর্থ সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিশনার, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, মেও হাঁসপাতালের অবৈতনিকট্রষ্টী, ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের অন্যতম তত্বাবধায়ক, আলিপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য এবং কলিকাতার অনেকগুলি পুস্তকালয়ের পৃষ্টপোষকরূপে দেশের অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানের অগ্রণী ছিলেন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে শোভাবাজার রাজবংশের গৌরব বহু পরিমাণে তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে তিনি

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বহুবিধ প্রশংসনীয় ও স্বদেশ হিতৈষণামূলক জনহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তাঁহার যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট বিনয়কৃষ্ণকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। "কৈশরী-হিন্দ্ মেডেল" যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে বিনয়কৃষ্ণ প্রথমতঃ ঐ মেডেল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি "কলিকাতা ঐতিহাসিক সমিতি" নামক সভার সহকারী সভাপতি মনোনীত হন। ১৯১০ খ্রীঃ ২৪ শে জুন ভারত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি ভূষণে বিভূষিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস বঙ্গের লোকান্তরিত ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার বাহাদুর শোভাবাজার রাজবংশ কুলতিলক বিনয়কৃষ্ণকে উপাধি সনন্দ প্রদান করিবার জন্য এক দরবার করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন জন্য যে স্মৃতি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯১০ খ্রীঃ উক্ত ভাণ্ডারে রাজা বাহাদুর এক সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গায় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে তিনি তিন সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১১ খ্রীঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারত রাজরাজেশ্বরের অভ্যর্থনা আয়োজন কল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে রাজা বাহাদুর আড়াই হাজার টাকা দান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার রাজপ্রাসাদে ভারত সম্রাট ও তৎপত্নীর এক মজলিশ বসিয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর বিনয়-কৃষ্ণকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে রাজা বিনয়কৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী রাণী শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দাসী, রাজ প্রতিনিধি পত্নী লেডি হার্ডিঞ্জ মহোদয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর বহুমূত্র পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন।

অতঃপর রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৯১২ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে নিউমোনিয়া রোগে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ১লা আগষ্ট মান্যবর ডিউক সাহেব বাহাদুর শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট্ সোসাইটীর সভামন্দিরে রাজা বাহাদুরের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর সহিত তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাজা বাহাদুর আটটী পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। কুমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ বি এ, প্রমোদকৃষ্ণ, প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ, প্রকাশকৃষ্ণ, প্রভাতকৃষ্ণ, প্রভাসকৃষ্ণ, প্রত্যুষকৃষ্ণ ও প্রমথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

---

৮ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

রাজা রাজকৃষ্ণের সপ্তম পুত্র মহারাজ স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৮২২ খৃঃ ১০ই অক্টোবর শোভাবাজার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে হিন্দুকলেজে বিদ্যারম্ভ করেন। ক্রমে স্বীয় ধীশক্তি বলে ইংরাজীভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ বঙ্গদেশের প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেড্রিক হালিডে সাহেব সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণের জন্য একটী নূতন পদের সৃষ্টি করেন এবং তাহার একটি পদ নরেন্দ্রকৃষ্ণকে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কয়েকবৎসর পরে সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৭৫ খৃঃ গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত করেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরীয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর রাজদরবারে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বড়লাট ভবনে অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। সেই

দরবারে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৮ খৃঃ মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ "কে-সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃঃ তিনি "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০১ খৃঃ ২২ শে জানুয়ারী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়া স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার স্মরনার্থ প্রায় তিনলক্ষ হিন্দু সন্তান সমবেত হইয়া কলিকাতায় যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল; তৎকালে সেই সভায় মহারাজ বাহাদুর হিন্দুসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক, সামাজিক ও দেশহিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। মহারাজ কলিকাতা মেও হাঁসপাতালের একজন গবর্ণর, বহুদিন যাবৎ কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কমিশনার, আলিপুরের তরুণ বয়স্ক অপরাধিদিগের সংশোধনার্থ বিদ্যালয়ের পরিদর্শক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য, চব্বিশ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এবং ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার কয়েকবার সভাপতি হইয়াছিলেন। শেষোক্ত সমিতির সহিত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। মহারাজ প্রকাশ্যে ও গোপনে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ বাল্যকালে ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী এবং একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি অতিশয় অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৩ খৃঃ ২০শে মার্চ্চ মহারাজ স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে উক্তবৎসর ৩রা এপ্রেল কলিকাতার তৎকালীন সেরিফের উদ্যোগে টাউনহলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া মহারাজ বাহাদুরের শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল। সেই সভায় বঙ্গের তদানীন্তন অস্থায়ী ছোটলাট মিঃ বোর্ডিলন্ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে মহারাজ বাহাদুর সাতটী

পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ, দ্বীপেন্দ্রকৃষ্ণ, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, মানবেন্দ্রকৃষ্ণ, ও যোতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক "এম, এ, বি, এল" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-বলে উত্তরোত্তর উন্নীত হইয়া বিভাগীয় সেসন্ জজ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গদেশের কয়েকটী জেলায় কার্য্য করিয়া হুগলীর সেসন্ জজ হন। রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার আইনজ্ঞতায় ও সংযত ভাষায় সকলে মুগ্ধ হইত। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি জনসাধারণের নিকটেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি ১৯০৬ খৃঃ ২৯ শে জুন "রাজা" উপাধি সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিগত দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই রাজসূয় যজ্ঞে যোগদান করিতে পারেন নাই। নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের "করোনেশন মেডেল" পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে ১৯১২ খৃঃ ১২ই এপ্রেল কলিকাতার টাউন হলে এক প্রকাশ্য দরবারে ৩৮ জন পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ একজন ছিলেন। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণের তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ, সচীন্দ্রকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব কলিকাতা হাইকোর্টের একজন সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী। তিনি বহুবিধ সাধারণ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণের চতুর্থপুত্র মহারাজকুমার দ্বীপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তিন পুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকৃষ্ণ, প্রনয়েন্দ্রকৃষ্ণ ও পরীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

মহারাজের ষষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মানবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সন্তানাদি হয় নাই।

মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার যোতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের চারি পুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রকৃষ্ণ, রতীন্দ্রকৃষ্ণ, সতীন্দ্রকৃষ্ণ ও পুর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণের অষ্টম পুত্র কুমার যাদবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পাথুরিয়াঘাটা—রায়বংশ।

প্রাচীনকালে বঙ্গেশ্বর আদিশূরের সময় সনকা আঢ্য নামক জনৈক সুবর্ণবণিক অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত রামগড় হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাস করেন; তদবধি ঐ স্থানের নাম সুবর্ণ গ্রাম হইয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন নগর। ১৩৩৮ খৃঃ হইতে প্রায় দেড় শত বৎসরকাল সুবর্ণ গ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। অধুনা গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ধর ওরফে নকুড় ধর পূর্ব্বোক্ত সনকা আঢ্যের বংশধর। এই রাজবংশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয়দিগের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া নকুড় ধর সুবর্ণ গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতার পূর্ব্বকালীন জঙ্গলময় পল্লীতে, বর্ত্তমান পাথুরিয়াঘাটার নিকট নূতন বাজার নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে তিনি ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ধনকুবের লক্ষ্মীনারায়ণ ইংরাজদিগের মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সঙ্কট সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদের নবাবকে অর্থ সরবরাহ করিতেন এবং নকুড় ধর ইংরাজদিগের অর্থ যোগাইতেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এবং লর্ড ক্লাইব প্রভৃতির নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে ওয়ারেন্ হেষ্টীংস্ সাহেবের নিকট তিনিই প্রথমে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি নবকৃষ্ণ হেষ্টিংস্ সাহেবের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া "রাজা" উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ নিজে সেই সম্মান গ্রহণ না করিয়া তাঁহার একমাত্র দৌহিত্রকে সম্মানিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের সন্তানাদি

না থাকায় তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তাঁহার কন্যার একমাত্র পুত্র সুখময় রায়কে দান করিয়া যান।

৺সুখময় রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের দৌহিত্র রাজা সুখময় রায় বাহাদুর বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংসের সময় তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে ৺পুরুষোত্তম ধামের যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য কটক রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন; এবং তাহার সংস্কার কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেড়লক্ষ টাকা দান করেন। এই সদনুষ্ঠানের জন্য মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংস বাহাদুর তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি এবং একটি সুবর্ণপদক উপহার প্রদান করেন। তিনি তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতেও উক্ত "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সৎকর্ম্মে তাঁহার এতদূর খ্যাতি ছিল যে, দিল্লীর সম্রাট প্রদত্ত তাঁহার রাজা বাহাদুর উপাধি পারস্যের তদানীন্তন সাহ পর্য্যন্ত অনুমোদন করিয়া একখানি পরোয়ানা প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে পাঁচ সহস্র পদাতিক সৈন্য রাখিবার অনুমতি ও পাল্কীতে ঝালর ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী ডিরেক্টার ছিলেন। সকলের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। রাজা বাহাদুরের পাঁচ পুত্র—রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নরসিংহচন্দ্র রায়।

৺ রামচন্দ্র রায়।

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার রামচন্দ্র রায় বিবিধ সৎকার্য্য দ্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার রাজনারায়ণ রায় বাহাদুরকে রাখিয়া যান। কুমার বাহাদুরের কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনি ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান থাকায় মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কুমার দীনেন্দ্র নারায়ণ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন।

দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়।

রাজা শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় সাধারণের হিতকর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া সমাজে গণ্য হইয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর একজন সভ্য; পশুদিগের কষ্টনিবারিণী সমিতির সদস্য। দীনেন্দ্রনারায়ণ ১৯১৪ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে "রাজা" উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজা সুখময় বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার কৃষ্ণচন্দ্র রায় বিজ্ঞ ও উদারচরিত পুরুষ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

৺ বৈদ্যনাথ রায়।

রাজা বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান ও সৎকার্য্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি সাধারণ হিতকর

কার্য্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে পঞ্চাশ সহস্র টাকা; কাশীপুর গান্‌ফাউণ্ডারি ঘাট এবং তথা হইতে দমদমা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে চল্লিশ হাজার টাকা; নেটীব্ হাঁসপাতাল ফণ্ডে ত্রিশ হাজার টাকা; দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ হাজার টাকা; কর্ম্মনাশা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণার্থ আট হাজার টাকা; লণ্ডন ভূতত্ত্ব সমিতিতে ছয় হাজার টাঁকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। রাজপ্রতিনিধি লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুর তাঁহার দানের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বৈদ্যনাথকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। অধিকন্তু একটি সুবর্ণ মেডেল ও সুন্দর কারুকার্য্য সমন্বিত একখানি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার দানের জন্য লর্ড ল্যান্সডাউন বাহাদুর একখানি প্রশংসা পত্রসহ লণ্ডন ভূতত্ত্ব সমিতির একখানি "ডিপ্লোমা" প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথ মৃত্যুকালে দুই পুত্র কুমার রাজকৃষ্ণ ও কুমার কালীকৃষ্ণ রায় বাহাদুরকে রাখিয়া যান।

রাজাবাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাজকৃষ্ণের দুই পুত্র—কুমার জয়গোবিন্দ রায় ও কুমার শ্যামদাস রায়।

কুমার জয়গোবিন্দের একমাত্র পুত্র কুমার মনোহরচন্দ্র রায়।

৺ কালীকৃষ্ণ রায়।

রাজা বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার কালীকৃষ্ণ রায় ধার্ম্মিক ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তিনি পাইকপাড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। চিৎপুরে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠাকালে কালীকৃষ্ণ ২৫০০৲ টাকা দান করেন, অধিকন্তু প্রতিমাসে প্রায় এক শত টাকা সাহায্য করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ

২৫শে মে তিনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড্ নর্থব্রুক্ এবং প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারকে একটি সান্ধ্য সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তৎকালে কুমার বাহাদুর রাজপ্রতিনিধিকে পান ও আতর দানে আপ্যায়িত করেন; সেই সময় ব্রীটীশ রাজের ৬২ নং রেজিমেণ্ট অভ্যর্থনা কল্পে উপস্থিত হইয়াছিল।

লর্ড আকল্যাণ্ডের সময় কালীকৃষ্ণ "কুমার" উপাধিতে ভূষিত হন; সেই সময় পরিচ্ছদ এবং পাগড়ীর জন্য একটি হীরকমণ্ডিত অলঙ্কার (Shirpatch) প্রাপ্ত হন। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড হাডিঞ্জ এবং লর্ড এল্‌গিন্ বাহাদুর উভয়ে কালীকৃষ্ণ ও তাঁহার বংশে তরবারি ব্যবহারের অধিকার দিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ কুমার কালীকৃষ্ণ রায় মহাপ্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তিনি কুমার দৌলৎচন্দ্র রায় ও নাগরনাথ রায় নামে দুইটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যান।

৺ দৌলৎচন্দ্র রায়।

কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার দৌলৎচন্দ্র রায় ১৮৭৫-১৮৭৮ খৃঃ পর্য্যন্ত কাশীপুরের সাবরেজিষ্টার পদে নিযুক্ত থাকেন। অতঃপর পিতার মৃত্যু কালে জমিদারী পরিচালন জন্য বাধ্য হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটী শিশুপুত্র কুমার তেজচন্দ্র রায় ও কুমার সতীশচন্দ্র রায়কে রাখিয়া যান।

রাজা সুখময়ের চতুর্থ পুত্র কুমার শিবচন্দ্র রায় বহুবিধ সৎকার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হইয়াছেন।

৺ নরসিংহচন্দ্র রায়।

রাজা সুখময়ের কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহচন্দ্র রায় পৈতৃক ভবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দানধর্ম্মে ও সৎকর্ম্মে তাঁহার সমূহ খ্যাতি ছিল। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট্ বাহাদুর তাঁহাকে "রাজাবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি উদার হৃদয় ও লোকবৎসল পুরুষ ছিলেন। তিনি নীরবে দশের ও দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার অর্থানুকূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি দাতা মধুরভাষী ও বিনয়ী ছিলেন।

৺ রাজকুমার রায়।

রাজা নরসিংহের একমাত্র পুত্র কুমার রাজকুমার রায় অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্, জষ্টিস্ অব দি পিস্ প্রভৃতি বহু সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। তিনি অতি সরল, উদার, অমায়িক ও পরোপকারী লোক ছিলেন। বন্ধুবান্ধবের উপকারে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি আড়ম্বর শূন্য ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—কুমার রাধাপ্রসাদ রায় ও কুমার দেবীপ্রসাদ রায়।

৺ রাধাপ্রসাদ রায়।

রাজকুমারের পুত্র কুমার রাধাপ্রসাদ রায় ১৮৫৩ খৃঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা নরম্যাল স্কুলে বিদ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দুস্কুলে প্রবিষ্ট হন। তিনি সুশিক্ষিত, সদন্তঃকরণ, দাতা ও অমায়িক পুরুষ ছিলেন। দেশহিতকর প্রায় সকল

কার্য্যেই তাঁহার দান মহিমা প্রকটিত ছিল। তিনি একটি পল্লী গ্রামের স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিতেন। তিনি অনেকগুলি বৃত্তি সংস্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীন গোপনে তাঁহার দান ছিল। তিনি প্রায় লক্ষ টাকা সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বন্ধু বৎসলতায় ও সৎকার্য্যে অনুষ্ঠানে অবিচলিত চিত্ত ছিলেন। কুমার বাহাদুর বঙ্গ-ভাষার একজন অকপট অনুরাগী এবং নিজে একজন লেখক ও গ্রন্থকার ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি উচ্চ বিষয়সমূহে তিনি ছয়খানি সুবৃহৎ চিন্তাশীল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার প্রায় দশ সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃ তিনি ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ভাণ্ডারে পঁচিশ সহস্র টাকা দান করেন। প্রায় একমাস কাল রোগ শয্যায় শায়িত থাকিয়া ১৯০২ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর কুমার রাধাপ্রসাদ রায় বাহাদুর ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার সুবিশাল সম্পত্তি তদীয় কন্যার পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মল্লিককে দান করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহাকে দত্তক ও উত্তরাধিকারী করিবার জন্য সহধর্ম্মিণীকে একখানি উইল দ্বারা অনুমতি প্রদান করিয়া যান। ইহাঁর বিধবা পত্নী ও দুইটী কন্যা বর্ত্তমান।

কুমার রাধাপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবী প্রসাদের পুত্র শ্রীযুক্ত হরি-প্রসাদ রায় অধুনা এই বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

চোরবাগান মল্লিকবংশ।

কলিকাতা চোরবাগানের মল্লিকদিগের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ সুবর্ণরেখা নদীতীরে বাস করিতেন। তৎপরে সপ্তগ্রাম, হুগলী, চুঁচূড়া এবং পরিশেষে কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। ইহাঁরা জাতিতে সুবর্ণবণিক। এই বংশ বহুদিবস হইতে দানশীলতার জন্য প্রখ্যাত।

মাথুশীল এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার দ্বাদশ পুত্র, তন্মধ্যে গজশীল জ্যেষ্ঠ ছিলেন। গজ শীলের তিন পুত্র, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুমার শীল। সুমারের পুত্র বারোণী শীল। তাঁহার পুত্র বাজোশীল; তৎপুত্র তেজচন্দ্র শীল; তৎপুত্র প্রয়াগ শীল; তাঁহার পুত্র নাগর শীল। তিনি তিনটী পুত্র রাখিয়া যান; তন্মধ্যে নৃত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ; তৎপুত্র নারায়ণ শীল; তাঁহার সাত পুত্র; তাঁহাদের মধ্যে মদন শীল জ্যেষ্ঠ। তৎপুত্র বনমালী শীল; বনমালীর তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাদব চন্দ্র শীল মুসলমান রাজত্বের সময় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়া নবাব-সরকার হইতে "মল্লিক" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঁচপুত্র; তন্মধ্যে কানুরাম মল্লিক জ্যেষ্ঠ ছিলেন। কানুরামের চারিপুত্র; জ্যেষ্ঠ জয়রাম মল্লিক ১৬৩৫ খৃঃ বর্গীদিগের ভয়ে সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তিনি মৃত্যুকালে ছয়টী পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পদ্মলোচন মল্লিক বাণিজ্যের দ্বারা বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। পদ্মলোচনের পুত্র শ্যামসুন্দর মল্লিক। তাঁহার দুই পুত্র রামকৃষ্ণ মল্লিক এবং গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক হইতেই এই বংশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উভয় ভ্রাতায় পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন।

৺ রামকৃষ্ণ মল্লিক।

বাঙ্গালা, বিহার, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে তাঁহাদিগের বাণিজ্যাগার ছিল। তাঁহারা বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন। উভয় ভ্রাতায় অত্যন্ত দাতা ছিলেন। ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া বহু অতিথিকে অন্নদান এবং স্বজাতীয় দীন দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহারা রোগীদিগের ঔষধ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃঃ মন্বন্তরের সময় তাঁহারা আটটী অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে দরিদ্রদিগকে অন্নদান করেন। ৺বৃন্দাবন ধামে তাঁহাদিগের একটি অন্নসত্র আছে। ১৮০৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে রামকৃষ্ণ মল্লিক মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—আনন্দলাল, বৈষ্ণবদাস ও সনাতন মল্লিক।

জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দলাল মল্লিক নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ বৈষ্ণবদাস মল্লিক।

রামকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১৭৭৫ খৃঃ ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ছিলেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি সদাব্রত ও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৈষ্ণবদাস একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মহা-সমারোহে বাটীতে দুর্গোৎসব করিয়া বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিদায় প্রদান করিতেন। তিনি ফুল আখড়ায়ের সৃষ্টি করেন; অধুনা তাহা হইতে হাফ্ আখড়াই হইয়াছে। নানা প্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। বাণিজ্য দ্বারা ও পরে বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তিনি বিপুল অর্থশালী হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ ১০ই মার্চ্চ বৈষ্ণবদাস মল্লিক

লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—বীরনরসিংহ, স্বরূপচন্দ্র, দীনবন্ধু, ব্রজবন্ধু ও গোষ্ঠ বিহারী মল্লিক।

রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠপুত্র সনাতন মল্লিক ১৭৮১ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৫ খৃঃ তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান হয় নাই।

৺ বীরনরসিংহ মল্লিক।

বৈষ্ণবদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরনরসিংহ মল্লিক সকলের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার বিনয় ও সদয় ব্যবহারে, ধর্ম্মপরায়ণতায় জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করেন। তিনি অনেক জমিদারকে জমিদারী পরিচালনের সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮২৪ খৃঃ ২৩শে জুলাই বীরনরসিংহ মল্লিক লোকান্তরগমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে তুলসীদাস মল্লিক ও সুবলদাস মল্লিক নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া যান।

বীরনরসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র তুলসীদাস মল্লিক একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। অনেকে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্ পদ সৃষ্টি হইলে যে কয়েকজন ব্যক্তি প্রথম নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ ২১ শে ডিসেম্বর তুলসীদাস মল্লিক গতাসু হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র—বলাইদাস মল্লিক ও গয়াপ্রসাদ মল্লিক।

বীরনরসিংহের কনিষ্ঠপুত্র সুবলদাস মল্লিক অতি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। ব্রজবন্ধু মল্লিকের মৃত্যুর পর তিনি এই বংশের প্রতিনিধি হন। তিনি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং "জষ্টিস্ অব্ দি পিস্" ছিলেন।

১৮৭৬ খৃঃ সুবলদাস মল্লিক একমাত্র পুত্র গোপীমোহন মল্লিককে রাখিয়া মহাপ্রস্থান করেন।

বৈষ্ণবদাসের মধ্যমপুত্র স্বরূপ চন্দ্র মল্লিক ১৮৪৭ খৃঃ ২৫শে নবেম্বর দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান থাকে নাই।

বৈষ্ণবদাসের তৃতীয় পুত্র দীনবন্ধু মল্লিক এই বংশের ক্রিয়াকলাপ সুচারুরূপে পরিচালন করেন। বীরনরসিংহের মৃত্যুর পর তিনি এই বংশের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নন্দলাল মল্লিক।

৺ ব্রজবন্ধু মল্লিক।

বৈষ্ণবদাসের চতুর্থ পুত্র ব্রজবন্ধু মল্লিক অত্যন্ত দয়ালু ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতার ক্লাইব রো নামক রাস্তার জন্য ভূমি দান করেন। দীনবন্ধু মল্লিকের মৃত্যুর পর, তিনি এই বংশের প্রতিনিধি হন। ব্রজবন্ধু গোপনে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃঃ আগষ্ট মাসে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে পাঁচটী পুত্র আশুতোষ, গোবিন্দলাল, গোপাললাল, বনমালী ও মতিলাল মল্লিককে রাখিয়া যান।

মধুসূদন সাণ্ডেল চিৎপুররোড়ের পার্শ্বে দুইটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহাকে লোকে "ইণ্ডিয়ান্ প্যালেস্" বলিত। সাণ্ডেল বাবুগণ একটি বাটী বরণ কোম্পানীকে বিক্রয় করেন; তৎপরে আশুতোষ মল্লিক বরণ কোম্পানীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বাটী নির্ম্মাণের সময় তাঁহার উৎকট পীড়া হওয়ায় স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর তথায় আশুতোষ মল্লিক আশুধামে গমন করেন। নূতন বাটীতে বাস করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

বৈষ্ণবদাসের কনিষ্ঠপুত্র গোষ্ঠবিহারী মল্লিক ১৮৫১ খৃঃ ভবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র শিশুপুত্র শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মল্লিককে রাখিয়া যান।

৺ নীলমণি মল্লিক।

১৭৮৮ খৃঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিকের মৃত্যু হইয়াছে।

তাঁহার একমাত্র পুত্র নীলমণি মল্লিক ১৭৭৫ খৃঃ ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি চোরবাগানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউর ঠাকুরবাড়ী ও একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। ৺পুরুষোত্তমধামের যাত্রীগণ পথিমধ্যে ঝড় বৃষ্টিতে কষ্ট পাইত বলিয়া তিনি রাস্তার মধ্যে মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যাত্রীগণকে "আঠার নালা" অতিক্রম করিবার জন্য পয়সা যাহাতে না দিতে হয়, তজ্জন্য তিনি কালেক্টারীতে বহু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে ৺ পুরীধামের শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউর একটি সুন্দর নাট-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার গঙ্গাতীরে "নীলমণি মল্লিকের ঘাট" নামে একটি বাঁধাঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি ইংরাজী স্কুল ও একটি পাঠশালার ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮২১ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর নীলমণি মল্লিক সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী এবং তিন বৎসর বয়স্ক একমাত্র শিশুপুত্র রাজেন্দ্র-লাল মল্লিককে রাখিয়া যান। তাঁহারা কিয়দ্দিবস পরে পাথুরিয়াঘাটা হইতে চোরবাগানে আসিবা বাস করেন। নীলমণির মৃত্যুর পর ১৮৭৪ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর শোক প্রকাশ করিয়া রাজেন্দ্র লালকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন।

৮ রাজেন্দ্রলাল মল্লিক।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুর ১৮১৯ খৃঃ ২৪ শে জুন চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় তৎকালীন সুপ্রিম কোর্ট, স্যার জেমস্ হগ্ সাহেবকে, রাজেন্দ্রলালের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। অতঃপর ১৮৩৫ খৃঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পার্শীভাষায় উত্তমরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সদালাপী, দয়ালু ও দাতা ছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচীন শিল্প সংগ্রহে বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি বহু চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি এবং নানা প্রকার শিল্প সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। জাতি নির্ব্বিশেষে ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যহ বহু দরিদ্রকে অন্ন দান করিতেন। তাঁহার বাটীতে অদ্যাপি প্রত্যহ অতিথি সৎকার ও কাঙ্গালী ভোজন হইয়া থাকে। তিনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সঙ্গীত, চিত্র, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিদ্যায় সেইরূপ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার দয়া, ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণে জনসাধারণে মুগ্ধ ছিল। তিনি অতিশয় পশুপ্রিয় ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার চোরবাগানের বাটীতে একটী বৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল। সেই পশুশালায় নানা প্রদেশ হইতে পক্ষী ও জন্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা হইতে অনেকগুলি দুর্লভ পশুপক্ষী তিনি আলিপুরের পশুশালায় প্রদান করেন। কলিকাতা সহরের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল প্রথম পশুশালা স্থাপন করেন। কলিকাতা-আলিপুরের পশুশালা যাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন; তন্মধ্যে রাজেন্দ্রলাল অন্যতম ছিলেন এবং ইহাতে অনেকগুলি মূল্যবান জন্তু উপহার প্রদান করেন। তাঁহার স্মরণার্থ পশুশালার উদ্যানের প্রথম নির্ম্মিত গৃহটী "মল্লিকের ঘর" নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি নানা

জাতীয় পক্ষী ও জন্তু ইউরোপের অনেক পশুশালায় প্রেরণ করিয়া তাহার বিনিময়ে তথা হইতে অনেকগুলি মূল্যবান মেডেল, প্রশংসা-পত্র এবং পশুপক্ষী প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃঃ ৪ঠা জুলাই লণ্ডনের প্রাণিতত্ত্ব সমিতি একটি মেডেল উপহার প্রদান করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ২৫শে মে অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত মেলবরণ নগর হইতে "ভিক্টোরিয়া পশুপ্রদর্শনী সমিতি" তাঁহাকে একজন অবৈতনিক সদস্য মনোনীত করেন। উক্ত বৎসর বিলাতের প্রাণীতত্ত্ব সমিতি তাঁহাকে একজন অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত করেন। বেলজিয়ম, এণ্টোয়ার্প প্রভৃতির রাজকীয় প্রাণিতত্ত্ব সমিতির সভাপতি তাঁহাদের সমিতির সহিত সংস্রব রাখিয়া পশুপক্ষীদিগের বিনিময়ের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ১৮৬৫ খৃঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতায় যে সকল আতুর ব্যক্তি আসিয়াছিল, তাহাদিগকে অকাতরে অন্নদান করিতেন এবং দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া ১৮৬৭ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। উক্ত বৎসর মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষেও কয়েক সহস্র টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর বঙ্গদেশের সভাপতি, রাজেন্দ্রলালের চাঁদা দানের জন্য ও কয়েকটি জন্তু উপহার দেওয়ায় বিশেষ প্রশংসা করেন। ১৮৬৯ খৃঃ তিনি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রষ্টী এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি প্রতিদিন বহু দীন দরিদ্রকে অন্নদান করায় ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লী দরবারে লর্ড লিটন্ বাহাদুর তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। অতঃপর ১৮৭৮ খৃঃ ১লা জানুয়ারী ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। অধিকন্তু উপাধি সনন্দের সহিত খিলাত ও একটী বৃহৎ হীরক অঙ্গুরীয় উপহার দিয়াছিলেন। তদবধি দ্বারে শান্ত্রী পাহারা

রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। রাজা বাহাদুর বহুদিবস ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার “নূতন বাজার” স্থাপিত করেন। সুরম্য হর্ম্মের প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকায় স্বীয় সুবৃহৎ তোষাখানা নূতন ধরণে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত করেন। তাঁহার চোরবাগানের প্রাসাদটী মর্ম্মর প্রস্তরে বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি ও তৈলচিত্র অঙ্কিত। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে বহুবিধ মর্ম্মর প্রস্তর আনয়নপূর্ব্বক তোষাখানা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকমণ্ডিত নানা প্রকার বৃক্ষসকল বিরাজমান। বহুবিধ কারুকার্য্য ও শিল্পী দ্বারা এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা উহা সুসজ্জিত করেন। এরূপ সুসজ্জিত সুবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতা সহরে আর দ্বিতীয় নাই। চোরবাগানের মল্লিক প্রাসাদ কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম। তাহার পশুশালা অতি মনোহর। ১৮৮৭ খৃঃ ১৪ই এপ্রেল স্বনাম ধন্য মহাত্মা রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর রূপলাল মল্লিকের কন্যা ও শ্যামাচরণ মল্লিকের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার ছয়টী পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ মল্লিক।

৺ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কলিকাতার জষ্টিস অব দি পিস্, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্, মিউনিসিপাল কমিসনার, এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য. ফ্যামিন্ রিলিফ্ ফণ্ড কমিটির মেম্বর প্রভৃতি বহু সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত

সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বিবিধ রাজোচিত গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎকার্য্য পরায়ণ ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তিনি বিজ্ঞ, উন্নতস্বভাব, উদার ও দাতা ছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ ষষ্ঠী বৎসর বয়ঃক্রমকালে কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক পরলোকগমন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ মল্লিক।

দেবেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর অধুনা বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ১৮৫৩ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ইহাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি বৎসর কাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইনি পিতার ন্যায় ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। চোরবাগানের মল্লিক প্রাসাদ জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপীয় কোন পরিদর্শক কলিকাতায় আগমন করিলে উহা দর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কুমার বাহাদুর উহার একখানি সচিত্র তালিকা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি প্রায় বিশ বিঘা ভূমি দশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়া একটি সুন্দর পার্ক নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ১৯০২ খৃঃ ১৫ই জুলাই মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান্ মিঃ গ্রীয়ার সাহেব বাহাদুর এই পার্ক পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। সাধারণের উপকারার্থে কুমার বাহাদুর ইহা নির্ম্মাণ করায় গ্রীয়ার সাহেব বাহাদুর ইহার রাজস্ব কমাইয়া দিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ ২৬শে মার্চ্চ রাজপ্রতিনিধি লর্ডমিণ্টো বাহাদুর পত্নীসহ মল্লিক প্রাসাদ দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কুমার বাহাদুরকে একখানি স্বীয় ফটোগ্রাফ উপহার প্রদান করেন। কুমার বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা মার্চ্চ রাজপ্রতিনিধি লর্ড

হাডিঞ্জ বাহাদুর পত্নীসহ রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। তৎকালে লর্ড হাডিঞ্জ মহোদয় ইহাঁকে একখানি স্বীয় ফটোগ্রাফ্ উপহার প্রদান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ১২ ই এপ্রেল কলিকাতার টাউনহলে প্রকাশ্য দরবারে ৩৮ জনকে নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের করনেশন মেডেল পুরস্কার প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে ইনি একজন ছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্টমাসে বর্দ্ধমান বিভাগে ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে কুমার বাহাদুর এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ইনি বহুবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত। ইনি সুবর্ণ বণিক সমাজের সভাপতি; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন ট্রষ্টী; বহুবাজার শিল্প বিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতি; ডিষ্ট্রিক্ট্ চেরিটেবল্ সোসাইটীর একজন সভ্য। ইনি ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী; অধিকন্তু "ষ্টার এমেচর ক্লাব" নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহাতে একটি "ডিবেটিং ক্লাব" আছে। ইনি কলিকাতার কয়েকটি সমিতিতে মাসিক ও বার্ষিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। ইনি সুধী, বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্য সেবানুরাগী এবং একজন কৃতী পুরুষ। ইনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁর অর্থানুকূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইনি যেমন দাতা, মধুরভাষী ও বিনয়ী, সেইরূপ পুণ্যচেতা পুরুষ। ইহাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার জীতেন্দ্র নাথ মল্লিক বাহাদুর পিতার ন্যায় নানারূপ সদনুষ্ঠানের উৎসাহ দাতা।

রাজা বাহাদুরের জীবিতকালে ১৮৭৯ খৃঃ তদীয় পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনাথ ও কুমার সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক পরলোকগত হন।

ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক।

গিরীন্দ্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৮৭৫ খৃ ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুস্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত। ইনি গোপনে অর্থানুকূল্য করিয়া থাকেন। অধুনা "ষ্টার এমেচার ক্লাবের" সভাপতি এবং সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক। ১৯১২ খৃঃ ১২ই এপ্রেল কলিকাতার টাউনহলের দরবারে করনেশন মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহিত ১৯১২ খৃঃ ২রা মার্চ্চ কলুটোলার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের পৌত্রীর বিবাহ হইয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক।

রাজা বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৮৭৬ খৃ ১৬ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতার হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পূর্ত্তকার্য্যে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি ক্রীড়াকৌতুক প্রিয়। ১৯১২ খৃঃ ১২ই এপ্রেল কলিকাতার টাউনহলের অভিষেক দরবারে ইনিও করনেশন মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁর একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুর।

রাজা বাহাদুরের পঞ্চম পুত্র যোগেন্দ্রনাথ এবং ষষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র সন্তান হয় নাই।

বাদুড়বাগান রায়বংশ।

কলিকাতা বাদুড়বাগানের রায়বংশ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ভট্টনারায়ণের অন্বয়ে সঞ্জাত। প্রথমে ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে সমাগত হন। দ্বাদশ পুরুষ ক্রমান্বয়ে সেইস্থানে তদ্বংশীয়-দিগের বসতি ছিল।

এই বংশের ত্রয়োদশ পুরুষ সঙ্কেত বন্দোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত বৃহৎ বাঙ্গালপাশ নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশসম্ভূত ষোড়শ পুরুষ নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায় সুরাই মেলের কুলীন; তথায় পাঁচ পুরুষ ইহাঁদের বসতি হয়। তৎপরে অষ্টাদশ পুরুষ গোবিন্দ বন্দোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেণীপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তৎপুত্র কমল মিশ্র, তৎপুত্র রামনাথ, তৎপুত্র সুন্দরাচার্য্য, তৎপুত্র পরশুরাম, তৎপুত্র শ্রীবল্লভ, তস্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু দিল্লীশ্বর হিন্দুবিদ্বেষী সম্রাট আরঙ্গজেব যখন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বিষ্ট নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। তিনি নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়া "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব সুলতান আজিম ওস্মান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বর্দ্ধমান-রাজ জগৎরাম রায়ের একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই পদের নাম শিকদার, অধুনা ইহাকে "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্" বলিয়া

থাকে। অদ্যাপি তথায় শিকদার নামে একটি পুষ্করিণী আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী শাঁকাসা গ্রামে ইহাঁদের নিবাস ছিল। মুসলমান রাজগণের উপদ্রবে কৃষ্ণচন্দ্র ঐ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রাধানগর গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র—অমরচন্দ্র, হরিপ্রসাদ ও ব্রজবিনোদ রায়।

৺ ব্রজবিনোদ রায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ রায় নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে মুর্শিদাবাদে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি সম্পত্তিশালী, দেবভক্ত ও পরোপকারী ছিলেন। ১৭৬৮ খৃঃ ব্রজবিনোদ রায় পরলোকগত হন। তাঁহার সাতটী পুত্র সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমানন্দ, মধ্যম রামকিশোর এবং পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায়।

জ্যেষ্ঠ নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় গৌরাঙ্গপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। গুরুপ্রসাদের পুত্র ত্রিলোচন রায়ের বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

৺ রামকিশোর রায়।

মধ্যম রামকিশোরের পুত্র নবকিশোর রায়। তাঁহার দুই পুত্র—যাদবচন্দ্র ও শ্রীনাথ রায়।

শ্রীনাথের পুত্র গোপীনাথ রায়। গোপীনাথের পুত্র পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি আজীবন অকপট সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা

সাহিত্যের সংস্কার সাধন জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। স্যামুয়েল হ্যানিম্যান ও সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর অক্ষয় কুমার দত্ত মহোদয়ের জীবনচরিত লিখিয়া তিনি সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজীবন ভারতীর সেবা করেন বলিয়া তিনি কমলার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে দারিদ্র্য পীড়নে কাতর হইয়া অবশেষে তিনি হাবড়া-ব্যাঁটরা স্কুলের শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১২ খৃঃ ১৮ই নবেম্বর জ্বরাতিসার রোগে বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

৮ রামকান্ত রায়।

ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায় প্রথমে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি নবাব অসদ্ব্যবহার করিলে, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাধানগর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করেন। রামকান্ত রাধানগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পূর্ব্বে রাধানগর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। ঐ জেলায় তাঁহার পৈতৃক কিছু ভূসম্পত্তি থাকে। রামকান্তের সহিত শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা-নিবাসী শ্যামচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা তারিণী দেবীর পরিণয় হয়। তাঁহার গর্ভে জগন্মোহন ও রামমোহন এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে রামলোচন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্মোহনের সহধর্ম্মিণী ১৮১০ খৃঃ ৮ই এপ্রেল সহমৃতা হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে গোবিন্দ-প্রসাদ নামে একটি পুত্র রাখিয়া যান। রামকান্ত বর্দ্ধমানাধিপতির জমিদারীর অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে বর্দ্ধমানরাজের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা বিবাদ হইত। রাজার অত্যাচার অসহ্য হইলে রামকান্ত সপরিবারে লাঙ্গুলপাড়া

নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি যেরূপ উচ্চশ্রেণীর লোক ছিলেন, তদ্রূপ মহৎ কার্য্যদ্বারা দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৩ খৃঃ রামকান্ত রায় স্বর্গারোহন করিয়াছেন।

৺ রামমোহন রায়।

রামকান্তের মধ্যম পুত্র জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ ১০ই মে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। শৈশবকালে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে পাটনা নগরীতে গমনপূর্ব্বক জনৈক মৌলবীর নিকট আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। তথায় তিন বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত, ৺ বারাণসীধাম গমনপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের নিকট অভিনিবিষ্টচিত্তে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অসাধারণ মেধা ও পরিশ্রমগুণে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৭৯০ খৃঃ "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। পৌত্তলিক ধর্ম্ম মিথ্যা, ইহা ত্যাগ করা উচিত, সেই গ্রন্থে এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছিল। তাহাতে পৌত্তলিক মতাবলম্বী পিতা রামকান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রামমোহনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে তিব্বত গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। তিনি চারি বৎসরকাল দেশ ভ্রমণ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। ১৭৯৬ খৃঃ দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রামমোহন ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮০৩ খৃঃ পিতৃবিয়োগ হইলে তিন সহোদরে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া সংসারধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অতঃপর রংপুরের তদানীন্তন কালেক্টার ডিগ্‌বী সাহেবের অধীনে দেওয়া-নের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় কার্য্যদক্ষতাগুণে অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি সত্বর সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন লাভ করেন। ১৮০৩ খৃঃ হইতে ১৮১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর রাজকার্য্য করিয়া তিনি প্রায় এক লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই সময় অপর ভ্রাতৃগণের মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহাদের পুত্রাদি না থাকায়, রামমোহন সমস্ত পৈতৃক বিষয় প্রাপ্ত হন; কিন্তু সেই বিষয় হস্তগত করিতে তাঁহাকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং মোকর্দ্দমায় বহু অর্থ ব্যয়ও হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তথায় "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" নামে পার্শীভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তজ্জন্য জননী কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথ-পুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃঃ তিনি উভয় পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। অতঃপর রামমোহন অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় তিনি সংস্কৃত বেদান্তের অনুবাদ এবং সংক্ষেপে বেদের সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৮১৬ খৃঃ সংক্ষিপ্তরূপে বেদ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধেও অনেকগুলি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় হুগলী-শ্রীরামপুর হইতে মার্শমান্ সাহেব তাহার প্রতিকূলে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃঃ রামমোহনের উদ্যোগে এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর, প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর, কাশীনাথ রায় প্রভৃতির সাহায্যে কলিকাতায় কমল বসুর বাটীতে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ইহাই

আদি ব্রাহ্মসমাজ। রামমোহন এই সময় হইতে আজীবন কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেই নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যতগুলি ভাষা শিক্ষা করেন, প্রায় সকল ভাষাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকখানি পুস্তক এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই মার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্য লেখক। তৎকালে সংস্কৃত ভাষাধ্যায়ী কয়েকজন ব্যতীত অপর কেহই বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধ করিয়া বলিতে ও লিখিতে পারিত না; কিন্তু রামমোহন সেই সময় আপন শ্রম ও বুদ্ধিবলে যেরূপ বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি সহমরণ প্রথা নিবারণ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং তৎসম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃঃ লর্ড উইলিয়ম্ বেন্টিঙ্ক্ সতীদাহ নিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। রামমোহন অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, লাটীন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, আরবী, পার্শী, উর্দ্দূ, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অনর্গল সংস্কৃত আরবী, পার্শী কবিতা সকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ সম্যকরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব ও আরিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র পাঠ করিয়া বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর ও সুমার্জ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি যে পথ ধরিয়া ভুবনব্যাপিনী কীর্ত্তিলাভ করেন, মহম্মদের গ্রন্থই তাহার প্রবর্ত্তক। এই গ্রন্থ তাঁহাকে সেই পথের পথিক করিয়াছিল এবং তৎপাঠে তাঁহার পৌত্তলিকধর্ম্মে বিদ্বেষ জন্মে ও একেশ্বরবাদী হন। তিনি নিজব্যয়ে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভুগোল প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জাতি কিম্বা বর্ণভেদ করিতেন না এবং ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, সাহিত্য, রাজনীতি ও আইন

সংস্কারক ছিলেন। রামমোহন স্বীয় ক্ষমতা, অর্থ ও জীবন পরোপকার-রূপ মহাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি লোকের দ্বেষ, অত্যাচার ও তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ জ্ঞান করিতেন। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি প্রভৃতি সকল প্রকার শুভকর কার্য্যে তিনি হস্তার্পণ করেন। তজ্জন্য দিবারাত্র পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না। তিনি সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ও আইনজ্ঞ এবং শিক্ষা প্রচারক ছিলেন। বন্ধুগণের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি কোমল ও মধুর ছিল। তিনি শিষ্যদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহের সহিত ব্যবহার করিতেন। বালক বালিকাগণকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যাবজ্জীবন স্ত্রীজাতির প্রতি ভক্তিমান ছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অপরিসীম সহানুভূতি ও দয়া ছিল। তাঁহার যেরূপ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি, তদ্রূপ ধর্ম্মভাব ছিল। উপাসনা তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। তিনি স্বাধীনভাব অতিশয় ভালবাসিতেন। নীচতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। বিবিধ ভাষায় ও বিবিধ বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পুরুষকারের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাম-মোহন রায় হইতে এ দেশে নবযুগের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮৩০ খৃঃ ১৫ই নবেম্বর দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরসাহ, রামমোহনকে “রাজা” উপাধি প্রদান পূর্ব্বক নিজবৃত্তি হ্রাস হওয়ায় বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলে প্রার্থনার জন্য তাঁহাকে বিলাত প্রেরণ করেন। এদেশবাসীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি তথায় গিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডাধিপতির সহিত একত্রে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হন। দিল্লীশ্বরের কার্য্য সমাপনন্তে ১৮৩২ খৃঃ ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ নগর গমন করিয়াছিলেন। তৎকালীন ফরাসীরাজ লুইস ফিলিপ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করেন।

তথায় একবৎসর কাল অবস্থান করিয়া ফরাসীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৩৩ খৃঃ তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। রামমোহন স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার গুণের যথার্থ গৌরব করিয়াছেন। কলিকাতা হিন্দু কলেজ সংস্থাপক ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের কন্যা কুমারী হেয়ার তাঁহাকে ব্রিষ্টল নগরের নিকটবর্ত্তী ষ্টেপিল্‌টন্ গ্রোভ্ নামক স্থানে লইয়া যান। তাঁহার ভবনে কিছুদিন পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া, ১৮৩৩ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর মস্তিষ্কপ্রদাহ রোগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিদেশে কলেবর পরিত্যাগ করেন। ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার সমাধি হয়। ১৮৪৩ খৃঃ ২৯শে মে প্রসিদ্ধ প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই শব উত্তোলন পূর্ব্বক ইয়ার-নোজ-ভেল্ নামক স্থানে সমাহিত করিয়া তাহার উপর একটি সুরম্য সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন; তাহা অদ্যাপি সৌন্দর্য্যের সহিত বিদ্যমান। রাজা রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নী অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। তৎপরে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়মুন-পলাশী গ্রামে দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন। অতঃপর কলিকাতা ভবানীপুরে তৃতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ রায়।

৮ রাধাপ্রসাদ রায়।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় কৃষ্ণনগরে কর্ম্ম করিতেন। তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। হুগলী জেলার অন্তর্গত ইড়পাড়া গ্রামের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার সহিত রাধাপ্রসাদের পরিণয় ক্রিয়া হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই;

একমাত্র কন্যা চন্দ্র-জ্যোতীঃ দেবীর গর্ভে ললিতমোহন, কিশোরীমোহন, নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

৮ রমাপ্রসাদ রায়।

রামমোহনের কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদ রায় রঘুনাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৪ খৃঃ তিনি পিতৃদেব কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত হন। তাঁহার সহিত পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু বিধবা বিবাহের আন্দোলনকালে সামান্য মনোমালিন্য সংঘটিত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের অন্দোলনে প্রথমতঃ তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যকালে সাহায্য পাওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দুই একটি মর্ম্মান্তিক কথা শুনিতে হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাটীতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন; কিন্তু তাহার পর গতিবিধি একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। রমাপ্রসাদ তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন। ওকালতীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের গবর্ণমেণ্ট উকীল পদে নিযুক্ত হন। এই পদ বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬২ খৃঃ তৎকালীন সদর দেওয়ানী এবং সদর নিজামত আদালত বর্ত্তমান হাইকোর্টে পরিণত হইলে, রমাপ্রসাদ রায় একজন দেশীয় জজ পদে মনোনীত হইয়া আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। এই সম্মান-সূচক পদ বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম প্রদত্ত হয়; কিন্তু তিনি বিচারাসনে সমাসীন হইবার পূর্ব্বেই লোকান্তর ঘটিলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয় তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদকে কলিকাতা হাইকোর্টের

পবিত্র আসনোপবেশন সুখ সম্ভোগ করিতে হয় নাই। রমাপ্রসাদের দুই পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন রায়।

৺ হরিমোহন রায়।

রমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিমোহন রায় অতিশয় বিলাসী ছিলেন। তাঁহার একটি সখের যাত্রার দল ছিল। তিনি বিলাসিতায় বিষয় সম্পত্তি অনেক নষ্ট করিয়া যান। তাঁহার একটি সুন্দর পশুশালা ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত দশঘরা গ্রামের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ রায় সেই পশুশালার অনেকগুলি পশু পক্ষী ক্রয় করিয়া স্বীয় জন্মভূমি দশঘরা গ্রামে একটি পশুশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে ১৯১২ খৃঃ হরিমোহন রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী পুরাণ সমাপ্তি উপলক্ষে কাশী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী পূর্ব্বস্থলী, কলিকাতা, রংপুর, ঢাকা ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের অধ্যাপক গণকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। থানাকুল-কৃষ্ণনগর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস শিরোমণি এবং কলিকাতার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়দ্বয় উহার কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। তিন দিবস ব্যাপিয়া প্রায় সহস্রাধিক অধ্যাপক যোগ্যতানুসারে বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৺ প্যারীমোহন রায়।

রমাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীমোহন রায় ধার্ম্মিক ও দয়ালু বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। অর্থের প্রচুরতা না থাকিলেও তাঁহার মান

মর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল। সঙ্গীত-শাস্ত্রের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি বিখ্যাত বাদকের নিকট বাদ্য শিক্ষা করিয়া উৎকৃষ্ট বাদক মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি মেধাবী ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল প্যারীমোহন রায় ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

১৯১০ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি প্যারীমোহনের পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়ের সহিত বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের কন্যা শ্রীমতী প্রমোদবালা দেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। অধুনা ধরণীমোহন রায় বিবিধ গুণে ভূষিত হইয়া বংশোজ্জ্বল করিতেছেন।

ঝামাপুকুর মিত্রবংশ

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গের প্রথম হিন্দুরাজা আদিশূর যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন; কালিদাস মিত্র তাঁহাদের একজন অনুচর ছিলেন। তাঁহার পঞ্চদশ অধস্তন বংশধর সত্যবান মিত্র চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বড়িশা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কখন কিরূপ অবস্থায় কোন স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহারা বংশপরম্পরা "বড়িশার মিত্র" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। এই বংশের কেহ কেহ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারাই বংশক্রমে কোন্নগরের মিত্র পরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে কোন্নগরের মিত্র পরিবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। সেই মিত্র পরিবার কোন্নগর হইতে প্রথমতঃ কলিকাতার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর; তাহার পর ঝামাপুকুর নামক স্থানে বসতি করেন। এই মিত্রপরিবার চিরকাল সম্ভ্রান্তবংশ বলিয়া পরিচিত।

কলিকাতা ঝামাপুকুরের মিত্রবংশ অতি প্রাচীন জমিদার বংশ। এই বংশোদ্ভব রামচন্দ্র মিত্র কলিকাতার তৎকালীন একটি ইংরাজ সওদাগর আফিসের খাজাঞ্চি ছিলেন। সেই কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ মিত্র নামে তিনটী পুত্র এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া যান।

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র মিত্র একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্রসন্তান হয়; তিনিই স্বনামধন্য রাজা দিগম্বর মিত্র।

৺ দিগম্বর মিত্র।

রাজা দিগম্বর মিত্র ১৮১৮খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'ইংরাজী শিক্ষারম্ভ করেন। তৎকালে শ্যামবাজারে পিতার নিকট থাকিয়া ১৮২৭খৃঃ হেয়ার সাহেবের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন এবং সুপ্রসিদ্ধ রামতনু লাহিড়ী সেই দিবস স্কুলে প্রবেশ করেন। তৎপরে উভয়ে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হন। সেই সময় ডিরোজিও সাহেব তথায় শিক্ষকতা করিতেন। ১৮৩৪ খৃঃ কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগম্বর মুর্শিদাবাদের নিজামত স্কুলের ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৮৩৬ খৃঃ তিনি রাজসাহীর কলেক্টারের প্রধান কেরাণীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে মুর্শিদাবাদের খাসমহল বন্দোবস্তের সময় মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন কালেক্টরের অধীনে তিনি তহশীলদার ও আমীন পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদ আগমন করেন। অতঃপর কাশীমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর গৃহ-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ কাশীমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দী প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলে দিগম্বর মাসিক একশত টাকা বেতনে তাঁহার বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁহার জমিদারীর সুবন্দোবস্ত ও উন্নতি দেখিয়া দিগম্বরকে একলক্ষ টাকা দান করেন। এই লক্ষ মুদ্রাই দিগম্বরের শ্রীবৃদ্ধির প্রথম সোপান। ১৮৪৪ খৃঃ রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বাটীতে আত্মহত্যা করিলে, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ টাকায় মুর্শিদাবাদে রেশম ও নীলের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাহাতে বিলক্ষণ লাভবান হইয়া রামখোলা, রাজাপতি ও দৌলতবাজার এই তিন স্থানে তিনটী রেশমের কুঠী পরিচালন করেন। তাহার পর সারণ

জেলায় দুইটী কুঠী ক্রয় করেন। এইরূপে বাণিজ্যের দ্বারা তিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়া জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় বুদ্ধিবলে উত্তরকালে লাভবান হইয়া চব্বিশ-পরগণা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫০খৃঃ তিনি ঝামাপুকুর নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। ১৮৫১ খৃঃ ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ নামক জমিদার সভা স্থাপিত হইলে দিগম্বর মিত্র প্রথমে এই সমিতির সভ্য, তৎপরে অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক এবং পরিশেষে সভাপতি পদে বরীত হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ অনুসন্ধানার্থ এক রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়, তিনি সেই সভার একজন অন্যতম সভ্য থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রেলপথ হইয়া মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃঃ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন; তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিনজন বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি দাতব্য সভার সভ্য, জষ্টিস্ অব দি পিস্, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। লর্ড লিটন কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করেন। তিনি ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল্ সোসাইটীর অবৈতনিক সভ্য ছিলেন। অধিকন্তু স্বীয় নামে একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিমাসে কুড়িটী দরিদ্র ব্যক্তি পোষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রায় আশীটি ছাত্রের ভরণ পোষণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮৬৬ খৃঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনেক সাহায্য করেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি কলিকাতার সেরিফ্পদে অধিষ্ঠিত হন; বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানসূচক পদলাভ করেন। দিগম্বর নিজগুণে নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে দাসীরূপে আয়ত্ব করিয়া

গিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বর্গীয় ভারতসম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে ১৮৭৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারি যুবরাজ সমক্ষে এক রাজকীয় দরবারে ভারত গবর্ণমেণ্ট দিগম্বরকে "সি এস্ আই" উপাধিসম্মানে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লী নগরের পুরোভাগে এক অভূতপূর্ব্ব রাজসভার অধিবেশন হইয়া রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়া "ভারত রাজরাজেশ্বরী" বলিয়া ঘোষিতা হন। সেই রাজসূয় যজ্ঞে দিগম্বর "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ ২০শে এপ্রেল রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয় জ্বরবিকারে পরলোকগমন করেন। উক্ত দিবস তিনি রাজা উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজপ্রদত্ত উপাধিভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্-স্কয়ার নিবাসী স্বর্গীয় চুনীলাল বসুর কন্যার সহিত রাজা দিগম্বরের প্রথম বিবাহ হয়; চারিবৎসর মধ্যে সেই পত্নীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তৎপরে চোরবাগানের স্বর্গীয় বলরাম সরকারের তনয়ার পানিগ্রহণ করেন। তাঁহার গিরিশচন্দ্র মিত্র নামে একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃঃ রাজাবাহাদুরের জীবিত কালে কুমার গিরিশচন্দ্র ঘোটক হইতে পতিত হইয়া অকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একটি কন্যা ও দুইটী শিশুপুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মন্মথনাথ মিত্র।

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয়ের নাবালক সময়ে রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয়ের এক ভ্রাতা ও জনৈক ভূতপূর্ব্ব সবজজ মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহাঁদের অভিভাবক নিযুক্ত

ছিলেন। তৎপরে উভয় ভ্রাতায় সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তি নিজ-হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক সুশৃঙ্খলে পরিচালন করিতেছেন। পিতামহের পদানুসরণ করিয়া ইহাঁরা স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ "গিরিশচন্দ্র মিত্র ঔষধালয়" নামে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। দুইজন বেতনভোগী সুবিজ্ঞ কবিরাজের তত্ত্বাবধানে দেশীয় ঔষধ আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে প্রায় শতাধিক লোককে দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার কার্য্য তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ করিবার জন্য বৎসরের মধ্যে দুইবার বহু বিখ্যাত কবিরাজ মণ্ডলীর সমবেত হইয়া একটি সভা হয়। ইহাঁরা উভয় ভ্রাতায় সাধারণ হিতকর কার্য্যে মধ্যে মধ্যে অর্থদান করিয়া থাকেন। কলিকাতা ঝামাপুকুর লাইব্রেরী স্থাপন সময়ে উভয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। শিক্ষাকল্পে উৎসাহ প্রদান জন্য কোন্নগর স্কুলে চারিটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে, স্বদেশ বাসীর মঙ্গল জন্য চল্লিশ সহস্র টাকা; দুর্ভিক্ষ নিবারণ ভাণ্ডারে দশ সহস্র টাকা; ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা; কলিকাতা অনাথাশ্রম, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা; কলিকাতা কলেজ অব্ ফিজিসিয়ান্ এণ্ড সার্জ্জান্ স্কুলে এক সহস্র টাকা; প্রিন্স্ ভিক্টার হাঁসপাতালে আড়াই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কোন্নগর স্কুল লাইব্রেরী, প্লেগ হাঁসপাতাল, দার্জ্জিলিং লুইস্ জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাস, কলিকাতা সিটী কলেজ, ডায়মণ্ডহারবার স্কুল, সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল, লেডি ডফ্‌রিন্ হাঁসপাতাল, পাস্তুর হাঁসপাতাল, বন্যা নিবারণ ফণ্ড্, দাতব্য ছাত্রনিবাস, ঝামাপুকুর আয়ুর্ব্বেদিক ডিস্পেন্সারি ও এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারি, ভারতীয় শিল্পসমিতি প্রভৃতি বহুস্থানে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। কুমার মন্মথনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের একজন সভ্য, শিয়ালদহ বেঞ্চের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার একজন অন্যতম সভ্য। জাতীয় ধনভাণ্ডারের একজন অধ্যক্ষ এবং স্বয়ং

রিক্তপদে দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া ধনভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় বহু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নিরন্ন আতুরের প্রাণ রক্ষা করেন। ইনি ভারত সঙ্গীত-সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে "রায়বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি সাধারণের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহাঁর বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়।

কুমার মন্মথনাথের ছয় পুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র, বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, শিশিরকুমার, কিরণকুমার ও বিষ্ণুপদ মিত্র। ১৯১০ খৃঃ মে মাসে মন্মথনাথের তৃতীয় পুত্রের সহিত চোরবাগান নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু মহাশয়ের এক পৌত্রীর বিবাহ হইয়াছে। ইনি কায়স্থ সভার একজন অন্যতম সভ্য বলিয়া কন্যা পক্ষের নিকট কোন প্রকার যৌতুক গ্রহণ করেন নাই। বহু দরিদ্র ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অনেকগুলি দাতব্য কার্য্য ও সাহিত্য পরিষদে অর্থ দান করা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত রায়বাহাদুরের এক তনয়ার বিবাহ হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র পৈত্রিক ভবনে বাস করিতেছেন। বিবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিত ইহাঁর সংস্রব আছে। ইনি অতি অমায়িক, সজ্জন, আড়ম্বর শূন্য, ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি।

কুমার নরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীমান্ হিরন্নকুমার মিত্র।

গিরিশচন্দ্রের কন্থার সহিত ভবানীপুরের কৃষ্ণকিশোর ঘোষের পুত্র সুরেশচন্দ্র ঘোষের শুভ পরিণয় হইয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান বিদ্যমান।

বাগবাজার ঘোষবংশ।

কলিকাতা বাগবাজারের ঘোষবংশ অতি প্রাচীন বংশ। এই বংশের আদি পুরুষ মকরন্দ ঘোষ বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। অতঃপর মকরন্দ বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের বিচারালয়ে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করেন। মকরন্দের পুত্র ভবনাথ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম, তৎপুত্র মহাদেব, তৎপুত্র গবচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার দুই পুত্র—প্রভাকর ও নিশাপতি ঘোষ। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাকর ঘোষ হুগলী জেলার অন্তর্গত আকনায় এবং কনিষ্ঠ নিশাপতি ঘোষ বালি গ্রামে বাস করেন। এই পুত্রদ্বয় হইতেই ঘোষ-বংশের দুইটী সমাজ উদ্ভূত হইয়াছে।

নিশাপতির পুত্র উষাপতি, তাঁহার পুত্র প্রজাপতি, তৎপুত্র বিভাকর, তৎপুত্র হরচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিনায়ক ঘোষ। তাঁহার পুত্র কাকুস্থ; তৎপুত্র মালাধর ঘোষ। তাঁহার চারি পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সত্যবান ঘোষ। তাঁহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অনন্তরাম ঘোষের পুত্র পদ্মলোচন। তাঁহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামানন্দ ঘোষ। তাঁহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার ছয় পুত্র—মধুসূদন, জনার্দ্দন, বিশ্বনাথ, মহাদেব ওরফে মনোহর, গণেশচন্দ্র ও পুরুষোত্তম ঘোষ।

৺ বারাণসী ঘোষ।

গোপালচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র গণেশচন্দ্রের পুত্র রাধাকান্ত ঘোষের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ বারাণসী ঘোষ। তিনি চব্বিশ পরগণার তৎকালীন কালেক্টার

গ্রেডুইন্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি সাধারণের উপকারার্থে বারাকপুরের নিকট হুগলী নদীর তীরে একটি স্নানঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া তৎপার্শ্বে ছয়টী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোড়াসাঁকো নামক স্থানে একটি বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। তৎকালে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; তজ্জন্য তাঁহার নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা নির্ম্মিত হয়। তিনি যোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের জামাতা ছিলেন।

৺ মনোহর ঘোষ।

গোপালচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র মনোহর ঘোষ বারাকপুরের অন্তর্গত চন্নন-পুকুর নামক স্থানে বাস করেন। সম্রাট্ আকবর সাহের সময়ে তদীয় সুদক্ষ রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমলের অধীনে তিনি একজন গোমস্তা ছিলেন। তৎপরে মনোহর ঘোষ মোহরারপদে নিযুক্ত হন। দিল্লীশ্বরের আদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। তিনি খাসমহালের জায়গীরের ওয়াশীল জমা করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সুবর্ণরেখা নদীতীরে গিয়া বাস করেন; তথায় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আকবরের সেনাপতি যোধপুররাজ মানসিংহ ও আফ্গানদিগের বিবাদ সময়ে, মনোহর ঘোষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সুবর্ণরেখা তীর পরিত্যাগ করিয়া কলি-কাতার অন্তর্গত চিত্রপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধুনা ইহা চিৎপুর নামে প্রখ্যাত। তিনি এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া "সর্ব্বমঙ্গলা" এবং "চিত্রেশ্বরী" নামে দুইটী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। নরসিংহ নামক জনৈক মহান্তকে তজ্জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়া-ছিলেন। চিত্রেশ্বরী দেবী, ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক তৎকালে "চিৎপুরের

কালী” নামে প্রসিদ্ধ হন। ১৬৩৭ খৃঃ মনোহর ঘোষ লোকান্তর গমন করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামসন্তোষ ঘোষ।

৺ রামসন্তোষ ঘোষ।

মনোহরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ চিত্রপুর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান গিয়া বাস করেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ কুঠীতে প্রায় সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে বলরাম ঘোষ নামে একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া যান।

৺ বলরাম ঘোষ।

বলরাম ঘোষ চন্দননগরে ফরাসী রাজ্যে বাস করেন। তথায় তিনি বাণিজ্য দ্বারা সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন। চন্দননগরের তদানীন্তন ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে বাণিজ্য বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। তিনি ধনশালী হইলেও অতি সামান্যভাবে বাস করিতেন। ১৭৫৬ খৃঃ ৯৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বলরাম ঘোষ পরলোকগত হন। তাঁহার চারিপুত্র রামহরি, শ্রীহরি, নরহরি ও শিবহরি ওরফে শিবনারায়ণ ঘোষ। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই পুত্র তাঁহার জীবিতকালে লোকান্তরিত হন। বলরামের মৃত্যুর পর রামহরি ঘোষ ও শ্রীহরি ঘোষ চন্দননগরে পিতার কারবার বন্ধ করিয়া কলিকাতা বাগবাজারে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে তাঁহারা প্রায় বিশ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া একটি বৃহৎ বাটী, উদ্যান ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান।

৺ রামহরি ঘোষ।

বলরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামহরি ঘোষ ছয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। শোভাবাজার রাজবংশের রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুরের এক ভগ্নী তাঁহার পঞ্চম পত্নী ছিলেন। সেই পত্নীর মৃত্যুর পর ষষ্ঠবার সিমলার বিনোদরাম দাসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র হয়; তন্মধ্যে বলরামের জীবিতকালে দুইটী পুত্র অকালে বৃন্তচ্যুত হন এবং একমাত্র পুত্র আনন্দমোহন ঘোষ জীবিত থাকেন। প্রথম কাবুল যুদ্ধের সময় কমিসরিয়েট্ গোমস্তা পদে নিযুক্ত হইয়া আনন্দ-মোহন বহু অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু ও বিলাসী পুরুষ ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে ৺ বারাণসীধামে একটি নাচগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া পত্নী ভুবনেশ্বরী দাসীকে তিনি একখানি তালুক দিয়া যান; উহার উপসত্ব হইতে তিনি ৺ গয়াধামে বাস করিতেন। এই রমণী বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর পূজা সমাপন করিতেন।

৺ শ্রীহরি ঘোষ।

বলরামের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষ বাঙ্গালা ও পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং যৎসামান্য ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে তিনি মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হন। তিনি সৌজন্যগুণে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং তাহার সদ্ব্যয়ও করিয়া-ছিলেন। মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ানের পদ হইতে অবসর গ্রহণান্তর শ্রীহরি কলিকাতায় বাস করেন। তিনি বহু আত্মীয় স্বজনকে আশ্রয় প্রদান

করিতেন; তজ্জন্য তাঁহার বাটী "হরি ঘোষের গোশালা" নামে প্রচারিত হয়। তিনি বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কন্যার বিবাহ ব্যয় বহন করিতেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; প্রতিবৎসর ত্রয়োদশটী বাৎসরিক পার্ব্বণ করিতেন। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাঁহার বহু অর্থ আত্মসাৎ করিলে, তিনি শেষ জীবনে কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অবশিষ্ট জীবন পুণ্যভূমি ৺ বারাণসীধামে অতিবাহিত করেন। তথায় গমনের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বৃহৎ বাটী বিক্রয় করেন; এক্ষণে উহা গাঙ্গুলীদের হইয়াছে। তাঁহার কাঁটাপুকুর ও শ্যামপুকুরের ভূসম্পত্তি নকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে দিয়া যান; অধুনা তাঁহার বংশধরগণ উপভোগ করিতেছেন। অতঃপর দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথকে সঙ্গে লইয়া ৺ বারাণসীধাম গমন করেন। তথায় তিনি কয়েক বৎসর বাস করিয়া ১৮০৬ খৃঃ জীবনলীলা সমাপন করেন। তাঁহার চারি পুত্র—কাশীনাথ, বিশ্বনাথ, হরলাল ও রসিকলাল ঘোষ এবং দুই কন্যা; তন্মধ্যে প্রথমা কন্যা ভগবতী দাসীর সহিত বাগবাজার নিবাসী নিধুরাম বসুর পৌত্র জগন্নাথ বসুর বিবাহ হয়।

দেওয়ান শ্রীহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ ঘোষ ৺ বারাণসীধামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই।

দেওয়ান শ্রীহরির মধ্যম পুত্র বিশ্বনাথ ঘোষের এক পুত্র ভৈরবচন্দ্র ঘোষ মৃজাপুরে গবর্ণমেণ্ট অফিসে বহু দিবস কর্ম্ম করেন। তিনি ত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সে একমাত্র শিশুপুত্র বেণীমাধবকে রাখিয়া গতাসু হন।

৺ বেণীমাধব ঘোষ।

বেণীমাধব ঘোষ তদীয় মাতুল চোরবাগান নিবাসী আনন্দচন্দ্র বসুর দ্বারা প্রতিপালিত হন। তিনি হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন; অধিকন্তু পারস্যভাষাও জানিতেন। চাষাধোপাপাড়া নিবাসী তারাচাঁদ বসুর কন্যার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। সেই পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়-বার ঠনঠনিয়ার নবকৃষ্ণ সরকারের কন্যাকে বিবাহ করেন। বেণীমাধব পিল্ ব্লেরী কোম্পানীর বাজার সরকারের কার্য্য করিতেন। সেই কর্ম্মে তিনি অর্থশালী হইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। বেণীমাধব ঘোষ মৃত্যুকালে দুই পুত্র চন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথকে রাখিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ চোরবাগানে বাস করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই স্বাধীনচেতা ছিলেন। প্রেস্ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। "প্রেসিডেন্সী প্রেস্" নামে তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন।

৺ হরলাল ঘোষ।

দেওয়ান শ্রীহরির তৃতীয় পুত্র হরলাল ঘোষের এক পুত্র ভোলানাথ ঘোষ আলিপুর মুন্সেফ্ কোর্টের উকীল ছিলেন। তিনি ভবানীপুরে একটী বাটী ক্রয় করেন; তথায় তাঁহার বিধবা পত্নী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সূর্য্যকুমার ঘোষ লণ্ডন মিশনারী স্কুলে অধ্যয়ন কালে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজীভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সূর্য্যকুমার ঘোষ বিসূচীকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বংশধরগণ অধুনা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

৺ রসিকলাল ঘোষ।

দেওয়ান শ্রীহরির কনিষ্ঠ পুত্র রসিকলাল ঘোষের সহিত বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রামচরণ সোমের এক কন্যার বিবাহ হয়। পিতার জীবিতকালে কৈশোরে রসিকলাল ঘোষ জলাতঙ্ক রোগে মানবলীলা সমাপন করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী হরসুন্দরী দাসী সহমরণে গমন করেন। রসিকলালের তিন পুত্র কেদারেশ্বর, মুক্তিশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং কন্যা তারাসুন্দরী দাসী। সিমলা নিবাসী তারিণীচরণ সরকারের সহিত বিবাহের কিছুদিন পরে তারাসুন্দরী গতাসু হন।

৺ মুক্তিশ্বর ঘোষ।

রসিকলালের মধ্যম পুত্র মুক্তিশ্বর ঘোষ মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। তিনি হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পিতামহ শ্রীহরির বন্ধু ডাক্তার কাম্বারল্যাণ্ড সাহেবের সহিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা গমন করেন। ডাক্তার সাহের তাঁহাকে নিজব্যয়ে ডাক্তারী অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেব উড়িষ্যা পরিত্যাগ সময়ে বঙ্গোপসাগর তীরে ৺ পুরীধামে তাঁহাকে একটি সুন্দর বৃহৎ "বাঙ্গালা" দিয়া যান। মুক্তিশ্বর কটক ঔষধালয়ে কিছুদিন কর্ম্ম করিয়া পুরীর হাঁসপাতালে বদলি হন। তথায় তিনি সুখ্যাতির সহিত প্রায় ৩৫ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বহু দরিদ্রকে আহার ও অর্থদান করিতেন; তজ্জন্য ঋণগ্রস্ত হন। অবশেষে ডাক্তার কাম্বারল্যাণ্ড প্রদত্ত বাঙ্গালা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি ৺ পুরীধামের "রামচণ্ডী" মন্দির সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক

অনুরুদ্ধ হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে ১৮৬৮ খৃঃ তাঁহার জনৈক আত্মীয় গোলকচন্দ্র সিংহের বাটীতে একটি ঔষধালয় স্থাপন করেন। তিনি দানশীলতার জন্য পুত্র কন্যার ভরণ পোষণার্থে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সংস্কৃত ভাষা কথঞ্চিৎ শিক্ষা করেন। ১৮৬৯ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী মুক্তিশ্বর ঘোষ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেনাপুরের রাধাগোবিন্দ বসু চৌধুরীর প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পাঁচ পুত্র—লোকনাথ, প্রমথনাথ, চণ্ডীচরণ, ত্রৈলোক্যনাথ ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ বর্ত্তমান।

মুক্তিশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র লোকনাথ ঘোষের সহিত শ্যামপুকুর নিবাসী পঞ্চানন বসুর পুত্র কালীচরণ বসুর একমাত্র কন্যার বিবাহ হয়। কালী চরণ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। লোকনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

মুক্তিশ্বরের মধ্যম পুত্র চণ্ডীচরণ ঘোষের সহিত চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জগ্‌দল গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশীয় গোবিন্দচরণ সেনের এক মাত্র কন্যার বিবাহ হয়। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পশুপতি ঘোষ।

রসিকলালের কনিষ্ঠপুত্র ভূবনেশ্বর ঘোষের দুই পুত্র; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিহারী লাল ঘোষ জীবিত আছেন।

কলুটোলা শীলবংশ।

কলিকাতা কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ শীলবংশ জাতিতে স্বর্ণবণিক। ইহাঁরা বহু দিবস হইতে দান ধর্ম্মের জন্য প্রখ্যাত। এই বংশের চৈতন্য-চরণ শীল একজন মধ্যবিত্ত ও বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি কলুটোলায় বাস করিতেন। তাঁহার একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইয়াছিল।

৺ মতিলাল শীল।

চৈতন্যচরণের পুত্র স্বনামখ্যাত মতিলাল শীল ১৭৯১ খৃঃ কলুটোলায় জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে মতিলালের পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। বাঙ্গালা লিখন প্রণালী এবং শুভঙ্করের অঙ্ক প্রণালী তিনি সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার কিছুদিন পরে তিনি শ্বশুর মহাশয়ের সহিত বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম দেশীয় অনেকগুলি তীর্থস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮১৫ খৃঃ কলিকাতা ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে প্রথমে একজন সামান্য কেরাণী এবং তৎপরে গুদাম সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে ১৮১৯ খৃঃ বোতল ও কর্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন। ১৮২০ খৃঃ দুর্গের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কয়েকটি ইউরোপীয় সওদাগর অফিসের মুৎসুদ্দির কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে কোম্পানীর যে সকল দ্রব্যাদি জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসিত, তাহা বিক্রয় করিয়া

দিতেন এবং এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি বিলাত যাইত তাহাও ক্রয় করিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ সম্মান ও যথেষ্ট লাভ হইত। ক্রমাগত নয় বৎসর কাল এই কার্য্য করিয়া মতিলাল বিলক্ষণ ধনবান হইয়াছিলেন। ১৮২৮ খৃঃ তিনটী ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ইউরোপীয় অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এইরূপে মতিলাল প্রভূত সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠেন। যখন কুঠিওয়ালা সাহেবদিগের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, সেই সময় স্মিথ্‌সন্ সাহেবের কলিকাতার গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি ময়দার কল তিনি ক্রয় করেন। সেই কল অদ্যাপি কলিকাতায় বর্ত্তমান; অধুনা জনৈক ইংরাজ ভাড়া লইয়া তাহার কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। যখন চতুর্দ্দিক হইতে মতিলালের অজস্র অর্থ আসিতে ছিল, সেই সময় তিনি ভাড়াটীয়া বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অনেক ভূখণ্ড ও গৃহাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪২ খৃঃ কলিকাতা সুরতিবাগানে "শীলস্ ফ্রী কলেজ" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন মাসিক একটাকা মাত্র ছিল; পরে ইহা অবৈতনিকরূপে পরিণত হয়। এই কলেজে মাসিক প্রায় পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইত। অধুনা ইহা "শীলস্ ফ্রী স্কুল" নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয় চিরস্থায়ী করিবার জন্য মতিলাল বহু অর্থ মূলধনরূপে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৭ খৃঃ পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেশনের সন্নিকট একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন; তাহার এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, প্রায় চারিশত নিরাশ্রয় দরিদ্র ব্যক্তি অদ্যাপি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ১৮৫৫ খৃঃ দেশহিতৈষী খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল দত্তের উদ্যোগে হিন্দু মেট্রোপলিটন্ কলেজ সংস্থাপনকল্পে মতিলাল তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্য তিনি বিস্তৃত ভূখণ্ড দান করেন; তজ্জন্য

তাঁহার নামে একটি ওয়ার্ড নির্ম্মিত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গৌরচন্দ্র শীল একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। পুত্র না থাকায় মৃত্যুকালে আপনার এক কন্যাকে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। সেই কন্যা অক্ষম ছিলেন বলিয়া মতিশীলের উপর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমাবস্থায় ঐ বিষয় হইতে মূলধন লইয়া নিজে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এই পরিবারের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি যে স্মিথ্‌সন্ হোল্‌ডস্‌ওয়ার্থ সাহেবের নিকট কর্ম্ম করিয়া উন্নত হইয়াছিলেন, সেই সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী অসহায় হইয়া অনেক দিন এই দেশে ছিলেন। মতিলাল, তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য অনেক পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে পর, মতিলাল তথায়ও টাকা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহের সময় কলিকাতার দেওয়ানী জেলের বন্দীদিগের মুক্তির জন্য বহু অর্থ প্রদান করেন। মতিলাল পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি বিলক্ষণ সদ্ব্যয়ী ছিলেন; কিন্তু একটি পয়সাও অপব্যয় করিতেন না। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত বিষয় বুদ্ধি ছিল। কলিকাতার তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন। জাতীয় ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আচার ভ্রষ্ট স্বধর্ম্মত্যাগীর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন। দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ মোচনে বিমুখ হইতেন না। পরোপকার তাঁহার ব্রতস্বরূপ ছিল। কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হইয়া শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। যাহা বলিতেন কদাপি তাহার অন্যথা করিতেন না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও তর্কশক্তি বিলক্ষণ বলবতী

ছিল। তিনি বিলাসী ছিলেন না। সততার জন্য জনসাধারণ সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রীতিমত শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু সর্ব্বদা ইংরাজদিগের সহিত থাকিতেন বলিয়া কার্য্যোপযোগী ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঋণদান হইতেই তাঁহার ভূম্যধিকারের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণের যত্নে জমিদারী দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। মতিলাল কেবল আপনার বুদ্ধি, পরিশ্রম ও যত্ন দ্বারাই উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার সৎকর্ম্মদ্বারা লোকের উপকার করিয়া আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর ১৮৫৪ খৃঃ ২০শে মে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাঁধাঘাটে সুপ্রসিদ্ধ বণিকপ্রবর মতিলাল শীল মহোদয় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতা সুরতিবাগান নিবাসী স্বর্গীয় মোহনচাঁদ দে মহাশয়ের কন্যার সহিত মতিলালের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পাঁচটী পুত্র হীরালাল, চুনিলাল, পান্নালাল, গোপাললাল ও কানাইলাল শীল; এবং পাঁচটী কন্যা—তাঁহারা সকলেই সৎপাত্রে প্রদত্তা হইয়াছিলেন। মতিলালের এক কন্যা শ্রীমতী রাজরাণী দাসী চাঁদনী হাঁসপাতাল ফণ্ডে দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। এক্ষণে মতিলালের বিপুল সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। দানশীলতায় তাঁহারা পিতৃনাম অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পুত্রগণ কেহই এখন জীবিত নাই।

৺ হীরালাল শীল।

মতিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালাল শীল মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় নাট্যশালার সহিত সংলিপ্ত। কলিকাতার ধর্ম্মতলার বাজারটী পূর্ব্বে হীরালালের ছিল; ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল কমিশনার হগ্ সাহেব বাহাদুর

মিউনিসিপাল বাজার সংস্থাপনকালে প্রভূত অর্থ ব্যয়ে উহা ক্রয় করেন। বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি উদার হৃদয় ও লোকবৎসল পুরুষ ছিলেন। সাধারণের নিকট তিনি যথেষ্টখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৺ চূনীলাল শীল।

মতিলালের মধ্যম পুত্র চূনীলাল শীল সামাজিক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্বভাবত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিও পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎকার্য্য পরায়ণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও অপব্যয়ী ছিলেন। তিনি উইল করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা মেডিকেল কলেজের "ফিভার" হাঁসপাতালে দান করিয়া যান।

৺ পান্নালাল শীল।

মতিলালের তৃতীয় পুত্র পান্নালাল শীল বাণিজ্য ও পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দয়াদাক্ষিণ্যে ও দানশীলতায় স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় পদে পদে প্রদর্শন করিতেন। তিনি যেরূপ অর্থশালী ছিলেন, অর্থের সদ্ব্যয় জন্য তদ্রূপ বিখ্যাত ছিলেন। রাজসকাশে তাঁহার প্রভূত সম্মান ছিল। ১৯০২ খৃঃ পান্নালাল শীলের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের শ্রীযুক্ত মাণিকলাল শীল মহাশয় "এল্‌বার্ট ভিক্টার" নামক হাঁসপাতালের সহিত পিতার নামে একটি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।

৺ গোপাললাল শীল।

মতিলালের চতুর্থ পুত্র গোপাললাল শীল কলিকাতা সহরের একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। বিদেশীয় ও দেশীয় সমাজে তিনি ধনী ও তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া সম্মানিত হইতেন। স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের সম্পত্তির মূল্য এক্ষণে একষট্টি লক্ষ টাকা। তাঁহার দুই পত্নী—প্রথমা পত্নী শ্রীমতী নয়নমঞ্জুরী ও দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী কুমুদিনী দাসী। নয়নমঞ্জুরী স্বামী কর্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন। পরে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থে মাসিক ৭৫০৲ টাকা পাইবার জন্য ১৮৯৩ খৃঃ এক নালিশ করিয়াছিলেন; বিংশতি বৎসর পরে ১৯১৩ খৃঃ নয়নমঞ্জুরী দাসী ঐ টাকার ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৺ কানাইলাল শীল।

মতিলালের কনিষ্ঠ পুত্র কানাইলাল শীল নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিতেন। তাঁহার অর্থানুকূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বড়বাজার মল্লিকবংশ।

কলিকাতা বড়বাজারের এই সুপ্রসিদ্ধ দানশীল বংশের উপাধি দে; মোগলদিগের নিকট হইতে "মল্লিক" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁরা জাতিতে সুবর্ণবণিক।

৺ বনমালী মল্লিক।

এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ বনমালী মল্লিক ১৫৫৬ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর পশ্চিম সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী নদীর পূর্ব্বতীরে কাঁচড়াপাড়া নামক গ্রামে তাঁহার কিঞ্চিৎ আবাদ ভূমি ছিল; উহার সহিত তিনি একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "মল্লিকের খাল" নামে প্রসিদ্ধ। বনমালী একজন বদান্য পুরুষ ছিলেন। নদীয়া জেলায় তিনি একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। বনমালী মল্লিক ১৬০৮ খৃঃ লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পৌত্র কৃষ্ণদাস মল্লিককে বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

৺ কৃষ্ণদাস মল্লিক।

কৃষ্ণদাস মল্লিক ১৬০১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী বল্লভপুরে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ত্রিবেণীতে একটি অতিথি-শালা স্থাপন করেন। তিনি একজন উন্নতমনা ও উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। ১৬৮০ খৃঃ কৃষ্ণদাস মল্লিক জীবনলীলা সমাপন করেন। তিনি

মৃত্যুকালে তিন পুত্র রাজারাম, প্রাণবল্লভ ও কালিচরণ মল্লিককে রাখিয়া যান ; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র কালিচরণের সন্তান হয় নাই।

৺ রাজারাম মল্লিক।

কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজারাম মল্লিক ১৬৩৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালা, উর্দ্দূ ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৭০২ খৃঃ রাজারাম মল্লিক মহাপ্রস্থান করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইপুত্র দর্পনারায়ণ ও সন্তোষকুমার মল্লিককে রাখিয়া যান। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের সন্তান হয় নাই।

৺ প্রাণবল্লভ মল্লিক।

কৃষ্ণদাসের মধ্যমপুত্র প্রাণবল্লভ মল্লিক ১৬৩৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র সুখদেব মল্লিককে রাখিয়া যান।

সুখদেব মল্লিকের আট পুত্র ; তন্মধ্যে হরিরাম, যাদবচন্দ্র ও বিনোদ-বিহারী মল্লিক পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিরাম মল্লিক রায় রায়ান্ ১৭০৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ঢাকার এজেণ্ট ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

৺ দর্পনারায়ণ মল্লিক।

রাজারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র দর্পনারায়ণ মল্লিক ১৬৭২ খৃঃ ত্রিবেণীতে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি বদান্য ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৺ বারাণসী-

ধামে, নদীয়া ও হুগলী জেলায় তিনি অনেকগুলি অতিথিশালা ও মন্দির স্থাপন করেন। মুসলমানদিগের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তদীয় জ্ঞাতি ভ্রাতা সুখদেব মল্লিকের সহিত ১৭০৩ খৃঃ তিনি প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। দর্পনারায়ণ মল্লিক ১৭৪০ খৃঃ মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র নয়ানচাঁদ মল্লিককে রাখিয়া যান।

৺ নয়ানচাঁদ মল্লিক।

নয়ানচাঁদ মল্লিক ১৭১০ খৃঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ৺ বারাণসীধাম, মাহেশ ও অন্যান্য স্থানে তিনি অনেকগুলি মন্দির ও ধর্ম্মশালা স্থাপন, বঙ্গদেশের নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন ও কলিকাতার বড়বাজারে একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলায় তিনি কয়েকখানি জমিদারী করেন। ১৭৭৭ খৃঃ নয়ানচাঁদ মল্লিক লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণ মল্লিককে রাখিয়া যান। তাঁহারা তিন সহোদরে পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করেন। কনিষ্ঠ রাধাচরণের কোন পুত্র সন্তান হয় নাই।

৺ গৌরচরণ মল্লিক।

নয়ানচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ মল্লিক কনিষ্ঠ নিমাইচরণের সহিত একত্রে কাঁচড়াপাড়ায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার চারি পুত্র—বিশ্বম্ভর, রামলোচন, জগমোহন ও রূপলাল মল্লিক।

গৌরচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর মল্লিক বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

গৌরচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রূপলাল মল্লিক সরল হৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, নবকুমার ও শ্যামাচরণ মল্লিক। তাঁহারা সদনুষ্ঠানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। "গুপ্ত বৃন্দাবন" নামে প্রখ্যাত সাতটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। অধুনা উহা শ্যামাচরণের পুত্র নন্দলাল মল্লিকের বংশধরগণের অধীন। ডিউক্ অব্ এডিনবার্গের শুভাগমনকালে ১৮৬৪ খৃঃ স্বদেশবাসীগণ কর্ত্তৃক তথায় অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল; রাজদম্পতী সেই উদ্যান ও পুষ্করিণী দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলেন।

৺ নিমাইচরণ মল্লিক।

নয়ানচাঁদের মধ্যম পুত্র নিমাইচরণ মল্লিক ১৭৩৬ খৃঃ বড়বাজারে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ইংরাজী, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন। তিনি একজন মহাশয় ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। নিমাইচরণ পিতার নিকট প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি বল্লভপুরে একটী মন্দির স্থাপন এবং ভ্রাতা গৌরচরণের সহিত একত্রে কাঁচড়াপাড়ায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; অধিকন্তু ঐ সকল কীর্ত্তি রক্ষার জন্য তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টে বহু অর্থ দিয়া যান। চৈতন্যমঙ্গল গীত, পুরাণ, তুলট ইত্যাদি অনেক গুলি ধর্ম্ম কর্ম্মে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ, গোস্বামী প্রভৃতিকে মুক্তা, স্বর্ণ হার, রৌপ্য রেকাব ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য দান করেন; এবং বহু সংখ্যক দরিদ্রকে পরিতোষসহকারে আহার করাইয়াছিলেন। তিনি ৺ সিংহবাহিনী দেবীর পূজার সময় কলিকাতার ছোট আদালতের অনেক দেওয়ানী আসামীকে অর্থদ্বারা অব্যাহতি করিতেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক এবং রামকৃষ্ণ মল্লিকের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক, নরসিংহ মল্লিকের পিতামহ এবং রামকৃষ্ণ মল্লিক, চোরবাগানের

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের পিতামহ ছিলেন। ১৮০৭ খৃঃ নবেম্বর মাসে ৭১ বৎসর বয়সে নিমাইচরণ মল্লিক ভবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যু-কালে তিনি প্রায় তিন ক্রোর টাকার উপর রাখিয়া যান; এতদ্ব্যতীত ভূসম্পত্তি ও কয়েক খানি তালুক ছিল। তাঁহার দুই কন্যা এবং আট পুত্র রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র ও মতিলাল মল্লিক।

নিমাইচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল মল্লিক ১৭৬৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮২৫ খৃঃ তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ নামে এক কুলদেবতা স্থাপন করেন। রামগোপাল অনেকের বিবাদ মিটাইয়া দিতেন এবং তাহা উভয় পক্ষই গ্রহণ করিত। ১৮৩০ খৃঃ তিনি ধর্ম্মসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৩৩ খৃঃ রাম-গোপাল মল্লিক মৃত্যুকালে বীরচরণ ও আদিত্যচরণ মল্লিক নামে দুইটী পুত্র রাখিয়া যান।

নিমাইচরণের দ্বিতীয় পুত্র রামরতন মল্লিক, তাঁহার পুত্র পীতাম্বরের বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করেন। সেই সময়ে কলিকাতার স্থানীয় একটি রাস্তা গোলাপজলে সিক্ত করাইয়াছিলেন। ১৮১০ খৃঃ তিনি অনেক টাকার বস্ত্র ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রগণকে দান করেন। লবণের একায়ত্ত বাণিজ্যে তিনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ রামরতন মল্লিক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

৺ রামতনু মল্লিক।

নিমাইচরণের তৃতীয় পুত্র রামতনু মল্লিক সৎকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৫৩ খৃঃ তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রমানাথ ও লোক-নাথ মল্লিককে রাখিয়া যান।

রামতনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রমানাথ মল্লিক ১৮৬৫ খৃঃ গতাসু হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র—কালীচরণ, ভগবতীচরণ ও বিনোদবিহারী মল্লিককে রাখিয়া যান।

ভগবতীচরণ মল্লিক চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নিমাইচরণের চতুর্থ পুত্র রামকানাই মল্লিক অহিফেন্ ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি করেন। ১৮২৭ খৃঃ ২রা আগষ্ট তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পৌত্র—গঙ্গানারায়ণ, নকুড়চন্দ্র, ধনঞ্জয়, শ্যামচাঁদ ও নরসিংহচন্দ্র মল্লিক।

৺ রামমোহন মল্লিক।

নিমাইচরণের পঞ্চম পুত্র রামমোহন মল্লিক ১৭৭৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে বড়বাজারে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য ও উর্দ্দূ ভাষায় শিক্ষিত এবং যৎসামান্য ইংরাজী ভাষাও জানিতেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বেনিয়ান্ ছিলেন এবং বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। অধিকন্তু পিতার নিকটও অনেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় দাতব্য কার্য্যের প্রতিও লক্ষ্য ছিল। তিনি পালাক্রমে কুলদেবী ৺ সিংহবাহিনী দেবীর পূজা অতি সমারোহে সমাপন করিতেন। সেই সময় কলিকাতা ছোট আদালতের দেওয়ানী বন্দীগণকে মুক্ত করিতেন। ১৮৪৩ খৃঃ তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উহা তিন মাসকাল হইয়াছিল; তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ মুক্তার হার, রৌপ্য রেকাব, বস্ত্র, শাল প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খৃঃ সাধারণের উপকারার্থে হুগলী

সেতুর নিকট তিনি একটি স্নানঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ঘাটটী মিউনিসিপাল ভূমির উপর নির্ম্মিত হওয়ায়, তিনি ক্লাইব ষ্ট্রীটে স্বীয় ভূমি বদল দিয়াছিলেন। এই ঘাট তাঁহার পিতা নিমাইচরণ মল্লিকের নামে উৎসর্গ হয়। তিনি নির্ম্মল চরিত্র ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুত্রগণের বিবাহে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৬৩ খৃঃ ১৭ই ডিসেম্বর ৮৫ বৎসর বয়সে রামমোহন মল্লিক পরলোকগত হন। তাঁহার এক কন্যা এবং পাঁচ পুত্র—দ্বারকানাথ, তারকনাথ, প্রেমনাথ, ভোলানাথ ও হরনাথ মল্লিক। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র তারকনাথ, প্রেমনাথ ও ভোলানাথকে রাখিয়া যান। তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধে অনেক টাকা ব্যয় করেন।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ মল্লিক পিতার জীবিতকালে ১৮৫৮ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অটলবিহারী মল্লিককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

রামমোহনের দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ মল্লিক ১৮৬৬ খৃঃ গতাসু হন। তিনি মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র ব্রজনাথ, যদুনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, বরেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিককে রাখিয়া যান।

৺ প্রেমনাথ মল্লিক।

রামমোহনের তৃতীয় পুত্র প্রেমনাথ মল্লিক ১৮১৪ খৃঃ নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা ভোলানাথের সহিত একযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির সংলগ্ন পাকশালার সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে ৺ বৃন্দাবনধামে গোবর্দ্ধন ধরেসের নিকট হইতে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিতল কুঞ্জবাটী ক্রয় করেন। প্রেমনাথ একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং অনেক সময় পূজা আহ্নিকে

অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—প্রসাদদাস, নৃত্যলাল ও মন্নুলাল মল্লিক।

জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসাদদাস মল্লিকের উদ্যোগে "ফ্যামিলি লিটারারী ক্লাব্" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহু বৎসর উহার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করেন।

রামমোহনের চতুর্থ পুত্র ভোলানাথ মল্লিক ১৮১৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। অধিকন্তু বঙ্গভাষায় পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। তিনি দয়ালু ও দাতা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বলাইচাঁদ মল্লিক অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরনাথ মল্লিক ১৮৪৮ খৃঃ পিতার জীবিত-কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র তুলসীদাস ও মহেশদাস মল্লিককে রাখিয়া যান।

নিমাইচরণের ষষ্ঠ পুত্র হীরালাল মল্লিক অকালে বৃন্তচ্যুত হন। রঙ্গমনি, জয়মনি, অপূর্ণা ও নবীনকুমারী নামে চারি কন্যা রাখিয়া যান। তন্মধ্যে প্রথমা কন্যার সন্তান না হওয়ায় তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়া কন্যার দুই পুত্র—হরিদাস দত্ত ও সিংহীদাস দত্ত।

নিমাইচরণের সপ্তম পুত্র স্বরূপচন্দ্র মল্লিক ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি দুইখানি বাঙ্গালা উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ১৮৪৮ খৃঃ মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র নৃত্যানন্দ ও চৈতন্যচরণকে রাখিয়া যান। ১৮৭৫ খৃঃ কনিষ্ঠ পুত্র চৈতন্যচরণ মল্লিক মৃত্যুর সময় এক পোষ্য পুত্র যোগেন্দ্রনাথ মল্লিককে রাখিয়া যান।

৺ মতিলাল মল্লিক।

নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক ৺ বৃন্দাবনধামে একটি কুঞ্জবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তথায় শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। পুরাণ পাঠের সময় ও ৺ সিংহবাহিনী দেবীর পূজার সময় তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৪৬ খৃঃ মতিলাল মল্লিক মৃত্যুকালে পোষ্যপুত্র যদুনাথ মল্লিককে রাখিয়া যান। মতিলালের বিধবা পত্নী মাহেশে একটি কুঞ্জবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তথায় বহু দরিদ্র ব্যক্তি প্রতিদিন আহার প্রাপ্ত হয়।

৺ যদুনাথ মল্লিক।

মতিলালের পোষ্য পুত্র যদুনাথ মল্লিক কলিকাতার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ জননীর তুলট ও পুরাণ উপলক্ষে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি মাহেশে একটি কুঞ্জবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কলিকাতা এবং চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভ্য ছিলেন। তিনি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের জন্য জনসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে কলিকাতা দরবারে যদুনাথ একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ ১০ই জানুয়ারী হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী তাঁহার সুরম্য "দক্ষিণেশ্বর ভিলায়" একটি উদ্যান সম্মিলনীর আয়োজন করেন; তদুপলক্ষে স্যার রিচার্ড গার্থ, মিঃ এ-মেকেঞ্জি, মিঃ সি-টি ব্যক্ল্যাণ্ড,

মিঃ ইংলিস্, মিঃ কল্‌ভিন্, মিঃ পিকক্, মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজ কমলকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রভৃতি উহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কুমারটুলির মিত্রবংশ।

বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ নগরাধিপতি বীরসিংহের নিকট হইতে ভট্টনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, বেদগর্ভ গঙ্গোপাধ্যায়, ছান্দড় ঘোষাল এবং দক্ষ চট্টোপাধ্যায় নামক পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের পঞ্চজন অনুচর বঙ্গের বর্ত্তমান সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের আদিপুরুষ। ইহাঁদের মধ্যে কালিদাস মিত্র একজন অন্যতম অনুচর ছিলেন। এই বংশোদ্ভব জনৈক পূর্ব্বপুরুষ হংসেশ্বর মিত্র চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুর ও চাণকের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র রতনেশ্বর মিত্র।

৺ গোবিন্দরাম মিত্র।

রতনেশ্বরের পুত্র গোবিন্দরাম মিত্র এই প্রাচীন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৬৮৬ খৃঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের নিকট প্রাচীন গোবিন্দপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তিনি পারস্য, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং যৎসামান্য ইংরাজী ভাষাও জানিতেন। ইংরাজদিগের কুঠীর গবর্ণর যবচার্ণক সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে গোবিন্দরামকে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কলিকাতার বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মাণকালে তিনি গোবিন্দপুর হইতে কুমারটুলি নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধের পর, গোবিন্দরাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একজন ডেপুটী

ফৌজদার নিযুক্ত হন। তৎকালে তাঁহাকে "কালা ডেপুটী কিম্বা নায়েব জমিদার" বলিত। গোবিন্দরাম একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি আপার চিৎপুর রোডে নয়টী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৬ খৃঃ বার্দ্ধক্যে গোবিন্দরাম মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র রঘুনাথ মিত্রকে রাখিয়া যান।

৺ রঘুনাথ মিত্র।

পিতার মৃত্যুকালে রঘুনাথ মিত্রের বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। বিপুল বিত্ত প্রাপ্ত হইয়া তিনি অমোদ প্রমোদে দিনপাত করিতেন। ৺ দুর্গা ও ৺ কালীপূজা মহাসমারোহে সম্পাদন করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র—রাধাচরণ, কৃষ্ণচন্দ্র, রসময় ও আনন্দময় মিত্র; তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পুত্র পিতার জীবিতকালে লোকান্তরিত হন। ১৭৭৫ খৃঃ রঘুনাথ মিত্র পরলোক গমন করেন।

রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাচরণ মিত্র দুইবার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর এক পুত্র ও দ্বিতীয়ার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

৺ অভয়চরণ মিত্র।

রাধাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র অভয়চরণ মিত্র চব্বিশ পরগণা ও মিনপুরীর কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় মহাসমারোহে ৺ দুর্গা ও ৺ কালীপূজা করিতেন। তাঁহার গুরুদেব কখন লক্ষ টাকা দেখেন নাই বলায় তিনি তাঁহাকে একলক্ষ টাকা দান করেন।

নিমাইচরণ মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অভয়চরণের পিতৃব্য কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত একটি মোকর্দ্দমায় তাঁহারা শালিসী থাকিয়া অভয়চরণের প্রতিকূলে বিচার করিয়া দেওয়ায় অভয়চরণ বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে কয়েক বৎসর মধ্যে বিপুল বিত্তের অধিকারী হন। অভয়চরণ মিত্র মিনপুরীর কালেক্টারের দেওয়ানের কার্য্যকালীন ১৮০৮ খৃঃ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র—ভগবতীচরণ, ভবানীচরণ, কালীচরণ, তারাচরণ, শ্যামাচরণ ও উমাচরণ মিত্র।

অভয়চরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীচরণ মিত্র পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—ভবযোনী, কালীকুমার, কালীকিঙ্কর ও কালীসেবক মিত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবযোনী মিত্র গবর্ণমেণ্টের অধীনে কয়েক বৎসর এসেসার ও ডেপুটি কলেক্টারের কর্ম্ম করেন। তিনি নির্ম্মলচরিত্র ও সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। মধ্যমপুত্র কালীকুমার মিত্র মহাশয়ও বিবিধ গুণে ভূষিত ছিলেন।

অভয়চরণের মধ্যমপুত্র ভবানীচরণ মিত্র ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—ত্রিগুণাচরণ, কালাচাঁদ, মহেশচরণ ও উদয়চরণ মিত্র। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক ছিলেন।

অভয়চরণের তৃতীয় পুত্র কালীচরণের এক পুত্র সারদাচরণ মিত্র।

অভয়চরণের চতুর্থ পুত্র তারাচাঁদ মিত্রের তিন পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভবদরচরণ মিত্র।

অভয়চরণের পঞ্চম পুত্র শ্যামাচরণ মিত্রের সন্তান হয় নাই।

অভয়চরণের কনিষ্ঠ পুত্র উমাচরণ মিত্রের এক পুত্র বিশদাচরণ মিত্র।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র।

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র ঢাকার কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কলিকাতার নন্দনবাগান নামক স্থানে একটি বাটি নির্ম্মাণ করেন; অদ্যাপি তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তাঁহার মধ্যম পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর তাঁহার কুমারটুলির বাটীতে কামানের তোপধ্বনি করিবার অনুমতি প্রদান করেন। নন্দনবাগানে তাঁহার বংশধরগণের নিকট এখনও উহার দুইটী কামান বিদ্যমান। সেই বিবাহ উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ হইতেও কয়েকটি সম্মানসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল। তাঁহার তিন পুত্র; তন্মধ্যে মধ্যম রাজচন্দ্র ও কনিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন।

৺ শম্ভূচন্দ্র মিত্র।

কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শম্ভুচন্দ্র মিত্র ফরাকাবাদের কালেক্টারের দেওয়ান ছিলেন। ইউরোপীয় সমাজে তিনি সম্মানিত হইতেন। তাঁহার কয়েকটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর জীবিত থাকেন; অন্যান্য পুত্রগণ পিতার জীবিতকালে যৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শম্ভুচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীশ্বর মিত্র ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি বহু বৎসর সুখ্যাতির সহিত হুগলীর সদর আমীনের কার্য্য করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন বন্ধু ছিলেন; অধিকন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র শ্রীনাথ, জগন্নাথ ও কেদারনাথ মিত্রকে রাখিয়া যান।

রঘুনাথের তৃতীয় পুত্র রসময় মিত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

৺ আনন্দময় মিত্র।

রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দময় মিত্র রাজসাহীর কালেক্টারের দেওয়ান পদে কর্ম্ম করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। অতঃপর পারিবারিক বিবাদে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৺ বারাণসীধামের অন্তর্গত চৌখাম্বা নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। তিনি তথায় মহাসমারোহে ৺ দুর্গা ও ৺ কালীপূজা করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ আনন্দময় মিত্র ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনাথকে রাখিয়া যান।

৺ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র।

আনন্দময়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ৺ বারাণসীধামে বাস করিতেন। তিনি নানা প্রকার অনুষ্ঠানে দানের জন্য "রাজা রাজেন্দ্র" নামেই প্রখ্যাত ছিলেন। তিনি রাজঘাট হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত সাড়ে আট বিঘা ভূমি "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক" রাস্তা নির্ম্মাণার্থ গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছিলেন। অধিকন্তু নূতন বারাণসী কলেজের প্রবেশদ্বার নির্ম্মাণার্থ বহু অর্থ দান করেন। তাঁহার দান দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট সম্মানস্বরূপ একটি হীরক অঙ্গুরীয়, মুক্তার মালা, সুবর্ণ কটিবন্ধ, পাগড়ী, জামা, পাজামা ও একখানি পাল্কি খেলাত প্রদান করেন। ১৮৫৬ খৃঃ ২৬শে জানুয়ারি রাজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র গুরুদাস মিত্র ও বরদাদাস মিত্রকে রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তদানীন্তন ছোটলাট শোক প্রকাশ করিয়া তদীয় পুত্রদ্বয়কে একখানি পত্র দিয়াছিলেন।

৺ গুরুদাস মিত্র।

রাজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুদাস মিত্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি বিপন্ন বৃটীশরাজকে সাহায্য করায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দুই সহস্র টাকার খেলাত প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরদাদাসের সহিত একযোগে তিনি বারাণসীধামের কুষ্ঠাশ্রমের একটি বৃহৎ কূপ খনন জন্য ছয় সহস্র টাকা, তথাকার চক্-হাঁসপাতাল পরিচালনার্থে পাঁচ হাজার টাকা, এলাহাবাদ কলেজে এক হাজার টাকা, লোকান্তরিত ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের যুবরাজরূপে ভারতে শুভাগমন উপলক্ষে স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনকল্পে ছয় হাজার টাকা, রাজসাহীর দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে পাঁচ শত টাকা, দরিদ্রদিগের জন্য এক হাজার টাকা দান করেন। গুরুদাস ইউরোপীয়দিগের জন্য একটি হাঁসপাতালের ওয়ার্ড নির্ম্মাণকল্পে তিন হাজার ছয় শত টাকা দান করেন। যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষে ৺ বারাণসীর অধিবাসীগণের মধ্যে তিনি অধিক অর্থ চাঁদা দিয়াছিলেন। বিবিধ দানের জন্য তিনি গবর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে পুনরায় একটি খিলাত প্রাপ্ত হন; অধিকন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল।

গুরুদাসের একমাত্র পুত্র প্রসন্নবদন মিত্র বি-এ বারাণসীর গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতি লাভ করেন।

বরদাদাসের একমাত্র পুত্র প্রমদাদাস মিত্র সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ঠনঠনিয়া লাহাবংশ।

কলিকাতা ঠনঠনিয়ার লাহাবংশ সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক বংশোদ্ভূত। এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ রাজীবলোচন লাহা পাটনার নন্দরাম বৈদ্যনাথ নামক কোন ব্যক্তির কুঠীতে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে একজন পোদ্দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সামান্য বেতন ও চুঁচুড়ার সামান্য ভূসম্পত্তি হইতে সংসার প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উপায়ক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি ঐ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎপরে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হুগলী-চুঁচুড়া নগরীতে আসিয়া বসতি করেন। ১৮৩০ খৃঃ ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজীবলোচন লাহা লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও বটুকৃষ্ণ লাহা।

৺ প্রাণকৃষ্ণ লাহা।

রাজীবলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ লাহা যৎসামান্য ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিয়া চুঁচুড়ার এণ্ড্রু সাহেবের পুস্তকাগারে মাসিক দ্বাদশ টাকা বেতনে একটি কর্ম্ম করিতেন। সেই পুস্তকালয় উঠিয়া যাইলে তিনি হুগলীর আদালতে একজন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। তথা হইতে আইন ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি কলুটোলায় অবস্থানপূর্ব্বক তৎকালীন সুপ্রীম্ কোর্টের একজন খ্যাতনামা এটর্ণি মিঃ হাউয়ার্ড সাহেবের প্রধান কেরাণীর কার্য্য গ্রহণ করেন। ক্রমে তথায় তাঁহার বেতন মাসিক তিন শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি কোম্পা-

নীর কাগজ, অহিফেন্ ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি স্ফূর্ত্তি ক্রীড়ায় ৩৩,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন; কিন্তু কোন একটি ব্যবসায় ছয় মাসের মধ্যে উহা নষ্ট হইয়া যায়। মতিলাল শীল তাঁহাকে ভাল বাসিতেন; এবং তাঁহারই চেষ্টায় প্রাণকৃষ্ণ সণ্ডার কোম্পানী নামক একটি সওদাগর অফিসে প্রধান মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। ক্রমে কলিকাতার কয়েকটি সওদাগর অফিসের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৩৯ খৃঃ তিনি স্বয়ং একটি বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অফিস্ সংস্থাপন করেন। তৎকালে তিনি একজন বিখ্যাত সওদাগর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। এই সময় তিনি বেচু চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীটে বাস করেন। ১৮৫৩ খৃঃ ৬৩ বৎসর বয়সে প্রাণকৃষ্ণ লাহা পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ নামে তিনটী পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া যান।

৺ দুর্গাচরণ লাহা।

মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা ১৮২২ খৃঃ ২০শে নবেম্বর হুগলী-চুঁচুড়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালে তিনি পিতার সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর শিবঠাকুরের গলিতে গোবিন্দ বসাকের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন। তথায় দুই বৎসরকাল অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্থানে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামবাগানের গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ১৮৩৯ খৃঃ সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি স্বীয় পিতৃদেবের সহকারীরূপে ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহার অফিসে নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ খৃঃ প্রাণকৃষ্ণ লাহার মৃত্যু হইলে দুর্গাচরণ

অফিসের স্বত্বাধিকারী হইয়া ব্যবসায় সমধিক উন্নতি সাধন করেন। তদনন্তর "প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানী" নামে একটি বৃহৎ বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করেন; অধিকন্তু অনেকগুলি সওদাগর অফিসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। কলিকাতার তৎকালীন প্রায় প্রত্যেক ইংরাজ সওদাগর অফিসের তিনি মুৎসুদ্দি ছিলেন। দুর্গাচরণ বাণিজ্যে ও পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সমাজে তিনি তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ও ধনবান বলিয়া সম্মানিত হইতেন। গবর্ণমেণ্টও অনেক সময় তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খৃঃ তৎকালীন ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলি কর্তৃক তিনি "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৮২ খৃঃ লর্ড রিপণ বাহাদুর তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি কলিকাতার সেরিফ্ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৪ খৃঃ ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। ১৮৮৮ খৃঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্স্-ডাউন্ বাহাদুর তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করিয়াছিলেন। এদেশীয়গণের মধ্যে দুর্গাচরণ প্রথম পোর্টকমিসনারের পদলাভ করেন। কলিকাতার জষ্টিস্ অব দি পিস্, বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য, মেও হাঁসপাতালের গবর্ণর, অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, ন্যাসানেল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি প্রভৃতি পদে সুশোভিত ছিলেন। তিনি ব্রিটীশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সদস্যরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইতেন। তৎপরে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সভার দুইবার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তৎকালীন রাজকীয় পাবলিক সার্ব্বিস্ কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি নির্ভীকভাবে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য ছিলেন। ভারত-

গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া ১৮৯১ খৃঃ "মহারাজা" উপাধি প্রদান করেন। মহারাজ বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। বর্ত্তমান কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে পাঁচ সহস্র টাকা প্রদান করেন; তজ্জন্য মহারাজের নামে উক্ত হাঁসপাতালে একটি "ওয়ার্ড" নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার দীন দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল্ সোসাইটী এবং সুবর্ণবণিক চেরিটেবল্ এসোসিয়েসনে চব্বিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। মহারাজের প্রাসাদটী প্রথমে গোরাচাঁদ দত্তের ছিল; তিনি বিলাসিতায় নষ্ট করিলে মহারাজ ইহা ক্রয় করেন। তিনি ঘুড়ি উড়াইতে ভালবাসিতেন। ডক্টার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। মহারাজ অতিশয় বিনয়ী, নম্র, সদালাপী, দাতা ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি আমরণ নানা সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও সজ্জন বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মকে সমভাবে জ্ঞান করিতেন। ধর্ম্মসেবীদিগকে ও দুঃস্থজনকে মহারাজ মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি যেমন অর্থশালী ছিলেন, অর্থের সদ্ব্যয় জন্য তদ্রূপ প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃঃ ২০শে মার্চ্চ স্বনামখ্যাত মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা উদরাময় রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। সুবর্ণবণিক কুলতিলক মহারাজ দুর্গাচরণের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লাহা ও শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা। উভয়ে বাণিজ্য ব্যবসায় বিশেষ নিপুণ এবং পিতৃদেবের ন্যায় সাধারণ হিতকরকার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস লাহা।

মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লাহা ১৯০৭ খৃঃ কলিকাতার সেরিফ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে জুন নবীন ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি "রাজা" উপাধি সম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ রাজা কৃষ্ণদাস, লোকান্তরিত ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ হুগলী-চুঁচুড়া নগরীতে জলের কল নির্ম্মাণ-কল্পে ইনি আশী হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনি বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যাইতে পারেন নাই। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার রাজপ্রাসাদে নবীন ভারত সম্রাট ও তদীয় মহিষীর যে মজলিশ বসিয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর, রাজা কৃষ্ণদাসকে সম্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খৃঃ ১২ই এপ্রেল কলিকাতার টাউন হলের দরবারে ৩৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মহামান্য নবীন ভারতেশ্বরের "করোনেশন্ মেডেল" উপহার প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস একজন ছিলেন। ১৯১২ খৃঃ রাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা কলিকাতা রিপণ কলেজের সাহায্যার্থ পঞ্চদশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে তাঁহারা একত্রে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে ইহাঁরা চারিভ্রাতায় পঁচাত্তর সহস্র মুদ্রা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধ ভাণ্ডারের একজন ট্রষ্টী ও সভ্য।

রাজা বাহাদুরের দুইপুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র লাহা ও শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা।

হৃষীকেশ লাহা।

মহারাজের কনিষ্ঠপুত্র রাজা শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ লাহা ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে দেড় সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ইনি প্রসিডেন্সী বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১২ খৃঃ প্রারম্ভে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে কলিকাতা সহর সংস্কারের একজন ট্রষ্টী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ইনি প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে এক সহস্র টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ইংরাজি নববর্ষ উপলক্ষে ইনি ব্যক্তিগত "রাজা" এবং "সি, আই, ই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। উক্ত বৎসর ২৫শে নবেম্বর বঙ্গের প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতার রাজ-প্রাসাদে এক বৃহৎ দরবার করিয়া ইহাঁকে রাজা উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ইনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিয়োজিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রামমোহন লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি ও ট্রষ্টী স্বরূপে ইনি এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ মিঃ স্যার ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাহাদুরের স্থানে ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে মনোনীত হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট, রামকৃষ্ণ সমিতির অনাথভাণ্ডারের সভ্য ও আতুর আশ্রমের সহকারী সভাপতি।

রাজা বাহাদুরের দুই পুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল।

৺ শ্যামাচরণ লাহা।

মহারাজ দুর্গাচরণের মধ্যম ভ্রাতা শ্যামাচরণ লাহা হেয়ার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তথায় তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতার তত্ত্বাবধানে ব্যবসায় নিযুক্ত হন। সেই কার্য্য উপলক্ষে ১৮৬৯ খৃঃ তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সন্নিকট একটি দাতব্য চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার এবং চব্বিশ-পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

চণ্ডীচরণ লাহা।

শ্যামাচরণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহার নানা প্রকার সৎকার্য্যে অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ১৯১২ খৃঃ রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, রাজা হৃষীকেশ লাহা, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ লাহা কলিকাতা রিপন কলেজের সাহয্যার্থ পঞ্চদশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্টমাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যা পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে তাঁহারা একত্রে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ইহাঁর তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত সতীশচরণ লাহা। জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানীচরণ একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও চিত্রকর।

৺ জয়গোবিন্দ লাহা।

মহারাজ দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়গোবিন্দ লাহা কলিকাতার একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কলিকাতার সেরিফ, ভারতীয় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, পোর্ট ট্রাষ্টের সভ্য, প্রেসিডেন্সী জেলের পরিদর্শক, মেও হাঁসপাতালের একজন গবর্ণর, বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি, ন্যাসানাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, উদ্যান কর্ষণতত্ত্ব সমিতির সদস্য, আলিপুর পশুশালার সভ্য, জষ্টিস্ অব দি পিস্, সুবর্ণবণিক সমাজের সভাপতি, ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর সভ্য, কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার, চব্বিশ পরগণার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় বঙ্গেশ্বর স্যার জন উডবরন্, ভুতপূর্ব্ব মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান মিঃ গ্রীয়ার সাহেব বাহাদুর, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার মিঃ বিগ্‌নেল্ সাহেব, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী ছোটলাট মিঃ বোর্ডিলিয়ন্ বাহাদুর প্রভৃতি তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি উদ্ভিদ বিদ্যার অনুরাগী ছিলেন ও আলিপুরের পশুশালায় একটী সর্প প্রদর্শনী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল জয়গোবিন্দ লাহা পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

অম্বিকাচরণ লাহা।

জয়গোবিন্দের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ লাহা কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রেসিডেন্সী জেলের পরিদর্শক, উদ্যান কর্ষণতত্ত্ব

সমিতির সভ্য, বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব কমার্সের সভ্য প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। অম্বিকাচরণের বিবাহ উপলক্ষে ১৮৮০ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি একটি নাচ্ হইয়াছিল; তৎকালে ছোটলাট, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তদীয় ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বৃটীশরাজের ৯০ সংখ্যক রেজিমেণ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। অম্বিকাচরণের দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা এম-এ, বি-এল এবং শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা বি-এ।

৺ নবকৃষ্ণ লাহা।

রাজীবলোচনের মধ্যম পুত্র নবকৃষ্ণ লাহা, জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণের সহিত ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ লাহা জনসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পৈতৃক ভবনে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত শিবচরণ লাহা। ইহাঁর দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ লাহা।

৺ বটুকৃষ্ণ লাহা।

রাজীবলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র বটুকৃষ্ণ লাহার তিন পুত্র—অভয়চরণ লাহা, দেবীচরণ লাহা ও শ্রীযুক্ত রামচরণ লাহা।

জ্যেষ্ঠ অভয়চরণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা। ইহাঁর একটি পুত্র—শ্রীমান নিতাইচরণ লাহা।

বটুকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র দেবীচরণ লাহার তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ লাহা, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী লাহা ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী লাহা।

বটুকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রামচরণ লাহা হুগলী-চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে শ্মশানঘাটের নিকট একটি মুমূর্ষু আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁর পাঁচ পুত্র—শ্রীযুক্ত হরিমোহন লাহা, শ্রীযুক্ত দীননাথ লাহা, শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত শ্রীকান্তিচরণ লাহা।

পাইকপাড়া রাজবংশ।

চব্বিশ-পরগণা জেলার অন্তর্গত পাইকপাড়া রাজবংশ একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমিদারবংশ। ইহাঁদের আদিনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহাকুমা। ইহাঁরা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ হরকৃষ্ণ সিংহ মুসলমান রাজত্বের সময় বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তদীয় পুত্র গৌরগোবিন্দ সিংহ। তাঁহার দুই পুত্র—রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

৺ রাধাগোবিন্দ সিংহ।

গৌরগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাগোবিন্দ সিংহ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ এবং সিরাজদ্দৌলার সময়ে একজন উচ্চ রাজস্ব কর্ম্মচারী ছিলেন। যখন বৃটিশরাজ বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তৎকালে তিনি তদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই কার্য্যের জন্য তিনি একখানি "সেয়ার মহাল" প্রাপ্ত হন।

৺ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

গৌরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৭৪৯ খৃঃ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁথি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ বাল্যকালে স্বগ্রামে যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। ১৭৬৯ খৃঃ তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া কিয়দ্দিবস

বঙ্গের নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে মুর্শিদাবাদে কাননগোর কর্ম্ম করিয়াছিলেন; তৎকালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশীমবাজারের রেশমের কুঠির রেসিডেণ্ট্ ছিলেন। ক্রমে গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংস্ সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে সেই সময় গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম্ম যায়। অতঃপর তিনি কার্য্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই সময় সৌভাগ্যক্রমে তিনি তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের শুভ দৃষ্টিতে পতিত হন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খাল্‌সা বিভাগের রায়-রাঁইয়া রাজা রাজবল্লভ রায়ের অধীনে সহকারী দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার হস্তে রাজস্ব বিভাগের সমুদয় কার্য্যভার ন্যস্ত হয়; তদ্ভিন্ন তিনি হেষ্টিংস্ সাহেবের কৃপায় নানা উপায়ে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন। ১৭৭৪ খৃঃ হেষ্টিস্ সাহেব তাঁহাকে কলিকাতার রাজস্ব কৌন্সিলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৫ খৃঃ হেষ্টিংস সাহেবের বিপক্ষদল তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত হইলে সোমড়া-নিবাসী রায়-রাঁইয়া রামচন্দ্র সেন দেওয়ান পদে কিছুদিন কর্ম্ম করেন। ১৭৭৬ খৃঃ হেষ্টিংস্ সাহেবের বিরোধী সদস্য মন্‌সন্ সাহেবের মৃত্যু হইলে, তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে পুনরায় দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না; পাঁচ বৎসর অন্তর মেয়াদী বন্দোবস্ত হইত; সুতরাং দেশের যাবতীয় জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি গঙ্গাগোবিন্দের করতলস্থ ছিলেন। এমন কি, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও তাঁহাকে ভয় করিতেন। নাটোর রাজবংশের পতন সময়ে যখন মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় যোগে নিমগ্ন এবং তাঁহার জমিদারীর পরগণা-গুলি রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইতেছিল, তখন গঙ্গাগোবিন্দ মহিমসাহী, নসরতসাহী, নসিবসাহী, নলদী প্রভৃতি পরগণা নীলামে ক্রয় করেন। দিনাজপুরের তদানীন্তন কালেক্টার গুড্‌ল্যাক্ সাহেব ও তাঁহার দেওয়ান্

দেবী সিংহ তৎকালীন নাবালক রাজাকে বাধ্য করিয়া তাঁহার জমিদারীর কিয়দংশ গঙ্গাগোবিন্দকে কবলা করিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। ১৭৮৬ খৃঃ হেষ্টিংস্ সাহেব বিলাত গমন কালে নাটোররাজের জমিদারীর অন্তর্গত শালবারি পরগণার মালিকান স্বত্বও প্রদান করেন। গঙ্গাগোবিন্দ, হেষ্টিংস্ সাহেবের কৃপায় উক্ত জমিদারীর এক অংশের মালিক হন; কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া তাহা রহিত করিলে উক্ত পরগণা নাটোরাধিপতিকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। গঙ্গাগোবিন্দ যশোহর-মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের বংশধরগণের দুর্গতির কথা শুনিয়া ও স্বজাতীয় রাজ-বংশের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সীতারামের বংশধরগণকে বার্ষিক বার শত টাকা বৃত্তি দান করিতেন। ১৭৮১ খৃঃ হইতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আগমন কাল পর্য্যন্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এক প্রকার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তিনি বাকী জায়ের সেরেস্তার ভার প্রাপ্ত হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল পর্য্যন্ত কার্য্য করেন। অতঃপর এডমণ্ড, বার্ক প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় মহাত্মাগণ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিলে তিনি কর্ম্মচ্যুত হন। জন্মভূমি কাঁথিতে এখনও ইহাঁদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয় ও অন্যান্য কীর্ত্তি বর্ত্তমান। গঙ্গা-গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান। সেই বিগ্রহ প্রত্যহ সমারোহের সহিত সেবা হইয়া থাকে এবং যত অতিথি উপস্থিত হয়, কাহাকেও বিমুখ করা হয় না। রাসের সময় মহাসমারোহ হইয়া থাকে। নৃত্য গীতাদির ব্যয় প্রায় দশ সহস্র টাকা ব্যবস্থা আছে। কথিত আছে যে, গঙ্গাগোবিন্দ মাতৃশ্রাদ্ধে বিশেষ সমারোহ করিয়াছিলেন। পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহা ঘৃতদ্বারা পূর্ণ করিয়া উৎসর্গ করেন। সেই সময় হেষ্টিংস্ সাহেব স্বয়ং প্রত্যেক জেলার কালেক্টারগণকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় প্রসিদ্ধ জমিদারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া

আনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের টাট্‌কা প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন। তিনি সেই প্রসাদ কাঁথি হইতে ৺ পুরীধাম পর্য্যন্ত অশ্বের ডাক বসাইয়া আনয়ন করেন। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি প্রায় বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বেলুড় গ্রামে নিজ বাসভবনে পুরাণ পাঠ এবং পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে স্বর্ণপত্রে ক্ষোদিত লিপিদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃ পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কলিকাতার প্রাসাদে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া যান।

৺ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি কিঞ্চিৎ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। শুনা যায়, সেই কারণ পুত্রের সহিত পিতার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বহরাণ-নিবাসী বল্লভীকান্ত দাস নামক একব্যক্তি তাঁহার ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও বিষয় কার্য্যে নিপুণ ছিলেন।

১৮০৬ খৃঃ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ কাঁথির আবাসে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে রাখিয়া যান।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু)

প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ "লালাবাবু" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ১৭৬৮ খৃঃ কাঁথির পৈতৃকভবনে জন্মগ্রহণ করেন। লালাবাবু বাল্যকালে

গ্রামের বিদ্যালয়ে যৎসামান্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃঃ সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ায় স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার সঙ্কল্প করেন। অতঃপর প্রথমে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও জজ সাহেব বাহাদুরের আফিসে সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় কার্য্য করিতে করিতে তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত লাট বিশালাক্ষীপুর জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮০৩ খৃঃ উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় তথাকার রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি সরকারী বন্দোবস্ত মহাল সমূহের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। উড়িষ্যায় কর্ম্মকালীন লালাবাবু পরগণা রাহাং, সারায় ও চারিসকুদ ক্রয় করেন। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবার জন্য তিনি দৈনিক দশ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া যান। ১৮০৬ খৃঃ সহসা একদিবস তাঁহার পিতার পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লালাবাবু কাঁথির আবাসে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু সুদূর উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বাটী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পিতৃদেবের পরলোক প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর লালাবাবু মনুষ্যের দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিতেন। শোভাবাজার রাজবংশীয় এবং যোড়াসাঁকর সিংহবংশীয় ব্যতীত কলিকাতায় আর কাহারও সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের জননীকে লালাবাবু যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং তিনিও লালাবাবুকে পুত্রবৎ দর্শন করিতেন। কথিত আছে যে, লালাবাবুর নীতি শিক্ষা দান প্রভাবেই রাজা রাজকৃষ্ণের চরিত্র বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। লালাবাবু কলিকাতায় হাবড়ায় সেতুর নিকট গঙ্গাতীরে ৺ জগন্নাথের ঘাট ও

দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ঈশ্বরের চিন্তা বিস্মৃত হইতেন না। জীবনের প্রায় অর্দ্ধাংশ সময় আহ্নিক, পূজা, হরিনাম, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুর দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অতিবাহিত করিতেন। কাঁথির কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর নিত্য সেবার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে সেবার ব্যয়ের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে, তথাপি এখনও রাধাবল্লভ জীউর ভোগের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবসেবা, অতিথিসেবা ও সদাব্রত প্রভৃতি সৎকার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হয়, সে বিষয়ে লালাবাবুর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি অধিক দিবস বাটীতে বাস করেন নাই। সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ৺বৃন্দাবনধামে বাসের নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সেই কারণ, অল্পকাল মধ্যেই লালাবাবু তাঁহার একমাত্র শিশুপুত্রের শিক্ষাদানের এবং বাটীর তত্ত্বাবধান ও কর্ত্তৃত্বের বন্দোবস্ত করেন। তিনি কলিকাতা চোরবাগান-নিবাসী নীলমণি বসু মহাশয়কে আইন ও জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবস্তের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। তৎপরে কাঁথির বাটীতে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিতে করিতে কোন বিশেষ কারণে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় তিনি সংসার ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্য, প্রিয়তম একমাত্র শিশুপুত্র শ্রীনারায়ণ ও প্রিয়তমা পত্নী কাত্যায়নী সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ৺বৃন্দাবনধামে গমন করেন। তৎকালে পঁচিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া তিনি হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থ, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, বৈষ্ণবমণ্ডলীর আশ্রয়স্থল, রমণীয় বৃন্দাবনধামে গিয়া বসতি করিলেন। সেই সময় এতদঞ্চলে কিছু জমিদারীও ক্রয় করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে "কৃষ্ণচন্দ্রমা" নামক এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য রাজপুতানা হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর আনাইয়া প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্কোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির সংলগ্ন একটি অন্নসত্র আছে। তাহার জন্য বার্ষিক দ্বাবিংশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। মথুরা জেলায় "রাধাকানু" নামে এক বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবনধামে "লালাবাবুর কুঞ্জ" নামে একটি কুটীর আছে; তথায় অদ্যাপি বহু তীর্থযাত্রী গিয়া বাস করিয়া থাকেন। এই কুঞ্জের সন্নিকটে তিনি জায়েন মন্দির নামে আর একটি উৎকৃষ্ট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির মধ্যে রংজী নামে এক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাঁর সেবার্থে চল্লিশ সহস্র টাকা আয়ের বিষয় সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেব সেবার বন্দোবস্ত প্রত্যহ একশত টাকা। প্রতিদিবস এই স্থানে প্রায় পাঁচশত লোক প্রসাদ পাইয়া থাকে। পঞ্চদশ দিবসের অধিক একজনকে প্রসাদ দেওয়া হয় না। লালাবাবু স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রজবাসীগণ তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য এক প্রকার রুটী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন; তদবধি বৃন্দাবনে "লালাবাবুর রুটি" নামে এক প্রকার রুটীর নাম হইয়াছে। ভক্তমালা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী তাঁহার ধর্ম্মগুরু স্থানীয় ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে লালাবাবুর নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি শেষ জীবনে গোবর্দ্ধন গিরির গুহায় বাস করিতেন। ১৮১০ খৃঃ সেই স্থানেই হঠাৎ পতিত হইয়া পাইকপাড়ার পুণ্যবান মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু) মহাপ্রস্থান করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র শিশুপুত্র শ্রীনারায়ণকে রাখিয়া যান। লালাবাবুর পত্নী

পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধা রাণী কাত্যায়নী দানশীলতার জন্য খ্যাতনামা ছিলেন। অন্নমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বনিবাসস্থল বেলুড় গ্রামে মহাসমারোহ হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মে ও দানাদিতে অন্যূন ষোড়শ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাটী ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৺ শ্রীনারায়ণ সিংহ

রাণী কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ সিংহ। তাঁহার দুই পত্নী—তারাসুন্দরী ও করুণাময়ী। উভয় পত্নীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ায় কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। তারাসুন্দরীর পোষ্যপুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র এবং করুণাময়ীর পোষ্য পুত্রের নাম ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ে সহোদর ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুস্পুত্র। তাঁহারা যতদিন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কাত্যায়নী তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। ১৮৬৮ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট রাণী কাত্যায়নী মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৺ প্রতাপচন্দ্র সিংহ

স্বনামধন্য মহাত্মা লালাবাবুর পৌত্র প্রতাপচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ফিভার হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ জন্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান এবং অন্যান্য নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যের সহায়তা করেন। প্রতাপচন্দ্র লর্ড

ডালহাউসী কর্ত্তৃক ১৮৫৪ খৃঃ "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। "বেলগেছিয়া ভিলা" নামক সুরম্য উদ্যান প্রতাপচন্দ্র এবং কনিষ্ঠভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পত্তি। এই উদ্যানেই ভারতের লোকান্তরিত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খৃঃ শেষভাগে দেশীয়গণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শুভাগমন করেন। এই স্থানেই উভয় ভ্রাতার যত্নে এবং মহারাজ স্যার যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর প্রভৃতি বন্ধুগণের সহায়তায় বাঙ্গালা নাটক অভিনীত হয় এবং বাঙ্গালা ঐক্যতান বাদন প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছিল। উহাই বর্ত্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। রাজা প্রতাপচন্দ্রের নানাপ্রকার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গবর্ণমেণ্ট "সি এস আই" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং অন্যান্য অনেক কার্য্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কাঁথির বিষয় সম্পত্তি দর্শনাভিলাষে গমন করিয়া তথায় পীড়িত হন; ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময় রাজা বাহাদুরকে পাইকপাড়ায় আনয়ন করা হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৬৬ খৃঃ ১৯শে জুলাই ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কলিকাতা কাশীপুরের গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র নামে চারিপুত্র রাখিয়া যান। প্রতাপচন্দ্র পরলোক গমন করিলে পাইকপাড়া রাজপরিবারের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্রের পিতামহী রাণী কাত্যায়নীর অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন বঙ্গেশ্বর বীডন সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া পাইকপাড়া ষ্টেট কোর্ট্ অব্ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

৺ গিরিশচন্দ্র সিংহ।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৬৬ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি হন। তিনি সিংহবংশের আদি নিবাস কাঁথি গ্রামে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন জন্য ১১৫০০০ টাকা দান করেন। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি স্বীয় মধ্যম ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীশচন্দ্র সিংহকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্রের দুই পুত্র—মনীন্দ্রচন্দ্র ও ফণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ। অধুনা কুমার শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি। ১৯১৪ খৃঃ মে মাসে কুমার বাহাদুরের শুভবিবাহ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার ফণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ কয়েক বৎসর হইল অকালে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন।

৺ পূর্ণচন্দ্র সিংহ।

প্রতাপচন্দ্রের মধ্যম পুত্র রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বিবিধ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি মিষ্টভাষী ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। গবর্ণ-মেণ্টের নিকট তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি "রাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হন। ১৮৯০ খৃঃ রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার দুই বিবাহ হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমা রাণীর গর্ভে সতীশচন্দ্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্রীশচন্দ্র নামে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠ কুমার শ্রীশচন্দ্র সিংহকে

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার গিরিশচন্দ্র পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী রাণী শ্রীমতী চন্দ্রমোহিনী আধুনা ৺ বৃন্দাবন-ধামে অবস্থিতি করিতেছেন।

৺ কান্তিচন্দ্র সিংহ।

প্রতাপচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ বিনয়ী ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নে তাঁহর স্বভাব-সিদ্ধ সৌজন্য লক্ষিত হইত। ১৮৮০ খৃঃ কুমার কান্তিচন্দ্র সিংহ সংসার লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। কুমার কান্তি-চন্দ্রের বিধবা পত্নী ৺ পুরীধামে বাস করেন।

৺ শরচ্চন্দ্র সিংহ।

প্রতাপচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ ১৮৫৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী সমাজ-হিতৈষণা ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণে বঙ্গের ভূস্বামী সমাজের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। তিনি জমিদারীর কার্য্য পরিচালনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং স্বয়ং জমিদারী কার্য্য করিতেন। তিনি বহুমূল্যের জমিদারীও ক্রয় করেন। তিনি কঠোর শাসন নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি প্রজার সহিত মোকর্দ্দমা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। শরচ্চন্দ্র প্রজা ও কর্ম্মচারীগণকে বিপদকালে অর্থ সাহায্য দ্বারা বিশেষ উপকৃত করিতেন। তাঁহার মস্তিষ্ক এরূপ সতেজ ছিল যে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিতেন। কাঁথির প্রাসাদ, কাশীপুরের দেবালয় এবং ঐতিহাসিক বেলগেছিয়া-ভিলা

তাঁহার স্থাপত্য-শিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি একজন উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রমণীয় স্থান ও বহুতীর্থ স্থানের ফটোগ্রাফ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। "পিক্‌চার-গ্যালারি" তাঁহার চিত্র-বিদ্যার সম্যক পরিচয় অদ্যাপি প্রদান করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক আস্কার ব্রাউনিং সাহেব তাঁহার "টুর অব ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে বেলগেছিয়া ভিলা এবং পিক্‌চার গ্যালারির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ সহস্র টাকা এবং কাঁথির আংলো-সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। তিনি পরোপকার ব্রতে ব্রতী ছিলেন। ৺ বৃন্দাবনধামের স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ জন্য পাঁচ সহস্র এবং যশোহরের জলের কল নির্ম্মাণকল্পে দশ সহস্র ও হিন্দু বিধবাফণ্ডে পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-পুরুষগণের ন্যায় প্রকৃত রাজভক্ত ছিলেন। ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা ফণ্ডে পঁচিশ সহস্র টাকা এবং এডওয়াড্‌ স্মৃতিফণ্ডে পাঁচ সহস্র টাকা দান করেন। তিনি বহু বালককে অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন। তিনি গোপনেও বহু অর্থ দান করেন। শরচ্চন্দ্র তাঁহার লোকান্তরিত পুত্র জিতেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কাঁথির ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি প্রাপ্ত না হয়, সেই ছাত্র দুই বৎসর পনের টাকা করিয়া এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার নাম "জিতেন্দ্র বৃত্তি" হইয়াছে। ১৯১১ খৃঃ এপ্রেল মাসে চিৎপুর মিউনিসিপালিটীর চিকিৎসালয়ের ভূমি ক্রয় জন্য তিনি পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। সংস্কৃতভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল।

তিনি ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবসর সময়ে তীর্থ পর্য্যটনে অতিবাহিত করিতেন। তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জনসমাজে আদৃত ছিলেন। জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার উদ্যোগে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সভা স্থাপিত হয় এবং তিনি এই সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার নৈতিক বুদ্ধিও অসাধারণ ছিল। তিনি সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও উদার স্বভাব পুরুষ ছিলেন। ১৯১২ খৃঃ ২৭শে মার্চ্চ কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ অপস্মার রোগে চিন্ময়ধামে গমন করিয়াছেন। কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় পিতৃদেবের আদ্য শ্রাদ্ধে স্বীয় চিরদানশীল বংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ ঠাকুরবাড়ীতে বিরাট দানসাগর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

কুমার শরচ্চন্দ্র মৃত্যুকালে কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ নামে একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ খৃঃ কুমার বীরেন্দ্রচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কুমার বাহাদুর ১৯১৩ খৃঃ এপ্রেল মাসে লোকান্তরিত রাজা প্রতাপচন্দ্রের নামে কাশীপুর শ্মশানঘাটে গঙ্গাতীরে সুদৃশ্য লৌহনির্ম্মিত সোপানাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। স্যার উইলিয়ম্ ডিউক্ বাহাদুর এই ঘাট জনসাধারণের জন্য [illegible] করেন। অধুনা স্বর্গীয় লালাবাবুর বংশের এই নবীন বংশধর নিজকুলের গৌরব ও মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন।

কুমার বাহাদুরের পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনটী কন্যা বিদ্যমান; তন্মধ্যে দুইটী তনয়ার শুভপরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

৺ ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

রাজা প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্ন ও অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তাহার পরিচয় দিতে হইলে বেলগেছিয়ার নাট্যশালার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হয়। তিনি কলিকাতা-যোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুবিখ্যাত বেলগেছিয়া উদ্যান ক্রয় করেন। কলিকাতার সমাজে তৎকালে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা বলিয়া রাজপুরুষগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পূর্ণ গুণগ্রাহী ও কর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই তাঁহার সবিশেষ সহানুভূতি ছিল। পাইকপাড়া রাজবংশও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নানা প্রকারে কৃতজ্ঞ। ১৮৬১ খৃঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ঐশ্বর্য্যলীলা সমাপন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহকে রাখিয়া যান।

৺ ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ অল্প বয়সে সততা ও সুবুদ্ধির গুণে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তিনি উদার হৃদয় ও সজ্জন বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। যখন ষ্টেটস্‌ম্যানের স্বর্গীয় স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক রবার্ট্ নাইট্ সাহেব বর্দ্ধমানের মানহানির মোকর্দ্দমায় বিপন্ন, যখন ওরিয়েণ্টাল্ বীমা কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয়, তখন তিনি অর্থানুকূল্য দ্বারা উহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ

১লা জানুয়ারি দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে তিনি ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তৎকালে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর ইন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়া একটি "দরবার মেডেল" উপহার প্রদান করেন। ১৮৯৪ খৃঃ ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দুই বিবাহ হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমা পত্নী, একমাত্র কন্যা সরস্বতীকে রাখিয়া লোকান্তরিতা হন। সেই কন্যার সহিত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের পরিণয় ক্রিয়া সমাপন হয়। তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মৌলিক বিদ্যমান। কুমার ইন্দ্রচন্দ্র, প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর রশোড়া-নিবাসী ভাগলপুরের ডাক্তার লাডলীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনীর পাণিগ্রহণ করেন। ইন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর মৃণালিনী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহকে পোষ্যপুত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়াছেন।

অরুণচন্দ্র সিংহ।

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ ১৮৮৫ খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এস্-সি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সময়ে জমিদারী বঙ্গদেশের এড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের তত্ত্বাবধানে ছিল; অতঃপর ইনি সাবালক হইয়া স্বীয় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি জমিদারী স্বহস্তে পরিচালন করিতেছেন। নানাপ্রকার সৎকার্য্য এবং শিল্পবিস্তারে ইহাঁর অনুরাগ আছে। নোয়াখালী, ফরিদপুর, বুলেন্দ্‌সহর প্রভৃতি জেলায় ইহাঁর জমিদারী আছে। ইনি প্রজাপুঞ্জের শিক্ষা বিস্তারে

এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের শিক্ষা সৌকর্য্যার্থে অর্থানুকুল্য করিয়া থাকেন। ইনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে রাস্তা নির্ম্মাণ, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, কূপখনন প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে যথোচিত সাহায্য করেন। দেশে যাহাতে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ চেষ্টা ও সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।

আন্দুলিয়া রাজবংশ।

১২০৩ খৃঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার হিন্দুরাজত্ব বিলুপ্ত হয়। সেই অবধি ১৫৭৪ খৃঃ পর্য্যন্ত আফগান অথবা পাঠানগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। ১৫৭৪ খৃঃ শেষ পাঠান সম্রাট দাউদ খাঁ মোগলদিগকে বঙ্গদেশ অর্পণ করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ আপন অধীনে রাখেন। তাহার কিছু দিন পরে দাউদ খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। ১৫৭৬ খৃঃ অম্বরাধিপতি রাজা মান সিংহ রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁকে নিহত করেন। সেই সময়ে মোগলদিগের সহিত যোগদান পূর্ব্বক রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রখ্যাত হন।

৺ সমররাম সিংহ।

১৫৮০ খৃঃ রাজা মানসিংহ সেনাপতি ও শাসন কর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। তৎকালে গন্ধর্ব্ব সিংহের পৌত্র সমররাম সিংহ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আন্দুলিয়া পরগণার রাজা ছিলেন। যে সময়ে রাজা মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিতে আগমন করেন, সেই সময় আন্দুলিয়ার হিন্দু রাজগণ পাঠানদিগের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা বহুদিবস পাঠানদিগের রাজসভায় উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, পাঠানদিগের ধনাগার আন্দুলিয়া প্রাসাদে সুরক্ষিত হইত।

৺ দাতারাম সিংহ।

অতঃপর যুদ্ধান্তে রাজা মানসিংহ সন্ধি করিয়া সমররামের পুত্র রাজা দাতারাম সিংহ মহেন্দ্রবাহাদুরকে গোবিন্দপুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম অর্পণ করেন। রাজা দাতারাম আন্দুলিয়ার গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

৺ রামকৃষ্ণ সিংহ।

আন্দুলিয়া রাজপ্রাসাদ উক্ত সময়ে ভাগীরথী গর্ভে অর্দ্ধাংশ নিমজ্জিত হইলে দাতারামের মধ্যম পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাকুরিয়ায় গড় নির্ম্মাণ করেন। রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বহু যত্নে রাজপুতানা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে রাজ্য স্থাপনা করিয়া যান, কিন্তু এক্ষণে উহা কালবশে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে চূর্ণী নদীতীরে ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান। রাজা মানসিংহের সময় হইতেই আন্দুলিয়া হিন্দুরাজ্য বিলুপ্ত হয়; কিন্তু তাহার অনেক পরেও আন্দুলিয়া নগরে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল। ক্রমে রাজনগর আন্দুলিয়া গড় জনশূন্য স্থানে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গড়ের সীমানা কাটিয়া রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ পাল চৌধুরী বংশীয় জমীদারগণের রাস্তা হইয়াছে।

৺ শোভারাম সিংহ।

রাজা রামকৃষ্ণের পুত্রগণের মধ্যে রাজা রাজারাম, রঘুনাথ, কাশীনাথ প্রভৃতি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়া-বরদা পরগণা ক্রয় করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপনা করেন। সেই বীরকুলে রাজা সহস্ররাম, রাজা শোভা-

রাম, রাজা হিম্মৎরাম সিংহ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে শোভারাম সিংহ একজন পরাক্রমশালী জমীদার ছিলেন। ১৬৯০ খৃঃ শোভারাম তাঁহার প্রথমা রাণী অজিতাকুসুম দেবীকে চেতুয়া বরদার রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, সুতানুটীর জঙ্গলে চৌরঙ্গী নামক জনৈক মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তজ্জন্য বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণরাম রায় তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কন্যা সম্প্রদান করিতে ভীত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৬৯৬ খৃঃ চেতুয়া-বরদার রাজা শোভারাম সিংহ, বিষ্ণুপুরের রাজা গোলাপ সিংহ এবং চন্দ্রকোণার জমীদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার বিখ্যাত পাঠান দলপতি রহিম খাঁর সহিত যোগদানপূর্ব্বক বর্দ্ধমানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। অতঃপর মহারাজ কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। মহারাজকুমার জগৎরাম রায় কৌশলে রাজ-প্রাসাদ হইতে পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন; তন্মধ্যে মহারাজের এক অপরূপ লাবণ্যময়ী রূপবতী কুমারী কন্যাকে দেখিয়া পাপাচারী শোভারাম তাঁহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে, রাজকন্যা স্বীয় অঙ্গ-বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতে শোভারামের প্রাণান্ত করিয়া সেই ছুরিকাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। ১৭০৫ খৃঃ বর্দ্ধমানের অধীশ্বর বীর্য্যবান মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় পিতামহ হন্তা শত্রু শোভারামের ভ্রাতা হিম্মৎরামকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার জমিদারী চেতুয়া-বরদা অধিকার করেন।

বর্ত্তমান সময়ে রাজা শোভারামের প্রপৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সিংহ, চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঢাকুরিয়া গ্রামে অবস্থান করিতে-ছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সিংহ ও কুমার শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সিংহ, হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন আকনা নগরে অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-

মোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বিদ্যমান। কনিষ্ঠ বেণীমাধবের পুত্রগণ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি এই প্রাচীন রাজবংশের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন।

ভূকৈলাস রাজবংশ।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত ভূকৈলাস রাজবংশ অতি প্রাচীন জমীদারবংশ। ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাখরগঞ্জ, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় ইহাঁদের জমিদারী এবং বারানসীধামে বিষয় সম্পত্তি আছে। ভূকৈলাস রাজবংশ এক সময় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন।

এই রাজবংশের উপাধি বন্দোপাধ্যায়; সর্ব্বানন্দী মেল। পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এই বংশের আদিপুরুষ। তাঁহার পুত্র ত্রিনয়ন। ত্রিনয়নের তিন পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, উদয়চন্দ্র ও সূর্য্যাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্যম উদয়চন্দ্রের পুত্র বানেশ্বর; তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ; তদীয় পুত্র কংসারি সর্ব্বানন্দী মেল ছিলেন। কংসারির পুত্র শ্রীধর পাঠক; তাঁহার পুত্র যদুনাথ সর্ব্বপ্রথমে কুলভঙ্গ করিয়া "ঘোষাল" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় হইতেই এই বংশের উন্নতি আরম্ভ হয়। যদুনাথের পুত্র গোপীকান্ত; তৎপুত্র রামকৃষ্ণ; তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্রনাথ ঘোষাল। রাজেন্দ্রনাথের দুই পুত্র—বিষ্ণুদেব ও কৃষ্ণদেব ঘোষাল। বিষ্ণুদেবের পুত্র—কন্দর্প ও রামদুলাল। কনিষ্ঠ রামদুলালের তিন পুত্র—রামনিধি, রামলোচন ও রামজীবন।

বিষ্ণুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্দর্প ঘোষালের সময় ইহাঁদিগের গোবিন্দপুর নামক স্থানে বাস ছিল। ১৭৫৪ খৃঃ বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ নির্ম্মাণ কালে কন্দর্প ঘোষাল কলিকাতা—গোবিন্দপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক খিদিরপুর নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র ও রামচন্দ্র ঘোষাল।

কন্দর্পের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র; তাঁহার পুত্র স্বনামধন্য মহারাজ জয়-নারায়ণ ঘোষাল।

৺ গোকুলচন্দ্র ঘোষাল।

কন্দর্পের মধ্যম পুত্র গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বঙ্গদেশের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা ভেরেলষ্ট্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থার্জ্জন করিয়া বিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৭৭৯ খৃঃ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল লোকান্তরিত হন। তাঁহার বৃন্দাবনচন্দ্র ও রামনারায়ণ নামে দুই পুত্র এবং হরিমতী, গঙ্গামতী ও লক্ষ্মীদেবী নামে তিন কন্যা হইয়াছিল। গোকুলচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার দুই পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ ঘোষাল তদীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

৺ জয়নারায়ণ ঘোষাল।

১৭৫১ খৃঃ ৩রা আশ্বিন মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কলিকাতা গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আরবী ও পারস্য ভাষায় বুৎপন্ন লাভ করেন। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপে তিনি কিছুকাল কাননগোর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণের নামে চট্টগ্রামের অন্তর্গত নওয়াবাদের সন্নিকট জয়নগর জমিদারী সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৭৬৫ খৃঃ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব নিজামদ্দৌলার অধীনে কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। ১৭৬৮ খৃঃ নবাব সরফদ্দৌলার সময় নবাব সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি খিদিরপুরের নিকট ভূকৈলাস নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। তৎপরে যশোহরের রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগ নিবারণকল্পে যখন কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কর্ণেল সেক্সপিয়ার, কোম্পানী কর্ত্তৃক

প্রেরিত হন; তৎকালে তিনি জয়নারায়ণকে সহকারীরূপে সমভি-ব্যহারে লইয়া যান। তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৭৮১ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব বাহাদুর দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট হইতে জয়নারায়ণের "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি সনন্দ আনাইয়া দিয়াছিলেন; অধিকন্তু সম্রাট তাঁহাকে তিন হাজারী মনসবদারী পদে নিযুক্ত করেন; অর্থাৎ ৩৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে খিদিরপুরে ভূকৈলাস প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। নানাপ্রকার সৎকর্ম্মে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি খিদিরপুরে "পতিতপাবনী" নামে একটী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুইটি শিবমন্দির ও অন্যান্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। তিনি ৺ কালীঘাটের দেবীর চারিখানি রৌপ্যনির্ম্মিত হস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শেষজীবনে তিনি পুণ্যভূমি ৺ বারানসীধামে বাস করিতেন। ১৭৯৩ খৃঃ তথায় "করুণা-নিধান" নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বারানসীধামের দুর্গাকুণ্ডের সন্নিকট ধাতুময় গুরু-প্রতিমা স্থাপন এবং উহার নিকট গুরুকুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। অন্যান্য স্থানেও তিনি বহুকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ৺ বারানসী-ধামের জয়নারায়ণ কলেজ মহারাজ বাহাদুরের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। ১৮১৭ খৃঃ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তথায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষক এবং ছাত্র বিনাব্যয়ে আহার ও অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। এই বিদ্যামন্দির পরিচালনার জন্য মহারাজ বাহাদুর মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর হস্তে বিংশতি সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন সুকবি ছিলেন এবং "রাজকবি" বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। বারানসীধামে অবস্থান কালে মহারাজ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে সংস্কৃতভাষায় শবকরী

সঙ্গীত, ব্রাহ্মনার্চ্চণ চন্দ্রিকা, জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম্‌ এবং বাঙ্গালা ভাষায় কাশীখণ্ড (অনুবাদ) ও করুনানিধান বিলাস উল্লেখযোগ্য। মহারাজের প্রণীত "কাশী পরিভ্রমণ" কাব্য কলিকাতার সাহিত্য পারিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর সপ্ত দিবস পূর্ব্বে ৺ কাশীবাসী আত্মীয়গণকে পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮২১ খৃঃ ২৫শে কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিবস ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর পুণ্যভূমি ৺ বারানসীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

৺ কালীশঙ্কর ঘোষাল।

মহারাজ জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল তদীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তৎকালে বারানসীধামে পাশ্চাত্য বিদ্যার ও ইংরাজীভাষার আলোচনা অতি অল্প ছিল। তথায় কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব মহারাজ জয়নারায়ণ ও রাজা কালী শঙ্করের মস্তিষ্ক হইতেই প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি এই হিতকর অনুষ্ঠানের সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার যত্নে বারানসী নগরীতে কলেজ কমিটি স্থাপিত হয় এবং বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই ইহার প্রথম ও প্রধান সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর কাশী কলেজ কমিটি ও ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার কমিটির সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। কাশীর কুইন্স কলেজের প্রথম নক্‌সা তাঁহার সিদ্ধ হস্তের তুলিকা হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন এবং তাঁহার বদান্যতা গুণে মুগ্ধ হইয়া লর্ড এলেন্‌বরা ১৮৪৩ খৃঃ কালীশঙ্করকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে বারানসীধামের গঙ্গাতটে দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি

যজ্ঞ সাধন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটি অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা বাহাদুরের সাত পুত্র—কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিঙ্কর, সত্য-চরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত ঘোষাল।

৺ কাশীকান্ত ঘোষাল।

কালীশঙ্করের জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীকান্ত ঘোষাল অতিথি-বৎসল ছিলেন। দরিদ্র ও নিঃসহায় ব্যক্তির উপর তাঁহার দয়া ছিল। তিনি অকালে তনুত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যদয়াল ঘোষাল।

৺ সত্যপ্রসাদ ঘোষাল।

কালীশঙ্করের মধ্যম পুত্র সত্যপ্রসাদ ঘোষাল দেশের উন্নতি সাধন বিষয়ে যথোচিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যজীবন ঘোষাল নানারূপ সদনুষ্ঠানে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তৎপুত্র সত্যকিঙ্কর ঘোষাল।

৺ সত্যকিঙ্কর ঘোষাল।

কালীশঙ্করের তৃতীয় পুত্র সত্য[illegible]ঙ্কর [illegible]ষাল জনসাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠতায়, শিষ্টাচার ও লোকপ্রিয়তায় সকলেই মুগ্ধ হইতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "রায় বাহাদুর" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন।

৺ সত্যচরণ ঘোষাল।

কালীশঙ্করের চতুর্থ পুত্র সত্যচরণ ঘোষাল একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—সত্যানন্দ ও সত্যসত্য ঘোষাল।

সত্যচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যানন্দ ঘোষাল বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে তৎকালে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা পুরুষ হইয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার সাধারণ সদনুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দেশের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিতেন এবং একজন বদান্য পুরুষ ছিলেন। তিনি বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্য এবং কয়েক বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর সত্যানন্দ ব্যক্তিগত "রাজা" উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরবর্ত্তীগণ আর কেহই রাজা উপাধিতে এপর্য্যন্ত ভূষিত হন নাই।

৺ সত্যশরণ ঘোষাল।

কালীশঙ্করের পঞ্চম পুত্র সত্যশরণ ঘোষাল একজন বিদ্যান ও বিচক্ষণ পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন ও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি প্রথমে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া "সি-এস্-আই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অকালে গতাসু হন; কেবল মাত্র একটি কন্যা জীবিত থাকেন; কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

৺ সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল।

কালীশঙ্করের ষষ্ঠ পুত্র সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল একজন দূরদর্শী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; যে কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার পুত্র সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করেন। তিনি কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী, মনীষী ও ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন।

৺ সত্যভক্ত ঘোষাল।

কালীশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যভক্ত ঘোষাল অমায়িক ও লোক-বৎসল পুরুষ ছিলেন। তিনি দশের ও দেশের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করিতেন।

টাকীর জমীদারবংশ।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত এই বংশ একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশ। মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হইতে ইহাঁরা সৌভাগ্য-শালী হইতে থাকেন এবং তৎকালে ইহাঁদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। আধুনা এই বংশ বঙ্গদেশের নানা স্থানে বহু বিস্তৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা আদিশূরের সময় পঞ্চজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন; তাঁহাদের সহিত বিরাট গুহ নামক জনৈক সহচর আসিয়াছিলেন।

৺ ভবানীদাস রায় চৌধুরী।

বিরাট গুহ হইতে অধঃস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ দুর্ল্লভ গুহ একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুসলমানাধীনে উচ্চ পদবী লাভ করিয়া যথেষ্ট বিত্ত, প্রভূত সম্পদ এবং "মজুমদার" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যশোহরের রাজা বসন্ত রায়ের আনীত তদীয় বৈবাহিক যদুনন্দন বসুর সহিত তাঁহার অতি নিকট জ্ঞাতি ভ্রাতা দুর্ল্লভ গুহের পুত্র প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য যুবক ভবানীদাস রায় চৌধুরী বাকলা হইতে উঠিয়া আসিয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মাইহাটি পরগণা বৃত্তি প্রাপ্তে তদন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বাসগ্রহণ করেন। তিনি এই বিস্তীর্ণ পরগণার অধীশ্বর হইয়া যশোহর সমাজে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়াছিলেন এবং কুলীনগণ তাঁহাকে রাজবংশের নিম্নে আসন প্রদান করিয়াছিলেন। ভবানীদাস যশোহর রাজবংশের আদিপুরুষ রামচন্দ্র নিয়োগীর খুল্লতাত

চতুর্ভূর্জ গুহের প্রপৌত্র। তিনি অতি সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান, সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন।

ভবানীদাসের দুই বিবাহ; তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে চণ্ডীশরণ ও যদুনন্দন নামক দুই পুত্র জন্মে। তৎপরে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস এবং সর্ব্বশেষে প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র রুক্মিণীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন।

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর চণ্ডীশরণ ও যদুনন্দন বলপূর্ব্বক পিতৃত্যক্ত সমস্ত বিষয় অধিকার করিয়া লইয়া কৃষ্ণদাস ও রুক্মিণীকান্তকে সম্পত্তিচ্যুত করিয়া শ্রীপুর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সেই সময়ে কৃষ্ণদাস কঠুর গ্রামে মাতামহ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রুক্মিণীকান্ত বাধ্য হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে বরিশাল জেলার অন্তর্গত ইদীলপুর গ্রামে বাসগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশীয়গণ এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন।

ভবানীদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীশরণ রায়চৌধুরী পরিশেষে রাজবংশের আশ্রয়ে যশোহর সন্নিকটে বাস করেন। পরে তাঁহার বংশীয়গণ সৈয়দ-পুরে উঠিয়া বাসগ্রহণ করেন। সৈয়দপুরের বর্ত্তমান রায়চৌধুরী, চাক্‌লাদার ও সরকার বংশীয়গণ চণ্ডীশরণের বংশ সম্ভূত।

ভবানীদাসের মধ্যম পুত্র যদুনন্দন রায় চৌধুরী শ্রীপুরেই ছিলেন। তথাকার রায়চৌধুরীগণ যদুনন্দনের সন্তান।

---

৮ কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী।

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদাস রায় চৌধুরী মাতামহ আশ্রমে পালিত হন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে টাকীর পশ্চিমপ্রান্তে কঠুর গ্রামে ঘোষবংশীয় এক ঘর কুলজ "রায়" আখ্যাত

বঙ্গজ কায়স্থের বাস ছিল। আগড়পাড়া পরগণা তাঁহাদেরই জমিদারী। কৃষ্ণদাস এই বংশের দৌহিত্র ছিলেন এবং মাতামহের দেহান্তে তাঁহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সপ্তগ্রাম সরকারের ফৌজদারের নিকট আবেদন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে তিনি প্রভূত বিত্তশালী ও ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত জামীরা পরগণা অর্জ্জন করেন; তৎপরে তিনি টাকীতে বাস করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের পাঁচ পুত্র রঘুনাথ, রত্নেশ্বর, কাশীশ্বর, রাধাকান্ত ও কেশবদাস রায় চৌধুরী। কৃষ্ণদাসের দেহাবসানে পঞ্চভ্রাতা টাকীতে পৃথক পৃথক বাসস্থান গ্রহণ করেন। এই পঞ্চজন হইতে টাকীতে পঞ্চঘর কুলীন গুহবংশ উদ্ভূত হইয়াছেন।

৺ রঘুনাথ রায় চৌধুরী।

কৃষ্ণদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর বংশীয়গণ বড় রায় চৌধুরী নামে খ্যাত। ইহাঁরা বড় চৌধুরী বংশের আদি। টাকীর বড় চৌধুরীগণের প্রভাবে যশোহর সমাজের অবস্থা অতি উন্নত হইয়াছিল। সামাজিক শাসনের প্রতাপ যথেষ্ট প্রবল ছিল। বংশ বিশুদ্ধি রক্ষার প্রতি সমূহ দৃষ্টি ছিল। তৎকালে বড় চৌধুরীগণ নদীর পশ্চিম তটবর্ত্তী অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহাদিগের বাটীস্থিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউর দোলপর্ব্ব অদ্যাপি প্রতি বর্ষে সমারোহের সহিত সমাহিত হইয়া থাকে। কুলিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা ৺ কালিকা দেবীও ইহাঁদের ঠাকুর। অদ্যাপি প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এবং প্রতি অমাবস্যা তিথিতে ইহাঁরা দেবীর ষোড়শোপ-চারে পূজা করিয়া থাকেন।

৺ রত্নেশ্বর রায় চৌধুরী।

কৃষ্ণদাসের মধ্যম পুত্র রত্নেশ্বর রায় চৌধুরীর পুত্র মধুসূদন রায়-চৌধুরী হইতে টাকীর দ্বিতীয় গুহবংশ উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে প্রথম দুইজন মূল ভদ্রাসন ত্যাগ করেন নাই। বহুগোষ্ঠি হেতু স্থানাভাব বশতঃ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রত্রয় বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্কুল বাটীর সম্মুখস্থ গলির মধ্যে বড় চৌধুরীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হন। মূল ভদ্রাসনে তাঁহার গৃহদেবতার দোলপর্ব্ব প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

৺ কাশীশ্বর রায় চৌধুরী।

কৃষ্ণদাসের তৃতীয় পুত্র কাশীশ্বর রায়চৌধুরীর পুত্র রামদেব রায়-চৌধুরী হইতে টাকীর মুন্সীবংশ উৎপন্ন হইয়াছেন। রামদেবের চারি পুত্র—রামশঙ্কর, রামসন্তোষ, বৃন্দাবন ও গদাধর রায়চৌধুরী। তদীয় পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামশঙ্কর ও কনিষ্ঠ গদাধর পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক টাকীর অন্যত্রে বাস পরিবর্ত্তন করেন।

কৃষ্ণদাসের চতুর্থ পুত্র রাধাকান্ত রায়চৌধুরীর বংশ খালকুলিয়া গোষ্ঠীনামে অভিহিত। তথায় তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবদাস রায় চৌধুরীর বংশধরগণ টাকীর ছোট চৌধুরী নামে পরিচিত।

৺ রামশঙ্কর রায় চৌধুরী।

রামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামশঙ্করের তিন পুত্র—মনোহর, অযোধ্যারাম ও বিজয়রাম রায় চৌধুরী।

মনোহরের পুত্র পঞ্চানন, তৎপুত্র রাধানাথ, তাঁহার দুই পুত্র—কৈলাস চন্দ্র ও প্রসন্নচন্দ্র; প্রসন্নের পুত্র ব্রজেন্দ্র, রাজেন্দ্র বি-এল উকীল, দ্বিজেন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ বি-এল, উকীল।

অযোধ্যারামের পুত্র ভৈরবচন্দ্র, তাঁহার দুই পুত্র ভবানন্দ ও মহেশ; ভবানন্দের পুত্র নিবারণ ও গোবিন্দচন্দ্র; নিবারণের পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র, গোবিন্দের পুত্র ক্ষুদিরাম। মহেশের পুত্র প্রসন্নচন্দ্র, তাঁহার পুত্র যোগেশ, অশ্বিনী ও ভূপেন; যোগেশের পুত্র রমেশ, নরেশ ও প্রবেশ; অশ্বিনীর পুত্র সুরেশ। বিজয়রামের দুই পুত্র রামলোচন ও গুরুদাস। রাম-লোচনের পুত্র দুর্গাচরণ, কালীচরণ ও দেবীচরণ রায় চৌধুরী।

এই ধারার রামলোচন চৌধুরীর কীর্ত্তি অদ্যাপি গায়ধামে বিদ্যমান।

৺ রামসন্তোষ রায় চৌধুরী।

রামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামসন্তোষ রায় চৌধুরী ১৭৫৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী, সুধী ও সৌজন্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জালালপুরবাসী রামেশ্বর ঘোষের কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। মনোরমার গর্ভে তাঁহার চারিপুত্র দয়ারাম, শ্যামসুন্দর, রামকান্ত ও গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

৺ দয়ারাম রায় চৌধুরী।

রামসন্তোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র দয়ারাম রায় চৌধুরীর চারি পুত্র—রামচন্দ্র, দেওয়ান কমলাকান্ত, রঘুনাথ ও রাজীবলোচন রায় চৌধুরী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের দুই পুত্র—কালীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন রায় চৌধুরী।

দয়ারামের মধ্যম পুত্র দেওয়ান কমলাকান্ত রায় চৌধুরী উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গোরক্ষপুর অঞ্চলে ইংরাজ রাজের অধীনে দেওয়ানী পদ লাভ করিয়াছিলেন। গোরক্ষপুর অঞ্চলে আধিপত্যকালে, তিনি কাশীনরেশের রাজ্যের বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে পূণ্যধাম কাশীপুরীতে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইয়াছিল। তদুপলক্ষে, কাশীর দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদিগের অত্যাচার নিবারণকল্পে তিনি কাশীতে স্থানে স্থানে তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাশীতে কমলাকান্ত শক্তি সাধনার প্রধান অঙ্গ "কুমারী পূজা" প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ কাশীধামে কুমারী পূজা বঙ্গবাসীর আদরণীয় হইয়াছে।

দেওয়ান কমলাকান্তের পুত্র শ্রীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালক, উদারচেতা, নির্ম্মল স্বভাব পুরুষ ছিলেন। শ্রীকান্তের পুত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী বি-এ, এক্ষণে ঐশ্বর্য্য ও সন্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীমান শচীকান্ত ও শ্রীমান নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী।

দয়ারামের তৃতীয় পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর তিন পুত্র—দীননাথ, হরনাথ ও ব্রজনাথ রায় চৌধুরী।

দয়ারামের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচনের পুত্র দ্বারকানাথ; তৎপুত্র ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ; তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

৺ শ্যামসুন্দর রায় চৌধুরী।

রামসন্তোষের মধ্যম পুত্র শ্যামসুন্দর রায় চৌধুরীর চারি পুত্র—বিশ্বনাথ মৃত্যুঞ্জয়, গঙ্গাধর ও কুশকৃষ্ণ।

শ্যামসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতৃব্য রামকান্ত মুন্সীর সাহায্যে তিনি বর্দ্ধমান

রাজসরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্তনী আইন অর্থাৎ ১৮১৯ খৃঃ ৮ আইন তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের ও কার্য্য দক্ষতার পরিচায়ক। দেওয়ান বিশ্বনাথ যে প্রণালীতে বর্দ্ধমান রাজ্যে পত্তনী বিলি করিয়াছিলেন তদাদর্শে ইংরাজ রাজ এই আইন বিধিবদ্ধ করেন।

শ্যামসুন্দরের মধ্যম পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরীর চারিপুত্র—কালীশঙ্কর, প্রসন্নচন্দ্র, উমাশঙ্কর ও বাণীশঙ্কর। কালী শঙ্করের পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় চৌধুরী। প্রসন্নচন্দ্রের পুত্র—উপেন্দ্র ও তেজেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল। উমাশঙ্করের পুত্র—শ্রীযুক্ত ভবনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, ক্ষিতিনাথ, পার্শ্বনাথ, ইঞ্জিনিয়ার কুমুদনাথ ও অজিতনাথ। ভবনাথের পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার; ক্ষিতিনাথের পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার; পার্শ্বনাথের পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথ। বাণীশঙ্কর বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

শ্যামসুন্দরের তৃতীয় পুত্র গঙ্গাধর রায় চৌধুরীর পুত্র তারাশঙ্কর; তদীয় দত্তক পুত্র অক্ষয়কুমার; তাঁহার দত্তক পুত্র শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায় চৌধুরী।

৺ গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

রামসন্তোষের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় চৌধুরী 'আটচালার' বাটীর মূল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। ভবানী-প্রসাদের পাঁচ পুত্র—মোহিনীমোহন, নবীনচন্দ্র, রাজমোহন, ললিতমোহন ও বিরাজমোহন রায় চৌধুরী। রাজমোহনের পুত্র মণিমোহন রায় চৌধুরী। ললিতমোহনের দুই পুত্র—লালমোহন ও সুধীরঞ্জন; কনিষ্ঠের পুত্র অমলকুমার ও বিমলকুমার রায় চৌধুরী।

---

৮ রামকান্ত রায় চৌধুরী।

রামসন্তোষের তৃতীয় পুত্র মুন্সী রামকান্ত রায় চৌধুরী ১৭৪১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য, উর্দ্দূ ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন ও অঙ্কশাস্ত্রে সুদক্ষ হইয়াছিলেন ; অধিকন্তু সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করেন। পারসী চর্চ্চায় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল। রামকান্ত কলিকাতায় আগমন করিয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট চাকরীর প্রার্থনা করিলে গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে নিজ সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্ম্মচারীর পদ প্রদান করেন। হেষ্টিংস সাহেব রামকান্তের পার্শী ভাষায় লিপি কুশলতা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গকে রাজ্য সম্বন্ধীয় পত্রাদি লিখিবার জন্য মুন্সী অর্থাৎ "করেন সেক্রেটারী" পদে উন্নতি করেন। তিনি দক্ষতার সহিত মুন্সীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি উক্তপদ প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যে বিপুল বিত্তশালী হন। রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের বন্দোবস্ত কার্য্যেও তিনি প্রভূত অর্থাৰ্জ্জন করেন। তাঁহার বন্দোবস্ত দ্বারা গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ লাভ হইয়াছিল। এজন্য হেষ্টিংস্ সাহেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার পরগণা তালবেড়িয়া ও পরগণা বনবেড়িয়া নামক দুইখানি বিস্তৃত তালুক সামান্য রাজস্ব নির্দ্ধারণে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন, অধিকন্তু মণিমুক্তা বিজড়িত বহুমূল্য শিরপেঁচ প্রদান করেন, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যার জন্ শোরের সময় তিনি কিয়দ্দিবস, রঙ্গপুর, বারাণসী ও গোরক্ষপুরের রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত হন। রামকান্তের প্রভাবে টাকীগ্রাম সাতিশয় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রামকান্ত হইতেই টাকী ও বরাহনগরের মুন্সীবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছেন। তিনি কলুটোলার বাটী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর গ্রামে ভাগীরথীর নিকটে বাটী ও প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। রামকান্ত টাকীতে চারিটী শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে

চারি সহোদরের নামে চারিটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শিব মন্দির চতুষ্টয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি টাকীর বাটীতে শালগ্রাম শিলা এবং বরাহনগরের বাটিতে শ্রীশ্রীরাধামোহন জীউ নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি এক সন্ন্যাসীর নিকট একটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ নামক শিলা খণ্ড বরাহনগরের বাটীতে স্থাপন করেন। তিনি পুঁড়ার রাঘব বসুবংশীয় রামশঙ্কর বসুর কন্যা পদ্মমুখীকে বিবাহ করেন। ১৮০১ খৃঃ মুন্সী রামকান্ত রায় চৌধুরী পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার ছয় পুত্র শ্রীনাথ, দেবনাথ, জানকীনাথ, প্রাণনাথ, গোপীনাথ ও ভারতনাথ এবং দুই কন্যা রুক্মিণী ও ত্রিপুরাসুন্দরী দাসী।

৺ শ্রীনাথ রায় চৌধুরী।

রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ রায় চৌধুরী ১৭৯৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোরক্ষপুরে কোম্পানীর অধীনে একটি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০১ খৃঃ পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৮১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি মুন্সী ষ্টেটের কার্য্য পরিচালন করিয়া বিস্তৃত জমীদারীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃঃ বরাহনগরের গঙ্গাতীরে শ্রীনাথ রায় চৌধুরী দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, মথুরানাথ, হরিনাথ ও কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী।

৺ কালীনাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীনাথ রায় চৌধুরী ১৮০১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃব্যকৃত উইল অনুসারে

মুন্সীবংশের বিপুল সম্পত্তির আধিপত্য গ্রহণ করেন। গোপীনাথের মৃত্যুকালীন সমর্পণ অনুসারে প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব্ব বিষয়ে কালীনাথকে পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করিতেন। তিনি টাকীর নদীতীরে একটী স্কুল স্থাপন করেন। তিনি টাকী হইতে সৈদপুর পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুতের জন্য লক্ষ টাকা ব্যয়ভার বহন করেন, সেই রাজপথ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তির জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি বহু অর্থ দান করিতেন। তিনি রাজদ্বারে লক্ষ মুদ্রা দাখিল করিরা এক ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করেন। তিনি বরাহনগরের "রাসবাড়ী" জমা করিয়া লইয়া তথায় একটি ঝিল খনন ও অতিথিশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পার্শ্বে কালীনাথ সুরম্য দ্বিতল হর্ম্ম নির্ম্মাণপূর্ব্বক বরাহনগরের সেই বাটীতেই অধিক সময় অবস্থিতি করিতেন। এক্ষণে সেই অট্টালিকা ও অতিথি-শালার কোন চিহ্ন নাই। তিনি গ্রামের মধ্যে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। সঙ্গীত রচনা ও গীত গাহিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত এবং পরম সাধক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বরাহনগরে সঙ্গীতের প্রভূত আলোচনা হইত। তিনি বিদ্যাসুন্দরের পালা অবলম্বনে যাত্রাও করেন, সেই যাত্রার আদর্শে পশ্চাৎ বিখ্যাত গোপাল উড়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সৃষ্টি করেন। তিনি হাফ আখড়াই গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচালীতেও বিশেষ প্রীতি ছিল। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কালীনাথ নামের পূর্ব্বে "রায়" সম্মানের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ খৃঃ রায় কালীনাথ চৌধুরী বরাহনগরের বাটিতে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার দুই কন্যা ভুবনমোহিনী ও বিন্ধ্যবাসিনী। মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীনাথ উইল দ্বারা সহোদর ভ্রাতাদিগকে সম্পত্তি অর্পণ করিয়া বিধবা পত্নীকে জীবিতকাল

পর্য্যন্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি এবং কন্যাদ্বয়কে চারি সহস্র হিসাবে অষ্ট সহস্র মুদ্রা দানের আদেশ করিয়া যান।

৺ বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীনাথের মধ্যম পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী বরাহনগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ফরাসডাঙ্গায় বাস করেন। তথায় অবস্থিতিকালে চন্দন-নগরের ফরাসী গবর্ণরের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌখ্য হয় এবং তিনি ফরাসীভাষা শিক্ষা করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হন। তথায় তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণর, শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি তথায় একটি ঘাট পুনঃ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ঘাট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কালী-নাথের মৃত্যুর পর ১৮৪০ খৃঃ তাঁহার বিষয় সম্পত্তি বৈকুণ্ঠনাথ প্রাপ্ত হন। শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর স্বীয় বুদ্ধি দোষে এবং নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায়ের পরামর্শে তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। বঙ্গের তাৎকালীন কয়েকজন প্রসিদ্ধ গায়ক তাঁহার বেতনভোগী ছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং সেতারে নিপুণ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। স্ববংশের সম্ভ্রমের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি দান শৌণ্ডতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরদুঃখ মোচনের জন্য তিনি ব্যগ্র হইতেন। তিনি বারাসত হইতে সোলাদান পর্য্যন্ত রাজপথের ব্যয় ভার বহন করেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। সদ্‌গুণশালী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিতে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃ উন পঞ্চাশ বর্ষে বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর রপ মুন্সী পরিবারের গৃহ বিবাদে পতন হইতে আরম্ভ

হয়। অতঃপর এই পরিবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। শ্রীনাথ ও গোপীনাথের বংশধরগণ অধুনা দুই শাখার প্রতিনিধি থাকিয়া বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন।

৺ মথুরানাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীনাথের তৃতীয় পুত্র মথুরানাথ রায় চৌধুরী সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সময় হইতেই মুন্সীবংশের সম্পত্তি হ্রাসের সূচনা হয়। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতার সন্নিকট বালিয়াঘাটার বিস্তর কারবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি তথায় উদ্যানবাটী নির্ম্মাণপূর্ব্বক বৎসরের অধিকাংশ কাল অবস্থিতি করিতেন। বালিয়াঘাটা অঞ্চলে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। তিনি কতকগুলি মল্ল রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বরাহনগরে সামাজিক শাসন প্রখর ছিল। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি বরাহনগরের নিকটবর্ত্তী নদীতীরে মুন্সীদিগের বর্ত্তমান বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। মথুরানাথের পরলোকান্তে তাঁহার উইলের বিধান মতে তদীয় দ্বিতীয়া পত্নী সুরেন্দ্রনাথকে এবং কনিষ্ঠা পত্নী শ্রীযুক্ত রায় যোতীন্দ্র নাথকে ১৮৬৬ খৃঃ দত্তক গ্রহণ করেন।

৺ সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

১৮৮৫ খৃঃ সুরেন্দ্রনাথ বরাহনগরের বাসভবনের বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি ও মুক্ত হস্ত পুরুষ ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। নবীন বয়সে কঠোর পুরশ্চরণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ অষ্টবিংশ বৎসর বয়সে তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার মৃত্যুর দুই দিবস পরে তৎপুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ভূমিষ্ঠ হন। অধুনা ইনি বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। ইহাঁর দুই পুত্র বিদ্যমান।

যোতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

রায় শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম, এ, বি, এল মহাশয় প্রতিভাবলে ও চরিত্রগুণে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীল। নানাবিধ সাধারণ সদনুষ্ঠানে ইনি অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ইনি নানাশাস্ত্রে বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। ইনি বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিদ্যাচর্চ্চা ব্যতীত ধর্ম্মচর্চ্চাও ইহাঁর যথেষ্ট আছে। ইনি শিক্ষাকল্পে দেশের নানাবিধ কল্যাণ-সাধন করিতেছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সভ্য, জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভ্য প্রভৃতি পদে অধিষ্টিত আছেন। ইনি একবার সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎকালে রঙ্গপুরের স্বনামখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় যোতীন্দ্রনাথকে "শ্রীকণ্ঠ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। দেশের প্রায় সকল সদনুষ্ঠানে ইনি যোগদান করিয়া থাকেন। ইনি সাহিত্য ও ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য একান্তমনে চেষ্টা করিতেছেন। ইনি মিষ্ঠভাষায় মনোহর বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইনি কৃতবিদ্য, স্বদেশভক্ত, মাতৃভাষার অনুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। ইনি দেশের ও সমাজের অগ্রণী। যোতীন্দ্রনাথ বিদ্যাবুদ্ধির বিচক্ষণতা, আইন জ্ঞানের কৃতিত্ব ও হৃদয়ের বলবত্তার

পরিচয় পদেপদে প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

৺ কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী।

শ্রীনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী জ্যেষ্ঠের আদর্শে বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৬১ খৃঃ চল্লিশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী পরলোকগমন করেন। তাঁহার উইল অনুসারে তৃতীয় ভ্রাতা মথুরানাথ মুন্সী-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সন্তানাদি হয় নাই।

রামকান্তের চতুর্থ পুত্র প্রাণনাথ রায় চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ পুত্র ভারতনাথ রায় চৌধুরী পিতার জীবিতকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের সন্তানাদি হয় নাই।

৺ গোপীনাথ রায় চৌধুরী।

রামকান্তের পঞ্চম পুত্র গোপীনাথ রায় চৌধুরী অল্পকাল মধ্যে বাঙ্গালা, পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ বুৎপন্ন এবং হিসাবপত্রে সুদক্ষ হইয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃঃ তিনি মুন্সী ষ্টেটের প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময়ে মুন্সীদিগের সৌভাগ্য সর্ব্বোচ্চ হয়। তিনি অতিশয় প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার সময়ে জমীদারীর উপসত্ব বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, হুগলী, নদীয়া, মানভূম, ত্রিপুরা, কটক প্রভৃতি জেলায় বহুতর জমীদারী, তালুক, ইজারা ও পত্তনী মহাল

গ্রহণ করেন। টাকীর নিকটবর্ত্তী সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত পানিতর ও বঁইকিরী নামক দুইখানী তালুকের অংশ ক্রয় করেন। পাইকপাড়া রাজবংশের পূণ্যবান মহাত্মা লালাবাবু যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীনারায়ণের রক্ষনাবেক্ষণ ও জমিদারীর শাসনভার তিনি গোপীনাথের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তিনি টাকীতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বসতির জন্য বহুল সাহায্য করেন। তিনি কলিকাতার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় যোগদান ও অর্থদান করিয়াছিলেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি দুইটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। অতিথিসেবা ও দানাদি কার্য্যে প্রতিবর্ষে তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত। ধর্ম্মকার্য্যে তাঁহার সাতিশয় আস্থা ছিল। লৌকিক আচার ব্যবহারে তিনি সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। ভূসম্পত্তি ব্যতীত তাঁহার কোম্পানীর কাগজের কারবার ছিল। তাঁহার যশঃ সৌরভ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি নবমবর্ষকাল মাত্র মুন্সীবংশের বিপুল সম্পত্তির আধিপত্য করেন। ১৮২২ খৃঃ ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে গোপীনাথ রায় চৌধুরীর জীবনকাল পর্য্যবসিত হয়। তিনি মৃত্যুকালে ২৮ লক্ষ টাকা নগদ, অলঙ্কার তৈজসাদিসহ বিশাল ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। সেই সময়ে তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র প্রিয়নাথ ও বিধবা পত্নী ছিলেন। তিনি একখানি উইল দ্বারা তাঁহার বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র কালীনাথকে তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করিয়া যান।

৺ প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী।

গোপীনাথের পুত্র প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ১৮১৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে কৃতিত্ব ও স্বাধীন চিত্ততার

পরিচয় দিয়া জনসমাজে সমাদরভাজন হইয়াছিলেন। তিনি অতি সরল-চেতা ছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি চারি পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদকৃষ্ণ এবং এক কন্যা সুসারময়ীকে রাখিয়া যান। বহুদিবস মোকর্দ্দমা করিয়া প্রিয়নাথের পুত্রগণ অনেক বিষয় সম্পত্তি নষ্ট করেন।

প্রিয়নাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। সাহিত্যসেবাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি "শৈল-নন্দিনী" নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ১৮৯৪ খৃঃ ৫১ বৎসর বয়সে ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র, কমলকৃষ্ণ, অমলকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

প্রিয়নাথের মধ্যম পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭৭ খৃঃ একবিংশ বৎসর বয়সে বেলিয়াঘাটার উদ্যান বাটিতে অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত গুনেন্দ্র নাথ ও রমেন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী ও কুসুমকুমারী দাসী।

প্রিয়নাথের তৃতীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ বঙ্গেশ্বর স্যার এসলী ইডেন্ তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদে নিযুক্ত করেন। সেই সূত্রে তিনি খুলনা, কুমিল্লা, ছাপরা প্রভৃতি জেলায় বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া যশস্বী হন। ১৮৮৩ খৃঃ চব্বিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন।

প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষীরোদকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কোন সন্তানাদি হয় নাই।

খড়দহ জমীদারবংশ।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামের বিশ্বাস বংশ একটি প্রাচীন জমীদারবংশ। এই কায়স্থবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামদাস দাসের জনৈক বংশধর শিবচন্দ্র দাস হাবড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুলের সন্নিকট সাঁকরেল গ্রামে বাস করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীনস্থ জনৈক কালেক্টারের অধীনে তিনি একজন সহকারী মুন্সীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে মহারাট্টাগণ কালেক্টারী আক্রমণ করিলে শিবচন্দ্র তাঁহার অর্থাদি লইয়া মুর্শিদাবাদ পলায়ন করেন; কিন্তু পথিমধ্যে শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। অতঃপর নবাব বাটিতে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন।

৺ রামজীবন বিশ্বাস।

নবাব তাঁহার ধনরত্ন শিবচন্দ্রের বিশ্বাসজনক কার্য্যে রক্ষা হয় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি শিবচন্দ্রের পুত্র রামজীবনকে আনাইয়া বসন্তপুর নামে একখানি গ্রাম জায়গীর প্রদান করিয়া "বিশ্বাস" উপাধি ভূষণে সন্মানিত করেন। তৎপরে তিনি সপরিবারে বসন্তপুরে বাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺ দয়ারাম বিশ্বাস।

রামজীবনের পুত্র দয়ারাম বিশ্বাস কোন রাজার অধীনে একজন নায়েব ছিলেন। তিনি রাইয়তদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে তাহারা

দয়ারামকে হত্যা করিয়াছিল; অধিকন্তু রাইয়তেরা তাঁহার বাটি বেষ্টন পূর্ব্বক ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন ও স্ত্রীপুত্রকে নিধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই বিপদের সময় দয়ারামের পত্নী ভবানী দাসী তাঁহার শিশুপুত্র রাম-হরিকে লইয়া একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত পশ্চাৎভাগের দ্বার দিয়া চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত আনোয়ারপুরের অধীন মহেশ্বরপুর গ্রামে তাঁহার পিতৃভবনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি অতি সামান্য ভাবে দিন যাপন করিয়া একমাত্র পুত্র রামহরিকে প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন।

৺ রামহরি বিশ্বাস।

দয়ারামের পুত্র রামহরি বিশ্বাস অতি অল্পকাল মধ্যেই নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে লবণ বিভাগে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে তথাকার দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই কর্ম্মে তিনি প্রভূত বিত্তশালী হন। অতঃপর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি প্রায় এঁকক্রোর টাকা আনিয়া বারাকপুরের সন্নিকট খড়দহ নামক গ্রামে বসতি করেন। তথায় বাস করিবার কয়েক বৎসর পর মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি ন্যায়-পরায়ণ, পরম ধার্ম্মিক ও সদাচারী পুরুষ ছিলেন। বারাণসী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরুষোত্তম প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ৺ কাশীধামে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিব স্থাপনা করেন এবং ৺ পুরীধামে একটি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের সময় প্রায় চারি সহস্র দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়া তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি পিত্তলের ঘটি, কম্বল এবং নগদ মুদ্রাও দিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামে ৺ ভুবনেশ্বরীর মন্দির উৎসর্গ করেন। তিনি

খড়দহে শ্রীশ্রীগোপাল জীউর সেবার সুবন্দোবস্ত, দ্বাদশ মন্দির নির্ম্মাণ এবং একটি স্নানঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চব্বিশ-পরগণা, নোয়াখালী ও অন্যান্য জেলায় অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৩ খৃঃ রামহরি বিশ্বাস জাবলীলার অবসান করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জগমোহনকে রাখিয়া যান।

৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস।

রামহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস কুচবিহার ও শ্রীহট্টে দেওয়ানের কার্য্য করেন। তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে প্রাণতোষিনী, বৈষ্ণবামৃত, বিষ্ণুকৌমুদী, ভাস্কৌমুদী, শব্দাম্বদী, ক্রিয়াম্বদী, ঔষধাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বীয় জমিদারী আনোয়ারপুরে একটি কালীমন্দির নির্ম্মাণ করেন; এবং তাঁহার পিতৃদেবের নির্ম্মিত খড়দহের মন্দিরের নিকট তিনি পুনরায় চতুর্দ্দশ মন্দির নিস্মাণ করেন। ৺ পুরুষোত্তমধামের ন্যায় খড়দহ গ্রামে দ্বিতীয় রত্ন বেদী করিবার উদ্দেশে তিনি আশী হাজার শালগ্রাম এবং বিশ হাজার বাণলিঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ পক্ষাঘাত রোগে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয় নাই। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ১৮৩৫ খৃঃ ইললোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ছয় পুত্র আনন্দময়, রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শম্ভূনাথ, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা রাখিয়া যান।

প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দময় বিশ্বাস সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তিনি সরল ও উদার প্রকৃতি

বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র তারকনাথ বিশ্বাসকে রাখিয়া যান।

প্রাণকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র রামচন্দ্র বিশ্বাস জমিদারী কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

প্রাণকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র বিশ্বনাথ বিশ্বাস সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, আরবী ও পারসী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, সঙ্গীতবেত্তা এবং দাতা ছিলেন। বিশ্বনাথ বিশ্বাস ১৮৭৯ খৃঃ ৭৪ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র রাজেন্দ্র-নারায়ণ বিশ্বাসকে রাখিয়া যান। রাজেন্দ্রনারায়ণ সরল প্রকৃতির লোক ও সচ্চরিত্র ছিলেন। তাঁহার কৃতবিদ্য পুত্র অন্নদাপ্রসাদ বিশ্বাস; তৎপুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রপ্রসাদ বিশ্বাস।

প্রাণকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র শম্ভুনাথ বিশ্বাস সামাজিক আচার ব্যবহার, নীতি পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ১৮৭৩ খৃঃ তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে সাতটী পুত্র রাখিয়া যান; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৈবল্যনাথ বিশ্বাস।

প্রাণকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র কাশীনাথ বিশ্বাস; তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেদারনাথ বিশ্বাস একজন সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার ছিলেন। তিনি বালেশ্বর জেলায় বহুদিবস সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য সমাপন করেন।

প্রাণকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ বিশ্বাস সমদর্শিতা ও শ্রমশীলতা গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র তারানাথ বিশ্বাসকে রাখিয়া যান।

প্রাণকৃষ্ণের পুত্রগণ বারাসত হইতে ঘোলা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, বিদ্যালয়ে ও হাঁসপাতালে চাঁদা দানের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৺ জগমোহন বিশ্বাস।

রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র জগমোহন বিশ্বাস এলাহাবাদ অঞ্চলের রাজা ও জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। সেই কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন; কিন্তু অধিকাংশ অর্থ দাতব্য কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খৃঃ জগমোহন বিশ্বাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণানন্দকে রাখিয়া যান।

৺ কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস।

জগমোহনের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত প্রাণকৃষ্ণের জীবিতকালে পৈতৃক বিষয় বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই সময়ে মোকর্দ্দমায় উভয় পক্ষে প্রায় বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীদ্বয় দুইটি দত্তক গ্রহণ করেন। তদীয় প্রথমা পত্নী রাধারমণকে ও কনিষ্ঠা পত্নী অম্বিকানন্দনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধারমণ বিশ্বাস অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার যাবতীয় বিষয় আপন ভ্রাতা শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর বংশীয় বিশ্বম্ভর বসু ও কৃষ্ণরাম বসুকে দান করিয়া যান।

যশোহর রাজবংশ।

বঙ্গেশ্বর আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়ের অনুচর বিরাট গুহ এই বংশের আদি পুরুষ।

৺ রামচন্দ্র রায়।

বিরাটগুহের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ রামচন্দ্র গুহ নিয়োগী নামক জনৈক ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গের বাক্‌লানগরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করেন। নবাব সরকারে কোন পদ গ্রহণ করিয়া স্বীয় দরিদ্রতা মোচন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র ভাগ্য-ক্রমে শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক স্বজাতীয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর আশ্রয়দাতা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন; অধিকন্তু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সপ্তগ্রাম সরকারে কাননগো সেরেস্তার অন্যতম মুহুরীর পদে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নবাব সরকারে দক্ষতার সহিত কার্য্য সম্পাদন করায় তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছিল। অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি সপ্তগ্রামে বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে রামচন্দ্র নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার তিন পুত্র ভবানন্দ মজুমদার, গুণানন্দ ও শিবানন্দ রায়। পুত্রত্রয় অতি অল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারসী ও আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দকে কার্য্যদক্ষ দেখিয়া তাঁহাকে নিজ সেরেস্তায় জনৈক মুহুরীর পদে নিযুক্ত করেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি

অথবা রাজা বিক্রমাদিত্য রায়। তাঁহার দুই পুত্র—মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও ভূপতি রায়।

রামচন্দ্রের মধ্যম পুত্র গুণানন্দ রায়ের দুই পুত্র জানকীবল্লভ অথবা বসন্ত রায় ও বসুদেব রায়।

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ রায় অতি চতুর ছিলেন। গৌড়ের সদর কাননগোর মৃত্যুর পর বাঙ্গালার নবাব সুলতান সুলেমান খাঁ তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। শিবানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে পূর্ব্ববঙ্গে বাক্‌লা সমাজাধীনে বাস করিতেছেন।

নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ যখন পাঠশালায় পারসী শিক্ষা করিতেন, তৎকালে ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি রায় এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ রায় নবাব তনয়ের সহিত সেই পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা সময়ে প্রণয় হইয়াছিল; সেই সময়ে তিনি শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে অমাত্য পদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৫৭৩ খৃঃ দাউদ খাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ শ্রীহরিকে "মহারাজ বিক্রমাদিত্য" উপাধি দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে "রাজা বসন্ত রায়" উপাধি দিয়া ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম্মের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ১৫৭৪ খৃঃ দাউদের নিকট হইতে তাঁহারা সুন্দরবনের পশ্চিমভাগস্থ চাঁদ খাঁ মসন্দরির জায়গীর বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে নবাব দাউদ খাঁ, মহামতি দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর সাহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া দিল্লী সরকারে রাজস্ব বন্ধ করেন। ১৫৭৬ খৃঃ সম্রাটের সেনাপতিদ্বয় মুনেম্ খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল মোগলবাহিনীসহ প্রেরিত হন। বঙ্গের শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খাঁ মোগলমারীর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া বঙ্গের রাজ্যভার মোগলহস্তে অর্পণ করেন। সেই সময়ে ভ্রাতৃত্রয় পরামর্শ করিয়া খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন বর্ত্তমান নূরনগর গ্রামের নিকটবর্ত্তী

ধূমঘাট নামক স্থানে এক নগর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। তাহার দক্ষিণাংশ অদ্যাপি সুন্দরবন নামে প্রসিদ্ধ আছে। শিবানন্দ, শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ তিন জনে গৌড় রাজধানীতে রহিলেন এবং অন্যান্য সকলে ঐ নূতন বাটিতে আসিয়া অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে শিবানন্দ কাননগো ও মহারাজ বিক্রমাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়কে পূর্ব্ব দেশের অধিপতি করিয়া যশোহরে প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা গৌড় রাজধানীতে থাকিয়া রাজকার্য্য করিতেন।

৺ শ্রীহরি রায় (বিক্রমাদিত্য)।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কয়েক মাস মধ্যে তিন প্রদেশের সমুদয় হিসাব বুঝাইয়া দিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যশোহরে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর তিনি তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময় অনেক বঙ্গজ কায়স্থ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যশোহরে আসিয়া বাস করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রত্যেক গ্রামে চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা স্থাপন করিয়া উপযুক্ত অধ্যাপক ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নিজ অধিকার মধ্যে দেবালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার নিকট অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপাদিত্য, পিতা ও পিতৃব্যের অনুগত ছিলেন না; বিশেষতঃ সরল প্রকৃতি পিতৃব্য বসন্ত রায়কে তিনি বিদ্বেষ করিতেন। বিক্রমাদিত্য তাহা বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে বিবাদ নিবারণোদ্দেশে যশোহর রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দশ আনা অংশ প্রতাপাদিত্যকে এবং ছয় আনা অংশ বসন্ত রায়কে প্রদান করেন। যশোহরের পশ্চিমাংশ বসন্ত রায়ের ও পূর্ব্বাংশ প্রতাপের ভাগে পড়িয়াছিল।

৺ প্রতাপাদিত্য রায়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর্য্যবান মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হন। তাঁহার সময়ে যশোহর সমাজ সমগ্র বঙ্গদেশের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। তিনি বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে কুলীন কায়স্থ আনিয়া স্বীয় সমাজে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজকে এক্ষণে টাকী শ্রীপুরের সমাজ বলে। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই রাজ্যের ভার গ্রহণপূর্ব্বক আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। গৌড় নগরের যশঃ হরণ করায় প্রতাপের রাজধানী "যশোহর" নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে সুন্দরবন নামক মহারণ্যে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি হইয়াছে। তিনি উড়িষ্যা হইতে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ বিগ্রহ এবং উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ তুলিয়া আনিয়া স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহরের নিকটবর্ত্তী বসন্তরায়ের বংশধরদিগের বাসস্থান নূরনগরে গোবিন্দ জীউ অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রতিবর্ষে দোলপর্ব্ব উপলক্ষে তথায় বহুতর জনসমাগম হইয়া থাকে। তিনি যশোহরেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নাম ঈশ্বরীপুর রাখিয়া এই গ্রামের উপস্বত্ব দেবীর সেবার্থ অর্পণ করেন। যশোহরেশ্বরী দেবীর সেবাইতগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত দেবত্র উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও মহাযোগী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান, নিষ্ঠাবত্তা ও ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট ছিল। তিনি ৺ কালীর সেবক ছিলেন। কালী সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তাঁহার ইষ্টদেবী কালী সুপ্রসন্না হইয়া কন্যারূপে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতেন; কিন্তু প্রতাপের বিরুদ্ধ

দশার সময়ে সেই দেবীই প্রতিকূলা হইয়াছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান সাধক শাক্ত সিদ্ধপুরুষ ছিলেন এবং দৈবশক্তি প্রভাবে তাঁহার দ্বারা বহুতর অসাধ্য কার্য্য সাধিত হইত। তিনি মহাপ্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের বাহান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ ও বহু মুদ্গর-প্রসারী সৈন্য ছিল। তাঁহার দশ হাজার অশ্বারোহী ও ষোড়ষ যূথ হস্তী ছিল। পর্ত্তুগীজ সেনাপতিদের অধীনে তাঁহার সৈন্যগণ কামান বন্দুকাদি পরিচালন অভ্যাস করিয়াছিল। সাগর দ্বীপে তাঁহার নৌ-বাহিনীর প্রধান অবস্থিতি স্থান ছিল। গড় মুকুন্দপুরে তাঁহার একটি দুর্গ ও কুশলী নামক স্থানে কামান গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল। সূর্য্যকান্ত গুহ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য কিছুদিন পরমসুখে দিনপাত করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের কিয়দংশ দ্বাদশ জন রাজার অধিকারে ছিল—তাঁহারা দ্বাদশ ভূঁইয়া নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য অতি প্রতাপশালী হইয়া সকলকে বশীভূত করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে যত্নবান হন। ক্রমশঃ প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রতাপাদিত্য সমরসাগরে সন্তরণার্থ সুসজ্জিত হন। তিনি স্বয়ং সেনাপতি হইয়া প্রথমে রাজমহলের নবাবকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তৎপরে কেদারনাথ রায় প্রভৃতি জমীদারদিগকে নিধন করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য গ্রহণ করেন। চন্দ্র-দ্বীপাধিপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপের কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল। রামচন্দ্র, প্রতাপের সহিত একমত হইয়া প্রথমে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু পরে যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলে প্রতাপের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। রাজা কন্দর্পনারায়ণের দেহান্তের পর প্রতাপ স্বীয় জামাতা রামচন্দ্রকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণনাশ পূর্ব্বক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য

স্বীয় শাসনাধীন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু রামচন্দ্র তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া রাত্রিযোগে মশালধারীর ছদ্মবেশে যশোহর দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হইলে তিনি একচ্ছত্র স্বাধীন অধীশ্বর হইয়া দিল্লীশ্বরের রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করেন। এই সময়ে কচুরায় দিল্লীশ্বরের নিকট পিতার নিধন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। অতঃপর সম্রাট জাহাঙ্গীর সাহ প্রতাপের দৌরাত্মের বিষয় অবগত হন এবং কাননগো নিবেদন করিয়াছিল যে বহুকালাবধি মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই। দিল্লীশ্বর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপকে দমন করিবার জন্য রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে মানসিংহ কিছুদিন বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতঃপর উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর মোগল সৈন্য বিজয়ী হয়। মানসিংহ, প্রতাপকে লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে ৺ কাশীধামে অবস্থিতিকালে বঙ্গের শেষ-বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায় ১৬১৪ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে ৪৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। দুরাচার মানসিংহ প্রতাপের দেহ সম্রাটকে উপহার দিবার জন্য উহা ঘৃতে ভাজিয়া সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়া-ছিলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উদয়াদিত্য রায় প্রভৃতি একাদশ পুত্র নিহত হইয়াছিলেন।

৺ ভূপতি রায়।

প্রতাপের পরাজয়ের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপতি রায়ের পুত্র মুকুটমণি রায় মোগলের প্রপীড়নে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া স্থানান্তরে বাস গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ এক্ষণে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত উৎকুল গ্রামে বাস করিতেছেন।

৮ জানকীবল্লভ রায় (বসন্ত রায়)।

সম্রাট আকবর সাহের সময় রাজা বসন্ত রায় যশোহর সমাজ নামক বঙ্গজ কায়স্থের একটী কুলীন প্রধান সমাজ স্থাপন করেন। তৎকালে কলিকাতার কালীঘাট তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। কালীর প্রথম সেবক ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শিষ্য রাজা বসন্ত রায় প্রথমে কালীর ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কালীঘাট প্রকাশিত করিয়া দেবীর সেবা সৌকর্য্যার্থে রাজা বসন্তরায় কালীঘাট গ্রাম গুরুদেবকে দান করেন। ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র বংশসম্ভূত কালীর বর্ত্তমান সেবক হালদারগণ রাজা বসন্তরায়ের প্রদত্ত সেই ব্রহ্মত্র অদ্যাপি উপভোগ করিতেছেন। যশোহর রাজবংশের পতন সময়ে যখন কালীঘাট অঞ্চল বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের অধিকার ভুক্ত হয়, তখন সেই প্রসিদ্ধ রাজন্যবংশ কৃত কালীর মন্দির প্রভৃতি বর্ত্তমান কীর্ত্তিকলাপ সৃষ্টি হইয়াছিল। বসন্তরায় অসিযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। প্রতাপ অসিচালনা তাঁহারই নিকট শিক্ষা করেন। বসন্তরায় কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে পরম আনন্দ লাভ করিতেন এবং নিজেও বহুতর কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস তাঁহার সভার সভাসদ্ ছিলেন। মোগলের সহিত যুদ্ধকালে বসন্তরায়ের সহিত প্রতাপের মনোমালিন্য সংঘটিত হইলে, প্রতাপ পিতৃব্য বসন্তরায়ের শিরশ্ছেদ করেন; অধিকন্তু তাঁহার পুত্র গোবিন্দ রায় প্রভৃতিকেও হত্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর বসন্তরায়ের পত্নী চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে বসন্ত রায়ের এক পুত্র রাঘবচন্দ্র রায়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র। তাঁহার ধাত্রী তাঁহাকে ঐ সময় কচুবনে লুক্কায়িত রাখায় তিনি প্রতাপের হস্তে নিধন হন নাই। কচুবনে লুক্কায়িত থাকায় তিনি "কচুরায়" নামে প্রচারিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা বসন্তরায়ের একজন

ভ্রাতৃ-জামাতা রূপরাম বসু রাজকুমারের বিপদে ব্যথিত হইয়া উড়িষ্যায় বিখ্যাত ঈশা খাঁ মসন্দবীর নিকট সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি রাজকুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীনগরে উপস্থিত হইয়া সম্রাট সমীপে প্রতাপের দুষ্কৃতের প্রতিবিধানার্থ দরবার করেন।

৺ রাঘবচন্দ্র রায় (কচুরায়)।

প্রতাপাদিত্যের পতনের পর দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর সাহ, রাজা মানসিংহের অনুরোধে রাজা বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘবচন্দ্র রায়কে "যশোহরজিৎ" উপাধি দিয়া দিল্লীশ্বরের করদ রাজন্যস্বরূপ যশোহরের শূন্য সিংহাসন অর্পণ করেন। রাঘবচন্দ্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যশোহরে প্রত্যাবৃত্ত হন; কিন্তু তাঁহার মনে বৈরাগ্য জন্মিলে তিনি সকল রাজ্য বন্ধু বান্ধবকে বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং কেবল স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণার্থ কয়খানি গ্রাম মাত্র অধীনে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। কচুরায় দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার দেহান্তে কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদরায় যশোহর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

৺ চন্দ্রশেখর রায় (চাঁদরায়)

যশোহরজিৎ রাঘবচন্দ্র রায় যখন যশোহর রাজ্য প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে চন্দ্রশেখর রায় (চাঁদরায়) নামক তাঁহার এক ভ্রাতা আঁধারমাণিক গ্রামে গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চাননের আশ্রয়ে ছিলেন। রাজা কচুরায়ের রাজ্যাধিকারের পর যখন তর্কপঞ্চানন যশোহর আগমন করেন, তখন

চাঁদরায় তৎসহ আগমন করিয়া ভ্রাতার সহিত মিলিত হন। এই চাঁদরায় বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

রাজা চাঁদরায় পরলোক গমন করিলে, তৎপুত্র রাজা রাজারাম রায় রাজ্যের অধিকারী হন। রাজারামের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বাল্যকালে কালকবলিত হন। কেবল জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ ও কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দর পিতার মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন।

রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠ রায় যশোহর রাজ্যের অধীশ্বর হন। নীলকণ্ঠের সময় হইতেই যশোহর রাজবংশের পতন আরম্ভ হয়। তাঁহার সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামসুন্দর রায় সম্পত্তি বিভাগ জন্য প্রস্তাব করেন। অবশেষে জ্যেষ্ঠ নীলকণ্ঠ রাজ্যের নয় আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ শ্যামসুন্দর সাত আনা অংশ প্রাপ্ত হন। এইরূপে যশোহর রাজবংশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যশোহরের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু পরিহার মানসে খোড়গাছী গ্রামে এই রাজবংশের নয় আনী শাখার বাস হইয়াছে।

রাজা নীলকণ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দদেব রায় খোড়গাছীতে বাস করেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের পুত্রগণ নূরনগরে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি যশোহর রাজবংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ শাখা খোড়গাছীতে ও কনিষ্ঠ শাখা নূরনগরে অবস্থিতি করিতেছেন।

নীলকণ্ঠের পাঁচ পুত্র মধ্যে, যখন সম্পত্তি বিভাগ হয়, তখন মুকুন্দ দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ব্রজমোহন রায় পৈতৃক সম্পত্তির নয় আনা অংশের পনের পাই অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিভাগের পর ব্রজ-মোহনের পুত্রগণ খোড়গাছী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূরনগর অঞ্চলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাণিকপুরে বাস করেন।

৺ রামকান্ত রায়।

যশোহরজিৎ রাঘবচন্দ্র রায়ের আর এক ভ্রাতা রামকান্ত রায় প্রাণ-ভয়ে তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করেন। চাঁদরায়ের রাজ্যাধিকারের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত রায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সপরিবারে যশোহরে আগমন করেন। তিনি যশোহরে আসিলে চাঁদরায় তাঁহাকে স্থান দেন নাই। রামকান্ত পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইলে, বর্ত্তমান খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বাঁশদহ-নিবাসী নন্দকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। অতঃপর রামকান্ত রায় বাঁশদহ হইতে উঠিয়া পঁড়ায় বাস করেন। তদবধি রামকান্তের বংশীয় রাজ-জ্ঞাতিগণ পঁড়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

চাঁচড়া রাজবংশ।

৺ ভবেশ্বর রায়।

বর্ত্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত চাঁচড়ার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ রাজবংশ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, যশোহর রাজবংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ভবেশ্বর রায় তৎকালে প্রতাপাদিত্যের সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যশোহরের দক্ষিণ চাঁচড়া গ্রামে বাস করিতেন। ১৫৮২ খৃঃ দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর সাহের সময়ে আজীম খাঁ নামক একজন মোগল সেনাপতি বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমন করিতে আগমন করেন। সেই সময়ে ভবেশ্বর রায় তাঁহার একজন সহচর সেনানায়ক থাকিয়া প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে তিনি আজীম খাঁর নিকট সৈয়দপুর, আমদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর পরগণার জমিদারীস্বত্ব উপহার প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে এই সকল স্থান প্রতাপাদিত্যের জমিদারী ছিল। ১৫৮৮ খৃঃ ভবেশ্বর রায় গতাসু হন।

৺ মাতাবরাম রায়।

ভবেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী মাতাবরাম রায় পূর্ব্বোক্ত পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি মোগল সম্রাট আকবর সাহের বিশেষ অনুগত ও বিশ্বস্ত মিত্ররাজ ছিলেন। বঙ্গের শেষবীর প্রতাপাদিত্যের সহিত অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহের সংগ্রামকালে তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মানসিংহ যুদ্ধে বিজয়ী হইলে পূর্ব্বোক্ত পরগণা সকল তিনি মাতাবরামের অধিকারে রাখিয়া যান। ১৬১১ খৃঃ

হইতে তিনি দিল্লীর মোগল সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৬১৯ খৃঃ মাতাবরাম রায় পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺ কন্দর্পনারায়ণ রায়।

মাতাবরামের পর কন্দর্পনারায়ণ রায় চাঁচড়া রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত দাঁড়িয়া, খলিসাখালি, বাগমাড়া, সেলিমাবাদ, সাজিয়ালপুর প্রভৃতি পরগণায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সকল স্থান সৈয়দপুর পরগণার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ১৬৪৯ খৃঃ কন্দর্পনারায়ণ রায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

৺ মনোহর রায়।

কন্দর্পনারায়ণের উত্তরাধিকারী মনোহর রায় যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনিও সীতারামের ন্যায় রাজ্য বিস্তারে প্রমত্ত ছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার সহিত সীতারামের অসদ্ভাব ছিল। তিনি সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করেন; সেই ক্রোধে তিনিও মনোহরের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। মনোহরের সহিত কৃষ্ণনগরের রাজা রামচন্দ্র রায়ের বিবাদ হয়। তিনি রামচন্দ্রপুর, হোসেনপুর, রংদিয়া, রহিমাবাদ, চেঙ্গুটিয়া, ইসুপপুর, মাল্লে, ছোবিনাল, সাহস প্রভৃতি পরগণা অধিকার করেন। তল্লা, ফলুয়া, ভাট্‌লা প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রামও তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। তিনি রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তিনি কায়স্থগণের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া নানাস্থান হইতে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ আনিয়া স্ব-সমাজের পুষ্টিসাধন করেন। ১৭০৫ খৃঃ মনোহর

রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণরাম রায়কে রাখিয়া যান।

৵ কৃষ্ণরাম রায়।

অতঃপর মনোহরের পুত্র কৃষ্ণরাম রায় চাঁচড়া রাজ্যে অভিষিক্ত হন। মুসলমান সরকারে রাজস্ব অনাদায়ে তাঁহার সময়ে মহেশ্বরপাশা ও রায়মঙ্গল পরগণা এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র জমিদারী এই রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। তিনি কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট হইতে বাজিৎপুর পরগণার কিয়দংশ ক্রয় করেন। ১৭২৯ খৃঃ রাজা কৃষ্ণরাম রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৵ শুকদেব রায়।

কৃষ্ণরামের পর শুকদেব রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। মনোহর রায়ের বিধবা পত্নীর অনুরোধে তিনি রাজ্যের চারি আনা অংশ তাঁহার ভ্রাতা শ্যামসুন্দর রায়কে অর্পণ করেন। এই সময়ে জমিদারী দুইভাগে বিভক্ত হয়। ১৭৪৫ খৃঃ রাজা শুকদেব রায় পরোলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র নীলকণ্ঠ রায়কে রাখিয়া যান।

৵ নীলকণ্ঠ রায়।

শুকদেবের পর তদীয় পুত্র নীলকণ্ঠ রায় রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫৮ খৃঃ মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কলিকাতার সন্নিকট কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। সেই ভূসম্পত্তির মালিক ছালাউদ্দীন

খাঁ যখন নবাবের নিকট স্বীয় সম্পত্তি হ্রাসে পুনরায় সম্পত্তির প্রার্থী হন; তখন শ্যামসুন্দর ও তদীয় শিশু পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের উত্তরাধিকারী না থাকায় চাঁচড়া রাজ্যের চারি আনা অংশ তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করেন। এই জমিদারীর বার আনা অংশকে ইসুপপুর ও চারি আনা অংশকে সৈয়দপুর রাজ্য বলিত। ১৭৬৪ খৃঃ রাজা নীলকণ্ঠ রায় ভবলীলা সম্বরণ করেন।

৺ শ্রীকণ্ঠ রায়।

নীলকণ্ঠের পর তাঁহার বার আনা অংশে শ্রীকণ্ঠ রায় রাজা হন। ১৭৯৩ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তিনি সকল জমিদারী হারাইয়া ব্রিটীশরাজের বৃত্তিভোগী হন। চাঁচড়া রাজ্যের চারি আনা জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময়ে হুগলীর মন্নূজান সাহেবা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তদীয় ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাজী মহম্মদ মহসীন, মন্নূজানের দেহান্তে ঐ চারি আনা জমিদারী ১৮১৪ খৃঃ প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকালে এই জমিদারী হুগলীর ইমামবাড়ীর কার্য্য পরিচালনার জন্য দান করিয়া যান। মহসীনের এই জমিদারীর আয় হইতে হুগলী কলেজ ও মুসলমান শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৮০২ খৃঃ রাজা শ্রীকণ্ঠ রায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।

৺ বাণীকণ্ঠ রায়।

শ্রীকণ্ঠের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাণীকণ্ঠ রায় এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টে মোকর্দ্দমা করিয়া ১৮০৮ খৃঃ

পৈতৃক জমিদারী উদ্ধার করেন। ১৮১৭ খৃঃ রাজা বাণাকণ্ঠ রায় লোকান্তরে গমন করিয়াছেন।

৺ বরদাকণ্ঠ রায়।

অতঃপর বাণীকণ্ঠের পুত্র বরদাকণ্ঠ রায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। তৎকালে তিনি নাবালক থাকায় তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়াড্‌সের অন্তর্ভূক্ত হয়। সেই সময়ে সম্পত্তির আয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বরদাকণ্ঠের পদগৌরব এবং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহকালে সহায়তার প্রতি লক্ষ করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মান প্রদান করেন। অধিকন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮২৩ খৃঃ তাঁহাদের বাজেয়াপ্ত সাহস পরগণা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর রাজভক্ত ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে ও চরিত্রগুণে তৎকালে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর* রাজলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র কুমার জ্ঞানদাকণ্ঠ রায়, কুমার মানদাকণ্ঠ রায় ও কুমার হেমদাকণ্ঠ রায় বাহাদুরকে রাখিয়া যান।

নলডাঙ্গা রাজবংশ।

যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গার রাজবংশ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রেষ্ঠ বংশজ আথগুল সন্তান। এই রাজবংশ দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন এবং নিষ্কর ভূমি দানের জন্য সুবিখ্যাত। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী ভব্রসুবা গ্রামে হলধর ভট্টাচার্য্য নামক এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনিই এই রাজবংশের আদিপুরুষ।

৺ বিষ্ণুদাস হাজরা।

হলধরের পঞ্চম পুরুষ নিম্নে বিষ্ণুদাস হাজরা নামে একব্যক্তি যোগবলে বিশেষ শক্তিধর হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নলডাঙ্গার সন্নিকট ক্ষত্রমুনি বর্ত্তমান হাজরাহাটী গ্রামের জঙ্গলে বাস করিতে থাকেন। তৎকালে ঢাকা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এক দিবস ঢাকা হইতে নবাব এব্রাহিম খাঁ নৌকাপথে গমনকালে খাদ্যাদির অভাবে পতিত হন। নবাবের অনুচরগণ খাদ্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া ঐ যোগীর আশ্রম প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুদাস যোগবলে নবাবের অনুচরগণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করেন। ইহাতে নবাব পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণুদাসকে হাজরাহাটী ও তন্নিকটস্থ পাঁচখানি গ্রাম জায়গীর দান করিয়া যান।

৺ শ্রীমন্ত দেবরায়।

বিষ্ণুদাসের পুত্র শ্রীমন্ত দেবরায় সমর নৈপুণ্যের জন্য "রণবীর খাঁ" নামধারণ পূর্ব্বক স্বরূপপুরের আফ্‌গাণ জমীদারকে পরাভূত করিয়া তাঁহার

সমগ্র মামুদসাহী পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনদ্বারা প্রজারঞ্জক হিন্দুনরপতির ন্যায় রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি সাহস ও বীর্য্যে অসাধারণ ছিলেন।

৺ গোপীনাথ দেবরায়।

শ্রীমন্তের পুত্র গোপীনাথ দেবরায় পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তিনি পৈতৃক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রভাবে ও সুশাসনে রাজ্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন এবং স্বীয় চরিত্রের মহত্ত্বে জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রজাবৎসলতা তাঁহাতে সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

৺ চণ্ডীচরণ দেবরায়।

গোপীনাথের পর চণ্ডীচরণ দেবরায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি নম্র ও হৃদয় দয়ার্দ্র ছিল। তিনি পরোপকারী ও দীনপালক ছিলেন। তিনি সৌজন্য ও চরিত্রের মাধুর্য্যে লোকের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

৺ শূরনারায়ণ দেবরায়।

চণ্ডীচরণের পর শূরনারায়ণ দেবরায় রাজ্যাভিষিক্ত হন; তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া রাজ্যের বিবিধ প্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজধানীর শোভা সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে প্রীতি ও স্নেহ করিতেন। রাজা শূরনারায়ণের ছয় পুত্র—উদয়নারায়ণ, রামদেব, ঘনশ্যাম, নারায়ণ, রাজারাম ও রামকৃষ্ণ দেবরায়।

৺ উদয়নারায়ণ দেবরায়।

শূরনারায়ণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়নারায়ণ দেবরায় এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতৃগণ গৃহ বিবাদে মত্ত হইয়া জমিদারী বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজস্বও বাকী পড়িয়াছিল। অনন্তর নবাব সরকার হইতে উদয়নারায়ণকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খৃঃ তদীয় মধ্যম ভ্রাতা রামদেবের চক্রান্তে নবাব সৈন্য হস্তে উদয়নারায়ণ নিহত হন।

৺ রামদেব দেবরায়।

উদয়নারায়ণের মধ্যম ভ্রাতা রামদেব দেবরায় ভ্রাতৃ নিধন করিয়া জমিদারী হস্তগত করেন। তিনি যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন। নলডাঙ্গা রাজ্যের মামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ সীতারাম রায় হস্তগত করিলে, এই রাজবংশের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব হইয়াছিল। ১৭২৭ খৃঃ রামদেব দেবরায় লোকান্তরে গমন করেন।

৺ রঘুদেব দেবরায়।

রামদেবের পুত্র রঘুদেব দেবরায় নবাবের আদেশ পালন না করায় তাঁহার জমিদারী নবাবের আদেশে নাটোরাধিপতি রাজা রামকান্ত রায় অধিকার করেন। তিন বৎসর পরে পুনরায় তিনি স্বীয় জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনে নানাবিধ উপায়ে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

৺ কৃষ্ণদেব দেবরায়।

অতঃপর রঘুদেবের পুত্র কৃষ্ণদেব দেবরায় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যমধ্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার শরীর সুগঠিত ও সুদীর্ঘ ছিল এবং বলবীর্য্যও তদনুযায়ী ছিল। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। তিনি পরমসুখে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। ১৭৭৩ খৃঃ রাজা কৃষ্ণদেব দেবরায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই ঔরষ পুত্র মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর এবং এক পোষ্যপুত্র গোবিন্দচন্দ্র দেবরায়কে রাখিয়া যান।

৺ রামশঙ্কর দেবরায়।

কৃষ্ণদেবের পর রামশঙ্কর দেবরায় এই বংশের প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময়ে মামুদসাহী পরগণা তিন অংশে বিভক্ত হয়। মহেন্দ্রশঙ্কর ও রামশঙ্কর প্রত্যেকে তাঁহারা রাজ্যের ছয় আনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং গোবিন্দচন্দ্র অবশিষ্ট সিকি অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর মহেন্দ্র-

শঙ্কর ও গোবিন্দের উত্তরাধিকারীগণের জমিদারী নড়াইলের জমীদারগণ ক্রয় করেন। রামশঙ্করের বংশধরগণ এখনও তাঁহাদের জমিদারী ভোগ করিতেছেন।

৺ শশিভূষণ দেবরায়।

রামশঙ্করের পুত্র শশিভূষণ দেবরায় বিবিধ রাজোচিত গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি দাতা ও সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি ইন্দুভূষণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যান।

৺ ইন্দুভূষণ দেবরায়।

শশিভূষণের দেহান্তে তাঁহার দত্তকপুত্র ইন্দুভূষণ দেবরায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি অসীম প্রতিভাশালী, পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও ধীমান পুরুষ ছিলেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি অনেক সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। তিনি প্রজাবৎসল ছিলেন; অধিকন্তু প্রজাপুঞ্জের উন্নতিকল্পে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং বিষয় বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ ১৮৭০ খৃঃ ইন্দুভূষণকে "রাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। ১৮৮৫ খৃঃ রাজা ইন্দুভূষণ দেবরায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অপুত্রক থাকায় প্রমথভূষণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যান।

প্রমথভূষণ দেবরায়।

ইন্দুভূষণের পরলোকান্তে ১৮৮৫ খৃঃ তদীয় পোষ্যপুত্র রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেবরায় বাহাদুর রাজ্যাধিকার লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর নাবালক সময় বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্সের তত্ত্বাবধানে ছিল; অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামবাসী ভূস্বামীবৃন্দের মধ্যে ইনি একজন প্রতিভাশালী ও শান্তিপ্রিয় জমিদার। প্রজাপুঞ্জের সাধারণ হিতকরকার্য্যে ইনি অর্থ ব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইনি প্রজার ও জেলার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইনি প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয়ে ইহাঁর যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ গ্রহণ করেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে রাজা বাহাদুর এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ইংরাজী নব বর্ষ উপলক্ষে প্রমথভূষণ ব্যক্তিগত "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ২৫শে নভেম্বর বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর কলিকাতার লাটভবনে এক বৃহৎ দরবার করিয়া ইহাঁকে রাজা বাহাদুর উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। "যশোহর মোটর সার্ভিস কোম্পানী লিমিটেড্" নামে যে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বদেশহিতৈষী রাজা বাহাদুর এই শুভ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক এবং যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর ইহার সম্পাদক। রাজা বাহাদুর অমায়িক, দয়াবান, দাতা, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রতিভাশালী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইনি নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া সমাজে গণ্য হইয়া বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।

মহম্মদপুর জমিদারবংশ।

বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গিধিনা গ্রামে এই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিবাস ছিল। ইহাঁরা জাতিতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ।

৺ রামদাস গজদানী।

এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ রামদাস দাস মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধে গজদান করায় গজদানী উপাধি প্রাপ্ত হন। রামদাস গজদানীর তিন পুত্র—অনন্ত, ধনন্ত ও শিবরাম।

জ্যেষ্ঠ অনন্তের পুত্র ধরাধর। তাঁহার দুই পুত্র—রামলোচন ও সুধাকর দাস।

রামলোচনের পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার পুত্র লক্ষণ; তৎপুত্র বক্সী নন্দকিশোর দিল্লীতে সম্রাট আরঙ্গজেবের সভায় কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বক্সী উপাধি ও বঙ্গদেশে অনেক জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র কিরণচন্দ্র, তৎপুত্র রামনাথ, তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ লক্ষ্মীকান্তের জায়গীরগুলি লইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যায় নূতন জায়গীর প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র প্রাণনাথ; তৎপুত্র শ্রীনাথের অবস্থা মন্দ হওয়ায় তিনি রাজা সীতারামের সরকারে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীনাথের পুত্র বৃন্দাবন, তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তৎপুত্র মদন, তৎপুত্র শোভা-রাম, তৎপুত্র কুড়ারাম; তৎপুত্র রাধাচরণ দাস ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সময়ে সুখ্যাতির সহিত সবজজের কার্য্য করেন। তাঁহার তিন পুত্র—জগমোহন, কৃষ্ণমোহন ও হরিমোহন। কৃষ্ণমোহন হুগলীর উকীল ছিলেন। তাঁহার

দুই পুত্র—রাজীবলোচন ও রামলোচন দাস। রাজীবলোচন সেরেস্তাদার ও রামলোচন মুন্‌সেফ্ ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ রাজীবলোচনের দুই পুত্র—শ্যামাচরণ ও কৈলাসচরণ। শ্যামাচরণ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহার দুই পুত্র কুঞ্জবিহারী ও বিপিনবিহারী। কুঞ্জবিহারী, বি-এল উকীল এবং বিপিনবিহারী চিত্রকর। ইহাঁর পুত্র মণীন্দ্রনাথ দাস, বি-এ।

কৃষ্ণমোহনের দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের ছয় পুত্র—চন্দ্রশেখর, যদুনাথ, উপেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ।

রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেখর দাস "বি-সি-ই" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর পুত্র অমরেন্দ্রনাথ দাস এম-এ একজন সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট।

রামলোচনের দ্বিতীয় পুত্র যদুনাথ দাস বি-এল একজন সবজজ। ইহাঁর পুত্র শৈলেন্দ্রনাথ দাস।

রামলোচনের তৃতীয় পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস এল-এম-এস্। ইহাঁর পুত্র যোতীন্দ্রনাথ দাস বি-এ।

রামলোচনের চতুর্থ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ দাস বি-এল, বাঁকীপুরের উকীল। ইহাঁর পুত্র অচলেন্দ্রনাথ দাস।

রামলোচনের পঞ্চম পুত্র মহেন্দ্রনাথ দাস বি-এল, মেদিনীপুরের উকীল। ইহাঁর পুত্র কালীপদ দাস।

রামলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ দাস এম-এ বি-এল প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ইনি সাধারণের হিতকার্য্যের অনুরাগী বলিয়া জনসাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। ইহাঁর পাঁচ পুত্র—হীরেন্দ্রনাথ, হরেন্দ্রনাথ, কিরাতনারায়ণ, কিরণচন্দ্র ও জ্যোৎস্নাকুমার দাস।

রামদাস গজদানীর পৌত্র ধরাধরের কনিষ্ঠপুত্র সুধাকার, তৎপুত্র

নীলাম্বর, তৎপুত্র রত্নাকর, তৎপুত্র হিমকর; তৎপুত্র রামদাস রাজমহলের নবাব সরকারের সেরেস্তায় কোন রাজপদে বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন।

রামদাসের পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস রাজমহলের নবাব সরকারের কোন উচ্চপদে সমাসীন হইয়া "রায়-রাঁইয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি মুসলমান শাসনকালে উচ্চপদ ও সাতিশয় সম্মানের পরিচয় ছিল।

৺ উদয়নারায়ণ রায়।

হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ রায় প্রথমে রাজমহলে পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া "রায়-রাঁইয়া" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খাঁর অধীনে প্রেরণ করেন। ১৬১৫ খৃঃ তিনি ঢাকা হইতে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া তথায় প্রেরিত হন। অতঃপর তিনি ভূষণার নিকটবর্ত্তী গোপালপুরে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে তিনি ভূষণার সন্নিকট একখানি তালুক এবং মহম্মদপুরের নিকট মহম্মদপুর জোত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী কাটোয়া মহকুমার অধীন মহিপতিপুর গ্রামে এক কুলীনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—রাজা সীতারাম রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

৺ সীতারাম রায়।

রাজা সীতারাম রায় ১৬৫৭ খৃঃ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকায় আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার সময় সৈনিকদলে গিয়া অস্ত্র-

বিদ্যা ও শিক্ষা করেন। ঢাকার তদানীন্তন নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহার অস্ত্র পরিচালনার কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। সেই সময়ে ফতেয়াবাদে করিম খাঁ নামক একজন পাঠান বিদ্রোহী হইলে, নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহাকে সাত হাজার পদাতিক ঢালী সৈন্য ও তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া করিম খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সীতারাম সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, নবাব তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া ভূষণার অধীন নলদী পরগণা জায়গীর প্রদান পূর্ব্বক "রায়-রাঁইয়া" উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর কালীগঙ্গা নদীতীরে হরিহর নগর নামে এক নূতন নগর ও বাসভবন নির্ম্মিত হয়। দেবালয় নির্ম্মিত হইয়া ৺ শ্রীধরনারায়ণ শীলা প্রতিষ্ঠিত হয়। পিতামাতার বিয়োগান্তে তাঁহাদের স্মরণার্থ তিনি একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া মোগল রাজধানী দিল্লীনগরে সম্রাট আরঙ্গজেবের দরবারে উপস্থিত হন। তৎকালে আসামী, আরাকানী ও পর্ত্তুগীজদিগের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গে প্রায় লোক বাস করিতে পারিত না। সেইজন্য সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়া নিম্ন বঙ্গের আবাদী সনন্দ প্রদান করেন। অনন্তর সীতারাম মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, নবাব তাঁহাকে গড় বেষ্ঠিত বাটি নির্ম্মাণ ও অত্যাচার নিবারণ জন্য সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ১৬৯৮খৃঃ নারায়ণপুর নামক স্থানে রাজধানী মনোনীত করেন; কিন্তু তথায় মহম্মদ আলি নামে একজন মুসলমানের বাস থাকায় তাঁহার নামানুসারে নগরের নাম মহম্মদপুর হইয়াছে। সীতারাম ভূগর্ভ হইতে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শীলা প্রাপ্ত হইয়া উহা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পিতার নামানুসারে উদয়গঞ্জের খাল ও বাজার হয়। তিনি কানাইপুরে ৺ কৃষ্ণবলরাম বিগ্রহ সংস্থাপিত করেন। তাঁহার

রাজধানীতে অনেকগুলি দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সকল দেবতার নামে তিনি যে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি অধিকার করিয়া দেবসেবা পরিচালনা করিতেছেন। সীতারামের প্রতিষ্ঠিত ৺ কৃষ্ণবিগ্রহ এখনও দীঘাপতিয়ার রাজভবনে আছেন। দ্বাদশ ভূঁইয়ার মধ্যে অনেকের জমিদারী তিনি অধিকার করেন। নলডাঙ্গা রাজবংশের মামুদসাহী পরগণার কিয়দংশ তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার জমিদারী যশোহর, ফরিদপুর খুলনা, বরিশাল, নদীয়া ও পাবনা জেলায় ছিল। চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন; তজ্জন্য সীতারামও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে পুষ্করিণী, রাস্তা, বাজার, বন্দর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রজাগণকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। তিনি বিবিধ জাতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে শান্তি ও একতা স্থাপন করেন। তিনি অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার জমিদারীতে বহুসংখ্যক চতুষ্পাঠী, পাঠশালা ও মোকতাব ছিল। তিনি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ও নিজ কর্ম্মচারীদিগকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করেন। তাঁহার দানশীলতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা প্রসিদ্ধ ছিল। ভূষণার ফৌজদার আবুতরাপ, সীতারামের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে অনুরোধ করেন। অনন্তর নবাব তাঁহার নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে আবুতরাপের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী ভূষণার যুদ্ধে ফৌজদারের শিরচ্ছেদ করেন। এই সময়ে নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন রায়, সীতারামের রাজ্য প্রাপ্তির লোভে নবাবের দরবারে তাঁহার নিন্দা

করিতেন। অতঃপর নবাব তদীয় কর্ম্মচারী রঘুনন্দন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে সুবেদারী সৈন্যের সহিত সেনাপতি সিংহরাম সাহকে সীতারামের নিধনার্থ মহম্মদপুরে প্রেরণ করেন। রাজা রামজীবন ও রঘুনন্দনের কুটীল চক্রান্তে সেনাপতি মেনাহাতী মহম্মদ-পুরে অন্যায়রূপে নিহত হন। অতঃপর রজনীযোগে মুসলমানবাহিনী সীতারামের রাজধানী আক্রমণ করিলে বীরকুলচূড়ামণি সীতারাম বন্দী হন। তিনি নৈশ যুদ্ধে রাহুগ্রাসে পতিত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হন এবং সেই স্থানেই ১৭১৫ খৃঃ রাজা সীতারাম্ রায়ের মৃত্যু হয়। সীতা-রামের পতনের পর ১৭২০ খৃঃ নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, রামজীবনকে উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া সীতারামের বিশাল রাজ্যের অধিকাংশ তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার জমিদারীর কতকগুলি পরগণা পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ক্রয় করেন। সাহ-উজিয়াল প্রভৃতি পরগণা দিঘাপতিয়ারাজ নীলামে ক্রয় করেন। সাঁতৈল প্রভৃতি পরগণা শ্রীরামপুরের গোস্বামীগণ ক্রয় করেন। নলদী পরগণা ঢাকার নবাব ক্রয় করেন। দিঘালিয়া প্রভৃতি পরগণা চাঁচড়ার রাজা ক্রয় করেন। তেলিহাটি, রোকনপুর প্রভৃতি পরগণা নড়াইলের কালী-শঙ্কর রায় নীলামে ক্রয় করেন। খড়েয়া পরগণা কলিকাতার হাটখোলার দত্তগণ এবং মজিলপুর পরগণা রাণী রাসমণী ক্রয় করেন। বেলগাছি পরগণা নলডাঙ্গার রাজা ক্রয় করেন। অন্যান্য পরগণা জমীদারগণ ক্রয় করিয়াছিলেন। সীতারামের পাঁচ বিবাহ হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দাসপালসা গ্রামে সরল ঘোষের কন্যা কমলার সহিত প্রথম বিবাহ হয়; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। অগ্রদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পাটুলীতে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে শ্যামসুন্দর ও সুর-নারায়ণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ভূষণার অধীন ইদিলপুর গ্রামে তৃতীয়বার বিবাহ হইয়াছিল। তৃতীয়া পত্নীর গর্ভে রামদেব ও

জয়দেব নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহারা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সীতারামের জীবদ্দশায় বসন্তরোগে তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল।

৺ প্রেমনারায়ণ রায়।

সীতারামের মধ্যম পুত্র সুরনারায়ণ রায়ের পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় এই বংশের প্রতিনিধি হন। যৎকালে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী নাটোরের রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন; সেই সময়ে বৃটীশরাজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়। তখন রাণী ভবানী, সীতারামের সমগ্র জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। পরিশেষে রাণী ভবানী, প্রেমনারায়ণকে নলদী ও সাঁতৈর পরগণার মধ্যে তাঁহার ভরণপোষণের জন্য কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত শিয়ালজোড় গ্রামে ভগবানচন্দ্র দাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৺ নবকুমার রায়।

প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত রায়। তাঁহার পুত্র নবকুমার ও কন্যা আলোকমণি। নাটোরের পতন সময়ে যখন মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের জমিদারী রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইতেছিল; তখন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করেন। তিনি সীতারামের বংশধরগণের দুর্গতির অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বংশধরগণকে বার্ষিক দ্বাদশ শত টাকা বৃত্তি দান করিতেন। এই বৃত্তি নবকুমার রায়ের সময়ে ছয় শত টাকা ছিল; পরে নবকুমারের বৃদ্ধাবস্থায় ৩৬০ টাকায় পরিণত হয়। এক্ষণে এই বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বার্ষিক আয়

৭৮ লক্ষ টাকা ছিল, অদৃষ্টচক্রে কালের প্রভাবে অধুনা তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। মহম্মদপুরের প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভিন্ন এই প্রাচীন বংশের গৌরবের স্মৃতি আর কিছুই নাই।

৮ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

সীতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মহম্মদপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিহর নগর পলায়ন করিয়া তথাকার বাটিতে বাস করিতেন। তিনি অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় রাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার চারিপুত্র—যদুনাথ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও বিজয়-নারায়ণ রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যমপুত্র নরনারায়ণ রায়ের দুই পুত্র মনসুখচাঁদ ও নেহালচাঁদ রায়।

জ্যেষ্ঠ মনসুখচাঁদের তিনপুত্র—রঘুনাথ, রমানাথ ও প্রাণনাথ রায়। মধ্যম রমানাথের দুই পুত্র—কমলাকান্ত ও মাধবচন্দ্র রায়।

নরনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র নেহালচাঁদের পোষ্যপুত্র কৃষ্ণকান্ত রায়ের দুই পুত্র গুরুদয়াল ও চৈতন্যচরণ রায়। কনিষ্ঠ চৈতন্যচরণের দুই পুত্র—সূর্য্যনাথ ও দেবনাথ রায়। লক্ষ্মীনারায়ণের শেষ বংশধর দেব-নাথের অবস্থাও ভাল নহে। ইনি হরিহর নগরের বাটিতে বাস করেন। ইঁহার পৈতৃক ঠাকুর ৮ শ্রীধর জীউ এখনও বিদ্যমান আছেন। দেব-নাথের সামান্য সম্পত্তি আছে, তাহাতেই কোন ক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া থাকে।

৮ শিবরাম রায়।

রামদাস গজদানীর কনিষ্ঠ পুত্র শিবরামের বংশে পঞ্চম পুরুষ নিম্নে অশোকরাম দাসের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র বল্লভরাম। তৎপুত্র বীরভদ্র নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে মুর্শিদাবাদে কার্য্য করিতেন। তিনি নবাব সাহসুজার সভাসদ থাকিয়া বহু ভূসম্পত্তি ও "সরকার" উপাধি প্রাপ্ত হন।

বীরভদ্রের পুত্র দয়ালচন্দ্র সরকার মেদিনীপুর জেলায় ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিতি করেন।

দয়ালচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র সরকারের দুই পুত্র শ্যামাচরণ ও গুরুপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের পুত্র টীকারাম, তৎপুত্র শ্রীকান্ত, তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁহার পুত্র পূর্ণচন্দ্র মুন্‌সেফ্ ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশনারায়ণ সরকার।

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসাদের পুত্র ব্রজমোহন, তৎপুত্র কৃষ্ণ-মোহন। তাঁহার দুই পুত্র—যাদবচন্দ্র ও উদয়চন্দ্র সরকার।

জ্যেষ্ঠ যাদবচন্দ্রের পুত্র কালীচরণ সরকার গবর্ণমেণ্ট হইতে পেন্‌সন্ ভোগ করিতেছেন। তাঁহার দুই পুত্র—সতীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র সরকার।

কৃষ্ণমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র উদয়চন্দ্রের ছয় পুত্র—কালীকিঙ্কর, বরদা প্রসাদ, চন্দ্রশেখর, দুর্গাচরণ, সারদাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ সরকার। উদয়চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কালীকিঙ্করের তিন পুত্র—শরচ্চন্দ্র, সরিৎচন্দ্র ও মন্মথকুমার সরকার।

উদয়চন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার প্রবেশিকা হইতে এম-এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের নিম্নে হন নাই। বি-এ, এম-এ, এবং বি-এল পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইনি ভাগলপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন; এক্ষণে সেই পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতেছেন। ইনি তথাকার একজন

প্রধান উকীল। ইহাঁর পাঁচপুত্র—যামিনীমোহন বি-এ, যোতীন্দ্রমোহন, সৌরীন্দ্রমোহন, ভূপেন্দ্রমোহন ও নৃপেন্দ্রমোহন সরকার।

উদয়চন্দ্রের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সরকার এণ্ট্রান্স, এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

উদয়চন্দ্রের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সরকার এণ্ট্রান্স হইতে এম-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার পূর্ব্বক প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য করিতেছেন।

নড়াইল জমীদারবংশ।

বঙ্গের প্রথম হিন্দুরাজা আদিশূর ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে তৎকালে বঙ্গদেশে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় কান্যকুব্জাধিপতি রাজা বীরসিংহ দেবের সহিত প্রীতি করিয়া তদ্দেশীয় বেদজ্ঞ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামক পঞ্চজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সহিত মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত নামে পঞ্চজন কায়স্থ অনুচর আগমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত পুরুষোত্তম দত্ত যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের জমিদারগণের আদিপুরুষ। তিনি প্রথমে হাবড়া জেলার অন্তর্গত বালি গ্রামে বাস করেন। ঘটকের মতে, ইঁহারা বালির দত্ত এবং কায়স্থ গোষ্ঠীপতি বলিয়া পরিচিত।

৺ মদনগোপাল দত্ত।

১৭৫১ খৃঃ বঙ্গদেশে বর্গীদিগের অত্যাচার সময় ইহাঁদের একজন পূর্ব্বপুরুষ বালি হইতে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত চৌরা গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই বংশোদ্ভব জনৈক পূর্ব্বপুরুষ মদনগোপাল দত্ত বহুদিবস মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তৎপরে বাণিজ্যের দ্বারা বিত্তশালী হন। অতঃপর তিনি চৌরা গ্রাম হইতে বর্গীদিগের ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক নড়াইল আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার পুত্র—রামদেব ও রামগোবিন্দ।

মদনগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোবিন্দ দত্ত বাটীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি জীবনের সুদীর্ঘকাল

ধর্ম্মচর্চ্চায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—রামানন্দ, রূপরাম, রুদ্ররাম ও গঙ্গারাম দত্ত।

৺ রূপরাম দত্ত।

রামগোবিন্দের মধ্যম পুত্র রূপরাম দত্ত নাটোররাজের মোক্তার পদে নিযুক্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে প্রেরিত হন। ১৭৯১ খৃঃ তিনি নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের অধীনে ১৪৮৲ টাকার যশোহরে একটি জমা গ্রহণ করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যোগী, স্বধর্ম্মসেবী ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। ১৮০২ খৃঃ রূপরাম দত্ত লোকান্তরে গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি নামে তিনটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান।

৺ কালীশঙ্কর রায়।

রূপরামের মধ্যম পুত্র কালীশঙ্কর রায় নাটোর রাজসরকারে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। ব্রিটীশরাজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোর-রাজের অধীনে ভূষণা জমিদারী তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সেই সময়ে ১৭৯৫ খৃঃ বাকী রাজস্ব দায়ে নাটোররাজের পরগণা সকল নীলামে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলে তিনি তেলিহাটী, বিনোদপুর, রূপাবাদ খালিয়া ও পোক্তানী পরগণা ক্রয় করেন; এতদ্ব্যতীত ১৭৯৯ খৃঃ অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণাও তিনি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃঃ কালী-শঙ্করের বিরুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোকর্দ্দমা করিয়া তাঁহাকে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য কারারুদ্ধ করেন। চারি বৎসর পরে কিছু টাকা রাজস্ব দিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইয়া কালীশঙ্কর মুক্তি প্রাপ্ত হন। তদবধি তিনি

নড়াইল গ্রামে বাস গ্রহণ করেন। ১৮০৬ খৃঃ তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব বাবরজঙ্গের নিকট হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন; তদবধি এই বংশের দত্ত উপাধি লোপ হইয়াছে। তাঁহার জীবিতকালে দুইটী পুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, কালীশঙ্কর ১৮২০ খৃঃ ৺ বারাণসীধামে গিয়া অবস্থিতি করেন। তথায় তিনি কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় শতাধিক ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। ১৮৩৪ খৃঃ ৯০ বৎসর বয়সে কালী-শঙ্কর রায় পূণ্যভূমি ৺ বারাণসীধামে শিবত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার দুই পুত্র রামনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায় হইতে নড়াইলের বর্ত্তমান জমীদার-বংশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

৺ রামনারায়ণ রায়।

কালীশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ রায় পিতার পরিবর্ত্তে কিছুদিন দেওয়ানী কারাগারে বাস করিয়া তাঁহাকে কতিপয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর দেওয়ায় তিনি অধিকাংশ সম্পত্তি রামনারায়ণকে উইল করিয়া যান। তিনি ধীমান, কার্য্যপটু, স্বজাতিপ্রিয় ও সহৃদয় ছিলেন। ১৮২৭ খৃঃ পিতার জীবিতকালে রামনারায়ণ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মৃত্যুকালে রামরতন, হরনাথ ও রাধাচরণ নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান।

৺ রামরতন রায়।

রামনারায়ণের দেহান্তে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বনামখ্যাত রামরতন রায় বিষয় সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। অতঃপর কালীশঙ্করের উইল সম্বন্ধে রামনারায়ণের পুত্র রামরতন এবং জয়নারায়ণের পুত্র গুরুদাস এই দুই

জনের মধ্যে ৪৪ লক্ষ টাকার দাবিতে ১৮৪৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ গুরুদাস রায় জজ আদালতে ঐ মোকর্দ্দমায় অকৃতকার্য্য হন। অতঃপর ১৮৬১ খৃঃ গুরুদাস কলিকাতার তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে জয়লাভ করেন। পরিশেষে বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলে এই মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু নিষ্পত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষ মোকর্দ্দমা আপোষে মীমাংসা করিয়াছিলেন। রামরতন মামুদসাহী পরগণার দ্বাদশ আনা অংশ প্রাপ্ত হন এবং অন্যান্য জমিদারী ক্রয় করিয়া ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। নীল-করের অত্যাচার সময়ে নড়াইলের জমীদারবংশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য সদৃশ রামরতন রায় জমিদারী পরিচালনা করিতেন। নীলকর নিপীড়িত প্রজার দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি তাঁহার দুইজন প্রধান মোক্তার যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া-নিবাসী গিরিধর সেন ও পাবনা জেলার অন্তর্গত আড়পাড়া-নিবাসী জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাটীর কর্ম্মচারী ব্রজকিশোর সরকার, মৃত্যুঞ্জয় সরকার প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া রামরতন নীলকর অত্যাচার নিবারণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি সাধারণ্যে "রতন রায়" নামেই পরিচিত ছিলেন। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, পাবনা, নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা, হুগলী, মৃজাপুর ও বারাণসী প্রভৃতি জেলায় ভূসম্পত্তি রাখিয়া যান। তিনি অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, শ্রমশীল, প্রতিভাশালী ও নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রামরতন রায় আনুমানিক ৭৫ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটী উপযুক্ত পুত্র চন্দ্রকুমার ও কালীপ্রসন্নকে রাখিয়া যান। তাঁহারা পিতৃ-শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমারোহের সহিত সমাপন করিয়াছিলেন।

৺ চন্দ্রকুমার রায়।

রামরতনের জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রকুমার রায় সাধারণের প্রতি সাহায্য বিতরণ করিতেন। পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিগণের প্রতিও তাঁহার দয়ার ও আনুকূল্যের ক্রটী ছিল না। সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। তিনি অমায়িক, বদান্য, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুরাতনের ভক্ত, উদারচরিত ও লোকবৎসল ছিলেন। হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁহার প্রীতি ছিল। তাঁহার দুই পুত্র—রাজকুমার ও সুরেন্দ্রকুমার রায়।

৺ রাজকুমার রায়।

চন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র নড়াইলের অন্যতম জমিদার রাজকুমার রায় পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি প্রজারঞ্জন জমিদার ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে পুরাতন বাঙ্গালার মনুষ্যত্ব ও মহত্ব সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল। পুরাতনের পরম ভক্ত হইলেও দেশ কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নূতনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন নাই। তিনি নড়াইলের কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয়, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রভৃতির উন্নতিসাধন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন; তাঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে ঐ সকল অনুষ্ঠানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। তিনি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দাতা, বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। ১৯১২ খৃঃ ২৯শে জুলাই সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রাজকুমার রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার ও শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায়।

৺ কালীপ্রসন্ন রায়।

রামরতনের কনিষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন রায় পিতার অনুরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎকার্য্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি অতি ধর্ম্মভীরু ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। কালীপ্রসন্ন রায় মৃত্যুকালে এক পুত্র শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-কুমার রায়কে রাখিয়া যান। ইহাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসন্ন ও শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন রায়।

৺ হরনাথ রায়।

রামনারায়ণের মধ্যম পুত্র হরনাথ রায় নড়াইল হইতে যশোহর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আড়ম্বরশূন্য, নিরহঙ্কার, ধর্ম্মপরায়ণ ও উদারহৃদয় পুরুষ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া হরনাথকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ রায় হরনাথ রায় বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। হরনাথের জীবিত কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশ-চন্দ্র রায় অকালে গতাসু হন। উমেশচন্দ্র মৃত্যুকালে সুরৎকুমার, উপেন্দ্রচন্দ্র ও কিরণচন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান।

উপেন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নড়াইলের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় ১৯১৩ খৃঃ যশোহরে জলের কল নির্ম্মাণকল্পে দুই হাজার পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

কিরণচন্দ্র রায়।

রায় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হন। ১৯১০ খৃঃ ইনি বঙ্গদেশের প্রধান জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-ভাণ্ডারে ইনি চারিশত টাকা দান করেন। ইনি জন-রঞ্জন, দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ ও লোকপ্রিয় ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। ইহাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত নীলগোপাল ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র রায়।

হরনাথের কনিষ্ঠ পুত্র কালিদাস রায় পিতার মৃত্যুকালে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রভূষণ ও শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রভূষণ রায়।

১৯১৩ খৃঃ ১৬ই জুন নড়াইলের জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রভূষণ রায়ের পুত্র ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর দৌহিত্র শ্রীমান্ খগেন্দ্রচন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়ের শুভবিবাহ কলিকাতা সহরে সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

১৯১৪ খৃঃ নড়াইলের জনপ্রিয় দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রভূষণ রায় বিপত্নীক হইয়াছেন।

৺ রাধাচরণ রায়।

রামনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাধাচরণ রায় আত্মীয়জনের প্রতি অকৃত্রিম দয়া ও সহানুভূতি বশতঃ তাহাদের উপকার সাধন ও সাধারণের প্রতি সাহায্য বিতরণ করিতেন। তিনি নগরবাসীগণের প্রীতি ও

অনুরাগ লাভ করেন। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৮৭১ খৃঃ রাধাচরণ রায় লোকান্তর গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটী উপযুক্ত পুত্র যোগেন্দ্রনাথ ও পুলিনবিহারীকে রাখিয়া যান।

রাধাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ রায় সাধারণের নিকট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার ছয় পুত্র—যোতীন্দ্রনাথ, জিতেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ নীরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ রায়।

রাধাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র পুলিনবিহারীর তিন পুত্র—বিনোদবিহারী, বিজনবিহারী ও শিবশঙ্কর রায়।

যেগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোতীন্দ্রনাথ রায় সুখ্যাতির সহিত বিলাতের "সিবিল্ সার্ভিস্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত আলবিয়ান্ রাজকুমার বন্দোপাধ্যায়ের স্থানে ইনি দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া মাতৃ ভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইনি কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের জামাতা।

৮ জয়নারায়ণ রায়।

কালীশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র জয়নারায়ণ রায় হইতে নড়াইল জমীদার-বংশের দ্বিতীয় শাখার আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি নানাবিধ হিতানুষ্ঠানে উদ্যমশীলতা প্রকাশ করিতেন। তিনি পরোপকারী, মিষ্টভাষী ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮২২ খৃঃ জয়নারায়ণ রায় জীবনলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র দুর্গাদাস ও গুরুদাস রায়কে রাখিয়া যান।

জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত হন।

জয়নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র গুরুদাস রায় মহাশয়ের সহিত রামরতন রায়ের একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে রাখিয়া যান।

গুরুদাসের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ও অপব্যয়ী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় নাট্যামোদী ও নাট্যসাহিত্যানুরাগী। নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইহাঁরা অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণনগর রাজবংশ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের রাজগণ বঙ্গদেশে বহুকাল প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা হিন্দু সমাজপতি, কুলধর্ম্মের রক্ষক ও গুনীগণের উৎসাহদাতা।

বঙ্গেশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সেই ভট্টনারায়ণ হইতে কৃষ্ণনগর রাজবংশ সমুদ্ভূত। ভট্টনারায়ণ—নিপু—হলায়ুধ—হরিহর—কন্দর্প—বিশ্বম্ভর—নরহরি—নারায়ণ—প্রিয়ঙ্কর—ধর্ম্মাঙ্গদ—তারাপতি—কামদেব—এই দ্বাদশ পুরুষ ক্রমান্বয়ে ১৩৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। কামদেবের চারিপুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ, দিল্লীর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে রাজ্যের অধিকারী হন। বিশ্বনাথ—রামচন্দ্র—সুবুদ্ধি—কংসারি—ত্রিলোচন—ষষ্ঠীদার—কাশীনাথ—এই সপ্তপুরুষ ক্রমে ১৫৯৭ খৃঃ পর্য্যন্ত জমিদারী পরিচালনা করেন।

৺ কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায়।

বিক্রমপুর ইহাঁদিগের আদি নিবাস ছিল। ত্রিপুরার রাজা, দিল্লীশ্বর সম্রাট্ আকবর সাহকে একটি হস্তী রাজস্বরূপে প্রদান করেন; সেই হস্তী উন্মত্ত হইয়া নদীয়া অঞ্চলে উপদ্রব করিলে কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায় তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আকবর সাহের সময়ে বঙ্গদেশের নবাবের দৌরাত্মে বিক্রমপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া পথিমধ্যে নবাবের সেনানী কর্ত্তৃক নিহত হন। সেই সময়ে কাশীনাথের

আসন্ন-প্রসবা বিধবা পত্নী জলঙ্গী নদীর অদূরবর্ত্তী আন্দুলিয়া-নিবাসী বাগওয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৺ রামচন্দ্র সমাদ্দার।

সমাদ্দার ভবনে কাশীনাথের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার নাম রামচন্দ্র রাখা হইয়াছিল। নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সেই শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সমাদ্দার উপাধি প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। রামচন্দ্র সমাদ্দারের চারি পুত্র—ভবানন্দ, জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি।

৺ ভবানন্দ মজুমদার।

রামচন্দ্র সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দ মজুমদার কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালে দিল্লীর সম্রাটের একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা হুগলী অঞ্চলে সপ্তগ্রামে অবস্থিতি করিতেন। ভবানন্দ সেই ফৌজদারকে কোন বিষয়ে সহায়তা করিলে তিনি ভবানন্দকে সপ্তগ্রামে লইয়া গিয়া পারসীভাষা ও রাজকার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই ফৌজদারের অনুগ্রহে নবাব ইস্‌মাইল খাঁ, ভবানন্দের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানের কাননগো পদে নিযুক্ত করেন; অধিকন্তু দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার "মজুমদার"—জেলার রাজস্ব সংগ্রাহকের হিসাব পরীক্ষক—উপাধি আনাইয়া দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত হন। অতঃপর বিদ্রোহী যশোহরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়কে দমন করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি

রাজা মানসিংহ সসৈন্যে বঙ্গদেশে আগমন করিলে, সপ্তদিবস ঘোরতর বর্ষার সময় তিনি বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করেন। সেই সময় ভবানন্দ তাঁহার সৈন্যদিগকে আহার্য্য ও বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর ১৬০৬ খৃঃ মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন। তাঁহার চেষ্টায় ভবানন্দ, সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশের অন্তর্গত মহৎপুর, লেপা, মারুপদহ, সুলতানপুর, কাশীমপুর, নদীয়া প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণার জমিদারী সনন্দ এবং "মহারাজা" ও রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ভবানন্দ তাঁহার পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দারের জমিদারী আপনার ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভবানন্দ বল্লভপুরে, জগদীশচন্দ্র কুড়ুলগাছিতে, হরিবল্লভ ফতেপুরে এবং সুবুদ্ধি পাটকাবাড়ি গ্রামে বাস করেন। তৎপরে ভবানন্দ মাটীয়ারি নামক গ্রামে প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতে থাকেন। তাঁহার তিনপুত্র—শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দরাম। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন।

৮ গোপালচন্দ্র রায়।

ভবানন্দের মধ্যম পুত্র গোপালচন্দ্র রায় অতি বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন; তজ্জন্য ভবানন্দ অন্য তনয়দ্বয়কে তাঁহাদের ভরণপোষণোপযোগী বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া মধ্যম পুত্র গোপালকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিয়া যান। পিতার মৃত্যুর পর গোপালচন্দ্র দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণার জমিদারী সনন্দ প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকালে তিন পুত্র নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘবেন্দ্রকে রাখিয়া যান।

৺ রাঘবচন্দ্র রায়।

গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবচন্দ্র রায় প্রজারঞ্জক, কর্ম্মদক্ষ ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগণকে মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে রায়পুর, বেদারপুর, আলনিয়া, মূলগড় প্রভৃতি কতিপয় পরগণা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে মাটীয়ারি নামক স্থানে ইহাঁদের রাজধানী ছিল; কিন্তু রাঘবচন্দ্র বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। তিনি গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি নগরের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া মহাসমারোহে শিব উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রাঘবচন্দ্রের দুই পুত্র—রুদ্রনারায়ণ ও প্রতাপ-নারায়ণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। কনিষ্ঠ প্রতাপনারায়ণ প্রজাপীড়ক ও পিতার অবাধ্য ছিলেন; তজ্জন্য রাঘবচন্দ্র দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া জমিদারীর দশ আনা অংশ রুদ্রনারায়ণকে এবং ছয় আনা অংশ প্রতাপনারায়ণকে দিয়া যান।

৺ রুদ্রনারায়ণ রায়।

রাঘবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণ রায় রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রাখিয়া তথায় তিনি নূতন প্রাসাদ, নাচঘর, পিলখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত বহু ব্যয়ে একটি প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিনি বহুবিধ সৎকার্য্যের জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে “রাজা” উপাধিসহ পরগণা খাড়জুড়ি ও খিলাৎ প্রাপ্ত হন; প্রতিদানে তিনি দিল্লীসরকারে

বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই রাণী ছিল; তন্মধ্যে প্রথমা রাণীর গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামজীবন সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলন ও রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন; তজ্জন্য পিতা রুদ্রনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে স্বীয় উত্তরাধিকারী না করিয়া মধ্যম পুত্র রামজীবনকে জমিদারী দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান।

৺ রামকৃষ্ণ রায়।

রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রায়, রামজীবনকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া জমিদারী অধিকার করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আজীম ওসমানের সহিত রামকৃষ্ণের বিশেষ প্রণয় ছিল। তাঁহার তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। অতঃপর নবাব সরকারে তাঁহার রাজস্ব বাকী পড়িলে, নবাব তাঁহাকে লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করেন। রামকৃষ্ণ অল্পদিন মধ্যে বসন্তরোগাক্রান্ত হইয়া কারাগারেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

৺ রামজীবন রায়।

রামকৃষ্ণের সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন রায় পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন। তিনি মুর্শিদাবাদে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার তিন বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পত্নীর গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম; মধ্যমার গর্ভে রঘুরাম এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামগোপাল নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺ রঘুরাম রায়।

রামজীবনের পুত্রগণের মধ্যে রঘুরাম রায় সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন; তজ্জন্য রামজীবন মৃত্যুকালে রঘুরামকে আপন বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তিনি অত্যন্ত বলবান, সাহসী ও অসামান্য ধনুর্ব্বিৎ ছিলেন। সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় আশক্তি ছিল। তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মভীরু ও নিষ্ঠাবান সুব্রাহ্মণ ছিলেন। আত্মীয়জনের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দয়া ও সহানুভূতি ছিল। ১৭২৮ খৃঃ রঘুরাম রায় পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র হিন্দুসমাজ-চূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে রাখিয়া যান।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

রঘুরামের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র স্বনামখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর অষ্টাদশ বৎসর বয়সে পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি বাল্যকালে যৎসামান্য বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অসাধারণ মেধা প্রভাবে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদা পণ্ডিতগণে পরিবৃত থাকিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। হিন্দু ধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি অগ্নিহোত্র, রাজপেয় প্রভৃতি অনেক গুলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাহাতে প্রায় বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। কথিত আছে, তিনি বঙ্গদেশে কালীপূজা ও দীপাবলী প্রদান প্রথা প্রচলিত করেন। ৺ জগদ্ধাত্রী পূজার

প্রচলন তাঁহার উদ্যোগেই এদেশে আরম্ভ হয়। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপনার্থ অধ্যাপককে চতুষ্পাঠী ও বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া নিরাপদে বাস করিবার জন্য তিনি শিবনিবাস নগরে একটি সুরম্য বাস ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় রাজবাটী ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তিনটী দেবমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মহারাজ কয়েকবার আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ১৭২২ খৃঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কয়েকজন জমিদারকে কারারুদ্ধ করেন। কথিত আছে, সেই সময় নবাব, বাকী রাজস্ব আদায় করিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, যদি নির্দ্দিষ্ট দিবস মধ্যে রাজস্ব দাখিল না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে; কিন্তু নির্দ্ধারিত দিবসে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজস্ব উপস্থিত হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ ঐ সময়ে সমুদ্রগড়ের রাজার রাজস্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনিও রাজস্বের জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন। সমুদ্রগড়াধিপতি দেখিলেন, কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজের শিরোমণি! তাঁহার ধর্ম্মনাশে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবে; তজ্জন্য তিনি আপনার টাকা দ্বারা কৃষ্ণনগরের রাজার রাজস্ব পরিশোধ করিয়া নিজে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই রাজবংশ এখনও বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণনগরের রাজগণ অদ্যাপি তাঁহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার যে ষড়যন্ত্র সভা হয়, সেই সভার কৃষ্ণচন্দ্র অন্যতম সভ্য ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গবিজয়ী লর্ড ক্লাইব তাঁহাকে উপহারস্বরূপ দ্বাদশটী কামান উপঢৌকন প্রদান করেন; তন্মধ্যে কয়েকটি কামান অদ্যাপি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে।

লর্ড ক্লাইব চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি সনন্দ আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। ইছামতী নদী তীরস্থ কৃষ্ণগঞ্জ, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি মহারাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রজাহিতৈষী ভূপতি ছিলেন। রাস্তা, ঘাট, পান্থনিবাস, সরোবর প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে মহারাজ মনোযোগী ছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় ও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভবানন্দের সময় হইতে ইহাঁদিগের জমিদারী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ৮৪ পরগণা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৮০ খৃঃ মহারাজ এক উইল করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে সমুদয় জমিদারীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং অন্যান্য পরিজনগণের ভরণপোষণার্থে বাৎসরিক চল্লিশ সহস্র টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। তৎপরে কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী অলকানন্দ নদীতীরে "গঙ্গাবাস" নামে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া কিয়দ্দিবস বাস করেন। অতঃপর তথায় ১৭৮২ খৃঃ ২২শে আষাঢ় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দেহত্যাগ করেন। মহারাজ বাহাদুরের দুই সিমন্তিনী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র সন্তান হয়; কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে শম্ভূচন্দ্র নামে এক পুত্র হইয়াছিল।

৮ শিবচন্দ্র রায়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্ররায় রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় জননীর সহিত হরধাম নামক স্থানে গিয়া বাস করেন এবং অন্যান্য সহোদরগণ শিবনিবাসে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

শিবচন্দ্র সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁহার সময় হইতেই জমিদারী হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। রাজস্ব বাকী হওয়ায় অনেকগুলি পরগণা নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। তিনি উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া একখানি দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর ১৭৮৮ খৃঃ রাজা শিবচন্দ্র রায় ৪৭ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।

৮ ঈশ্বরচন্দ্র রায়।

শিবচন্দ্রের পর তদীয় একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় তিনি বিদ্যোন্নতির বিষয়ে যত্ন করিতেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র হরধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণনগরের ভবনে অবস্থিতি করেন। বিষ্ণুমহাল, বারদ্বারী ইত্যাদি কয়েকটি প্রাসাদ তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী অঞ্জনা নদীতীরে এক সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ স্থান শ্রীবন নামে প্রচারিত করেন। তাঁহার সময়ে বাকী রাজস্বের জন্য কয়েকখানি জমিদারী বিক্রয় হইয়া যায়। তিনি সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০২ খৃঃ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্রকে রাখিয়া যান।

৺ গিরীশচন্দ্র রায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র গিরীশচন্দ্র রায় ষোড়ষ বৎসরমাত্র বয়সে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি কোন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না; কিন্তু সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় কথা কহিতে ও বুঝিতে পারিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কৃষ্ণনগরে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৺ আনন্দময় নামে এক শিবমূর্ত্তি ও ৺ আনন্দময়ী নামে এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৫ খৃঃ তিনি নবদ্বীপে দুইটী বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ৺ ভবতারণ নামে এক শিবমূর্ত্তি ও ৺ ভবতারিণী নামে এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবার্থে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি অতিশয় অপব্যয়ী ছিলেন। ক্রমে রাজস্ব বাকী হওয়ায় অনেকগুলি পরগণা নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্গত ৮৪ পরগণার মধ্যে তাঁহার সময়ে ৫।৬ খানি পরগণা এবং কতকগুলি নিষ্কর গ্রামমাত্র থাকে। গিরীশচন্দ্রের সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁহার মাতুল পুত্রের গর্ভবতী পত্নীকে রাজবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই রমণী ১৮১৯ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া কিয়দ্দিন পরে গতাসু হন। গিরীশচন্দ্রের কনিষ্ঠা রাজমহিষী সেই শিশুকে প্রতিপালন করেন। বালক ষষ্ঠ বর্ষ মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গিরীশচন্দ্র তাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীশচন্দ্র নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি বিষয় কার্য্যে ঔদাস্য হওয়ায় তদীয় দত্তক পুত্র কুমার শ্রীশচন্দ্র ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে সাংসারিক ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪১ খৃঃ রাজা গিরীশচন্দ্র রায় ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৮ শ্রীশচন্দ্র রায়।

গিরীশচন্দ্রের দেহান্তের পর শ্রীশচন্দ্র রায় দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে বিষয় কার্য্যের প্রণালী বুঝিতে পারেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। ১৮৪৪ খৃঃ হইতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পৃষ্ঠ-পোষক হন। তিনি রাজবাটীতে একটি ব্রাহ্মসমাজ ও অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৬ খৃঃ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি ইহার জন্য বহু অর্থ ও ভূমি দান করিয়াছিলেন। মহারাজ, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রকে উক্ত কলেজে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং নিজে কলেজ কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ ২৭শে জুলাই তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডাল্‌হাউসী তাঁহাকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। মহারাজ রাজবাটীতে একটি সাধারণ হিতকারী সভা সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার সভাপতি নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি এতদ্দেশে বেদবিহিত ধর্ম্ম সংস্থাপন ও স্বদেশের কলুষিত রীতি সংশোধন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত মহারাজের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। এমন কি, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ বিষয়ে সহায়তা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। বিধবা বিবাহের আইন সম্বন্ধে আবেদন পত্রে মহারাজ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ কৃষ্ণনগরে গবর্ণমেণ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনে তিনি যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। ইহার গৃহ নির্ম্মাণার্থ ভূমিও দান করিয়াছিলেন। মনু, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা, বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন এবং পণ্ডিতগণের সহিত তাহার আলোচনা করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শীতা ছিল এবং নিজে একজন সুগায়ক ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার উন্নতি

কল্পে মহারাজের বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে যথাসাধ্য আনুকূল্য এবং তাঁহাদের চতুষ্পাঠীর ব্যয় জন্য বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন। মহারাজের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র সূতিকাগারে এবং কনিষ্ঠ পুত্র কুমার কৃতীশচন্দ্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বেলগড়িয়া-বাটী-নিবাসী অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী কালীকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার ভরণ পোষণ জন্য মহারাজ বার্ষিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। যৌবনের শেষাবস্থায় মহারাজ বাহাদুর কুসংসর্গে মিশিয়া মদিরা পানে ও গীতবাদ্যের আমোদে কালাতিপাত করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮৫৭ খৃঃ ৭ই ডিসেম্বর ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

---

৮ সতীশচন্দ্র রায়।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র লোকান্তর গমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র রায় বিংশতি বৎসর বয়সে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি উত্তরাধিকারী হইবার অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেণ্ট হইতে পৈতৃক উপাধি ও খেলাত প্রাপ্ত হন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহারাজ ইউরোপীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন। পিতার ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। নবদ্বীপ-নিবাসী রাজপুরোহিত বংশোদ্ভূতা এক বালিকার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হইয়াছিল; ১৮৫৬ খৃঃ বালি-নিবাসী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত দ্বিতীয় পরিণয় ক্রিয়া হয়। উভয় পত্নী অপুত্রকবতী হইলে ১৮৫৯ খৃঃ সতীশচন্দ্র, রাণীদ্বয়কে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান

করেন। উহার কিয়দ্দিবস পরে প্রথমা মহিষী গতাসু হন। মহারাজ অতিশয় ভ্রমণ প্রিয় ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ জুন মাসে ভ্রমণে বহির্গত হন; কিন্তু আর প্রত্যাগমন করিলেন না। পূণ্যভূমি ৺ বারাণসীধাম ও আগ্রায় কিছুদিন যাপন করিয়া মসূরী-শৈলে অবস্থিতি করেন। তথায় অপরিমিত সুরাপান জনিত উৎকষ্ট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৮৭০ খৃঃ ২৫শে অক্টোবর ৩৩ বৎসর বয়সে মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মহাপ্রস্থান করেন। হরিদ্বারে মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হইয়াছিল।

৺ক্ষিতীশচন্দ্র রায়।

সতীশচন্দ্রের পরলোকান্তে তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষী মহারাণী ভুবনেশ্বরী যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন। তিনি প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশানুসারে ১৮৭১ খৃঃ ৫ই জানুয়ারী স্বীয় সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৭১ খৃঃ ২৪শে নবেম্বর নদীয়া জেলার অন্তর্গত আড়পাড়া-নিবাসী মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ভঙ্গকুলীনের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রকে মহারাণী ভুবনেশ্বরী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মাধবচন্দ্র, মহারাজ ভবানন্দ মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরামের পুত্রের দৌহিত্র বংশোদ্ভূত। ক্ষিতীশচন্দ্র ১৮৬৮ খৃঃ ১১ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ গণিতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি বিদ্যাবুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার জন্য সর্ব্বজন প্রশংসিত ছিলেন। মহারাজ রাজবংশের গৌরব রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, বিঘ্ন বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহা পালন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

তিনি সংস্কৃত শিক্ষার ও শাস্ত্রালোচনার উন্নতিকল্পে কয়েকটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমরণ নানা সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি জনসাধারণের প্রীতি ও অনুরাগ লাভ করেন। ১৯০৩ খৃঃ দিল্লীর অভিষেক দরবারে মহারাজ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই যজ্ঞে যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৯১০খৃঃ ১৮ই আগষ্ট বঙ্গের অক্সফোর্ড্ নবদ্বীপের হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ৪৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতার বহুবাজারে মতিলালদের বাটীতে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একটী পুত্র ও কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচির জমিদার বাটিতে রাজকন্যার বিবাহ হইয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগরের মহারাণী নলিনী দেবী ৩৫ বৎসর বয়সে হৃদরোগে মর্ত্তধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবদ্বীপের ভাগীরথী তীরে মহারাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়।

ক্ষিতীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় এক্ষণে নদীয়ার রাজপদে সমাসীন। ১৮৮৯ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর ইনি কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর ব্রিটনীয় নরপতি এবং ভারতীয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ক্ষৌণীশচন্দ্র সম্রাট প্রদত্ত ব্যক্তিগত "মহারাজা" উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারি কলিকাতার লাটভবনে ভারতেশ্বর ও তদীয় মহিষীর একটী সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর নদীয়ার মহারাজকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৪ খৃঃ

৩১শে মার্চ্চ কলিকাতার টাউন হলে বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এক বরপণ-নিবারিণী সভা হইয়াছিল, তৎকালে নদীয়ার মহারাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯১৪খৃঃ জুন মাসে ইনি তিন বৎসরের জন্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া ইংরাজীতে জবানবন্দী লিখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কৃষ্ণনগরে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইনি বিলাসশূন্য, সদাচারী, ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁর বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। মহারাজ নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারের প্রসিদ্ধা রাণী আন্নাকালীর পুত্রবধূ শ্রীমতী রাণী সরোজিনী দেবীর জামাতা।

রাণাঘাট জমীদারবংশ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার পাল চৌধুরীগণ বহুদিনের প্রাচীন জমিদারবংশ। কৃষ্ণকান্ত পান্তী ও তদীয় মধ্যম ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র পাল হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় ইহাঁদের জমিদারী আছে। অধুনা ইহাঁরা বাৎসরিক প্রায় ১,২৫,০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দিয়া থাকেন।

৺ সহস্ররাম পাল।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী রাণাঘাট গ্রামে সহস্ররাম পাল নামে এক ব্যক্তির বসবাস ছিল। তিনি অতি হীনাবস্থাপন্ন তিলিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে নিস্ব অবস্থার জন্য তদীয় মাতুলালয়ে সমাতৃক প্রতিপালিত হন। তিনি মৃত্যুকালে কৃষ্ণকান্ত, শম্ভুচন্দ্র ও নিধিরাম পাল নামে তিনটী পুত্র রাখিয়া যান।

৺ কৃষ্ণকান্ত পান্তী।

সহস্ররামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্ত পান্তী ১৭৪৯ খৃঃ নবেম্বর মাসে রাণাঘাট গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ইহাঁদের উপাধি পাল; কিন্তু কৃষ্ণকান্ত রাণাঘাটে পান বিক্রয় করিতেন বলিয়া পান্তী নামে অভিহিত হন। তিনি রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী গাংনাপুর নামক স্থানের হাট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া এবং আন্দুলের তিলিদিগের নিকট হইতেও মধ্যে মধ্যে

চাউল ধান্য প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেন। তাহাতে যৎসামান্য মূলধন হইয়াছিল। ১৭৮৬ খৃঃ কলিকাতায় ছোলা দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় জনৈক মহাজন ছোলা ক্রয় করিতে আসিলে রাণাঘাটের ঘাটে কৃষ্ণকান্তের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তিনি ছোলা ক্রয় করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলে সেই মহাজন একখানি চুক্তিপত্র করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আড়াংঘাটার ৺ যুগোলকিশোর জীউ নামক বিগ্রহের মহান্ত গঙ্গারামের গোলার সমুদয় ছোলায় পোকা ধরিলে তিনি সস্তায় উহা বিক্রয় করিতে মনস্থ করেন। কৃষ্ণকান্ত এই সময় মহান্তের নিকট হইতে অল্প মূল্যে সমুদয় ছোলা ক্রয় করিয়াছিলেন। মহাজনকে সেই ছোলা বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণকান্ত প্রায় ছয় সহস্র টাকা লাভ করেন। তদবধি তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হয়। ঐ টাকায় তিনি কলিকাতায় লবণের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন। তৎপরে তিনি নীলামে দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতঃপর মধ্যম ভ্রাতা শম্ভূচন্দ্রের পরামর্শে তিনি কয়েকখানি জমিদারী ক্রয় করেন। শম্ভূচন্দ্র সেই সকল জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তৎকালে কৃষ্ণনগরের রাজগণ তাঁহার নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে টাকা কর্জ্জ লইতেন। ১৭৯৯ খৃঃ কৃষ্ণকান্ত রাণাঘাট ক্রয় করিয়া বাসভবন, উদ্যান বাটী, গোলা বাটী, অশ্বশালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতে থাকেন। কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহার উন্নতি দেখিয়া "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর হইতেই এই বংশ "পাল চৌধুরী" নামে সাধারণে পরিচিত হইয়াছে। ১৮১৪ খৃঃ মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ রাণাঘাট পরিদর্শন কালে কৃষ্ণকান্তের উন্নতি দেখিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধি দানের প্রস্তাব করেন; কিন্তু তিনি তাহাতে অনিচ্ছুক হইলে পূর্ব্বোক্ত পাল চৌধুরী উপাধি মঞ্জুর করিয়া আসাসোঁটা রাখিবার সম্মান প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার

বংশধরগণ ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণকান্তের অর্থে অনেকে বিত্তশালী হইয়াছেন। তিনি সাধারণের উপকারার্থে রাণাঘাটে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রায় তিন লক্ষ টাকার চাউল বিতরণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণকান্তের জননী ব্যবসায় করিবার জন্য তাঁহাকে প্রথমে একটি "আধুলী" দিয়াছিলেন; সেই আধুলী মাত্র মূলধন লইয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায়গুণে ক্রমে ক্রোরপতি হইয়াছিলেন। তিনি কখন মিথ্যা বাক্য বলিতেন না এবং সকল কার্য্যেই আর্থিক লাভ অনুসন্ধান করিতেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা হিসাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি অতিশয় সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সততা ও সত্যবাদিতা বিষয়ক বহুবিধ গল্প প্রচলিত আছে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও তিনি কখন বিলাসভোগে উন্মত্ত হন নাই। ১৮১৯ খৃঃ রাণাঘাট জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত পাল চৌধুরী ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রেমচন্দ্র, উমেশচন্দ্র ও রামরতন নামে চারি পুত্র জন্মিয়াছিল।

কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র অকালে লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ পাল চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ পাল চৌধুরীকে রাখিয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের মধ্যম পুত্র প্রেমচন্দ্র পাল চৌধুরীর তিন পুত্র—ব্রজেন্দ্রকুমার, প্রসন্নকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী; তন্মধ্যে মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রকুমারের তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ও শ্রীযুক্ত চিন্ময়কুমার পাল চৌধুরী।

কৃষ্ণকান্তের তৃতীয় পুত্র উমেশচন্দ্র পাল চৌধুরীর বংশধরগণ কৃষ্ণকান্তের মহোৎসব বাটীতে বাস করিতেছেন। উমেশচন্দ্রের পাঁচ পুত্র—

বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, গোপেশ্বর ও কেশবচন্দ্র পাল চৌধুরী। চতুর্থ গোপেশ্বরের দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর ও শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর পাল চৌধুরী বি-এল কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উকীল। কনিষ্ঠ কেশবচন্দ্রের দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সুরৎচন্দ্র পাল চৌধুরী।

কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র রামরতন পাল চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় মহাবিশ্রাম লাভ করেন।

৺ শম্ভূচন্দ্র পাল।

সহস্ররামের মধ্যম পুত্র শম্ভূচন্দ্র পাল শারীরিক আনন্দ লাভের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। তিনি বহুদর্শিতায় বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকান্ত অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করেন। শম্ভূচন্দ্র সেই সকল জমিদারীর কার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ ও কাশীনাথকে রাখিয়া যান।

শম্ভূচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈকুণ্ঠনাথের একমাত্র পুত্র নীলকমল পাল চৌধুরী দেশহিতকর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র—শ্রীগোপাল, প্রসন্নগোপাল ও ব্রজেন্দ্রগোপাল পাল চৌধুরী।

৺শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী।

নীলকমলের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী ১৮২১ খৃঃ তৎকালীন সুপ্রীম্ কোর্টে এক মোকর্দ্দমা করেন; পরিশেষে উহা বিলাতের প্রিভিকাউন্সীল পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইহাঁদের

সাতোর পরগণার অর্দ্ধাংশ মিষ্টার ম্যাকিণ্টস্ সাহেব এবং অপর অর্দ্ধাংশ হুগলী-শ্রীরামপুরের ঠাকুরদাস গোস্বামীকে বিক্রয় করা হইয়াছিল। শ্রীগোপাল একজন বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা জমিদার ছিলেন। তিনি দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইতেন। তৎকালে তিনি নদীয়া জেলার প্রায় সকল জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ গৃহ নির্ম্মাণকল্পে দুই সহস্র টাকা দান করেন। তিনি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্ন করিতেন; অধিকন্তু রাস্তা ও পয়ঃপ্রণালীর নিমিত্ত বিনামূল্যে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনি রাণাঘাটে একটী ইংরাজী এবং একটি বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ উহার পরিচালন কল্পে ন্যূনাধিক দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ সহোদর তদ্বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল মৃত্যুকালে দুইটী কৃতবিদ্য পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথকে রাখিয়া যান।

৺ সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।

শ্রীগোপালের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী পাঁচ বৎসরকাল ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। অতঃপর রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক জমিদারী পরিচালনা করিতেন। তিনি পিতার পদানুসরণ করিয়া যশস্বী হন। কৃষ্ণনগর কলেজে বি-এ শ্রেণী খুলিবার জন্য তিনি এক সহস্র টাকা দান করেন। রাণাঘাটের নূতন হাঁসপাতাল গৃহ প্রধানতঃ তাঁহার অর্থানুকূল্যে হইয়াছে। তিনি রাণাঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের পোষণভার বহন করিতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞাতি ভ্রাতা যোগেন্দ্রচন্দ্রও বিশেষ সাহায্য করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নানা প্রকার সাধারণ হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার উদ্যোগে

রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়টি পরিপুষ্ট হয়। ইহাঁদের যত্নে স্বর্গীয় সুশীলকুমার বসু কর্ত্তৃক স্থাপিত রাণাঘাট সাধারণ পুস্তকালয়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বহুদিবস রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে জমিদারী পঞ্চায়েৎ সৃষ্টি হয় এবং তিনি আমরণ ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর স্যার রিভাস্ টম্‌সন্ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক রাণাঘাটের ভবনে গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ বাহাদুর রাণাঘাটের পাঠশালা পরিদর্শনকালে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চারিজন সশস্ত্র শান্ত্রিধারী প্রহরী রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি যে বাটীতে বাস করেন, ঐ বাটীতে কৃষ্ণপান্তীর দুর্গোৎসব, রাসপর্ব্ব, দোলপর্ব্ব প্রভৃতি হইত। ৪৬ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে দুইটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান।

সুরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী জমিদারী পরিচালনে সুদক্ষ।

৺ নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।

শ্রীগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর ১৮৮১ খৃঃ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হন। দ্বাবিংশ বৎসরকাল সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য করিয়া ১৯০৩ খৃঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। তিনি স্বীয় গুণে সাধারণের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। নদীয়া জেলার প্রায় সকল সদনুষ্ঠানে তিনি

উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার সংস্রব ছিল। তিনি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান; সাধারণ পুস্তকালয় ও পিপল্স্ ব্যাঙ্কের সভাপতি; মিত্রসভা, টাউন ক্লাব, হ্যাপি ক্লাব প্রভৃতি বহু সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে জুন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে নগেন্দ্রনাথ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি চারিজন সশস্ত্র শাস্ত্রিধারী প্রহরী রাখিবার অধিকারী ছিলেন। রাণাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর ১৯১৫ খৃঃ ৭ই অক্টোবর ৬৩ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী এবং দুইটী উপযুক্ত পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি-এ সুখ্যাতির সহিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন।

নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর লাইসেন্স্ ইন্স্পেক্টার্।

৺ প্রসন্নগোপাল পাল চৌধুরী।

নীলকমলের মধ্যম পুত্র প্রসন্নগোপাল পাল চৌধুরী স্বগ্রামে স্বাধীনভাবে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতের উৎসাহদাতা ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে প্রসন্নগোপাল পাল চৌধুরী প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।

প্রসন্নগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদারী কার্য্য পরিচালনা করেন। ইহাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান কুমুদচন্দ্র পাল চৌধুরী।

সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী।

প্রসন্নগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী বি-এ, ১৮৬৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তমবৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতার যত্নে ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিপালিত হন। প্রথমে গ্রাম্য বিস্তালয়ে ইহাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। তৎপরে ইনি কলিকাতার হিন্দু স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল্ এসেম্ব্লি কলেজে ভর্ত্তি হন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ খৃঃ কলিকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন জনৈক সলিসিটার্ মিষ্টার সেণ্ট্ কারুথার সাহেবের অধীনে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮৯৯ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর ইনি কলিকাতা হাই-কোর্টের একজন এটর্ণী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী। সতীশচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভ্য, বঙ্গীয় জমিদার সমিতির অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক, বেঙ্গল ন্যাসানেল্ চেম্বার্স অব্ কমার্সের সভ্য, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সভ্য, কলিকাতার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট্, শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট্ সোসাইটীর সম্পাদক, ইম্পিরিয়াল্ লিগের সভ্য, সাহিত্য পরিষদের সভ্য, সাহিত্য সভার সভ্য, তিলি-জাতি সম্মিলনীর সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ; এতদ্ভিন্ন নানা প্রকার সাধারণ কার্য্যের সহিত ইহাঁর সংস্রব আছে। ইনি রাজনীতি, সামাজিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি বহুবিধ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট। ইনি ভারত সম্রাটের শুভাগমনকালে রাজকীয় অভ্যর্থনা সম্মিলনীতে নিমন্ত্রিত হন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ও সম্মান দৃষ্ট হয়। ১৯১৪ খৃঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গের জনপ্রিয় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ইহাঁকে দর্শনদানে সম্মানিত করেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে রাণাঘাটের দে চৌধুরী বংশে ইহাঁর বিবাহ হয়; কিন্তু কোন সন্তানাদি হয় নাই।

৺ ব্রজেন্দ্রগোপাল পাল চৌধুরী।

নীলকমলের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রগোপাল পাল চৌধুরী দরিদ্রগণকে ঔষধ বিতরণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণকান্তের বসত বাটীতে তদ্বংশীয়গণ বাস করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রগোপালের চারি পুত্র—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত বিপ্রেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী।

৺ কাশীনাথ পাল চৌধুরী।

শম্ভূচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ পাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র জয়চন্দ্র পাল চৌধুরী। জয়চন্দ্রের পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র পাল চৌধুরী একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বহু দরিদ্রগণকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। এক সময়ে তিনি রাণাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কার্য্য করিয়া তথাকার উন্নতি সাধনে যথোচিত উত্তম উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৺ নিধিরাম পাল চৌধুরী।

সহস্ররামের কনিষ্ঠ পুত্র নিধিরাম পাল চৌধুরীর একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথ পাল চৌধুরী। তাঁহার দুই পুত্র—শ্যামচাঁদ ও রামচাঁদ পাল চৌধুরী; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র রামচাঁদও অপুত্রক থাকায় শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নবাববংশ।

৬ নবাব মীরজাফর।

১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন সুপ্রসিদ্ধ পলাশীর রণরঙ্গভূমে ইংরাজের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইলে তদানীন্তন দিল্লীশ্বর সম্রাট আলমগীরের অনুমতি না লইয়াই বঙ্গবিজয়ী রবার্ট ক্লাইব বাহাদুর, নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবাব তাহার পরিবর্ত্তে ইংরাজদিগকে পুরস্কারস্বরূপ কলিকাতার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই ভূখণ্ড চব্বিশ পরগণা নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎকালে চব্বিশ পরগণার পরিমাণ ফল ৮৮২ বর্গ মাইল এবং রাজস্ব দশলক্ষ টাকা ছিল। এই দশ লক্ষ টাকার মধ্যে কোম্পানী ২,২২,৯৮৫ টাকা রাজস্ব স্বরূপে নবাব সরকারে প্রদান করিতেন। অতঃপর ১৭৫৯ খৃঃ দিল্লীর সম্রাট আলমগীর চব্বিশ পরগণার মালিকান স্বত্ব ও ২,২২,৯৮৫ টাকা রাজস্বে জায়গীর স্বরূপে লর্ড ক্লাইবকে প্রদান করেন। নবাব মীরজাফর সুশাসক হইতে পারেন নাই। তিনি অতিশয় অহিফেনসেবী ছিলেন এবং বিলাসিতায় ও আমোদ উৎসবে তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত। এইরূপ অপব্যয় নিবন্ধন তাঁহার সৈন্যদিগকে বেতন দানে অক্ষম হইয়া বঙ্গদেশের ধনবান হিন্দু মহাজন-দিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের উদ্যোগ করেন; কিন্তু লর্ড ক্লাইব, নবাবের অন্তরায় হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চুঁচুঁড়াস্থিত ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর একটি খণ্ড যুদ্ধে নবাব ও ওলন্দাজেরা পরাভূত হন। রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে লর্ড ক্লাইবের পরবর্ত্তী ইংরাজ গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট্ সাহেব কৌন্সিলের

সদস্যগণের পরামর্শে ১৭৬১ খৃঃ নবাব মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন।

৮ নবাব মীরকাশীম।

১৭৬১ খৃঃ অক্টোবর মাসে মীরজাফরের প্রতিনিধিরূপে তদীয় জামাতা মীরকাশীমকে কলিকাতার তৎকালীন গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট্ সাহেব বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। মীরকাশীম প্রতিদানে কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলা প্রদান করেন। তৎকালে ইহার আয় বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছিল। মীরকাশীম ক্ষমতাপন্ন ও তেজস্বী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি মীরজাফরের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া শাসন ব্যাপারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত হয়। তথায় তিনি ইউরোপীয় সমর-পদ্ধতি অনুসারে এক প্রবল সৈন্যদল সুশিক্ষিত ও পরিচালিত করিতে লাগিলেন এবং ইংরাজদিগের সহিত বিবাদের অবসর প্রতীক্ষায় রহিলেন। এই সময়ে সকলেই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হন। অবশেষে উভয়পক্ষের অসদ্ভাব শত্রুতায় পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর নবাব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৭৬৩ খৃঃ নবাব মীরকাশীমের সৈন্যগণ রাজমহলের নিকটবর্ত্তী উদয়নালা ও ঘেরিয়া নামক স্থানদ্বয়ে পরাভূত হইলে নবাব অযোধ্যায় পলায়নপূর্ব্বক তথাকার সুবাদার সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। এই সময় দিল্লীশ্বর সাহ আলম্ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিবার আশায় বাঙ্গালা ও অযোধ্যার নবাবদিগের সহিত মিলিত হন। তদনন্তর সম্রাট সাহ আলম, নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তিনজনে মিলিত

হইয়া পাটনার ইংরাজ বণিকদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহারা প্রায় দুই মাসকাল ইতস্ততঃ অভিযান করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৬৪ খৃঃ ইংরাজ সেনাপতি মেজর মন্‌রো বক্‌সার নামক স্থানে সকলকেই যুদ্ধে পরাভূত করেন। অযোধ্যার সুবাদার স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন, দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যে ধনরত্ন ছিল নবাব তাহা আত্মসাৎ করিলে, সম্রাট যথাসর্ব্বস্ব হৃত হইয়া রোহিলখণ্ডে পলায়ন করেন। তৎপরে দিল্লীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নিতান্ত হীনাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন।

৺ নবাব মীরজাফর।

নবাব মীরকাশীম পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইলে ১৭৬৪ খৃঃ জুলাই মাসে কলিকাতাস্থিত কোম্পানীর মন্ত্রণা সভা পুনরায় মীরজাফরকে বঙ্গদেশের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। মুর্শিদাবাদ পুনরায় বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। মীরজাফর ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। তিনি কয়েক মাস মাত্র সুবাদারী করিয়া গলৎকুষ্ঠ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নবাব মীরজাফরের অন্যতম পত্নী মণি বেগমের দুই পুত্র—নিজামতদ্দৌলা ও সৈয়ফদ্দৌলা যথাক্রমে মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিরূঢ় হন। তৎপরে মীরজাফরের অপরা পত্নী বুব্বু বেগমের পুত্র মুবারকদ্দৌলা নবাব তক্তে আসীন হইয়াছিলেন।

৺ নবাব নীজামতদ্দৌলা।

নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী মণি বেগমের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজামতদ্দৌলা ১৭৬৫ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই

বৎসর কোম্পানী সম্রাটকে বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবকে ৫২ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। ১৭৬৫ খৃঃ ১২ই আগষ্ট ইংরাজেরা এই সনন্দ প্রাপ্ত হন। দেওয়ানী সনন্দে উড়িষ্যার উল্লেখ থাকিলেও উহার সপ্তত্রিংশত বৎসর পরে ইংরাজেরা প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত প্রদেশের অধিকারী হন। দেওয়ানী সনন্দের সময় কোম্পানী এবং নবাবের সহিত একটি সন্ধি হয়; তাহাতে নবাব ৫৩,৮৬,১৬১ টাকা বাৎসরিক নিজ ব্যয় এবং ২৩,০০০ টাকা মাসিক তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের জন্য প্রাপ্ত হইবেন স্থির হইয়াছিল। অতঃপর নবাব কোম্পানীর অধীনে উক্ত তিনটি প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহাকে কতকগুলি দেশীয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে রাজ্যশাসন ও রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করিতে হইত। ইংরাজেরা রাজ্যশাসন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না; কেবল রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য পোষণ করিতেন। মোগল সম্রাটদিগের সময়ে বঙ্গদেশের দেওয়ান কেবল রাজস্ব ও আয় ব্যয়ের কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু ইংরাজেরা রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ম্ম ব্যতীত দেশরক্ষার ভার এবং সৈন্য সংক্রান্ত কর্ম্ম আপনাদের অধীনে রাখিয়া, বিচার সংক্রান্ত কার্য্যের ভার নবাবের উপর ন্যস্ত করেন। ১৭৬৬ খৃঃ ৩রা মে নবাব নিজামতদ্দৌলা বসন্ত রোগে গতাসু হন।

৮ নবাব সৈয়ফদ্দৌলা।

তাহার পর নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুতপূর্ব্ব নবাব মীরজাফরের পত্নী মণি বেগমের কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়ফদ্দৌলা ষোড়ষবর্ষ মাত্র বয়ঃক্রমকালে ১৭৬৬ খৃঃ ১৯শে মে কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব

রাজ্য শাসনে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে ৪১,৮৬,১৩১ টাকা বাৎসারিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে নবাবের পক্ষ হইতে সহকারী রূপে জনৈক কর্ম্মচারী শাসন কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। মুর্শিদাবাদ সহরে যে চক মসজিদ আছে, তাহা ১৭৬৭ খৃঃ মণি বেগম প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৭০খৃঃ ১০ই মার্চ্চ নবাব নাজিম সৈয়ফদ্দৌলা বসন্তরোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

৵ নবাব মুবারকদ্দৌল্লা।

নবাবের মৃত্যুর পর মীরজাফরের অপরা পত্নী বব্বু বেগমের পুত্র মুবারকদ্দৌলা ১৭৭০খৃঃ মুর্শিদাবাদের নবাব সিংহাসন লাভ করেন। তিনি নবাব মীরজাফরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার সময়ে টঙ্কশালা মুর্শিদাবাদ হইতে উঠিয়া কলিকাতায় স্থাপিত হয়। তদবধি মুর্শিদাবাদে রাজকীয় ব্যাপার লোপ হইয়াছে। তিনি ৩১,৮১,৯৯১ টাকা বাৎসরিক নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১৭৯৩ খৃঃ ৬ই সেপ্টেম্বর নবাব মুবারকদ্দৌল্লা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৵ নবাব বাবরজঙ্গ।

নবাব মুবারকের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বাবরজঙ্গ নাজির উল-মুলুক পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি দীলদারজঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। এই সময় হইতে নবাবের কোন ক্ষমতা রহিল না। মুর্শিদাবাদের নবাব ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক যোল লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তিভোগ করিতেন। ১৮১০ খৃঃ ২৮শে এপ্রেল নবাব বাবরজঙ্গ পরলোকগত হইয়াছেন।

৺ নবাব জয়নুদ্দীন আলী খাঁ।

নবাব বাবরজঙ্গের মৃত্যুর পর, বঙ্গের নবাবী লইয়া গৃহ বিবাদ উপস্থিত হয়। মীরজাফরের পত্নী তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে দেওয়ানী দিবার জন্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু বাবরজঙ্গের পুত্র থাকায় তাহা অগ্রাহ্য হয়। অতঃপর নবাব বাবরজঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নুদ্দীন আলী খাঁ কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি কোম্পানীর নিকট বৃত্তিমাত্র প্রাপ্ত হইতেন, শাসনকার্য্যে নবাবের কোন ক্ষমতা ছিল না। ১৮২১ খৃঃ ৬ই আগষ্ট নবাব জয়নুদ্দীন আলী খাঁ লোকান্তর গমন করেন।

৺ নবাব ওয়ালাজা।

নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় তদীয় ভ্রাতা ওয়ালাজা বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর মাত্র নবাবী করিয়া ১৮২৪ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর পরলোক গত হন।

৺ নবাব হুমায়ুনজা।

তৎপরে নবাবের পুত্র হুমায়ুনজা বঙ্গের দেওয়ান পদে নিয়োজিত হন। তাঁহার সময়ে বর্ত্তমান "হাজার দুয়ারী" নামক সুরম্য প্রাসাদ ষোড়শ লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮২৯ খৃঃ ৯ই আগষ্ট নির্ম্মাণারম্ভ এবং ১৮৩৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কার্য্য সমাধা হয়। কথিত আছে যে, এই প্রাসাদে এক সহস্র দরজা ও জানালা আছে; সেই জন্য ইহাকে হাজার দুয়ারী বলিয়া থাকে। ১৮৩৮ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর নবাব হুমায়ুনজা কলেবর পরিত্যাগ করেন।

৺ নবাব মনস্থর আলী খাঁ।

নবাব সৈয়দ মনস্থর আলী খাঁ বাহাদুর ১৮৩০ খৃঃ অক্টোবর মাসে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খৃঃ পিতৃ-বিয়োগের পর তদীয় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। শৈশবকালে জেনারেল সাউয়ার্শ তাঁহার গৃহ-শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। তাঁহার নাবালক সময়ে নিজামতের সকল কার্য্য বড় লাটের একজন প্রতিনিধি পরিচালনা করিতেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নবাবী পদ প্রাপ্তির পর ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড আকল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন। ১৮৫৩ খৃঃ রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বাহাদুর তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হন; কিন্তু নবাবের সহিত মতান্তর হওয়ায় ১৮৬১ খৃঃ তিনি নিজামতের কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৪ খৃঃ নিজামত স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যয়নে অনুরাগ থাকায় তিনি নিজামত লাইব্রেরীতে অনেকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় তিনি গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তৎকালে নবাবের উপাধি ছিল "হিজ হাইনেস্ দি নবাব নাজিম অব্ বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা" এবং ২১টী তোপ সম্মান ছিল। তখন তিনি ১২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের সময়ে ১২ লক্ষ টাকা হইতে নবাবের ৭ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া উপাধি হইতে "বিহার ও উড়িষ্যা" দুইটী শব্দ অন্তর্হিত হয়; অধিকন্তু কয়েকটী তোপ সম্মানও কমিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃঃ নবাব, বিলাতের গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বৃত্তি সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তৎকালে

ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নবাব বাহাদুরকে রাজসম্মানে বাকিংহাম্ প্রাসাদে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি ইমাম্‌বাড়ী, অশ্বশালা, নূতন প্রাসাদ, দাতব্য ঔষধালয় ও হাঁসপাতাল প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান ও সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইংরাজী ভাষায় অধিকার ছিল এবং অনর্গল কহিতে পারিতেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। নবাব বাহাদুর শীকার প্রিয় এবং অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন। সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন। কাহারও প্রতি কোন কঠিন ব্যবহার কিম্বা কর্কশভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তিনি বিলাত হইতে একটী ইংরাজ রমণীকে বিবাহ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন এবং তাহার কিছুকাল পরেই বিয়োগ ঘটিয়াছিল। ১৮৮০ খৃঃ ১লা নবেম্বর তিনি বাঙ্গলার নবাবী পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৮২ খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশ মর্য্যাদানুসারে নবাব বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খৃঃ ৫ই নবেম্বর নবাব সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ বাহাদুর পক্ষাঘাত রোগে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে মহাপ্রস্থান করেন। ১৮৯০ খৃঃ তাঁহার মৃতদেহ কারবেলায় লইয়া গিয়া সমাধি করা হইয়াছিল। তাঁহার ১৫টী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

---

৮ নবাব হুসেন আলী মীর্জ্জা খাঁ।

নবাব বাহাদুরের বিয়োগান্তে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হুসেন আলী মীর্জ্জা খাঁ বাহাদুর উত্তরাধিকারী হন। তিনি ১৮৪৬ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খৃঃ জনৈক ইংরাজ গৃহ শিক্ষকের নিকট বিদ্যারম্ভ হয়। উক্ত বৎসর নবাব বাহাদুর তাঁহার অপর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তৎকালীন যুবরাজ

স্বর্গীয় ভারতসম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় একটি সভা করিয়া সকলের সহিত তাঁহাদিগের পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা ইউরোপের প্যারিস্, বোলগ্না, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স্, রোম, নেপল্‌স প্রভৃতি নানা জনপদ পরিদর্শন করিয়া ১৮৬৬ খৃঃ মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় উপনীত হন। ১৮৬৯ খৃঃ নবাব বাহাদুর দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পিতৃদেব নবাবী পদ পরিত্যাগ করিলে ১৮৮২ খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি নবাবী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদ্বারা নবাব বাহাদুর বংশগত সম্মান এবং নির্দ্ধারিত বৃত্তি ও কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলী, বীরভূম, ঢাকা, মালদহ, পুর্ণিয়া, রংপুর, রাজসাহী, পাটনা এবং সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতির বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৮৭ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতেশ্বরী স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "সুবর্ণ জুবিলী" মহোৎসব উপলক্ষে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নবাব বাহাদুরকে "কে-সি-আই-ই" উপাধি প্রদান করেন। উক্ত বৎসর মে মাসে নবাব বাহাদুর "মহবৎ জঙ্গ" খেলাৎ প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে তিনি "জি-সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে বিভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ নবাব বাহাদুর এবং ভারত সচিবের মধ্যে এক সর্ত্ত হয়; তদ্বারা নবাবের পিতৃদেবের সর্ত্তসমূহ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তিনি একজন পরোপকারী ও দাতা পুরুষ ছিলেন। মুসলমানদিগের নানারূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে প্রীতি ও স্নেহ করিতেন। নবাব বাহাদুর স্বয়ং রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। ব্রিটীশ রাজের নিকট তিনি প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ নবাব স্যার সৈয়দ হুসেন আলী মীর্জ্জা খাঁ বাহাদুর পক্ষাঘাত রোগে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবাব বাহাদুর মৃত্যুকালে সৈয়দ ওয়াসিফ্ আলী মীর্জ্জা, সৈয়দ নাসির আলী মীর্জ্জা, সৈয়দ আসিফ্

আলী মীর্জ্জা, সৈয়দ টাকুবালী মীর্জ্জা ও সৈয়দ মসিনালী মীর্জ্জা নামে পাঁচটী পুত্র সন্তান রাখিয়া যান। ১৯১২ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী নবাব বাহাদুরের পত্নী কুলসুম-উন্নিসা বেগম মহোদয়া চৌষট্টি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই পুণ্যশীলা মুসলমান মহিলা পরম দয়াবতী ছিলেন। তাঁহার দানে বহু দরিদ্র উপকৃত হইয়াছে।

নবাব ওয়াসিফ্ আলী মীর্জ্জা খাঁ।

নবাব বাহাদুর লোকান্তরিত হইলে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিফ্ কাদের সৈয়দ ওয়াসিফ্ আলী মীর্জ্জা খাঁ বাহাদুর বংশমর্য্যাদানুসারে উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ১৮৭৫ খৃঃ ৭ই জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার ডভ্‌টন্ কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎপরে বিলাত গমনপূর্ব্বক তথায় সেল্‌বর্ণ, রাগ্বি ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বিলাতে অধ্যয়ন কালে ইনি ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়রলণ্ড, ওয়েল্‌স্, প্রভৃতি জনপদ পরিভ্রমণ করেন এবং ফ্রান্স্, স্পেন, জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, ইজিপ্ট্ প্রভৃতি অন্যান্য বহুস্থান পরিদর্শন করেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় সুন্দর কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। ইনি ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট্ এবং পোলো ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী। ইনি একজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং শিকারী। নবাব বাহাদুর নিজামতের অনেক শাসন কার্য্যে পিতৃদেবের সহায়তা এবং বিশাল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। ইনি মুর্শিদাবাদের বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন। নবাব বাহাদুর কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০১ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় বঙ্গেশ্বর স্যার জন্ উড্‌বরণ্ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯০২ খৃঃ

স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয়ের অভিষেক উৎসব সময় ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর তৎকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা করেন; কিন্তু সম্রাট্ মহোদয়ের অসুস্থতা বশতঃ তৎকালে অভিষেক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং নবাব বাহাদুরেরও শরীর অসুস্থ হওয়ায় অভিষেক উৎসব না দেখিয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন। ১৯১০ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি "কে-সি-এস্-আই" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। নবাব বাহাদুর কলিকাতা রিপণ কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে তিন সহস্র টাকা এবং স্বর্গীয় ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে নবাব বাহাদুর পাঁচ সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাট-ভবনে রজনীতে সম্রাট্ ও সম্রাট্-মহিষীর এক সভা হইয়াছিল; সেই রাজদরবারে মাননীয় নবাব বাহাদুর "কে-সি-ভি-ও" অর্থাৎ নাইট্ কমাণ্ডার্ অব দি রয়াল্ ভিক্টোরিয়ান্ অডার্ উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎকালে ইনি সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়া সমাগত ব্যক্তিবর্গকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। নবাব বাহাদুর দেশবাসীর উন্নতিসাধনে বৃটীশরাজের সহায়তা করিয়া এবং নানা কার্য্যে স্বাধীনভাবে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া নিজ গৌ[illegible]ও লোক-প্রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

জগৎশেঠ বংশ।

অনেকের বিশ্বাস "জগৎশেঠ" কোন একজন ব্যক্তির নাম; কিন্তু ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে—ইহা রাজদত্ত একটি উপাধি। শ্রেষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ শেঠ বৈশ্যদিগের উপাধিমাত্র। শেঠবংশীয়দিগের আদি নিবাস রাজপুতনার মধ্যস্থ যোধপুরের অন্তর্গত নাগর গ্রাম। রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। শেঠগণ পূর্ব্বে শ্বেতম্বরীয় জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সমুদয় রাজনীতিক ব্যাপারে মূল ছিলেন। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদিগের সহিত তাঁহাদেরই সংস্রব ছিল, বাণিজ্য বিষয়ে তাঁহারা তত্ত্বাবধান করিতেন, রাজ্যের মুদ্রা তাঁহাদের মতানুসারে মুদ্রিত হইত; এতদ্ভিন্ন শাসনকার্য্য তাঁহাদের পরামর্শে নির্ব্বাহিত হইত। শেঠদিগের ক্ষমতা ও অর্থের তুলনা ছিল না। ভারতের নানা স্থানে তাঁহাদের গদী সংস্থাপিত থাকায়, বাদশাহ, নবাব, মহারাজা, রাজা, জমিদার, মহাজন ও বণিকগণ সেই গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। তৎকালে হিন্দুস্থান অথবা দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের ন্যায় অর্থশালী মহাজন দৃষ্ট হইত না।

৺ হীরানন্দ সাহ।

১৬৫৩ খৃঃ মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ জগৎশেঠ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হীরানন্দ সাহ নামে জনৈক পূর্ব্বপুরুষ নাগর গ্রাম হইতে ভাগ্য পরীক্ষার্থে পাটনা নগরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে পাটনায় ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির

কুঠি ছিল। কথিত আছে, হীরানন্দ এক দিবস সন্ধ্যাকালে নগরের বহির্ভাগে কোন বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহসা একটি আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটি ভগ্ন অট্টালিকার প্রকোষ্ঠে জনৈক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছিল। বৃদ্ধের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হীরানন্দ তাহার যথাসাধ্য সেবা করেন; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ মধ্যে বৃদ্ধ যম যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। হীরানন্দের সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া সেই বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বে গৃহের একটি কোণে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া যায়। অতঃপর হীরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রচুর ধনলাভ করেন। এইরূপে তিনি বিপুল বিত্তের অধীশ্বর হইয়া আপনার সাত পুত্রকে ভারতের সাতটি স্থানে মহাজনের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৺ জগৎশেঠ মাণিকচাঁদ।

হীরানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া গদী সংস্থাপন করেন। ঢাকা তখন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন। রাজস্ব সম্বন্ধে নবাবের হস্তে সমুদয় ভার অর্পিত হওয়ায়, অর্থের প্রয়োজনবশতঃ মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ঘটিয়াছিল। ১৭০৪খৃঃ মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া বঙ্গদেশের রাজধানী স্থাপন করিলে, রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কর্ম্মচারী এবং মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়াছিলেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে আসিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। মুর্শিদাবাদে নূতন টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে, মাণিকচাঁদ তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। শেঠদিগের বাসভবনের সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অদ্যাপি সেই টঙ্কশালার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তৎকালে জমিদারগণ তাঁহার নিকট

স্ব স্ব রাজস্ব প্রদান করিতেন। তদ্ব্যতীত দিল্লীর রাজসরকারে প্রতি বৎসর যে দেড় কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইত, তাহাও মাণিক-চাঁদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইত। ১৭১৫ খৃঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, দিল্লীশ্বর ফেরক সাহকে অনুরোধ করিয়া মাণিকচাঁদকে প্রথম "জগৎ শেঠ" উপাধি প্রদান করেন। ১৭২২ খৃঃ জগৎশেঠ মাণিকচাঁদ পরলোক গমন করেন। ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দয়াবাগে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ বহু দিবস পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে ভাগীরথী তাহাকে নিজ গর্ভে স্থান দান করিয়াছেন। মাণিকচাঁদ অপুত্রক থাকায় আপনার কনিষ্ঠ ভগ্নী ধনবাইয়ের পুত্র ফতেচাঁদকে পোষাপুত্র ও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

---

৮ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ।

মাণিকচাঁদের মৃত্যুরপর তদীয় পোষাপুত্র ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী হন। ১৭১৪ খৃঃ তিনি সম্রাট মহম্মদ সাহের নিকট হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭২৫ খৃঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার সুবাদারী পদ লাভ করেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ তাঁহার অন্যতম প্রধান অমাত্য ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। দিল্লীর মোগল দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি ছিল। ১৭৩৯ খৃঃ নবাবের পুত্র সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ হওয়ায় জগৎ-শেঠের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। অতঃপর ১৭৪০ খৃঃ নবাবের প্রধান মন্ত্রী হাজী আহম্মদ ও রায় রাইয়ান্ আলম চাঁদের সহিত জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মিলিত হইয়া সুবাদার সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত

করিয়া আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁকে বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ, জগৎশেঠকে বিশেষরূপে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৭৪২ খৃঃ নাগপুরের মহারাষ্ট্র রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণপূর্ব্বক জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা ও অন্যান্য বহুমূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ১৭৪৪ খৃঃ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ পিতার জীবদ্দশাতে কালগ্রাসে পতিত হইলে, জ্যেষ্ঠ আনন্দ-চাঁদের পুত্র মহাতাবচাঁদ এবং কনিষ্ঠ দয়াচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

---

৮ জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ।

ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রদ্বয় উত্তরাধিকারী হন। ১৭৪৪ খৃঃ সম্রাট্ মহম্মদ সাহের নিকট হইতে মহাতাবচাঁদ "জগৎ শেঠ" এবং স্বরূপচাঁদ "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে শেঠদিগের উন্নতি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। রাজ্যের মুদ্রা জগৎশেঠের মতানুসারে মুদ্রিত হইত। তৎকালে তাঁহার অর্থের তুলনা ছিল না। ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণ তাঁহার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইতেন। ১৭৪৯ খৃঃ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, ইংরাজদিগের কাশীম-বাজারের কুঠি আক্রমণ করিলে, ইংরাজেরা জগৎশেঠের নিকট হইতে দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লইয়া নবাবকে প্রদান পূর্ব্বক অব্যাহতি লাভ করেন। এই সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরাজদিগের মিত্রতা আরম্ভ হয়। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদই ইংরাজদিগের ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হইলে,

তাঁহার দৌহিত্র তরুণ বয়স্ক সিরাজদ্দৌলা বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার কিছু দিবস পরে পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। সেই সময় সিরাজদ্দৌলা জগৎশেঠকে তিন কোটি মুদ্রা প্রদানের আদেশ করেন। জগৎশেঠ তাহাতে প্রতিবাদ করিলে, নবাব সিরাজদ্দৌলা তাঁহার গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়াছিলেন। এইরূপে অবমানিত হইয়া জগৎশেঠ, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। অতঃপর নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার যে ষড়যন্ত্র হয়, লক্ষ্মীশ্বর মহাতাবচাঁদ তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে, পলাশীর রণক্ষেত্রে ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্য ইংরাজ হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ১৭৬০ খৃঃ ইংরাজের সহিত নবাব মীরকাশীমের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই সময় জগৎশেঠ ইংরাজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলে, তাহা জানিতে পারিয়া নবাব মীরকাশীম, জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহারাজ স্বরূপচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরের হীরাঝিলের প্রাসাদে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তৎপরে ১৭৬৩ খৃঃ নবাব মীরকাশীম কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালে জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকে অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়; মহারাজ স্বরূপচাঁদও তৎসঙ্গে তনুত্যাগ করেন। জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের চারি পুত্র—খোসালচাঁদ, গুমরচাঁদ, গোলাপচাঁদ ও শুকলচাঁদ।

মহারাজ স্বরূপচাঁদের তিন পুত্র—উদয়চাঁদ, অভয়চাঁদ ও মিহিরচাঁদ। জ্যেষ্ঠ উদয়চাঁদের পুত্র কিরাৎচাঁদ। মধ্যম অভয়চাঁদের পুত্র ধনখলচাঁদ; তৎপুত্র গুলালচাঁদ। কনিষ্ঠ মিহিরচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন।

৮ জগৎশেঠ খোসালচাঁদ।

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র খোসালচাঁদ ও উদয়চাঁদ তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হন। ১৭৬৬ খৃঃ সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে খোসালচাঁদ "জগৎশেঠ" এবং উদয়চাঁদ "মহারাজা" উপাধি লাভ করেন। তাঁহারা মহাতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের ন্যায় একসঙ্গে কারবার চালাইতেন; কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহাদের ব্যবসায় মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৬৫ খৃঃ ১২ই আগষ্ট দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তিন প্রদেশের দেওয়ানী গ্রহণ পূর্ব্বক দেশের ভাগ্যবিধাতা স্বরূপ হইলেন। অতঃপর লর্ড ক্লাইব বাহাদুর, জগৎশেঠ খোসালচাঁদকে কোম্পানীর "সফর" পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে শেঠদিগের দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। খোসালচাঁদ অত্যন্ত অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ অর্থ সদ্ব্যয় হইত। তিনি তাঁহার পত্নীর ধর্ম্মার্থে ১০৮টী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। জগৎশেঠদিগের ভবনের সন্নিকট একটি সুন্দর উদ্যান আছে, ইহা খোসালচাঁদের নির্ম্মিত বলিয়া খোসালবাগ নামে পরিচিত। তিনি পরেশনাথ পর্ব্বতে অনেকগুলি জৈন মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার মন্দির ও গুমটী অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সেই সকল মন্দির এক্ষণে মুর্শিদাবাদের জৈন বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। তিনি অপুত্রক হওয়ায় তদীয় মধ্যম ভ্রাতা গুমরচাঁদের পুত্র হরকচাঁদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৮২ খৃঃ জগৎশেঠ খোসালচাঁদ ৩৯ বৎসর বয়সে সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এইরূপ প্রবাদ আছে, খোসালচাঁদের সমস্ত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল এবং সহসা তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তিনি উহা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ দুরবস্থাপন্ন হন।

৺ জগৎশেঠ হরকচাঁদ।

খোসালচাঁদের মৃত্যুরপর তদীয় পোষ্যপুত্র হরকচাঁদ বিষয় সম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৮২ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্, দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের অনুমতি না লইয়া হরকচাঁদকে "জগৎশেঠ" উপাধি ও খেলাত প্রদান করেন। এই সময় হইতে কোম্পানী স্বয়ং উপাধি দানের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব-পুরুষগণের জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদবধি জগৎশেঠ বংশীয়গণ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। তিনি স্বীয় বাসভবনের সংলগ্ন একটি ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ৺ গোবিন্দদেব জীউ নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও জগৎশেঠ বংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তথাপি তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে জৈনদিগের ন্যায় রহিয়াছে; অধিকন্তু জৈনদিগের সহিত তাঁহাদের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। জগৎশেঠ বংশীয়গণ অদ্যাপি জৈন সমাজের অধিপতি এবং সাধারণ জৈনগণ তাঁহাদের সহিত আদান-প্রদানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ১৭৮৮ খৃঃ জগৎশেঠ হরকচাঁদ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ইন্দ্রচাঁদ ও বিষণচাঁদ নামে দুইটী পুত্র সন্তান রাখিয়া যান।

৺ জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদ।

হরকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ইন্দ্রচাঁদ ও বিষণচাঁদ পিতৃ-সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৮৮ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুরের নিকট হইতে ইন্দ্রচাঁদ "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর আর কাহাকেও জগৎশেঠ উপাধি দেওয়া হয় নাই।

ইন্দ্রচাঁদের পর জগৎশেঠদিগের গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ চাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ এবং কনিষ্ঠ বিষণচাঁদের পুত্র কিষণচাঁদ।

৺ গোবিন্দচাঁদ শেঠ।

ইন্দ্রচাঁদের দেহান্তে তাঁহার পুত্র গোবিন্দচাঁদ শেঠদিগের গদী প্রাপ্ত হন। তিনি অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি অপব্যয়ে অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ক্রমে আপনাদিগের বহুকালের রক্ষিত রত্নালঙ্কারাদি বিক্রয় আরম্ভ করেন। তাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহ কঠিন হওয়ায় বৃত্তির জন্য ব্রিটীশরাজের শরণাগত হন। অবশেষে ১৮৪৩ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট হইতে গোবিন্দচাঁদ জীবনাবধি মাসিক দ্বাদশ শত টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি অপুত্রক হওয়ায় গোপালচাঁদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। গোপালচাঁদের বিবাহের সময় নিজামত তহবিল হইতে গোবিন্দচাঁদকে পাঁচ সহস্র টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে গোবিন্দচাঁদ স্বীয় পত্নী প্রাণকুমারী ও দত্তক পুত্র গোপালচাঁদকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

৺ গোপালচাঁদ শেঠ।

গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর, গোপালচাঁদ ও কিষণচাঁদ এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন যে, গোবিন্দচাঁদের দ্বাদশ শত টাকা বৃত্তির মধ্যে গোপালচাঁদকে সাত শত ও কিষণচাঁদকে পাঁচ শত টাকা দেওয়া হউক; গবর্ণমেণ্ট সেই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া কিষণচাঁদকে জীবনাবধি আট শত টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া গোবিন্দচাঁদের বিধবা পত্নী ও অন্যান্য পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য আদেশ প্রদান করেন।

তৎপরে গোপালচাঁদ পুনরায় আবেদন করিলে, তাঁহাকে কিষণচাঁদের আট শত টাকা হইতে তিন শত টাকা দিবার আদেশ হয়; কিন্তু তিনি উক্ত অল্প পরিমাণ বৃত্তি লইতে অস্বীকার করেন। গোপালচাঁদ বার্দ্ধক্য দশায় অত্যন্ত অর্থকষ্টে পতিত হইয়া ইহজীবনের লীলা সমাপন করেন।

৮ গোলাপচাঁদ শেঠ।

তদনন্তর কিষণচাঁদের মৃত্যু হইলে, গোবিন্দচাঁদের বিধবা পত্নী প্রাণকুমারী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিন শত টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। গোপালচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় গোলাপচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্রাণকুমারীর পরলোকান্তে গোলাপচাঁদ গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজের বৃত্তির জন্য আবেদন করেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার বাসভবন নির্ম্মাণের জন্য কেবল পাঁচ সহস্র টাকা প্রদান করেন। গোলাপচাঁদ অতি দীনভাবে জীবনযাপন করিয়া ১৯১৩ খৃঃ জীবনলীলার অবসান করিয়াছেন।

যে জগৎশেঠদিগের নাম ও গৌরব এক সময়ে সমগ্র জগতে বিঘোষিত হইয়াছিল, যে জগৎশেঠগণ হীনাবস্থা হইতে গৌরব ও সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হন, যে জগৎশেঠগণ বাঙ্গালায় অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্যের পরামর্শদাতা ছিলেন; এক্ষণে সেই জগৎশেঠের নাম ইতিহাসগত। অধুনা জগৎশেঠের বংশধরগণ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে দিনযাপন করিতেছেন। ইহাঁদিগের সুবিস্তৃত বিশাল ভবনের অধিকাংশ ভগ্নস্তূপে পরিণত ও ভাগীরথী গর্ভস্থ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক বিস্তৃত সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে থাকিয়া জগৎশেঠদিগের বংশধরগণ কালের বিস্ময়কারী লীলা সন্দর্শন করিতেছেন।

কাশীমবাজার রাজবংশ।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণের বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রিপী বা সিজনা নামক গ্রামে বাস ছিল। এই বংশোদ্ভূত কালীপদ নন্দী তথা হইতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রথমে কাশীমবাজারে আগমন করেন। তৎপরে কাশীমবাজারের সন্নিকট শ্রীপুর নামক স্থানে বসতি করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কাশীমবাজার রাজবাটী সেই শ্রীপুর নামক স্থানে অবস্থিত। ইহাঁরা জাতিতে তিলি।

৺ রাধাকৃষ্ণ নন্দী।

কালীপদ নন্দীর পুত্র রাধাকৃষ্ণ নন্দী রেশম ও সুপারির ব্যবসায় করিতেন। তিনি ধনশালী ব্যবসায়ী না হইলেও কখন কোনরূপ কষ্ট-ভোগ করেন নাই। কাহারও মতে রাধাকৃষ্ণের পিতা সীতারাম নন্দী, এবং কাহারও মতে পিতামহ অর্থাৎ সীতারামের পিতা কালীপদ নন্দী প্রথমে কাশীমবাজারে আগমন করেন। রাধাকৃষ্ণ ভাল ঘুড়ি উড়াইতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে খলিফা বলিতেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুড়ুম্ব গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত নন্দী "কান্তবাবু" বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন।

৺ কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কান্তবাবু)।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তবাবু ১৭২৭ খৃঃ কাশীমবাজার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই কান্তবাবু কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি বাল্যকালে বাঙ্গালা, পারসী এবং সামান্যরূপ ইংরাজীভাষা শিক্ষা করেন। জনশ্রুতি আছে যে, কান্তবাবু দুই হাজার ইংরাজী শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা হিসাবপত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। কাশীমবাজারে তাঁহার একটি সামান্য মুদির দোকান ছিল; তজ্জন্য তিনি "কান্তমুদি" নামে অভিহিত হইতেন। অতঃপর তিনি কাশীমবাজারে ইংরাজ কুঠিতে একজন মুহুরী পদে নিযুক্ত হন। রেশমের ব্যবসায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। সেই সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন নিম্নতর কর্ম্মচারী ছিলেন। হেষ্টিংসের সহিত কান্তবাবুর পরিচয় হয়: ১৭৫০ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশীমবাজারের রেশমের কুঠির রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারিতেন না। হেষ্টিংস্ যখন রেসিডেণ্ট্ নিযুক্ত হন, তখন কর্ম্মচারীগণ নিজে ব্যবসায় চালাইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। হেষ্টিংস্ সাহেব কান্তবাবুকে ভাল বাসিতেন। তিনি কান্তবাবুর নামে ও বে-নামে ব্যবসায় চালাইতেন এবং জমিদারী, ফারম্ প্রভৃতি ইজারা লইয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতায় অন্ধকূপ হত্যার অভিনয় হয়; সেই সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কাশীমবাজারের কুঠির রেসিডেণ্ট ছিলেন। নবাব ইংরাজ জাতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশীমবাজারের কুঠি লুণ্ঠন করিয়া হেষ্টিংস্ প্রভৃতি কয়েকজন ইংরাজকে বন্দী করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ কোন প্রকারে পলাইয়া গিয়া কান্তমুদির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কান্তমুদি তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস্ সাহেব কান্তমুদিকে এক নিদর্শন পত্র দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৭৭৪ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি পূর্ব্বকার্য্যের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কান্তবাবুকে নিজের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি

চতুর্দ্দশ বৎসরকাল কার্য্য করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই সময় গাজিপুর ও রংপুর জেলায় অনেকগুলি জমিদারী ও লবণের ফারম্ ইজারা প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংস্ সাহেবের অনুগ্রহে কান্তবাবু কোম্পানীর নিকট গাজিপুর ও আজীমগড় জেলার অন্তর্গত কয়েকটি পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কান্তবাবুকে জমিদারী, ফারম্ প্রভৃতি দিবার জন্য হেষ্টিংস্‌কে অনেক অসদুপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার জন্য হেষ্টিংস্ এ দেশের অনেক জমিদারের উপর অত্যাচার করিতে ক্রটী করেন নাই। হেষ্টিংস্ সাহেব নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানীর বাহারবন্দ জমিদারী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন। বাহারবন্দ রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি বিস্তৃত ও আয়কর জমিদারী। এই বাহারবন্দ অদ্যাপি কাশীমবাজার রাজবংশের অধীন আছে। তাঁহার অনুগ্রহে বাহারবন্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কান্তবাবুকে আর অধিক রাজস্ব দিতে হয় নাই। হেষ্টিংসের আদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাহাই নির্দ্ধারিত থাকে। অদ্যাপি কাশীমবাজার রাজবংশ সেই অনুগ্রহ লাভ করিতেছেন। বাহারবন্দ ব্যতীত হেষ্টিংস্ সাহেব কান্তবাবুকে আরও অনেক জমিদারী এবং লবণের ফারম্ ইজারা করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথের নামে জমিদারী গৃহীত হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃঃ হেষ্টিংস্ সাহেব কাশীর রাজা চৈৎসিংহকে আক্রমণ করেন। কান্তবাবু অত্যাচার নিবারণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সময় কান্তবাবু রাজমাতার নিকট হইতে অনেকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কান্তবাবু কাশীর লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত রাজভবন হইতে ৶ লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ রামচন্দ্রী মোহর, একমুখ রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ ও একটি প্রস্তরের দালান লুণ্ঠনের অংশস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কান্তবাবু

হেষ্টিংসের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি যখন যে স্থানে গমন করিতেন, কান্তবাবুকে সঙ্গে লইতেন। ক্রমে তিনি হেষ্টিংসের কৃপায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। বাঙ্গালা, বিহার এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহার জমিদারী বিস্তৃত হয়। কান্তবাবু কাশীমবাজার রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন এবং প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি রাখিয়া যান। তিনি হেষ্টিংসের নিকট হইতে একটি সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর বিচারালয়সমূহে জাতিঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, কান্তবাবুর উপর তাহার বিচারভার অর্পিত হইত; কিন্তু ব্রাহ্মণকুলতিলক মহারাজ নন্দকুমার রায়ের প্রাণদণ্ডের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে রাজা উপাধি দিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু কান্তবাবু স্বয়ং উপাধি না লইয়া, তদীয় পুত্র লোকনাথকে উপাধি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে ১৭৮৮ খৃঃ কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথ নন্দী হেষ্টিংস্ সাহেব কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ ২৯শে ডিসেম্বর কমলার বরপুত্র কৃষ্ণকান্ত নন্দী জাহ্নবী তীরে জীবন বিসর্জ্জন করেন। লোকনাথ মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সেরূপ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আর হয় নাই। পরে মাতৃশ্রাদ্ধে রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর দ্বাদশ লক্ষ টাকা এবং দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

৮ লোকনাথ নন্দী।

অতঃপর রাজা লোকনাথ নন্দী কান্তবাবুর মৃত্যুর পর পিতৃদেবের অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তারিকারী হন। পিতার জীবিতাবস্থায় লোকনাথ ১৭৮৮ খৃঃ হেষ্টিংস্ সাহেব কর্ত্তৃক রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কান্তবাবুর জীবিতকালে রাজা লোকনাথ জমিদারী কার্য্যে বিশেষ

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফলে জমিদারী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি জমিদারী ক্রয় করিয়া বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। একাদশ বৎসরকাল রাজ্যভোগ করিয়া ১৮০৪ খৃঃ রাজা লোকনাথ নন্দী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে এক বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র কুমার হরিনাথকে রাখিয়া যান।

৺ হরিনাথ নন্দী।

রাজা লোকনাথের মৃত্যুরপর তদীয় পুত্র হরিনাথ নন্দী পৈতৃক রাজ্যের অধিকারী হন। তিনি নাবালক থাকায় তাঁহার বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। হরিনাথ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াও রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃঃ কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহার সাহায্যকল্পে কুমার হরিনাথ পঞ্চদশ সহস্র টাকা দান করেন। ১৮২৫ খৃঃ কুমার হরিনাথ নন্দী প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে উক্ত বৎসর ২৬শে ফেব্রুয়ারি লর্ড আম্হার্ষ্ট বাহাদুর তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। তিনি উদারমনা ও বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। হিন্দুকলেজে দান ব্যতীত রাজা হরিনাথ অনেক সৎকার্য্যেও দান করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনভাণ্ডার স্বদেশবাসী দীন-দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনে সর্ব্বদা উন্মুক্ত ছিল। পুষ্করিণী ও কূপ খনন এবং অন্নসত্র খুলিয়া আর্ত্ত প্রজাকুলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হন। দেশের লোককে বলিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ব্যায়ামকারীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। ১৮৩৬ খৃঃ ১৮ই অগ্রহায়ণ রাজা হরিনাথ নন্দী বাহাদুর পার্থিব বিষয় সম্পত্তি, পত্নী রাণী হরসুন্দরী, পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ ও কন্যা গোবিন্দসুন্দরীকে রাখিয়া পরমপথে প্রয়াণ করেন।

৮ কৃষ্ণনাথ নন্দী।

রাজা হরিনাথের যখন লোকান্তর হয়, কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দী তথন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন; তজ্জন্য বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হইয়াছিল। কৃষ্ণনাথের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয় নাই। তিনি ওয়ার্ডসের অধীনে থাকিয়া ইংরাজী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সদ্ব্যয়ে ও অপব্যয়ে তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হন। ১৮৩৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে স্বর্ণময়ীর সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃঃ কুমার কৃষ্ণনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ লর্ড আক্ল্যাণ্ড বাহাদুর কৃষ্ণনাথকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি রীতিমত সুশিক্ষিত, দেশহিতৈষী এবং বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি তদীয় শিক্ষক কলিকাতা-ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয়কে এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই লক্ষ টাকাই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির সোপান। কলিকাতায় মহামতি ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনকল্পে রাজা বাহাদুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দিয়াছিলেন। মৃগয়ায় তাঁহার পরম প্রীতি ছিল। তিনি শিক্ষাকল্পে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। গোপাল দফাদার নামে রাজা কৃষ্ণনাথের অধীনস্থ কোন লোক মূল্যবান্ দ্রব্যপূর্ণ একটি বাক্স চুরির সন্দেহে তাঁহার ভৃত্যবর্গ কর্তৃক প্রহৃত হয়, গম্ভীর সিংহ নামে রাজাবাহাদুরের একজন সিপাহী তজ্জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিল; সেই মোকর্দ্দমায় রাজা কৃষ্ণনাথও অভিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেল্ সাহেব রাজাকে ধৃত করিবার জন্য নাজির ও কতিপয় লোক প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহারা কাশীমবাজার রাজবাটী হইতে রাজাকে ধৃত করিতে

অক্ষম হওয়ায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় বহরমপুরের তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রাজাকে ধৃত করিবার জন্য কাশীমবাজার রাজবাটী ঘেরাও করেন। রাজা বাহাদুর ধরা দিলে, তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কান্তবাবুকে অনেক সময় কলিকাতায় কার্য্যসূত্রে থাকিতে হইত; সেই সময় যোড়াসাঁকোতে তিনি একটি বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; রাজা কৃষ্ণনাথ কাশীমবাজার হইতে যোড়াসাঁকোর বাটিতে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে গোপাল দফাদারের মৃত্যু হইলে, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাজাকে কলিকাতা হইতে বহরমপুরে আসিবার জন্য ওয়ারেণ্ট জারি করেন। রাজা বাহাদুর এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া যোড়াসাঁকোর বাটিতে ১৮৪৪ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর নিজহস্তে পিস্তলের দ্বারা আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বের একখানি পত্রে জানা যায় যে, তিনি গোপালের প্রতি অত্যাচার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

৮ মহারাণী স্বর্ণময়ী।

অতঃপর রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের পত্নী স্বর্ণময়ী বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ খৃঃ ২৬শে অগ্রহায়ণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাঁটাকুল গ্রামে রামতনু নন্দীর ঔরসে তিলি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৮ খৃঃ তিনি রাজা কৃষ্ণনাথের পত্নীরূপে কাশীমবাজার রাজবংশের কুললক্ষ্মী হইয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ মুর্শিদাবাদে নিজ উদ্যানবাটী বানজেটিয়ায় "কৃষ্ণনাথ বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্বে একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য; এবং বিধবা পত্নী স্বর্ণময়ীকে মাসিক দেড় সহস্র টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা

করিয়া তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে উইল করিয়া যান। রাজার মৃত্যুর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই উইল দাখিল করিয়াছিলেন। এই সময় স্বর্ণময়ী ঢাকা ভিল্লি-নিবাসী রাজীবলোচন রায় নামক একজন কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে তিনি দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁহার পরামর্শে তদানীন্তন সুপ্রীম্ কোর্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে অভিযোগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত এটর্ণী হরচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় রাণীর পক্ষসমর্থন করেন। প্রায় তিন বৎসর কাল মোকর্দ্দমা হইবার পর ১৮৪৭ খৃঃ ১৫ই নবেম্বর সুপ্রীম্ কোর্টের ফুলবেঞ্চের বিচারে রাজা কৃষ্ণনাথের উইল অগ্রাহ্য হওয়ায়, স্বর্ণময়ী জয় লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। মহারাণী স্বয়ং জমিদারীর দলিল পত্রাদিতে স্বাক্ষর করিতেন। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হাবড়া, চব্বিশ-পরগণা, নদীয়া, যশোহর, রাজসাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, ফরিদপুর, গাজিপুর, আজীমগড় প্রভৃতি জেলায় তাঁহার জমি-দারী আছে। কলিকাতা সহরে অনেকগুলি ভাড়াটীয়া বাটী এবং বড়-বাজারে তাঁহার নামে একটি চক্ আছে। বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, অন্ন-হীনকে অন্নদান, নিরাশ্রয় রোগীকে শুশ্রুষা ও আশ্রয় প্রদান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। দয়া তাঁহার নিত্য সহচরী ও পরোপকার জীবনের ব্রত ছিল। প্রতিদিন কোন প্রকার সৎকার্য্য না করিয়া দিন যাইতে দিতেন না। তিনি কখন কোনও যাচক্কে নিরাশ করেন নাই। তাঁহার কতকগুলি দানের কথা এস্থলে উল্লেখ করা হইল। ১৮৭১ খৃঃ চট্টগ্রামের "সোলারহোম" নির্ম্মাণার্থ ৩,০০০; মেদিনীপুর হাইস্কুলে ১,০০০; কলিকাতা চাঁদনী হাঁসপাতালে ১,০০০ টাকা দান করেন। তাঁহার দান দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৮৭১ খৃঃ ১০ই আগষ্ট "মহারাণী" উপাধি প্রদান করেন; উক্ত বৎসর ১৩ই অক্টোবর

কাশীমবাজার রাজবাটীতে একটি বৃহৎ দরবার হয় এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার মনোনি সাহেব বাহাদুর উপস্থিত থাকিয়া একখানি সনন্দপত্র প্রদান করেন। ১৮৭২ খৃঃ বেথুন স্ত্রী বিদ্যালয়ে ১,৫০০; বগুড়া ইন্‌ষ্টিটিউসনে ৫০০ টাকা দান করেন। ১৮৭৩ খৃঃ যশোহর ভৈরব নদের সংস্কারার্থ ১,০০০; নেটিভ হাঁসপাতালে ৮,০০০; ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ১,৫০০; বহরমগঞ্জের রাস্তা নির্ম্মাণার্থ ১,০০০ টাকা দান করেন। উক্ত বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হন যে, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ "মহারাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইবেন। ১৮৭৪ খৃঃ মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, পাবনা, নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তি-গণের জন্য একলক্ষ দশ হাজার টাকা দান করেন। উক্ত বৎসর মহারাণী ভিক্টোরীয়া তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "সি-আই" অর্থাৎ ক্রাউন্ অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৫ খৃঃ বহরমপুর কলেজে ১,০০০; রাজসাহী মাদ্রাসায় ৫,০০০; কটক কলেজে ২,০০০; গারো হিল দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫০০ টাকা দান করেন। ১৮৭৬ খৃঃ কলিকাতা স্ত্রী বিদ্যালয়ে ১০,০০০; আলিগড় কলেজে ১,০০০; রংপুর হাইস্কুলে ৪,০০০; কলিকাতা জিয়েলজিকেল্ উদ্যানে ১৪,০০০; কলিকাতা দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে ৮,০০০; বাখরগঞ্জ জেলার মহাঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ৩,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৭৭ খৃঃ জঙ্গীপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৫০০; মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে ১০,০০০; টম্পল্ নেটিভ অনাথাশ্রমে ১,০০০; হাবড়া দাতব্য চিকিৎ-সালয়ে ৫০০; কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারিতে ৩,০০০; কলিকাতা ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল্ সোসাইটীতে ৫০০; ম্যাক্‌ডনেল্ড্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়ে-সনে ১,০০০; তদ্ব্যতীত একাদশ সহস্র টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করেন। ১৮৭৮ খৃঃ দুইলক্ষ টাকা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে “সি-এস্-আই” উপাধি এবং ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়া “ইম্পিরিয়াল্ অর্ডার অব দি ক্রাউন্” উপাধি সম্মানে বিভূষিতা করেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার পিকক্ সাহেব বাহাদুর ছোট লাটের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া ১৪ই আগষ্ট রাজধানীতে এক বৃহৎ দরবার করিয়া উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৭৯ খৃঃ স্বর্গীয় কবিরাজ রমানাথ সেন মহাশয়ের ঋণ পরিশোধার্থ ভাণ্ডারে ৫০০; ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের বাৎসরিক চাঁদা ৫০০; কলিকাতায় হিন্দু হোষ্টেল্ নির্ম্মাণার্থ ৪,০০০; রাজকুমারী এলিসের স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণার্থ ২,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৮০ খৃঃ আয়র্লণ্ড দেশের ছুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে ১০,০০০; প্রেট্রিয়টিক্ ফণ্ডে ৫,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৮১ খৃঃ আমেরিকার ছুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে ১,০০০; সেণ্ট্ জেমস্ স্কুলগৃহ নির্ম্মাণার্থ ৫০০; কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে বৃত্তি দিবার জন্য ৮০০০; জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে এক বৎসরের বৃত্তির জন্য ৬০০ টাকা প্রদান করেন। ১৮৮২ খৃঃ রেভারেণ্ড্ ফাদার লা ফোঁ সাহেবের ভগ্নীকে ৫০০; ইডেন্ স্মৃতি ফণ্ডে ৫০০; ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের বাটী নির্ম্মাণকল্পে ২,০০০; দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার্থ ৩০০ টাকা দান করেন। ১৮৮৩ খৃঃ সিমলা রিপন্ হাঁসপাতাল নির্ম্মাণার্থ ২,৫০০; হুগলী মিউনিসিপালিটীতে ৫০০ টাকা দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ ফণ্ডে ১,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৮৫ খৃঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের স্ত্রীলোক ছাত্রীদিগের হোষ্টেল্ নির্ম্মাণার্থ ১৫০ লক্ষ টাকা, টেনান্সি বিলের বিপক্ষে আন্দোলন করিবার জন্য ৫০০; কাউণ্টেস্ ডফ্রিণ ফণ্ডে ৮,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ লণ্ডন্ শিল্প প্রদর্শনী ফণ্ডে ৩,০০০; লর্ড ইউলিক্ ব্রাউনের স্মৃতি ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান

করেন। ১৮৮৭ খৃঃ কলিকাতা মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউসনের সাহায্যার্থে ৫০০; ডফ্‌রিণ ফণ্ডে ৫০০; লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল্‌ জুবিলী ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌ উপলক্ষে ৫,০০০; বালি রিপন হলের সাহায্যার্থে ১,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৮৮ খৃঃ কেশব একাডেমির সাহায্যার্থে ৫০০; ডফ্‌রিণ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৩,০০০; দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্য নিবাস নির্ম্মাণার্থ ৮,০০০; এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল্‌ স্কুলের ছাত্রবৃন্দের হোটেল নির্ম্মাণার্থ ১০,০০০; এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। ১৮৯০ খৃঃ কলিকাতা মেডিকেল্‌ কলেজের ডাক্তারী শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগের হোটেল্‌ নির্ম্মাণকল্পে একলক্ষ টাকা দান করেন। ১৮৯১ খৃঃ উত্তর বঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা সাহায্য করেন। ১৮৯২ খৃঃ বহরমপুর সহরে জলের কল নির্ম্মাণকল্পে দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, গ্রন্থকার, ঋণগ্রস্ত, কন্যাদায়গ্রস্ত প্রভৃতিকে দানের সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসাধ্য। মহারাণীর নিকট জাতি কিম্বা বর্ণভেদ ছিল না। তিনি প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিকে অন্নদান করিতেন। তাঁহার দান ধর্ম্মের সবিস্তার উল্লেখ এস্থলে সম্ভবপর নহে। ফলকথা মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রতি বৎসর একলক্ষ টাকার কম দান করিতেন না। এই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা মহারাণী প্রায় ষাঠ লক্ষের উপর দান করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর লক্ষ্মী ও সরস্বতী নামে দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। একটি কন্যা রাজা কৃষ্ণনাথের জীবিতাবস্থায় শৈশবে এবং অপর কন্যা জীবনান্তে কৈশোরে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন। বহরমপুর বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের সহিত কন্যাটীর বিবাহ হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৯৭ খৃঃ ২৫শে আগষ্ট বাৎসরিক প্রায় আট লক্ষ টাকার

আয় রাখিয়া বঙ্গের অন্নপূর্ণারূপিণী মহারাণী স্বর্ণময়ী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করেন। তিনি মৃত্যুকালে কোনও পোষ্যপুত্র গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। সুতরাং মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশীমবাজারের রাজৈশ্বর্য্যে কেবলমাত্র জীবনসত্বে স্বত্ববান ছিলেন। স্বর্ণময়ীর দেহাবসান হইলে তিনি অপুত্রক বলিয়া তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী রাজা কৃষ্ণনাথের জননী রাণী হরসুন্দরী বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হন। পূণ্যভূমি বারাণসীবাসিনী রাণী হরসুন্দরী বৃদ্ধাবস্থায় বিষয় বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার দৌহিত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীকে দান করেন। এক্ষণে মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দীর ভগ্নী গোবিন্দসুন্দরীর পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় কাশীমবাজার রাজ এষ্টেটের অধীশ্বর।

মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

কাশীমবাজারের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় ১৮৬০ খৃঃ পিতা নবীনচন্দ্রের কলিকাতা শ্যামবাজারের বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাথরোণ গ্রামে ইহাঁদের আদি নিবাস। নবীনচন্দ্রের তিন পুত্র ও পাঁচটী কন্যা; তন্মধ্যে মনীন্দ্রচন্দ্র কনিষ্ঠ। শৈশবে ইহাঁর মাতৃবিয়োগ হওয়ায়, পিতৃদের জীবনের শেষাংশ সন্তানগণের প্রতিপালনে অতিবাহিত করেন। মনীন্দ্রচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা যোগীন্দ্রচন্দ্র অল্প বয়সে বারাণসীধামে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার কিয়দ্দিবস পরে পিতৃদেব লোকান্তর গমন করেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রচন্দ্রও সুশিক্ষিত হইয়া অকালে পরলোকগত হন। মনীন্দ্রচন্দ্র তখন কলিকাতা

শ্যামবাজারের একটি বঙ্গবিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র ছিলেন; তৎপরে তথা হইতে হিন্দুস্কুলে প্রবিষ্ট হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায়, সাংসারিক ভার মনীন্দ্রচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। কলিকাতায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কষ্টকর দেখিয়া ইনি পৈতৃক বাসস্থান মাথরোণ গমনপূর্ব্বক তথায় গ্রাম্য বালকদিগের জন্য একটি মধ্যবৃত্তি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই প্রকারে চারি বৎসরকাল অতীত হয়। সেই সময় মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহাঁকে কলিকাতায় বাসের জন্য সাহায্য করিতে অভিমত করেন। অতঃপর ১৮৯৭ খৃঃ মহারাণী স্বর্ণময়ীর লোকান্তর হইলে, মনীন্দ্রচন্দ্র শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কাশীমবাজার গমন করেন। ক্রিয়াকল্প সমাপন হইবার পর ইনি বারাণসীধামে গমন করিলে, তথায় রাণী হরসুন্দরী তাঁহার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি মনীন্দ্রচন্দ্রকে উইল করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি কাশীমবাজার রাজবাটীতে আসিয়া ১৮৯৮ খৃঃ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ বহরমপুরের জলের কল প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণতা সাধন করেন; মহারাণী স্বর্ণময়ী বহরমপুর সহরে পানীয় জলের জন্য কল প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু উহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। মনীন্দ্রচন্দ্র আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইনি আশৈশব বিদ্যানুরাগী। মহারাণীর লোকান্তরের পর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধান অনুসারে বহরমপুরের "কৃষ্ণনাথ কলেজ" পরিচালন অসম্ভব হয়। ইনি তৎকালে কলেজ পরিচালনার ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রদান করেন। এই কলেজ পরিচালনার জন্য প্রতিবৎসর দ্বাবিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় বহনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর সময়ে গবর্ণমেণ্ট কাশীমবাজারের পরবর্ত্তী অধিপতিগণকে মহারাজা উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতে প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ১৮৯৮ খৃঃ ৩০শে মে মহারাণীর সনন্দ অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট মনীন্দ্রচন্দ্রকে "মহারাজা" উপাধি

প্রদান করিয়াছেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যার জন্ উড্‌বরন্ বাহাদুর বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদে এক দরবার করিয়া ইহাঁকে উপাধি সনন্দ ও খেলাৎ প্রদান করেন। তৎকালে মহারাজ সাধারণের হিতকর কার্য্যে প্রায় দশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর উপর মহারাজের বিশেষ যত্ন। ইহার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি সহরের উন্নতিকল্পে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধ্যানুসারে মহারাজ স্বীয় জমিদারী এবং বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিয়া থাকেন। মহারাজ চাঁদা দানের জন্য "ভারতীয় স্মৃতি ভাণ্ডার" সমিতির একজন সহকারী-সভাপতি। ইনি ব্রিটীশ্ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান সময়ে মহারাজ এখনও উক্ত সম্মানে সম্মানিত। কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর মুদির দোকান যে স্থানে ছিল; মহারাজ সেইস্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাজের বিদ্যোৎ-সাহিতা ও বদান্যতা চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাঁর বদান্যতার ফলে ডাক্তার নগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত অষ্টীয়ার অন্তর্গত ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "পি-এচ্-ডি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী উক্ত বিদ্যালয় হইতে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। সমগ্র সদনুষ্ঠানের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহারাজের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি বিষয়ে সহায়তা সম্বন্ধে ইহাঁর চেষ্টার ত্রুটী নাই। "সাহিত্য-সম্মিলন" প্রতিষ্ঠার অগ্রণী হইয়া ইনি কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের ভূমিদান করিয়া তাহার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃঃ মহারাজের প্রদত্ত ভূমির উপর এবং অর্থ সাহায্যে সাহিত্য-পরিষদ কলিকাতায় একটী একতলা সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। মহারাজের যত্নে ১৯০৭ খৃঃ নবেম্বর মাসে কাশীমবাজার রাজবাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়াছিল।

বঙ্গভাষার প্রায় সকল সদ্‌গ্রন্থই মহারাজের নিকট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। শিক্ষা প্রচার সম্বন্ধে এবং হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য রক্ষা বিষয়ে মহারাজের সাতিশয় আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ অকপট স্বদেশহিতৈষী—স্বদেশীর পরম ভক্ত ও সুধী। শিল্প-শিক্ষা কল্পে মহারাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের বিজ্ঞান শ্রেণীর উন্নতি-কল্পে মহারাজ দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ কলিকাতার রিপন্ কলেজের নূতন বাটী নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিয়াছেন। মহারাজ ছাত্রবৃন্দের আইন বিদ্যালাভের সৌকর্য্যার্থে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রথম দুই বৎসরে প্রতিবৎসর পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা হিসাবে এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসরে প্রতিবৎসর দশ সহস্র মুদ্রা হিসাবে ঐ টাকা প্রদত্ত হইতেছে। এই অর্থের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আইন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণকে উৎসাহ দানার্থ বৃত্তি প্রদান করা হয়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্রবৃন্দের দাবী সর্ব্বাগ্রে পূরণ হইয়া থাকে। ইনি লেফ্‌টে-ন্যাণ্ট কর্ণেল্ কীর্ত্তিকার ও মেজর বামন দাস বসুর প্রণীত "ভারতীয় ভেষজ-উদ্ভিজ" নামক গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গণিত ও জ্যোতীষ সম্বন্ধীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের উদ্ধার এবং সানুবাদ প্রকাশের জন্য মহারাজ বিশেষরূপে মনোযোগী; তাহার জন্য ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ সহস্র টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই টাকা ইনি চারি সহস্র করিয়া পাঁচ বৎসরে প্রদান করিতেছেন। ১৯১০ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজের উত্তরাধি-কারীগণ ব্যক্তিগত "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বৎসর মহারাজ ট্রান্স্‌ভাল্ যুদ্ধ ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতসম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে মহারাজ

দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ বঙ্গদেশের জমিদার সভার পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের জন্য ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা ন্যাসান্যাল্ মেডিকেল কলেজে মহারাজ দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারতেশ্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজন-কল্পে যে অর্থ সংগ্রহ হয়; তাহাতে মাননীয় মহারাজ পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার রাজপ্রাসাদে নবীন সম্রাট্ ও সম্রাট্ মহিষীর এক সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর কাশীমবাজারাধিপতিকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খৃঃ ২রা মার্চ্চ হুগলী-চুঁচুড়া সহরের ময়দানে কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর পরিত্যক্ত মণ্ডপে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়; বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রের শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃঃ মে মাসে মহারাজ বাহাদুর বরিশালের গৈলা গ্রামের কবীন্দ্র স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বঙ্গদেশের ভূম্যাধিকারীগণের পক্ষ হইতে মহারাজ বাহাদুর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া দেশের বহুতর হিত-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ এক সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনে ইনি নবদ্বীপধাম গমন করেন; তৎকালে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত "চৈতন্য ভাগবৎ" গ্রন্থ এক সহস্র খণ্ড বিতরণ করেন। সেই সময় নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ মহারাজকে

“বিদ্যারঞ্জন” উপাধি প্রদান করিয়াছেন। মহারাজ নবদ্বীপ পুস্তকালয়ের উন্নতিকল্পে চারি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতার টাউনহলের বিরাট সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মাননীয় মহারাজ বাহাদুর এক সহস্র টাকা দান করেন। বারাণসীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে ১৯১৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে মহারাজ এক লক্ষ টাকা চাঁদা দান করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল লিটন্ হাঁসপাতালের জন্য দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মাননীয় মহারাজ বাহাদুর ১৯১৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে সাহিত্য সভার ধনভাণ্ডারে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজের প্রস্তাব-মতে সাহিত্যসভা বিখ্যাত হিন্দুরাজা বল্লাল সেনের “দানসাগর” গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে দানশীল মহারাজ মেদিনীপুর কলেজে রসায়ন শ্রেণী খুলিবার সাহায্যার্থে পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ জুন মাসে ভারত সাম্রাজ্যের নূতন ইংরাজ রাজধানী দিল্লী সহরে নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখার সাহায্যকল্পে দানশৌণ্ড কাশীমবাজারের অধীশ্বর বাহাদুর একশত টাকা দান করিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি পত্নী পরলোকগতা লেডি হার্ডিঞ্জের স্মৃতি রক্ষাকল্পে দিল্লীসহরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতাল এবং রোগীসেবিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর তদনুষ্ঠানের সাহায্যস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। মহারাজের অর্থেই “বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্” প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের এক বৃহৎ অভাব দূরীভূত হইতেছে। ইনি শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবকে চিনামাটীর দ্রব্য নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষার জন্য জাপান ও জার্ম্মাণী প্রেরণ করেন। ১৯১৪ খৃঃ কুম্ভযোগে কাশীমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ গৌড়-রাজর্ষি পরম-

ভাগবত মহারাজ বাহাদুর সস্ত্রীক ও আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া হরিদ্বার তীর্থে গমন করেন। ১৯১৫ খৃঃ ভারতসম্রাটের জন্মদিবস উপলক্ষে কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র "কে-সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ নবদ্বীপ সপ্তম এডওয়ার্ড এংলো সংস্কৃত লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাকল্পে মাননীয় মহারাজ বাহাদুর চারি হাজার টাকা দিয়াছেন। ইনি সীতারামপুর এখোড়ায় ইহাঁর ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি খনিবিদ্যা শিক্ষার বিভাগ খুলিয়াছেন। বৰ্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার বাহাদুর এই বিভাগের দ্বার উন্মোচন করেন। ১৯১৫ খৃঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর সিমলায় রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে নব-নির্ম্মিত মন্ত্রণা-গৃহে মহারাজের প্রদত্ত বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ১৯১৫ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সঙ্কল্পিত মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ভক্তচূড়ামণি মহারাজ বাহাদুর কলিকাতায় চারি কাঠা ভূমির মূল্য দান করিয়াছেন। ফল কথা, স্কুলের সাহায্যে, হাঁসপাতালের সাহায্যে, সভা-সমিতির সাহায্যে, পুস্তক প্রণয়নের সাহায্যে, শিল্পবিজ্ঞান উন্নতির সাহায্যে মহারাজ অকাতরে দান করিয়া থাকেন। মহারাজের খুচরা দানের সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসাধ্য। দয়া-দাক্ষিণ্য, দানশীলতায়, বিনয়ে, আড়ম্বরশূন্যতায়, ধৰ্ম্ম-নিষ্ঠায়, মহারাজ একজন আদর্শ নরপতি। স্বরাজ্য ব্যতীত মহারাজ বাহাদুর অন্যান্য বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া সদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকেন। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র একজন বিচক্ষণ, সম্মানভাজন ও প্রজাবৎসল ভূস্বামী। মহারাজের দান, ধ্যান ও পুণ্যাহের বিরাম নাই। দরিদ্রের উপর ইহাঁর অসীম দয়া আছে। স্বদেশের উন্নতিকল্পে ইনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। ছাত্রবৃন্দের উপর দিয়া, শিক্ষা বিস্তারকল্পে দান প্রভৃতি মহারাজের গুণগরিমা বঙ্গদেশে বিকীর্ণ।

মহারাজের তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠজামাতা ১৯১০ খৃঃ ২৩ শে মার্চ্চ লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ মহারাজের দ্বিতীয় কন্যার সহিত রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের পুত্রের শুভপরিণয় হইয়াছে। মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার মহিমচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে "বি-এ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুমার বাহাদুর পিতৃদেবের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ৺ বৃন্দাবনধামে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ২৮শে মার্চ্চ বৃন্দাবন গোবর্দ্ধনে মাননীয় মহারাজ তদীয় পরলোকগত পুত্রের নামে পঁয়ত্রিশ সহস্র টাকা ব্যয়ে একটি ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাজের মধ্যম পুত্রও মুকুলে বৃন্তচ্যুত হইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১৮৯৭ খৃঃ ১১ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনিই অধুনা কাশীমবাজার রাজৈশ্বর্য্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। পিতৃগুণের অধিকারী হইয়া মহারাজ কুমার শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর দানশীল বংশের গৌরব রক্ষা করিবেন।

নশীপুর রাজবংশ।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নশীপুর রাজবংশ ইতিহাস সংশ্লিষ্ট অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে পানিপথে বাস করিতেন। তারাচাঁদ সিংহ হইতে নশীপুর রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার পৌত্র অজীৎ সিংহ দিল্লীর মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় নানা প্রকার সৎকার্য্যের জন্য "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অজীৎ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ যৎসামান্য বিষয় সম্পত্তি করেন। তাঁহার চারি পুত্র।

অমরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র দেওয়ালী সিংহ বলবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—দেবী সিংহ ও বাহাদুর সিংহ।

৺ দেবী সিংহ।

দেওয়ালী সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবী সিংহ নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭৫৬ খৃঃ তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণিপথ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া মুর্শিদাবাদে বসতি করেন। ১৭৭৩ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নূতন প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়। সেই সময় দেবী সিংহ কোম্পানীর রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ তিনি ওয়ারেন্ হেষ্টিস্ সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দেবীসিংহকে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টার গুড্ল্যাক সাহেবের দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করেন। ইতিহাসে বিশ্রুত যে, দেবী সিংহ নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃঃ

তিনি পুর্ণিয়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করিয়া প্রভূত বিত্তশালী হন। ১৮০৫ খৃঃ ১৮ই এপ্রেল নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবী সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

৺ বাহাদুর সিংহ।

দেবী সিংহের মৃত্যুর পর ১৮০৫ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর সিংহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতিকর কার্য্যে তাঁহার কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১১ খৃঃ বাহাদুর সিংহ ইহধাম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—বলবন্ত সিংহ, উদমন্ত সিংহ ও অনুমন্ত সিংহ।

৺ বলবন্ত সিংহ।

অতঃপর বাহাদুর সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলবন্ত সিংহ ১৮১১ খৃঃ পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার প্রভাবে ও সুশাসনে জমিদারীর উন্নতি হয়। বিষয়কর্ম্মে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ১৮২০ খৃঃ বলবন্ত সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন।

৺ গোপাল সিংহ।

তৎপরে বলবন্তের পুত্র গোপাল সিংহ যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে সমাদর করিতেন। গোপাল সিংহ পাঁচ বৎসর মাত্র বিষয় ভোগ করিয়া ১৮২৫ খৃঃ প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

৺ উদমন্ত সিংহ।

তদনন্তর গোপালের খুল্লতাত উদমন্ত সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হন। কলিকাতা-বড়বাজারে তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল; তাহার মধ্যে কিয়দংশ তদীয় পারিবারিক বিগ্রহ ৺রঘুনাথ জীউর সেবার্থে দান করা হইয়াছিল। তিনি নশীপুরে ৺ রামচন্দ্র জীউর একটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল আর্ল অব মিণ্টো এবং মারকুইস্ অব্ হেষ্টিংসের নিকট তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল। তিনি জমিদারীর বহুপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খৃঃ উদমন্ত সিংহ ইহলীলা সম্বরণ করেন।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ।

উদমন্তের সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুমন্ত সিংহের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ উত্তরাধিকার লাভ করেন। তিনি জমিদারীর উন্নতিকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিভাবান, স্বদেশভক্ত ও পরোপকারপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন।

৺ কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ।

কৃষ্ণচন্দ্রের পরলোকান্তে তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৮৫৮ খৃঃ প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে নশীপুরের উন্নতি বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি আত্মচেষ্টায় শিক্ষিত হইয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনে আপনাকে অর্পণ করেন। তাঁহার চরিত্রে

অসাধারণ পুরুষকারের সহিত প্রগাঢ় স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিদ্যমান ছিল। তিনি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের প্রীতি ও সম্মানভাজন হন। ১৮৬৪ খৃঃ রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ দেহত্যাগ করিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ।

কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর বর্ত্তমান সময়ে নশীপুর রাজপদে সমাসীন। মহারাজ ১৮৬৫ খৃঃ ৯ই জুন নশীপুর প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর নাবালক সময় জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হয়। অতঃপর ইনি সাবালক হইয়া ১৮৮৬ খৃঃ ৯ই জুন বিষয় সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃঃ মহারাজ বাহাদুর লালবাগ বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ মনোনীত হন। ১৮৮৮ খৃঃ লালবাগ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ ১লা জানুয়ারী ইনি "রাজা" উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃঃ মহারাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া একাকী বিচার করিবার অধিকারী হন। ১৮৯৭ খৃঃ ১লা মার্চ্চ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন এবং পুলিশ চালানের মোকর্দ্দমার বিচার ও দরখাস্ত গ্রহণের ভার ন্যস্ত হয়। ইনি ক্রমশঃ লালবাগ বেঞ্চের সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। মহারাজ অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্ থাকিয়া আপনার বিচার ক্ষমতার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ইনি পুনরায় মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৭ খৃঃ ২২শে জুন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার "হীরক জুবিলী" মহোৎসব উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর গুণের বিশেষ প্রশংসা করিয়া "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মানে

ভূষিত করেন। ১৮৯৮ খৃঃ রাজাবাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন; প্রতিবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ যে ছাত্র অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, সেই ছাত্র "কীর্ত্তিচন্দ্র মেকেঞ্জি মেডেল" নামে একটি সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮৯৯ খৃঃ মিথিলাপতি মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের স্থানে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯০১ খৃঃ ২৩শে জুন হইতে মহারাজ বাহাদুর "সামারী পাওয়ার" প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০২ খৃঃ ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন উপলক্ষে নশীপুরের রাজভবনে গমন করেন। ১৯০৫ খৃঃ ইনি বহু অর্থ ব্যয়ে পুনরায় রাজপ্রাসাদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে রাজাবাহাদুর ব্যক্তিগত "মহারাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। বহুবিধ অনুষ্ঠানের সহিত মহারাজের নাম বিজড়িত আছে। ১৯১০ খৃঃ মহারাজ কলিকাতার বিজ্ঞান সভার উন্নতিকল্পে সাত শত টাকা দান করেন। কলিকাতায় ভারতের রাজপ্রতিনিধি স্বর্গীয় লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন জন্য যে স্মৃতিভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১০ খৃঃ উহাতে নশীপুরাধিপতি পাঁচশত টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এড্ওয়ার্ড মহোদয়ের স্মৃতিভাণ্ডারে মহারাজ দশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারত সম্রাট্ মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জের অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে মহারাজ দুই হাজার টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে মহারাজ ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে সম্রাট ও তৎমহিষীর এক সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর রাজসকাশে নশীপুরাধি-

পতিকে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ খৃঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগের জেলা ও লোক্যাল বোর্ডসমূহ হইতে মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন; তৎপরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিয়োজিত হইয়া প্রতিভার পরিচয় দিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মাননীয় মহারাজ এক সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতার টাউন-হলের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ইনি দুই শত টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত মহারাজের খুচরা দানের বিরাম নাই। বাল্যকাল হইতেই আইন বিষয়ে ইহাঁর বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হয়। অমায়িকতায় ও হিতৈষিণায় ইনি জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। দেশীয় ও ইংরাজ সমাজের ঘনিষ্ঠ মিলনকল্পে মহারাজ মধ্যে মধ্যে সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া থাকেন। ইনি বংশপতি দেবী সিংহের কলঙ্ক মোচন জন্য মিষ্টার বুলরাজকে দিয়া দেবী সিংহ ও নশীপুর সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করাইয়াছেন। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর বঙ্গসাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক। বাঙ্গালা গ্রন্থপাঠে ও সংগ্রহে মহারাজের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়; অধিকন্তু বাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। সাহিত্যসেবিগণের ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ ইনি কখন উপেক্ষা করেন নাই। মহারাজ বিনয়ী, পরশ্রমী, মনীষী ও কর্ম্মোৎসাহী পুরুষ। দেশের উন্নতিসাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জন-সাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। মহারাজ বাহাদুরের পাঁচ পুত্র—মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ বি-এ, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ বি-এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্র-নারায়ণ সিংহ।

লালগোলা রাজবংশ।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালাগোলার ভূম্যাধিকারিগণ পশ্চিম-দেশীয় ব্রাহ্মণ। বহুকাল বঙ্গদেশে বাস করিয়া এক্ষণে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের পশ্চিম প্রদেশের মূল সমাজের সহিত আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

লালগোলার বর্ত্তমান রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সামান্য গৃহস্থ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে লালগোলার স্বর্গীয় জমিদার রাও মহেশনারায়ণ রায় বাহাদুরের পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইনি পৈতৃক ক্রিয়াকলাপ রক্ষা, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন ও সদয় ব্যবহারে সকলের ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি স্বয়ং জমিদারীর কার্য্য পরিচালনাপূর্ব্বক জমিদারীর বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। রাজা বাহাদুরের সুশাসনে অতি অল্পকালের মধ্যে প্রজাবর্গ ইহাঁর প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাসাধারণে প্রায় সকল বিষয়ে ইহাঁর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ইনি শান্তভাবে প্রজাপালন করিয়া জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাজাবাহাদুর জমিদারীর নানা স্থানে পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালায় স্থাপন ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং অনেক রাস্তা ও ঘাট মেরামত করাইয়া দিয়াছেন। লালগোলায় মিউনিসিপালিটী নাই, কিন্তু ইনি সহরের মিউনিসি-পালিটীর সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। রাজা বাহাদুর প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে বঙ্গদেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করিবার জন্য পুষ্করিণী ও কূপ

খনন করাইয়া দিয়াছেন। বোলপুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে স্যার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদ্যালয়ে বালকদিগের জন্য রাজা বাহাদুর একটি বৃহৎ কুপ খনন করাইয়াছেন। মুর্শিদাবাদে জলকষ্ট নিবারণকল্পে ইনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে কুপ খনন কার্য্য হইয়া থাকে। বহরমপুরের সরকারী ঔষধালয় প্রধানতঃ ইহাঁর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হাঁসপাতালের স্ত্রীচিকিৎসা বিভাগে একলক্ষ টাকা দান করায় "রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ফিমেল্ ওয়ার্ড" নামে একটি বিভাগ হইয়াছে। কলিকাতা গেজেটে ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় বঙ্গেশ্বর বেকার বাহাদুর এই দানের জন্য রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লালগোলাতেও ইনি একটি ঔষধালয় করিয়া দিয়াছেন। বহরমপুরের "গ্রাণ্ট হল" ইহাঁর অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে লালগোলায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও হোষ্টেল্ নির্ম্মিত হইয়াছে, অধিকন্তু পোষ্টাফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন প্রভৃতি রাজা বাহাদুরের বদান্যতায় হইয়াছে। জঙ্গীপুরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণকল্পে ইনি সাতহাজার টাকা দান করেন; ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের নামানুসারে এই আবাসের নাম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জঙ্গীপুরে "লালগোলা পার্ক" ইহাঁর ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। লালগোলা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে স্বীয় প্রাসাদ পর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর আলোক দ্বারা সুশোভিত করিয়াছেন। পূজার সময় প্রতি বৎসর ইনি দরিদ্রদিগকে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র টাকার বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে বহু দরিদ্রকে অন্নদান করেন। যাহারা দেওয়ানী আসামী হইয়া অর্থ দিতে পারে না, তাহাদিগের অব্যাহতির জন্য ইনি পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর একজন অকপট সাহিত্য বন্ধু। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণস্বরূপ। ইহাঁর দানে পরিষদের প্রধান কার্য্য "গ্রন্থ

প্রকাশ” অতি গৌরবের সহিত সম্পাদিত হইতেছে। পরিষদের পুস্তকাগার, চিত্রশালা প্রভৃতি সকল বিভাগই ইহাঁর বদান্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মন্দির যখন আরম্ভ হয়, তখন কাশীমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ন্যূনাধিক সাত কাঠা ভূমি দান করেন। দেশের বদান্য ব্যক্তিবর্গের নিকট মন্দির নির্ম্মাণে যে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে একতলা মাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। অতঃপর লালগোলাধিপতি দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। তৎপরে সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচার-কার্য্যে রাজাবাহাদুর ১৩১১ সাল হইতে প্রতিবৎসর তিনশত টাকা সাহায্য আরম্ভ করেন; অনন্তর ১৩১৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর আটশত টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁর সাহায্যে সাহিত্য পরিষদ অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ, চিত্রশালা স্থাপন করিয়া প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে রাজা বাহাদুর স্বীয় জমিদারীর কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তর প্রতিমা প্রদান করেন। পরিষদ কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ক্রয় করিতে প্রস্তুত হইলে ইনি তাহার মূল্যস্বরূপ তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। অধিকন্তু স্বয়ং কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পাঁচশত টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া দিয়াছেন। তর্পণ দীঘিতে প্রাপ্ত হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের তাম্রফলক ৩৮৫ টাকায় ক্রয় করিয়া পরিষদকে দান করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা হস্তলিপি পরিষদকে দিয়াছেন। রাজা বাহাদুর “সাহনামা” নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য পারসী ঐতিহাসিক কাব্য পাঁচশত টাকায় ক্রয় করিয়া পরিষদকে দান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুযত্নের লাইব্রেরী যখন বন্ধকী দেনায় নীলাম হইবার উপক্রম হয়, তখন ইনি প্রায় ছয় হাজার টাকা দিয়া নিজে উহা বন্ধক রাখিয়া-ছিলেন। তৎপরে রাজাবাহাদুর তাঁহার এই বন্ধকী স্বত্ব পরিষদকে দান

করিয়াছেন। সেই লাইব্রেরী এখন পরিষদ মন্দিরে বিদ্যমান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিবস পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে রাজাবাহাদুর ১৩,০০০ টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস শব্দকল্পদ্রুমের ন্যায় যে সুবৃহৎ "সঙ্গীতরস কল্পদ্রুম" গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন সে গ্রন্থ এক্ষণে অপ্রাপ্য, রাজাবাহাদুর এই পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া গ্রন্থস্বত্ব পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রায় দশ সহস্র টাকা ব্যয় হইবে; সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় ইহার প্রথমখণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। রাজাবাহাদুর স্বব্যয়ে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় বেদান্ত দর্শনের রামানুজ কৃত শ্রীভাষ্য প্রকাশ করিতেছেন। উহার তিন খণ্ড প্রকাশে ইহাঁর প্রায় দেড় সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থখানিও রাজাবাহাদুর পরিষদে দিয়াছেন। বেদান্তের ভাষ্য টীকা টিপ্পনী সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে উহা পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইবার জন্য সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ইনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "সি-আই-ই" মহোদয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে লিখিত যে সকল বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ পরিষদ হইতে প্রকাশিত করিবার সমস্ত ব্যয় রাজাবাহাদুর নির্ব্বাহ করিবেন। এই সকল মহৎ দানের জন্য কেবল সাহিত্য পরিষদ নহে, সমগ্র বাঙ্গালী রাজাবাহাদুরের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। যোগেন্দ্রনারায়ণের দানের বিষয় সুখ্যাতি করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে "রাজাবাহাদুর" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। ১৯১৩ খৃঃ বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মুর্শিদাবাদ গমনকালে, রাজাবাহাদুর বঙ্গেশ্বরের নামে বহরমপুরে যক্ষ্মা রোগীদিগের একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৬,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ৩রা জুন মহামহিমান্বিত ভারত সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে লালগোলাধিপতি

যোগেন্দ্রনারায়ণ "কৈসার-ই-হিন্দ" নামক স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ জুন মাসে রাজাবাহাদুর লালগোলায় একটি স্কুলগৃহ নির্ম্মাণকল্পে পঁচিশ সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ অক্টোবর মাসে রাজাবাহাদুর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত ১৩,০০০ টাকা সাহিত্য-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে পরিষদ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী প্রকাশে বাধ্য থাকিবেন। ১৯১৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাজাবাহাদুর বহরমপুর সহরে স্ত্রীলোকদিগের হাঁসপাতালের জন্য ৮০,০০০৲ টাকা মূল্যের ভূমি ও বাটী দান করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন ইহাঁর সাধারণ দেশহিতকর উচ্চতম দান অনেক আছে। ফল কথা, দেশের ও সমাজের সর্ব্বত্রই পরোপকারী ও নিস্বার্থ হিতৈষী বলিয়া রাজা-বাহাদুর সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অনেক বিপন্ন ব্যক্তি ইহাঁর করুণা ও সদয় দানে বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুসমাজের নানা শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতগণের প্রতি ইহাঁর অপরিসীম ভক্তি আছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন। সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যেই ইহাঁর প্রবল সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।

অল্প বয়সে রাজা বাহাদুর বাঘডাঙ্গা-নিবাসী স্বর্গীয় রাজা জগদীন্দ্র নারায়ণ রায়ের ভগ্নীর সহিত পরিণীত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে সেই সহধর্ম্মিণী নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিতা হন। তৎপরে দুর্গাপুরের স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর রায়ের কন্যা মুনীন্দ্রমোহিনীর সহিত ইহাঁর পরিণয় ক্রিয়া হয়। তাঁহার গর্ভে রাজাবাহাদুরের দুই পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং এক কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর জন্ম হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল ইহাঁর কনিষ্ঠা মহিষীও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বর্দ্ধমান বিভাগ।

বর্দ্ধমান রাজবংশ।

বর্দ্ধমান রাজবংশ অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। দিল্লীর মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবের রাজত্বকাল হইতে এই বংশ প্রখ্যাত। মোগল সম্রাটগণ বর্দ্ধমানের রাজাকে বহু ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। এমন কি, বর্দ্ধমান রাজগণ প্রায় স্বাধীন সর্দ্দারের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ব্রিটীশ রাজত্বের প্রারম্ভকালে সর্ব্ববিধ শাসন ও বিচারের ক্ষমতা এবং সৈন্যদল তাঁহাদের নিজস্ব ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানের অধীশ্বরগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে করদ রাজগণের পরবর্ত্তী সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন। ইহাঁদের আদি নিবাস লাহোরের অন্তর্গত কাতলী গ্রাম। জাতিতে কপূর ক্ষত্রিয়।

৺ সঙ্গম রায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্গম রায় নামক এক ব্যক্তি পাঞ্জাব দেশীয় ক্ষত্রিয়, সপরিবারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীউ দর্শনোদ্দেশে ৺ পুরুষোত্তমধাম আগমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন পথে তিনি বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রাইপুর গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। রাই-পুর তৎকালে ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থানের সুবিধা দেখিয়া সঙ্গম রায় এই স্থানে থাকিয়া ব্যবসায় করিয়া স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসতি করেন।

৺ বঙ্কু রায়।

সঙ্গম রায়ের পর তাঁহার পুত্র বঙ্কু রায় পিতার ন্যায় রাইপুরে থাকিয়া ব্যবসায় করিতেন। তিনি বাণিজ্যের দ্বারা উন্নতিলাভ করিয়া বিত্তশালী হইয়াছিলেন।

৺ আবু রায়।

বঙ্কু রায়ের পুত্র আবু রায় রাইপুর হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানে বসতি করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ দিল্লীর তদানীন্তন সম্রাট্ সাজাহানের একদল সৈন্য কোন বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গদেশে আগমন করে। আবু রায় তাহাদিগকে প্রভূত খাদ্য ও যানাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যুপকার স্বরূপ সেই সৈন্যদলের সেনাপতি তাঁহাকে বর্দ্ধমান ফৌজদার সের আফগানের—মেহেরউন্নীসা অথবা নুর জাহানের স্বামী—অধীনে রেকাবী বাজার, ইব্রাহিমপুর ও মোগলটুলি নামক স্থানত্রয়ের কোতয়ালী ও চৌধুরী উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।

৺ বাবু রায়।

আবু রায় মানব লীলা সম্বরণ করিলে তৎপুত্র বাবু রায় পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি বর্দ্ধমান পরগণার অন্তর্গত তিন খানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন।

৺ ঘনশ্যাম রায়।

বাবু রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ঘনশ্যাম রায় বর্দ্ধমানের অধীশ্বর হন। তিনি নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ও ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তৎসন্নিহিত স্থানে যথেচ্ছাচার প্রশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তিনি নিজ-ব্যয়ে রাস্তা প্রস্তুত, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার খনিত "শ্যাম সায়ার" নামক সরোবর অদ্যাপি বর্দ্ধমানে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রজাপুঞ্জের উন্নতির জন্য তিনি নানাপ্রকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

৺ কৃষ্ণরাম রায়।

ঘনশ্যাম রায়ের পর তদীয় পুত্র কৃষ্ণরাম রায় বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি দিল্লীর সম্রাট্ আরঙ্গজীবের বিশেষ অনুগত ও বাধ্য ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধিসহ বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকখানি পরগণার জমিদারী সনন্দ প্রদান করেন। ১৬৯৬ খৃঃ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চেতুয়ার রাজা শোভা সিংহ, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজা গোলাপ সিংহ এবং মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার বিখ্যাত পাঠান দলপতি রহিম খাঁর সহিত যোগদান পূর্ব্বক পুরাতন বর্দ্ধমানে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। অনন্তর রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজকুমার জগৎরাম রায় রাজপ্রাসাদ হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করেন; তন্মধ্যে রাজাবাহাদুরের একটি পরম সুন্দরী কুমারী দুহিতাকে দেখিয়া পাপাচারী শোভাসিংহ তাঁহার সতীত্বনাশের

চেষ্টা করিলে, রাজকন্যা স্বীয় অঙ্গবস্ত্র মধ্যে লুকায়িত এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতে শোভাসিংহের জীবনান্ত করিয়া সেই ছুরিকাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ঢাকা তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। সেই সময় রাজকুমার জগৎরাম রায় ঢাকার তৎকালীন নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করেন। অতঃপর বঙ্গেশ্বরের আদেশে যশোহরের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁ বর্দ্ধমানে আসিয়া সেই বিদ্রোহীগণকে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।

৵ জগৎরাম রায়।

বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে রাজকুমার জগৎরাম রায় পিতৃ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৬৯৬ খৃঃ তিনি দিল্লীশ্বর আরঙ্গজীবের নিকট হইতে কয়েকখানি মহাল জমিদারী ও "রাজা" উপাধিসহ এক সনন্দ লাভ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সম্মান ও সম্পত্তি তিনি অধিক দিবস ভোগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৭০২ খৃঃ তাঁহার পিতৃ-খনিত কৃষ্ণসায়ার নামক সরোবরে স্নান করিবার সময় জনৈক বিশ্বাসঘাতক গুপ্তহত্যাকারীর ছুরিকাঘাতে অকালে রাজা জগৎরাম রায় কালের কবলে পতিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কীর্ত্তিচন্দ্র ও মিত্রসেন নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান।

৵ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়।

জগৎরামের হত্যার পর ১৭০২ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র রায় পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার নাবালক সময়ে মহারাণী বিষ্ণুকুমারী রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত

কালনার নিকটবর্ত্তী চুপীগ্রামের ব্রজকিশোর রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। ১৭০৩ খৃঃ কীর্ত্তিচন্দ্র, সম্রাট আরঙ্গজীবের নিকট হইতে পৈতৃক পদ ও সনন্দ লাভ করেন। তিনি অতিশয় বীর্য্যবান পুরুষ ছিলেন। অতঃপর কীর্ত্তিচন্দ্র পিতামহ হন্তা শত্রু শোভা সিংহের ভ্রাতা হিম্মৎসিংহকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাঁহার জমিদারী চেতুয়া বরদা অধিকার করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা গোলাপ সিংহ ও চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ, শোভাসিংহের সহিত মিলিত থাকায়, কীর্ত্তিচন্দ্র উভয়কে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া গোলাপের সুবিখ্যাত তরবারি এবং রঘুনাথের রাজ্য অধিকার করেন। রাজা বাহাদুর হুগলী জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া ও ভুরশুট প্রভৃতির জমিদারগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের ভূসম্পত্তি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হুগলী-তারকেশ্বরের সন্নিকট রামনগর গ্রামের রাজা রঘুনাথ সিংহের বালিগড় পরগণার রাজপুত রাজ্য অধিকার-ভুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৭৪০ খৃঃ রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন।

৮ চিত্রসেন রায়।

অতঃপর কীর্ত্তিচন্দ্রের পরলোকান্তে ১৭৪০ খৃঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার চিত্রসেন রায় বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি স্বীয় বাহুবলে আর্শা পরগণা, মণ্ডলঘাট পরগণা, চন্দ্রকোণা পরগণা প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ সাহের নিকট হইতে প্রথমতঃ "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ মহারাজ চিত্র সেন রায় ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজের সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি তদীয় খুল্লতাত মিত্রসেন রায়ের পুত্র তিলকচন্দ্র রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যান।

৬ তিলকচন্দ্র রায়।

মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর ১৭৪৪খৃঃ তাঁহার পোষ্যপুত্র তিলকচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎকালে তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় তাঁহার জননী মহারাণী অভিভাবিকাস্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করিতেন। এই সময় বর্গীর হাঙ্গামায় আশঙ্কিত হইয়া মহারাণী মুলাযোড়ের সন্নিকট কাউগাছি নামক গ্রামে পুত্রসহ আসিয়া অবস্থিতি করেন। সেই রাজভবনে তিলকচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ফরাসডাঙ্গার তৎকালীন দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী পরিণয় উপলক্ষে অধ্যক্ষতা করেন এবং ফরাসডাঙ্গা হইতে পাঁচশত ফৌজ আসিয়া তৎকালে কাউগাছির শান্তিরক্ষা করিয়াছিল। মহারাজের জননী মহারাণী, বাণীর বরপুত্র নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট হইতে তাঁহার কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় গ্রাম পত্তনী গ্রহণ করেন। বর্গীর হাঙ্গামার অবসান হইলে জননীসহ মহারাজ তিলকচন্দ্র বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ অতিশয় রাজভক্ত ছিলেন। তিনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। ১৭৪৬ খৃঃ সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। তৎপরে ১৭৪৭ খৃঃ "রাজা বাহাদুর" উপাধি এবং চারিসহস্র অশ্বারোহী ও দুই সহস্র পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন। ১৭৪৮ খৃঃ তিনি প্রথমতঃ "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি এবং পঞ্চহাজারী পদবী অর্থাৎ পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্যের অধিনায়কত্ব এবং কামান, বন্দুক, ব্যাণ্ড্ ইত্যাদি রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ বাঙ্গালার রাজলক্ষ্মী লইয়া যখন বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা এবং ইংরাজের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তৎকালে মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় ইংরাজদিগকে অশ্ব দিয়া প্রভূত উপকার

করেন। অতঃপর ১৭৬০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহারাজ তিলকচন্দ্র ও তদীয় দেওয়ান এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে ১৭,৫২৫৲ টাকা মূল্যের খেলাত দিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর একজন দেব-দ্বিজ-ভক্ত নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার সময়ে দেবোত্তর ও ব্রহ্মত্তর প্রায় পাঁচলক্ষ বিঘা ভূমি দান করা হইয়াছিল। ১৭৭১ খৃঃ মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র নাবালক পুত্র তেজচন্দ্র রায়কে রাখিয়া যান।

৮ তেজচন্দ্র রায়।

তিলকচন্দ্রের পরলোকান্তে ১৭৭১ খৃঃ তাঁহার পুত্র তেজচন্দ্ররায় বর্দ্ধমানের অধীশ্বর হন। তিনি পিতার মৃত্যুকালে মাত্র ষষ্ঠ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। তাঁহার জননী মহারাণী বিষণকুমারী মহারাজকুমারের নাবালক সময়ে রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত না হওয়ায় ৮৭৪,৭২৭ টাকা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। এই রাজস্ব না দিলে জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইত, তজ্জন্য ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেব ঐ টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য কলিকাতা-শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে অনুরোধ করেন। ১৭৮০ খৃঃ জুলাই মাসে নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর নাবালক মহারাজকুমার বাহাদুরের অছি এবং তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ে অপ্রাপ্ত ব্যবহার তেজচন্দ্র, নবকৃষ্ণের শোভাবাজারের রাজভবনে তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। ১৭৮০ খৃঃ তিনি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে সম্রাট্ সাহ আলম কর্ত্তৃক উপাধি ও সনন্দ প্রাপ্ত হন। রাজবাটীর

দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ রায় রাজসরকারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। চুপীর রায়বংশ দীর্ঘকাল এই রাজসরকারে দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন। সাবালক হইয়া তেজচন্দ্র অত্যন্ত বিলাসী হন। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে ১৭৮৯ খৃঃ দয়ালচাঁদ নামক একব্যক্তি বর্দ্ধমান হইতে নির্ব্বাসিত হন। কোম্পানীর সন্দেহ হইয়াছিল, এই দয়ালচাঁদের কুপরামর্শে বর্দ্ধমানরাজ বিপথে পরিচালিত হইতেছিলেন। তৎকালে গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা রাজস্ব বাকী হওয়ায়, রেভিনিউ বোর্ড বিস্তৃত জমিদারী অংশ করিয়া বিক্রয় করেন। সেই সময় হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভাস্তাড়ার ছকুরাম সিংহ, জনায়ের রামজয় মুখোপাধ্যায়, তেলিনীপাড়ার গৌরীকান্ত বন্দোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সকলে ক্রয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাবধি বর্দ্ধমান জেলা ও বর্দ্ধমানরাজের শাসনকার্য্য মহারাজ অথবা তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত ; কিন্তু এই সময় হইতে সমুদয় সম্পত্তি বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ১৭৯৩ খৃঃ ১ আইন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন হয়। সেই সময়ে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের সহিত একটি চুক্তিপত্র করেন, তাহাতে মহারাজকে বাৎসরিক ৪০,১৫,১০৯ টাকা রাজস্ব এবং ১,৯৩,৭২১ টাকা বাঁধ মেরামত জন্য গবর্ণমেণ্টকে দিবার স্থির হইয়াছিল। মহারাজ অতিশয় দানশীল ছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ তিনি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে অন্যতম সভাসদ নিযুক্ত করেন। তৎপরে তাঁহাকে গুরুপদে মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের সমীপবর্ত্তী কোটালহাট গ্রামে মহারাজ গুরুদেবের বসতবাটি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যে রাস্তাটী মেদিনীপুর হইতে বহির্গত হইয়া আরামবাগ, বর্দ্ধমান ও কাটোয়া ঘুরিয়া বহরমপুর গিয়াছে, সেই রাস্তাটী মহারাজ বাহাদুর নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃঃ তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত মগরার

নিকট কুন্তিনালায় একটি সেতু নির্ম্মাণার্থ ৩৬,০০০৲ টাকা প্রদান করেন এবং বর্দ্ধমানের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। মহারাজের "নানকু বিবি" নামে এক স্ত্রী ছিল; তাঁহার পুত্র প্রতাপচন্দ্র রায় জীবিত সত্বেও মহারাজ চল্লিশ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমান-নিবাসী কাশীনাথ রায়ের কন্যা কমলকুমারী নামে এক বালিকাকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ বৃদ্ধবয়সে বসন্তকুমারীকে পুনরায় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজের একমাত্র পুত্র প্রতাপচন্দ্র রায় (১৭৯১-১৮২২) পিতার জীবিত কালে কিয়দ্দিবস প্রতিনিধিত্ব করিয়া অকালে গতাসু হন। প্রতাপচন্দ্র যে পত্তনী প্রথার উদ্ভাবন করেন, তাহাই পত্তনী আইন অর্থাৎ ১৮১৯ খৃঃ ৮ আইনরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহারাজের মৃত্যুর পর, এই প্রতাপ চন্দ্র হইতেই এক জাল প্রতাপচন্দ্রের আবির্ভাব হয়; কিন্তু উহা গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করেন। অনন্তর ১৮২৬ খৃঃ মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর, মহাতাব চাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৩২ খৃঃ মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র রায় বাহাদুর ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

৺ মহাতাব চাঁদ।

মহারাজের দেহান্তর হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র মহাতাব চাঁদ বাহাদুর ১৮৩২ খৃঃ বর্দ্ধমানের অধীশ্বর হন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় মহারাজ-মহিষী কমলকুমারী তৎকালীন দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ কপূরের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৪০ খৃঃ কুমার মহাতাবচাঁদ ত্রয়োবিংশতি বৎসর বয়সে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ১৮৪০ খৃঃ ৯ই এপ্রেল লাটভবনে একটি বৃহৎ দরবার করিয়া তাঁহাকে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৫৫খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহে এবং

১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটীশরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ হইতে তিন বৎসর মহারাজ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত ছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে তিনি প্রথম এই সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৮৬৯ খৃঃ মহারাজ এবং তাঁহার বংশধরগণ অশ্বারোহী অস্ত্রধারী শান্তিরক্ষক রাখিবার অধিকার লাভ করেন। ১৮৭০ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরীয়ার অন্যতম পুত্র ডিউক্ আব এডিনবার্গ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি বর্দ্ধমান রাজপ্রাসাদে শুভাগমন পূর্ব্বক মহারাজকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১ লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়া "ভারত রাজরাজেশ্বরী" বলিয়া ঘোষিতা হন। বর্দ্ধমানাধিপতি সেই রাজসূয় যজ্ঞে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন। মহারাজের নামের পূর্ব্বে "হিজ্ হাইনেস্" ব্যবহার এবং ১৩টী তোপ সম্মানের অধিকার প্রদত্ত হয়। তিনি ভিন্ন বঙ্গদেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে কেহই এই সম্মান লাভ করেন নাই। সেই সময় তিনি মহারাণী ভিক্টোরীয়ার একটি শ্বেত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি জনসাধারণকে উপহার প্রদান করেন। তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন বাহাদুর সেই মূর্ত্তিটী উন্মোচন করিয়া মহাসমারোহে কলিকাতার যাদুঘরে স্থাপন করেন। অদ্যাপি ইহা তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বিধবা-বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিধবা বিবাহের আইন জন্য যে আবেদন করা হয় তাহাতে বর্দ্ধমান-রাজের স্বাক্ষর ছিল। মহারাজ হরিবংশ, রামায়ণ, বহুবিধ পারস্য গ্রন্থ ও প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্র বঙ্গানুবাদ করাইয়া এবং নানাবিধ সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। প্রভূত ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ মহারাজের অক্ষয় কীর্ত্তি। ১৮৫৮ খৃঃ

হইতে ১৮৮৪ খৃঃ পর্য্যন্ত এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রথিতনামা বহু পণ্ডিত অনুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু এই বিরাট সদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি মহারাজ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার লোকান্তর হইবার পর মহারাজ আফতাব চাঁদ বাহাদুর, মহাতাব চাঁদের আদেশে সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী রাজা শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কপূর মহোদয়ের সাহায্যে এই মহৎ কার্য্য পরিসমাপ্তি করেন। মহারাজের কীর্ত্তিপুঞ্জের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, দাতব্য ঔষধালয়, দেওয়ানী খাস, গোলাপ বাগ, দেলখোষ, মহাতাব মঞ্জিল, মতিঝিল প্রভৃতি প্রধান। মহারাজের পুত্র সন্তান না থাকায়, তিনি আফ্‌তাব চাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ খৃঃ ২৬শে অক্টোবর হিস্‌ হাইনেস্‌ মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর ভাগলপুরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

---

৮ আফ্‌তাব চাঁদ।

মহাতাব চাঁদের মৃত্যুর পর ১৮৭৯ খৃঃ তাঁহার পোষ্যপুত্র আফ্‌তাব চাঁদ বাহাদুর ঊনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্যাধিকার লাভ করেন। মহারাজকুমার সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত রাজসরকারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর মহোদয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৮১ খৃঃ তিনি সাবালক হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে খেলাতসহ রাজসনন্দ প্রাপ্ত হন। তিনি তদীয় পিতৃদেবের কীর্ত্তি মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত এবং উহা সাধারণ্যে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বৰ্দ্ধমান রাজকলেজ, সাধারণ পাঠাগার, ছাত্রাশ্রম, অন্নসত্র ও বহু সংখ্যক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজ অল্প দিন রাজ্যভোগ করিয়া ১৮৮৫ খৃঃ ষড়বিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে কালের কবলে পতিত

হন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী মহারাণী অধিরাণী বিনোদেয়ীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়া যান। মহারাজ আফ্‌তাব চাঁদের মৃত্যুর পর পোষ্য পুত্র নির্ব্বাচন লইয়া বৰ্দ্ধমান রাজভবনে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যে উহা মিটিয়া যায়। মহারাণী অধিরাণী ১৮৮৭ খৃঃ ৩১শে জুলাই রাজা শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কপূর "সি-এস-আই" মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন এবং রাজা বনবিহারী কপূর মহোদয় ইহাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিজয়চাঁদ মহাতাব।

বৰ্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ মাননীয় স্যার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর ১৮৮১ খৃঃ ১৯শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতি শৈশবকালে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃদেব একজন বহুদর্শী ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর হস্তে ইহাঁর শৈশবকালীন শিক্ষাভার ন্যস্ত করেন। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামনারায়ণ দত্ত শিক্ষক নিযুক্ত হন। মহারাজ সুশিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী বলিয়া সুপরিচিত। ইনি ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও বাঙ্গালা ভাষার একজন সুলেখক। "ভারতবর্ষ" নামক মাসিক পত্রিকায় "আমার ভ্রমণ" নামে বিলাত প্রবাসের প্রসঙ্গ প্রকাশিত করেন। ইনি উৎকৃষ্ট ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ ইংরাজীভাষায় ষ্ট্যাডিস্ নামে একখানি গ্রন্থ এবং "বিজয়-গীতিকা" নামক দুইখণ্ড সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কমলাকান্ত, মানসলীলা, পঞ্চদশী প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃঃ ৩১শে জুলাই মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ বাহাদুরের পত্নী বিজয়চাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃঃ মহারাজ

আফ্‌তাবচাঁদের মৃত্যুর পর হইতে ১৮৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ইহাঁর পিতৃদেব কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে বর্দ্ধমান রাজ সরকারের জয়েণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত ছিলেন; তৎপরে ১৮৯১ খৃঃ তিনি প্রধান ম্যানেজার পদে উন্নীত হন। ১৮৮৮ খৃঃ মহারাণী বিনোদেয়ী পরলোকগমন করিলে, মহারাজ বাহাদুর চিরন্তর প্রথানুসারে ১৮৯১ খৃঃ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনায় মহারাজ আফ্‌তাবচাঁদ ও মহারাণীর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯০ খৃঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার পৌত্র স্বর্গীয় আল্‌বার্ট ভিক্টর যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ হয়; সেই সময় ইহাঁর পিতৃদেব মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রিন্স্‌ আল্‌বার্ট ভিক্টারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার "হীরক জুবিলী" মহোৎসব উপলক্ষে ভারতগবর্ণমেণ্ট মহারাজকে ৬০০ বন্দুকধারী সৈন্য এবং ৪২টি কামান রাখিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে আর কোন জমিদার এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৯৮ খৃঃ লাহোর-নিবাসী ঝাণ্ডামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত মহারাজের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৮৯৯খৃঃ মহারাজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; পরীক্ষাকালে ইহাঁর জন্য সতন্ত্র পরীক্ষাগৃহ ও গার্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃঃ ভারতগবর্ণমেণ্ট মহারাজকে লাট সাহেবের সহিত ইচ্ছামত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার দিয়াছেন। মহারাজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় ইহাঁর জমিদারী কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের অধীনে পিতার তত্ত্বাবধানে ছিল; সপ্তদশ বৎসরের অধিককাল কর্ত্তৃত্বের পর ১৯০২ খৃঃ ইনি সাবালক হইয়া স্বীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে বিজয়চাঁদ "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হন; উক্ত বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারী মহারাজাধিরাজের অভিষেক ক্রিয়া উপলক্ষে

তদানীন্তন অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বর বোর্ডিলিয়ন বাহাদুর বর্দ্ধমান গিয়া ইহাঁকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। মহারাজ স্বীয় অভিষেক উপলক্ষে তৎকালে শিক্ষার উন্নতিকল্পে ও পূর্ত্তকার্য্যে ১,০৭০০০৲ হাজার টাকা, প্রজাপুঞ্জের খাজনা মকুব হিসাবে ৫০,০০০ হাজার টাকা, বর্দ্ধমান সহরে পয়ঃপ্রণালী সংস্কার জন্য ৪০,০০০৲ টাকা, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ৪০,০০০৲ হাজার টাকা এবং খুচরা দানের জন্য ৭,০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করেন। বর্ত্তমান ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় পত্নীসহ যখন যুবরাজরূপে ভারতে শুভাগমন করেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ১৯০৬ খৃঃ ২রা জানুয়ারী কলিকাতার ভিক্টোরীয়া স্মৃতি সৌধের সন্নিকট ময়দানে একটি বিরাট রাজসভা হইয়াছিল; তাহাতে চারিটী রৌপ্যমণ্ডিত বৃহৎ স্তম্ভ হয় এবং সেই চারিটী স্তম্ভে ভারতের চারিজন নরপতি ছিলেন—মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর, মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, মহারাজ স্যার রাবনেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর এবং নবাব স্যার খোজা সলিমুল্লা বাহাদুর। ১৯০৬খৃঃ ১৭ই এপ্রেল প্রাইভেট্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এবং স্বীয় চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে সমভিব্যহারে লইয়া মহারাজ বাহাদুর প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তৎকালে লোকান্তরিত ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহারাজ ইউরোপের বহু জনপদ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রায় আট মাসকাল ইউরোপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মহারাজের রচিত ভ্রমণ-কাহিনী সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৮ খৃঃ মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য মনোনীত হন। ১৯০৮ খৃঃ ২৬শে জুন স্বর্গীয় ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্মতিথি উপলক্ষে ইহাঁর "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" উপাধি বংশগত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৯০৮ খৃঃ ৭ই নবেম্বর

ইনি বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুরকে জনৈক আততায়ীর গুলির আঘাত হইতে রক্ষা করেন। ১৯০৯ খৃঃ ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজ "কে-সি-আই-ই" উপাধি ও তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানপদক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর বাহাদুরের উদ্যোগে ভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচ্‌নার বাহাদুরের যে স্মৃতি ভাণ্ডার হয়, তাহাতে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৭০০৲ টাকা চাঁদা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ বঙ্গীয় জমিদারগণ কর্ত্তৃক মহারাজ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। দিল্লীশ্বর সম্রাট্ জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার প্রিয়তমা বেগম নুরজাহানের লাহোরের সমাধির পুনঃসংস্কার কার্য্যে মহারাজ ৫০০০৲ সহস্র টাকা সাহায্য করেন। ১৯১০ খৃঃ ইনি স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে ২৫,০০০৲ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের একটি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন জন্য কলিকাতায় যে স্মৃতি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯১০ খৃঃ তাহাতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ বঙ্গদেশের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মহারাজ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ১০,০০০৲ সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে বৰ্দ্ধমানাধিপতি "কে-সি-এস-আই" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী মহারাজ বাহাদুর কলিকাতা আলিপুরের "বিজয় মঞ্জিল" প্রাসাদে একটি উদ্যান সম্মিলনের আয়োজন করিয়া বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট মাননীয় ডিউক বাহাদুর ও তৎপত্নীকে

অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃঃ বৰ্দ্ধমানের অধীশ্বর বাহাদুর ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ কলিকাতার সাহিত্য সভার গ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডারে মাননীয় মহারাজ ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ইনি প্রস্তাবিত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০০০৲ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বৰ্দ্ধমানের সুবিজ্ঞ চিকিৎসক স্বর্গীয় গঙ্গানারায়ণ মিত্রের স্মৃতি ভাণ্ডারে মহারাজ ১০১ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর পত্নীসহ বৰ্দ্ধমান গমন করেন; তৎকালে লেডী কারমাইকেল বৰ্দ্ধমানের ফ্রেজার হাঁসপাতালের অংশস্বরূপ একটি রোগিনী চিকিৎসা প্রকোষ্ঠের ভিত্তি স্থাপন করেন, তাহাতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর ইনি সহকারী ভারত সচিব মণ্টেগু মহোদয়কে এক সান্ধ্য সমিতিতে সংবৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ বৰ্দ্ধমান বিভাগের জমিদার শ্রেণীর পক্ষ হইতে মহারাজ বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১৩ খৃঃ এপ্রেল মাসে কলিকাতার করিন্থিন্ রঙ্গমঞ্চে রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডারের অষ্টম বার্ষিক সভাধিশনে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃঃ বঙ্গদেশে পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশনের তদন্তকালে ইনি বে-সরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা ও নিরাশ্রয় বিধবা স্ত্রীলোকদিগের বাসের জন্য কর্তৃপক্ষ একটি গৃহ নির্ম্মাণকল্পে সাহায্য সংগ্রহে যত্নবান হইলে মহারাজ উহার সাহায্যার্থে ২,০০০ টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ বাহাদুর বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাদিপুর গ্রাম অঞ্চলে শীকারে গমন কালীন সাদিপুরের মাইনার স্কুলের উন্নতি কল্পে ১০০টাকা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বৰ্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তি-

গণের সাহায্যার্থে বর্দ্ধমানাধিপতি ১২,৫০০ টাকা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতার টাউনহলের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ৩,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বর্দ্ধমানের অধীশ্বর বাহাদুর হিন্দু-বিবাহ সংস্কার সমিতির সদুদ্দেশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ৫০০ টাকা দান করেন। ১৯১৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ এপ্রেল মাসে মহারাজ বাহাদুরের উদ্যোগে বর্দ্ধমান সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন হয়; তৎকালে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া সমাগত সাহিত্যসেবিগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃঃ মহারাজ বাহাদুর আগ্রার সন্নিকট সেকেন্দরা নামক স্থানের মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আকবর সাহের সমাধি ঢাকিয়া রাখিবার জন্য একখানি মূল্যবান আস্তরণ এবং কারুকার্য্য শোভিত একটি মূল্যবান বাতিদান উপহার দিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ অক্টোবর মাসে মহারাজ বাহাদুর কলিকাতা বেলগেছিয়ার আল্‌বার্ট ভিক্টার হাঁসপাতালকে কলেজে উন্নীত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১০,০০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ ইনি বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে ৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়কে দুই শ্রেণীর বার্ষিক বৃত্তি দানের মানসে উহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বার্ষিক ১০০ শত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক ৫০্ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানাধিপতির খুচরা দানের সবিস্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। ফলকথা দেশের নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রতিবৎসর বহু অর্থ দান করিয়া থাকেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জমিদার। প্রায় বিশখানি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বর্দ্ধমান রাজের ভূসম্পত্তি

আছে। বিবিধ প্রকারে মহারাজের সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক আয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বর্দ্ধমান রাজসরকার হইতে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক ৪০,১৫,১০৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই রাজস্ব ভারত-বর্ষের সকল জমিদারের রাজস্ব অপেক্ষা অধিক এবং বঙ্গদেশের সকল জমিদার অপেক্ষা মহারাজের জমিদারীর আয়ের পরিমাণও অধিক। দার্জ্জিলিং, কানপুর, বারাণসী, কটক, কালনা, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে মহারাজের বাসভবন আছে। কলিকাতা সহরে মহারাজের ভূসম্পত্তি ও একটি চক্ আছে। মহারাজ স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ভারতের রাজপ্রতিনিধি বিশেষতঃ ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের সহিত মহারাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মহারাজ বহু অর্থ ব্যয়ে "কর্জ্জনগেট" নামক একটি সিংহদ্বার এবং কর্জ্জন সাহেবের একটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বর্দ্ধমানরাজ ক্ষত্রিয়োচিত সৎসাহসী, বলশালী ও মৃগয়াপ্রিয়। দৈহিক বলের সহিত মহারাজের মানসিক শক্তির সম্যক পরিস্ফুরণ পরিদৃষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের এক প্রাচীনতম ও সুবিখ্যাত বংশের প্রতিনিধি মহারাজাধিরাজ মাননীয় স্যার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কয়েক বৎসর যাবৎ রাজভক্তি প্রদর্শন ও জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া এবং বহুবিধ স্বদেশ হিতৈষণামূলক সদানু-ষ্ঠানে যোগদান করিয়া যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের দুই কন্যা ও দুই পুত্র। প্রথমা কুমারী শ্রীমতী সুধারাণী সুশিক্ষিতা। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ললিতারাণী ১৯১১ খৃঃ নবেম্বর মাসে আলিপুরের "বিজয় মঞ্জিল" প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১৯০৫ খৃঃ ১৪ই জুলাই জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার উদয়চাঁদ মাহাতাব বাহাদুর জন্ম-গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর বিজয় মঞ্জিল প্রাসাদে মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। মহারাজাধিরাজ কুমার শ্রীমান্ উদয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর অধুনা সুবিস্তীর্ণ বর্দ্ধমান রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী।

শিয়াড়সোল রাজবংশ।

৺ গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জের সন্নিকট শিয়াড়সোল রাজবংশ বহুদিনের প্রাচীন জমিদারবংশ। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শিয়াড়সোল নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত নামক জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন। নানাবিধ সদনুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি অর্জ্জিত সম্পদের অধিকাংশ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া উদারতার সম্যক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দপ্রসাদ অতি সামান্য অবস্থা হইতে আত্মশক্তিতে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছিলেন। তিনি জন্মভূমির অকপট হিতৈষী ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ অতিথি সেবা, বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, রাস্তা, ঘাট প্রভৃতি নানাবিধ সাধারণ হিতকর কার্য্য করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তদীয় একমাত্র কন্যা মহারাণী হীরাসুন্দরী দেবীকে দান করিয়া যান। মহারাণীর তিন পুত্র—বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।

৺ বিশ্বেশ্বর মালিয়া।

অতঃপর রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া বাহাদুর বিষয় সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। তিনি শিয়াড়সোল এষ্টেটের বহুবিধ উন্নতিসাধনে যত্নবান ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দানধর্ম্ম করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান

করেন। রাজাবাহাদুর মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুরকে রাখিয়া গিয়াছেন।

৺ রামেশ্বর মালিয়া।

বিশ্বেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা কুমার রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুর বিষয় সম্পত্তির প্রতিনিধি হন। তিনি একজন কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সরকারী অথবা বে-সরকারীর মধ্যে তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটী কয়লার খনিসমূহের একজন প্রধান স্বত্বাধিকারী এবং সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন। হাবড়ার "রামেশ্বর মালিয়া পশু-চিকিৎসালয়", পুরীধামের কুষ্ঠাশ্রম, শিয়াড়সোল স্কুল ও হাঁসপাতাল প্রভৃতি তাঁহার সাধারণ হিতকর কার্য্যের কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে। তিনি বহু দিবস হাবড়া মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। বঙ্গদেশের এসিয়াটিক্ সোসাইটী নামক সমিতির একজন সভ্য মনোনীত হন। তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাবড়ার অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন শিল্প ও উদ্যান কার্য্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি ভারতের কয়েকটি প্রধান সহর এবং লঙ্কাদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন। কুমার বাহাদুর একজন মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। গীতা পাঠে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত লাট সেনাপতি মহালের পত্তনী গ্রহণ করেন। কুমার রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুর প্রায় দেড় বৎসর কাল ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১২ খৃঃ ৯ই মে ৬২ বৎসর বয়সে হাবড়ার ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। কুমার বাহাদুর মৃত্যুকালে একখানি উইল করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার জমিদারীর

বাৎসরিক প্রায় একলক্ষ টাকা যে আয় আছে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে একভাগ তাঁহার উইলের আদেশ অনুসারে দাতব্য কার্য্যে ব্যয় হইবে; একভাগ তাঁহার বিধবা পত্নীর ভরণপোষণে ব্যয় হইবে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর যদি পোষ্যপুত্র থাকে, তিনি প্রাপ্ত হইবেন; তৃতীয়াংশ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ব্যয়ের জন্য মূলধন স্বরূপে জমা থাকিয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যয় হইবে। ১৯১৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কুমার রামেশ্বর মালিয়ার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী মহাসমারোহে হাবড়া জেলার অন্তর্গত শালিখার গঙ্গাতীরে ৺ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৺ দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমাজে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। সাধারণের হিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রণী হইয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও লোকপ্রিয়তায় সকলে মুগ্ধ হইতেন। রামেশ্বরের জীবিতাবস্থায় ১৯০৭ খৃঃ মার্চ্চ মাসে কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন। কুমার বাহাদুরের বিধবা পত্নী ভবসুন্দরী দেবী ১৯১২ খৃঃ ২৩শে নবেম্বর তাঁহার হাবড়ার ভবনে তনুত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

প্রমথনাথ মালিয়া।

রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মালিয়া বাহাদুর অধুনা

শিয়াড়সোল রাজ্যের প্রতিনিধি অথবা সেবাইতপদে অভিষিক্ত হইয়া সকল প্রকার সদনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন। ইহাঁর যত্নে স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে, অতিথি সেবার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে; অধিকন্তু স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়টী ইহাঁর পিতৃব্যদ্বয়ের সময় ক্রমে লুপ্ত হইতেছিল; কুমার বাহাদুর তাহার পুনঃস্থাপনপূর্ব্বক লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

চকদিঘী রাজবংশ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদিঘী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সিংহবংশ বহু প্রাচীন জমিদার বংশ। ইহাঁরা জাতিতে বানাফার ছত্রি। রাজপুতনার অন্তর্গত বাদা জেলার গড় কালিঞ্জর ইহাঁদের আদি নিবাস। মোগলকুল শিরোমণি দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবর সাহের রাজস্ব সচিব রাজা তোডরমল্ বঙ্গদেশে আগমনকালে তাঁহার সহিত কয়েকজন রাজপুত সেনানী এদেশে আসিয়াছিলেন। ১৫৮৭ খৃঃ নাথ সিংহ নামক জনৈক সেনানী মোগল ও পাঠানের বিপ্লব প্রশমিত করিয়া অলৌকিক বীরত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ জয়ের জন্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহ তাঁহাকে "রায়" উপাধিসহ পুরস্কারস্বরূপ জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য বংশধরগণ অধুনা বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বাস করিতেছেন।

৺ নলসিংহ রায়।

অতঃপর নাথ সিংহ রায়ের জনৈক বংশধর নল সিংহ রায় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদিঘী গ্রামে মাতামহাশ্রমে আসিয়া বসতি করেন। তিনি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নল সিংহ রায় মৃত্যুকালে ভবানী সিংহ, দেবী সিংহ, ভৈরব সিংহ ও হরি সিংহ রায় নামে চারি পুত্র রাখিয়া যান।

৺ ভবানী সিংহ রায়।

নল সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানী সিংহ রায় তৎকালে পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। তিনি গোবর্দ্ধন দিকপতি নামক একজন ডাকাতকে ধৃত করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানী সিংহের একমাত্র পুত্র ভূদেব সিংহ; তৎপুত্র ক্ষেত্রপাল সিংহ রায়। ক্ষেত্র পালের সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি অমৃতলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অমৃতলালের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত গোষ্টবিহারী ও শ্রীযুক্ত বনবিহারী সিংহ রায় বিদ্যমান।

৺ দেবী সিংহ রায়।

নল সিংহের মধ্যম পুত্র দেবী সিংহ রায়ের এক পুত্র ভোলানাথ সিংহ রায়; তৎপুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রায়। গঙ্গাগোবিন্দ মৃত্যুকালে দুই পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ রায়কে রাখিয়া যান। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যজ্ঞেশ্বরের বিধবা পত্নী শ্রীমতী যোগমায়া দেবী বর্ত্তমান। কনিষ্ঠ পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ অবিবাহিত অবস্থায় অকালে বৃন্তচ্যুত হন।

৺ ভৈরব সিংহ রায়।

নল সিংহের তৃতীয় পুত্র ভৈরব সিংহ রায়ের অম্বিকাপ্রসাদ নামে এক পুত্র এবং দুর্গাদেবী নাম্নী এক কন্যা হইয়াছিল।

অম্বিকাপ্রসাদের সারদাপ্রসাদ নামে পুত্র ও ক্ষীরদাসুন্দরী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

৺ সারদাপ্রসাদ সিংহ রায়।

সারদাপ্রসাদ সিংহ রায় একজন প্রতিপত্তিশালী ও প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি কোন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করিতেন না। ১৮৫৩ খৃঃ তিনি চকদিঘী গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণের উপকারার্থে নিজ ব্যয়ে চকদিঘী হইতে মেমারী ষ্টেশন পর্য্যন্ত পঞ্চদশ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ তিনি একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৮খৃঃ ১৮ই মার্চ্চ চকদিঘীর অন্যতম জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহ রায় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হীরালাল শীল মহাশয়ের বাটীতে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় মৃত্যুকালে তিনি যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি তদীয় ভগ্নী ক্ষীরদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায়কে উইল করিয়া যান। ললিতমোহনের অভিভাবিকা স্থানীয়া মাতুলানী রাজেশ্বরী দেবী এবং মনিরামবাটির যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ইহাঁকে বিষয়াধিকারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর ১৮৭৬ খৃঃ তাঁহার উইল সম্বন্ধে এক মোকর্দ্দমা হইয়াছিল। সেই উইল প্রকৃত নহে বলিয়া তাঁহার বিধবা পত্নী রাজেশ্বরী দেবী এই মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। রাজেশ্বরী দেবীও স্বামীর ন্যায় পরোপকারী ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত দ্বারহাটা গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়ে তিনি একটী অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং দ্বারহাটা হইতে হরিপাল পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ পূর্ব্বোক্ত তোডর মলের সহিত হাড় সিংহ নামক একজন সেনানী বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ সুবর্ণ-রেখা নদীতীরে মোগলের সহিত পাঠানের যুদ্ধকালে তিনি জয়লাভ করিয়া মোগলের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। যুদ্ধ জয়ের পর হাড়সিংহ, দিল্লীশ্বর মহামতি আকরব সাহের নিকট হইতে একশত বিঘা ভূমি জায়গীর এবং "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত মাদড়া গ্রামে বাস করেন। তিনি যে জায়গীর লাভ করেন, তাঁহার তিন পুত্রের বংশধরগণ অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। হাড় সিংহের তিন পুত্র—হঠু সিংহ, নথু সিংহ ও সুজন সিংহ। মধ্যম পুত্র নথু সিংহ—গোলাপ্ সিংহ—শম্ভু সিংহ মাদড়া হইতে অমরপুর গ্রামে মাতামহ আশ্রমে গিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ—দীননাথ—তৎপুত্র বরদাকান্ত সিংহের সহিত চকদিঘীর অন্যতম জমিদার সারদাপ্রসাদের ভগ্নী ক্ষীরদাসুন্দরী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ও শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সিংহ রায়।

ললিতমোহন সিংহ রায়।

ক্ষীরদাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চকদিঘীর অন্যতম জমিদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুর ১৮৫৮খৃঃ ২১শে অক্টোবর রাস পূর্ণিমার দিবস মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ষষ্ঠ দিবস হইতে ইনি মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ললিতমোহনের মাতুল সারদাপ্রসাদ ইহাঁকে স্বীয় ভবনে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। ইনি প্রথমতঃ মাতুলের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহাঁর নাবালক সময়ে বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হয়। তৎকালে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের হস্তে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের

ভার ন্যস্ত ছিল। সেই সময়ে ললিতমোহন কলিকাতার হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ওয়ার্ডস্ হইতে বহির্গত হইয়া ইনি প্রথমে বৰ্দ্ধমানের কালেক্টার বাহাদুরের অধীনে জমিদারীর কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করেন। স্বরূপচন্দ্র হাজরা নামক জনৈক মোক্তার ইহাঁকে জমিদারীর কার্য্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের ভ্রাতা উমেশচন্দ্র মিত্র জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তৎকালে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃঃ নবেম্বর মাসে ললিতমোহন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বীয় বিষয় সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সারদাপ্রসাদ তাঁহার উইল দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়া যান। ১৮৮৫ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ললিতমোহনের নিকট ঐ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে বৰ্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের পত্রানুসারে ললিতমোহন ঐ টাকার ৩,৫০০ টাকা সুদ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করেন। অতঃপর ৮,৫০০ টাকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "সারদাপ্রসাদ বৃত্তি" নামে একটী বৃত্তি প্রতিবৎসর দশটাকা করিয়া প্রদান করিতেছে। চকদিঘী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ ছাত্র এই বৃত্তি প্রাপ্ত হয়; যদি কোন ছাত্র চকদিঘী স্কুল হইতে উত্তীর্ণ না হয়, তাহা হইলে বৰ্দ্ধমান বিভাগের তদ্রুপ ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু উদ্বৃত্ত টাকায় এফ এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ উৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতিবৎসর কুড়ি টাকার পুস্তক প্রদত্ত হয়। হিন্দু স্কুলের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, ললিতমোহন প্রতি বৎসর সেই ছাত্রকে একটি মেডেল পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি বার্ষিক ৪০০০ টাকা চকদিঘীর বিদ্যালয়ে ব্যয় করেন। অনাথ বিধবাদিগের জন্য ইনি একটী বৃত্তি ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত অনাথাশ্রমে বাৎসরিক প্রায় ১৫০০ টাকা

ব্যয় হইয়া থাকে। ইনি চকদিঘী গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছেন; তজ্জন্য বার্ষিক ৯০০৲ টাকা ব্যয় হয়। ইনি একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে বার্ষিক ৪০০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ইনি কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া প্রজা মণ্ডলীর মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "অন্নরক্ষিণী" সভার আন্দোলন সময়ে ইহাঁর প্রজাবৎসলতা সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাঁর মাতুলানী রাজেশ্বরীর মৃত্যুর পর ললিতমোহন ও মেজর ছক্কনলাল উভয়ের মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়া বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল; পরিশেষে ললিতমোহন তাহাতে জয়লাভ করেন। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। বিশেষতঃ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ও সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধ হস্ত। প্রথমে ইনি যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় লিপিবদ্ধ হয় নাই। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মতিলাল রায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয়ের অনুরোধে ইনি সঙ্গীত রচনা করিয়া "ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী" নামক দুইখণ্ড গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; ইহার তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত স্বপ্নদর্শন, আত্মদর্শন, গয়া মাহাত্ম, কুসুমাঞ্জলী, যজুর্ব্বেদীয় দশসংস্কার পদ্ধতি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭খৃঃ ২৮শে জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট ইহাঁর গুণের প্রশংসা করিয়া "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ইনি বর্দ্ধমানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত আছেন। ১৯১০ খৃঃ ইনি পশ্চিম বঙ্গের ছোট লাট্ স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুরের স্মৃতি ভাণ্ডারে ২০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে ১,৫০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ১,০০০ টাকা দান করেন। ললিতমোহন স্বীয় বুদ্ধিবলে ও চরিত্রগুণে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া

পরিচিত। ইনি নানাবিধ সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে ইহাঁর প্রতিপত্তি ও সম্মান দৃষ্ট হয়। ইনি নানা বিষয়ে স্বীয় প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া সমাজে গণ্য হইয়াছেন।

ললিতমোহনের তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা কন্যার সহিত চকদিঘীর অন্যতম জমিদার মেজর ছক্কনলালের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল, মধ্যমা কন্যার সহিত তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রজনীলাল এবং কনিষ্ঠা কন্যার সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সিংহ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে।

নলসিংহের তৃতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্র সিংহ রায়ের কন্যা দুর্গা দেবীর দুই পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ রায়।

৺ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রায়।

দুর্গা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রায়ের দুই কন্যা হইয়াছিল; তন্মধ্যে প্রথমা কন্যা মনমোহিনীর সহিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সিংহ বর্ম্মণের বিবাহ হয়। ইহাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রলাল সিংহ বর্ম্মণ মহাশয়ের সহিত ললিতমোহনের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়াছে। ইহাঁর দুই পুত্র—শ্রীমান্ শুভেন্দুসুন্দর ও শ্রীমান্ সীতাংশুসুন্দর সিংহ বর্ম্মণ।

৺বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ রায়।

দুর্গাদেবীর কনিষ্ঠ পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ রায় সচ্চরিত্র, নিষ্ঠাবান, সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা অলৌকিক ছিল তিনি পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বৃন্দাবনচন্দ্র, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া

যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি চকদিঘীর সন্নিকট মনিরামবাটি গ্রামে বসতি করেন। তাঁহার সাধারণ হিতকর উচ্চতম দান অনেক ছিল। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনাথকে রাখিয়া যান।

৺যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায়।

বৃন্দাবনচন্দ্রের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় হুগলী কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি কলিকাতা, হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় অনেক বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ ২৪শে এপ্রেল ললিতমোহনের সহিত তাঁহার কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর বিবাহ হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃঃ আগষ্ট মাসে মনিরামবাটির জমিদার যোগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ললিত-মোহন তদীয় জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ১৯০২ খৃঃ যোগেন্দ্র-নাথের বিধবা পত্নী সাধুমতী দেবী সংসার লীলা সংবরণ করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার কন্যা ললিতমোহনের পত্নী বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৺ হরি সিংহ রায়।

নল সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র হরি সিংহ রায় "মহাশয়" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। দেশের লোক তাঁহার উচ্চহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াই তাঁহাকে এই সম্মানসূচক আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র—মেজকৃষ্ণ ছক্কনলাল ও শশিভূষণ সিংহ রায়।

৺ ছক্কনলাল সিংহ রায়।

হরি সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মেজর ছক্কনলাল সিংহ রায় চকদিঘী গ্রামের অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি ব্রিটীশ রাজের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদলে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে ১৯০২ খৃঃ "মেজর" উপাধি সম্মানে ভূষিত হন। ১৮৫৭ খৃঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীর মহাবীর জন্ নিকল্‌সন্ যে তরবারি ব্যবহার করেন; সেই তরবারি ছক্কনলাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মেজর ছক্কনলাল সিংহ রায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র—বিনোদলাল, মণিলাল ও রজনীলাল সিংহ রায়।

৺ বিনোদলাল সিংহ রায়।

ছক্কনলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদলাল সিংহ রায় একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীপ্রসাদকে রাখিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। চব্বিশ-পরগণা আলিপুরের প্রথম সব জজ শ্রীযুক্ত রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের নিকট শ্রীযুক্ত চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ রায় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের জন্য তদীয় খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মণিলাল ও শ্রীযুক্ত রজনীলালের নামে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। অতঃপর উহা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া ছক্কনলালের জমিদারী তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

মণিলাল সিংহ রায়।

ছক্কনলালের মধ্যম পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর বৃটীশরাজের স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদলের একজন সদস্য। ইনি ভারতের

ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরকে ইহাঁর পিতৃদেবের সুবিখ্যাত নিকল্‌সন্ তরবারি উপহার প্রদান করেন। ১৯০৮ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে মণিলাল "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। উপাধির সনন্দ প্রদানের সময় বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর ইহাঁর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃঃ বঙ্গেশ্বর স্যার এন্‌ড্রু ফ্রেজার বাহাদুরের স্মৃতি ভাণ্ডারে ইনি ২০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে ইনি ৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে ইনি একটি "দরবার মেডেল" প্রাপ্ত হইয়াছেন। দরবারের পর যখন নবীন সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও সম্রাট্ মহিষী কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় প্রিন্সেপ্ ঘাটে বঙ্গের ছোটলাট তাঁহাদের সহিত মণিলালের পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ দামোদর নদের ভীষণ বন্যার সময় ইনি বহু লোকের প্রাণ রক্ষা করেন। দামোদরের বাঁধে যাহাতে জল নিকাশের পথরোধ না ঘটে, সে বিষয়েও ইহাঁর কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যালেরিয়া নিবারণেও ইনি উদাসীন নহেন। রাজা বাহাদুর একজন সুদক্ষ শিল্পী। বর্দ্ধমান জেলা-বোর্ডের সভাগৃহে এবং দার্জ্জিলিঙ্গের এল-জি স্বাস্থ্যনিবাস হলে ইহাঁর স্বহস্ত চিত্রিত পরলোকগত ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের সুবৃহৎ একখানি তৈলচিত্র আছে। বহু দিবস হইতে রাজা বাহাদুর দেশহিতকর অনুষ্ঠানে প্রধান অগ্রণী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কৃষিসমিতি এবং চৌকীদারী ইউনিয়ন্ সংস্রবে ইনি দেশের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট ও গবর্ণমেণ্টের নিকট ইনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। ইহাঁর চেষ্টায় "ইম্পিরিয়াল্ লীগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা বাহাদুর তিনবার ব্রিটীশরাজের পক্ষ লইয়া তাঁহার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃঃ

ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট মণিলালের সুখ্যাতি করিয়া "রাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর চকদিঘীর অন্যতম জমিদার ললিতমোহনের জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইহাঁর পত্নী দশ মাস বয়স্ক একটি শিশু পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাজা বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সিংহ রায় বাহাদুর শৈশব কালাবধি মাতামহের ভবনে অবস্থিতি করিতেছেন।

রজনীলাল সিংহ রায়।

ছক্কনলালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রজনীলাল সিংহ রায় তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত। ইনিও ললিতমোহনের মধ্যম জামাতা। ইহাঁর চারি পুত্র—শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ বি-এ, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত প্রভানাথ ও শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ সিংহ রায়।

৺ শশিভূষণ সিংহ রায়।

হরি সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শশিভূষণ সিংহ রায়ের সন্তানাদি হয় নাই। তিনি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী স্বীয় সম্পত্তির অংশ বিক্রয় করিয়া মেমারীর নিকটবর্ত্তী দেহুড়া গ্রামে পিত্রালয়ে বাস করেন। তিনি তথায় একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন ও তাহার একটি চাঁদনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বীরভূম রাজবংশ।

অতি প্রাচীনকালে বীরসিংহ নামে জনৈক হিন্দু রাজা বীরভূম জেলায় রাজত্ব করিতেন। তিনি তাম্রলিপ্তি, কর্ণগড়, বীরদেশ প্রভৃতি প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এক সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে বীর সিংহ, চৈতন্য সিংহ ও ফতে সিংহ নামক তিনটি ক্ষত্রিয় রাজকুমার বিপন্ন হইয়া বীরভূম প্রদেশে আগমনপূর্ব্বক আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত রাজকুমারগণের পিতা কোন মুসলমানের দ্বারা সংগ্রামে নিহত হইলে, রাজমন্ত্রী কুমারগণের জীবন রক্ষার্থ তাহাদিগকে লইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। তিনি কুমারত্রয়কে লইয়া অবশেষে বীরভূমের পার্ব্বত্য প্রদেশের বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাজকুমারগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, চতুস্পার্শ্ব-বর্ত্তী আদিম নিবাসী সাঁওতালদিগকে যুদ্ধে পরাভূত ও বশীভূত করিয়া, তাঁহারা নিজ নিজ নামানুসারে তিনটি পৃথক রাজ্যস্থাপন করেন। বীরসিংহ, বীরভূম রাজ্য স্থাপন করিয়া বীরসিংহপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। চৈতন্যসিংহ নিজ রাজ্যের রাজধানীর নাম চৈতন্যপুর রাখেন—এখন উহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। ফতেসিংহের রাজ্যের রাজধানী ফতেপুর নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক স্থান অধিকার করেন; ঐ সকল স্থান অধুনা "ফতেপুর পরগণা" নামে আখ্যাত হইয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত বীরসিংহ বীরভূম রাজ্যের প্রথম হিন্দু নরপতি এবং তাঁহার নামানুসারে এই রাজ্যের নাম বীরভূম হইয়াছে। বীরসিংহ, বীরভূম রাজ্য স্থাপন করিয়া বাহুবলে ক্রমে তাহার বিস্তার বৃদ্ধি করেন।

তিনি নব প্রতিষ্ঠিত বীরভূম রাজ্যের রাজধানীর নাম স্বীয় নামানুসারে বীরসিংহপুর আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সুরম্য ভবনের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এক প্রস্তরময়ী ৺কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা এবং সদাব্রত ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজভবন ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং প্রাচীন সরোবর প্রভৃতি বীরভূমের বক্ষকে স্মৃতিময় করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সিউড়ীর ছয় মাইল পশ্চিমে, বীরসিংহপুরের অরণ্য বেষ্টিত ভগ্নস্তূপ এখনও বিরাজ করিতেছে। বীরসিংহ অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। ১২২৬খৃঃ সুলতান গিয়াসুদ্দীন বীরভূমরাজের রাজধানী বীরসিংহপুর আক্রমণ করেন। হিন্দুরাজ বহু রাঢ়ীয় সৈন্য লইয়া সুলতানের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিলেন। ক্রমে বীরসিংহের ভ্রাতৃদ্বয় চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ সসৈন্যে অগ্রজের সাহায্যার্থে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সেই যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য পরাজিত হয়। অতঃপর সুলতান কোন উপায়ে ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ সংঘটন করেন। বীর সিংহের ভ্রাতৃগণ সুলতানের মায়াজালে ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া নৈশ আক্রমণে রাজা বীর সিংহের বিনাশ সাধন করেন। তাঁহার পুরমহিলাগণ প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন। সেই সময় রাজমহিষী সমীপস্থ একটি সরোবরে দেহ বিসর্জ্জন করেন; অদ্যাপি সেই প্রাচীন সরোবর "রাণীদহ" নামে পরিচিত।

তৎকালে বীর সিংহের পুত্র শত্রু ভয়ে রাজধানী হইতে পলায়নপূর্ব্বক নগর নামক স্থানে গমন করেন। ১২২৭ খৃঃ তদীয় পিতৃশত্রু সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর, তিনি বীরভূম রাজ্যের অধীশ্বর হন। অতঃপর তিনি "বীর রাজ" উপাধি ধারণ করিয়া নগর নামক স্থানে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নগরকে দুর্গমালা ও সৌধরাজিতে সুশোভিত করিয়াছিলেন। কালীদহের দক্ষিণতটে তাঁহার রাজ প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। অবধি "নগর" রাজনগর নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সিউড়ী হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

১৫৩৮ খৃঃ পাঠান বংশসম্ভূত আসাদউল্লা ও জোনেদ খাঁ নামক ভ্রাতৃদ্বয় পাঠানবীর সের সাহের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। ঘটনা ক্রমে তাঁহারা শেষ বীররাজের সমীপে উপস্থিত হন। বীরভূমরাজ তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষা করিয়া যুবকদ্বয়কে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তাহাদিগকে সেনানী পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয় দুরভিসন্ধি সাধনের ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় ভ্রাতায় এক দিবস রাজাকে আক্রমণ করেন। মল্ল যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা পরিশেষে এক কূপের সন্নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু বীররাজ পতন সময়ে আসাদউল্লাকে লইয়া কূপের মধ্যে পতিত হন। এইরূপে ১৬০০ খৃঃ বীরভূমরাজ এবং আসাদউল্লার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

৺জোনেদ খাঁ।

তদনন্তর জোনেদ খাঁ বীরভূম রাজ্যের অধিকারী হন। এই সময় হইতে বীরভূম রাজ্যের হিন্দু রাজলক্ষ্মী মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। অল্পদিন পরে জোনেদ খাঁ স্বীয় পুত্র বাহাদুর খাঁর হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ১৮০০ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺বাহাদুর খাঁ।

জোনেদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ ১৬০০ খৃঃ বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি একজন রণনিপুণ পরাক্রমশালী নরপতি

ছিলেন; তজ্জন্য সাধারণে রণমস্ত খাঁ নামে পরিচিত হন। তিনি প্রবল প্রতাপের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে দেশে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। বাহাদুর খাঁ প্রকৃত পক্ষে বীরভূমের প্রথম পাঠান নরপতি ছিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ রণমস্ত খাঁ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৺কামাল খাঁ।

বাহাদুর খাঁর পরলোকান্তে ১৬৫৯ খৃঃ তদীয় পুত্র খোজা কামাল খাঁ বীরভূমের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় বুদ্ধিমান ও সংগ্রাম নিপুণ ছিলেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে কামালপুর নামক একটি গ্রাম স্থাপন করেন। ১৬৯৭ খৃঃ কামাল খাঁ জ্বররোগে গতাসু হন।

৺মহম্মদ খাঁ।

অতঃপর অল্প সময়ের জন্য তাঁহার পুত্র খোজা মহম্মদ খাঁ বীরভূম রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। তিনি কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া লোকান্তরিত হন।

৺ আসাদুল্লা খাঁ।

তৎপরে মহম্মদ খাঁর পুত্র আসাদুল্লা খাঁ ১৬৯৭ খৃঃ বীরভূমের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপে বীরভূমের ইতিবৃত্ত সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ কেবল ধার্ম্মিক, সাধুসন্ন্যাসী

ও ফকির প্রভৃতির সেবায় ব্যয় করিতেন। তিনি কয়েকটী পুষ্করিণী খনন ও মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; অধিকন্তু রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদরবারে তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে নবাবকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং নবাবও তাঁহার নিকট কখন রাজস্বের দাবী করেন নাই। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ঝাড়খণ্ডের পার্ব্বত্য জাতির অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষার ভার আসাদুল্লার উপর ন্যস্ত করিয়া, তাঁহাকে রাজস্ব প্রদান হইতে এক প্রকার মুক্তি দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত না; তিনি প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজগণ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। আসাদুল্লা খাঁ প্রতিপত্তির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৭১৮ খৃঃ স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—বদিওজমান খাঁ ও আজীম খাঁ।

৮ বদিওজমান খাঁ।

আসাদুল্লার মৃত্যুর পর ১৭১৮ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বদিওজমান খাঁ বীরভূমের অধীশ্বর হন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদানপূর্ব্বক একখানি সনন্দ দিয়াছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজীম খাঁকে রাজকার্য্যে নিয়োগপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমভাবে প্রীতি করিতেন এবং তাহাদিগকে অনেক নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য মধ্যে সহসা একটি অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজস্বসচিব হাতেম খাঁকে প্রেরণ করেন। হাতেম খাঁর কৌশলে বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বীরভূমরাজ তাঁহার দক্ষতায় সন্তুষ্ট

হইয়া পুরস্কারস্বরূপ বৃদ্ধ হাতেম খাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন। বিদ্রোহদমন জন্য হাতেম খাঁ যে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, তিনি তথায় একটি পল্লী স্থাপন করিয়া বাস করেন। বীরভূমপতি, হাতেম খাঁর স্মৃতি অক্ষয় করিতে তদীয় নামানুসারে পল্লীর নাম "হাতেমপুর" রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই স্থান "হেতমপুর" নামে অভিহিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দৌলার সময় বীরভূমরাজ যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে বিশেষ প্রপীড়িত করেন। অবশেষে উত্তেজিত হইয়া ১৭৩৪ খৃঃ বীরভূমরাজ নবাবের অধীনতা ছিন্ন করিয়া কিয়দ্দিবসের জন্য স্বাধীন হন; অনন্তর তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় রাজ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ১৭৫১ খৃঃ রাজার চতুর্থ পুত্র আসাদওজমান খাঁ, মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে তদ্বিষয়ে জ্ঞাপন করিয়া সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধে নবাবের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া বীরভূমে প্রত্যাগত হন। বৃদ্ধ রাজা জীবনের অবশিষ্টকাল ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিয়া ১৭৫১ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর দুই পুত্র—আহম্মদওজমান খাঁ ও মহম্মদ আলিনকি খাঁ; দ্বিতীয়ার গর্ভে—ফকরওজমান খাঁ ও আসাদওজমান খাঁ; তদ্ভিন্ন তাঁহার এক উপপত্নীর গর্ভে বাহাদুরওজমান খাঁ নামক এক অবৈধ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

---

৮ আসাদওজমান খাঁ।

বৃদ্ধ রাজা বদিওজমান খাঁ সিংহাসনচ্যুত হইলে তাঁহার চতুর্থ পুত্র আসাদওজমান খাঁ ১৭৫২ খৃঃ পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময়ে বীরভূমে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার

কিয়দ্দিবস পরে তদীয় ভ্রাতা আহম্মদ ও আলিনকি খাঁ রাজনগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ গমন করিয়া উভয়ে নবাব সরকারে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৭৫৬ খৃঃ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্ধকুপ হত্যার সময় নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই সময় তাঁহার সেনাপতি আলিনকি খাঁ কলিকাতা নগরী অধিকার করিয়াছিলেন। নবাব তাঁহার বীরত্ব ও রণকৌশলে পরিতুষ্ট হইয়া আলিনকির নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কলিকাতার নাম আলিনগর আখ্যা দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণার প্রধান নগর বর্ত্তমান আলিপুর আলিনকির নামানুসারে অভিহিত হইয়াছে। তৎকালে গিধোরের মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ বীরভূমরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। আলিনকি সেই সময় বীরভূমে উপস্থিত হইয়া গিধোর-রাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। আলিনকি খাঁ গিধোররাজকে দেওঘরের সীমানার বহির্ভূত করিয়া গিধোররাজের তথাকার অধিকৃত স্থানসমূহ অধিকার করেন। সেই সময়ে ৺ বৈদ্যনাথ জীউর সেবকগণ বীরভূমরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ৺ বৈদ্যনাথ জীউর সেবার্থ যাত্রী-দিগের নিকট প্রতিবৎসর যে অর্থ সংগৃহীত হইত, তাহার পঞ্চমাংশ বীরভূমরাজকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। আলিনকির পরাক্রমে তাঁহার রাজত্বকালে বীরভূম রাজ্যের প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তখন ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে ভাগীরথী, পশ্চিমপ্রান্তে পঞ্চকোট রাজ্য, উত্তরে ভাগলপুর ও দক্ষিণে অজয়নদ অবস্থিত ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন পলাশীর রণরঙ্গভূমে বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হইলে সমগ্র ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। মুর্শিদাবাদের নবাবের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া বীরভূমরাজ বঙ্গরাজ্য গ্রাস করিবার উদ্যোগ করেন। সেই সময় নবাব মীরজাফরের পত্নী মণিবেগম, ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে কোম্পানীর কলিকাতার কর্তৃপক্ষ বীরভূমরাজের বিরুদ্ধে ব্রিটীশ বাহিনী প্রেরণ করেন। বীরভূমরাজ পরাজিত হইয়া প্রতিবর্ষে বীরভূম রাজ্যের বার্ষিক রাজস্বের তৃতীয়াংশ কোম্পানীকে প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হন। অতঃপর নবাব মীরকাশীম বীরভূম ও তৎসন্নিহিত ভূভাগকে স্বীয় অধিকার ভুক্ত করেন। বীরভূমরাজ স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইলে নবাব মীরকাশীম, মহম্মদ তকীখাঁকে বীরভূমের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। মীরকাশীমের পর ১৭৬৪ খৃঃ মীরজাফর পুনরায় মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে বীরভূমের পদচ্যুত রাজা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্তির জন্য নবাবের নিকট এক আবেদন করিয়াছিলেন। নবাব বীরভূমরাজকে দরবারে আহ্বান করিয়া ৬,৩৫২ টাকার খেলাত প্রদান করেন। অতঃপর ১৭৬৮ খৃঃ বীরভূমরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হইয়া সাক্ষীগোপাল হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ কোম্পানী রাজাকেই স্থানীয় শাসনের ভার ন্যস্ত করেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের দুর্দ্দশা হইলে তিনি সেই সকল দেখিয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ বীরভূমরাজ আসাদওজমান খাঁ পক্ষাঘাত রোগে কলিকাতায় ভবযন্ত্রণা শেষ করেন। তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতা হইতে আনিয়া রাজনগরের ফুলবাগান নামক স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

আসাদওজমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পদ লাভের জন্য তদীয় অবৈধ ভ্রাতা বাহাদুরওজমান খাঁ কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন; কিন্তু আসাদওজমানের বিধবা পত্নী লালবিবি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। লালবিবি কোম্পানীকে জ্ঞাপন করেন, বাহাদুরওজমান খাঁ দাসীর পুত্র বলিয়া রাজ্যের চিরপ্রথানুসারে রাজ্যাধিকারী হইতে পারেন না। কোম্পানী তজ্জন্য বাহাদুরকে বঞ্চিত করিয়া লালবিবিকে তাঁহার

স্বামীর পরিত্যক্ত সিংহাসন প্রদান করেন। লালবিবির এক ভ্রাতা তকী খাঁ তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সেই সময় বাহাদুরওজমান খাঁ সম্পত্তি লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি ভোটান সাহ নামক জনৈক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া লালবিবির বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করেন। ভোটান সাহ উৎকোচ দিয়া লালবিবির জনৈক দ্বারবানকে বশীভূত করিয়া তদ্বারা বাহাদুরওজমানের একজন দ্বারবানকে হত্যা করিয়াছিল। তৎপরে হত্যাকারী বিশ্বাসঘাতক দ্বারবান প্রকাশ করে যে তিনি লালবিবির দ্বারা এই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই অপরাধের জন্য লালবিবিকে বঞ্চিত করিয়া বাহাদুরওজমানকে তৎপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর লালবিবি স্বামীর রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন; অতঃপর গবর্ণমেণ্ট ১৮০০ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

৮ বাহাদুরওজমান খাঁ।

১৭৭৮ খৃঃ ষড়যন্ত্রের সাহায্যে বাহাদুরওজমান খাঁ বীরভূম জমিদারীর অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ ও অপব্যয়ী ছিলেন। মন্বন্তরের ফলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজার নিকট খাজানা আদায় না হওয়ায় তাঁহার অনেক টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। ১৭৮৪ খৃঃ ১০ই আগষ্ট বীরভূমপতির শোচনীয় অবস্থার বিষয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বাহাদুরের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহার বৃত্তির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ক্রমে দস্যুদলের উপদ্রবে বীরভূম অঞ্চল কম্পিত হইলে, কোম্পানী উহা অবগত হইয়া বীরভূমকে আপনাদের শাসনাধীন করেন। ১৭৮৬ খৃঃ জি, আর, ফলি নামক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী বীরভূমে

প্রথম নিযুক্ত হন। ১৭৮৭ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর বীরভূমকে মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিষ্ণুপুরের সহিত সংযুক্ত করেন; এবং যুক্ত প্রদেশের প্রধান নগর বিষ্ণুপুর হইতে সিউড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। সেই সময় বীরভূমরাজ একজন সাধারণ ভূস্বামীমাত্র হইলেন। অতঃপর ১৭৮৯ খৃঃ হুসনাবাদের পল্লীভবনে বাহাদুরওজমান খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া রাজনগরের ফুলবাগানে সমাহিত করা হইয়াছিল।

৮ মহম্মদওজমান খাঁ।

বাহাদুরওজমানের পরলোকান্তে ১৭৮৯ খৃঃ তাঁহার নাবালক পুত্র মহম্মদওজমান খাঁ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকায় গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার সম্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য রমানাথ ভাদুড়ী দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী তিনি সাবালক হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজসনন্দ প্রাপ্ত হন। কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্বের জন্য তাঁহাকে ১৭৯১ খৃঃ বন্দী হইতে হয়; তৎকালে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব পরিশোধের অঙ্গীকার করিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৭৯৪ খৃঃ পুনরায় কোম্পানীর রাজস্ব বাকী হইলে রেভিনিউ বোর্ড বীরভূমরাজের কতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে ১৭৯৫ খৃঃ ১লা জানুয়ারী তাঁহার জমিদারীর কিয়দংশ নিলামে বিক্রয় হয়। সেই সময় হেতমপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্ত্তী বীরভূমরাজের পূর্ব্বোক্ত নিলামে বিক্রীত সম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৮০২ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী মহম্মদওজমান খাঁ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার উত্তমকুমারী নামে এক পত্নী ছিলেন; অধিকন্তু তিনি ঘেসেটিরাণী নাম্নী এক বিধবা রমণীকে

নিকা করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে মহম্মদ দাওরওজমান নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূমরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পরিবার-বর্গের ভরণপোষণ জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

---

৮ দাওরওজমান খাঁ।

মহম্মদওজমান খাঁ বীরভূম জমিদারীর উত্তরাধিকারীরূপে দাওর-ওজমান খাঁ নামক এক নাবালক পুত্র রাখিয়া যান। তিনি মৃত্যুকালে তদীয় জননী সোণারাণী ও ইমামবক্সের হস্তে অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহারা ১৮০২ খৃঃ দাওর-ওজমানকে বীরভূমের মসনদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু মহম্মদওজমানের অন্যতমা পত্নী উত্তমকুমারী দ্বিতীয় রাজকুমারের পক্ষ হইতে দাওর-ওজমানের অভিষেকে আপত্তি করিয়া ১৮০৫ খৃঃ তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কলিকাতা-নিবাসী কৃষ্ণরাম বসু ইতঃপূর্ব্বে সাহ আলমপুর পরগণা, দড়ি ময়ূরেশ্বর ও মল্লারপুর তালুক বন্ধক রাখিয়া বীরভূমরাজকে অনেক টাকা ঋণ দিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি উত্তমকুমারীর পক্ষ অবলম্বন করেন। পরিশেষে জজের নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, দাওর-ওজমান জয়লাভ করেন। ১৮০৬ খৃঃ তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৮০৯ খৃঃ ঋণভারগ্রস্ত রাজার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ মুর্শিদাবাদের কালেক্টারের ক্রোক আমীন হেতমপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্ত্তী রাজনগরে উপস্থিত হইয়া অধিকাংশ সম্পত্তি বিক্রয় করেন। সেই সময় তাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি কোন কারণে বন্ধ হইয়াছিল। তখন রাজা দাওরওজমান খাঁ রাধানাথ চক্রবর্ত্তীর নিকট অনেক টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই সময়

বীরভূমরাজ, রাধানাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তীকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন; কিন্তু তিনি কয়েক মাস পরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃ মহম্মদ দাওরওজমান খাঁ লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে মহম্মদ জওহরওজমান খাঁ নামে এক পুত্র ও রজকন্নেসা বিবি নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

৺মহম্মদ জওহরওজমান খাঁ।

দাওরওজমানের মৃত্যুর পর ১৮৫৫ খৃঃ তদীয় পুত্র মহম্মদ জওহর-ওজমান খাঁ উত্তরাধিকারী হন। তাঁহাকে আর কেহ বীরভূমরাজ না বলিয়া রাজনগরের রাজা বলিতেন। তিনি অবশিষ্ট দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিছুদিন জীবনযাপন করেন। ১৮৮৫ খৃঃ নবেম্বর মাসে রাজ-নগরাধিপতি জওহরওজমান খাঁ পরলোকগমন করেন। তিনি মৃত্যু-কালে অজহরওজমান খাঁ, আতাহারওজমান খাঁ, সফরওজমান খাঁ ও জান্ আলম খাঁ নামক চারি পুত্র রাখিয়া যান।

১৮৮৭ খৃঃ রাজনগরের রাজার ভূসম্পত্তি বিক্রয় হয়; হেতমপুরের স্বর্গীয় মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন। এই সময় রাজনগর রাজবংশধরগণের জীবিকার সম্বল কিছুই ছিল না। তৎকালীন স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ গ্রাণ্ট সাহেব বাহাদুর বীরভূমের প্রাচীন রাজবংশের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য রাজনগরের ভূসম্পত্তির সাড়ে তিন আনা অংশ প্রদান করেন। মহম্মদ জওহরওজমান খাঁর দুরবস্থাপন্ন বংশধরগণ তাহার আয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজ-নগরের প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভিন্ন বীরভূম রাজবংশের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আর কিছুই নাই।

হেতমপুর রাজবংশ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর রাজবংশ রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, শুদ্ধ শোত্রীয়, কর্ণব্যালের সন্তান, শিমুলাই গাঁই, বাৎস্য গোত্র। বাঁকুড়া ইহাঁদের পৈতৃক আবাসভূমি ছিল।

৺ মুরলীধর চক্রবর্ত্তী।

১৬৫০ খৃঃ এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ মুরলীধর চক্রবর্ত্তী অতি অল্পবয়সে চাকুরীর জন্য বীরভূম আগমন করিয়া রাজনগরের অধিপতি বাহাদুর খাঁর রাজসরকারে একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজনগরে সপরিবারে বসতি করেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত ৺ দধিবামন নামক কুলদেবতাকে কর্ম্মস্থানে আনয়নপূর্ব্বক সেবা পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি চৈতন্যচরণ ও প্রসাদদাস নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরিণত বয়সে গতাসু হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদদাস হেতমপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁপানগর গ্রামে একটি পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কার্য্য করিতেন; তাঁহার বংশ এক্ষণে বিদ্যমান নাই।

৺ চৈতন্যচরণ চক্রবর্ত্তী।

মুরলীধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যচরণ চক্রবর্ত্তী রাজনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক হেতমপুরে আসিয়া বাসস্থাপনা করেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া মুসলমান রাজকর্ম্মচারীগণের প্রিয়পাত্র হইয়া-

ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র, ব্রজমোহন, রাধানাথ, কুচিল ও সনাতন চক্রবর্ত্তী; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজমোহন অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। ১৭৭৪ খৃঃ ৭৫ বৎসর বয়সে চৈতন্যচরণ চক্রবর্ত্তী পুত্রশোকে পরলোকগমন করেন।

৺ রাধানাথ চক্রবর্ত্তী।

চৈতন্যচরণের মধ্যম পুত্র রাধানাথ চক্রবর্ত্তী রাজনগরের মুসলমান রাজগণের অধীনে জমিদারী সেরেস্তায় তহশীলের কার্য্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন। ক্রমে তিনি মুসলমান রাজার অধীনে কয়েকটি মহালের পত্তনী ইজারা বন্দোবস্ত লইয়া যথেষ্ট লাভবান হন। ১৭৯৮ খৃঃ রাধানাথ লাট ধন্যা ও জোনেদপুর ক্রয় করিয়া পুনরায় উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ১৮০০ খৃঃ লাট রূপসপুর ক্রয় করেন। এইরূপ ক্রয় বিক্রয় আদান প্রদান প্রভৃতি বিবিধ কৌশলে ১৮০১ খৃঃ তিনি হাল্‌শীনগর, গোপালনগর ও কুণ্ডহিত নামে তিন পরগণার জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ তিনি ৺ রাধাবল্লভ জীউর ঠাকুর বাড়ীর সংলগ্ন হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করেন। তদবধি এই ব্রাহ্মণ পল্লীর নাম রাধাবল্লভপুর হইয়াছে। ১৮০৩ খৃঃ তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুচিল চক্রবর্ত্তীর সহিত পৃথক হন। রাধানাথ এগার আনা ও কুচিল পাঁচ আনা হিসাবে জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হইলে এই বংশে বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে দুইটী শাখার উৎপত্তি হয়। কালক্রমে ছোট তরফের বংশধরগণ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া অনেকে অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন হইয়াছেন। বড় তরফ হইতে বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। রাজনগরের অধিপতিগণ নানাপ্রকারে ঋণজালে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ হীনাবস্থাপন্ন হওয়ায় দেনায় তাঁহাদের বহুমূল্যের সম্পত্তিসমূহ

অল্পমূল্যে নীলামে বিক্রয় হয়। সেই সময় সুযোগ পাইয়া রাধানাথ অনেক সম্পত্তি ক্রয় করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কিছু দিন ক্রোক আমীনের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ রাধানাথ রাজনগরাধিপতির সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উহা অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া যথেষ্ট বিত্তশালী হন। অতঃপর রাজকার্য্য পরিতাগ পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে বিষয় কার্য্য করিতে থাকেন। ১৮১০ খৃঃ তিনি যশপুরের তালুকদার সেখ রেজারবক্সের নিকট চক্ মোহনপুর ক্রয় করেন। তিনি মোহন-পুরে একটি বাঁধ করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। হেতমপুরের পশ্চিমপ্রান্তে তিনি একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া-ছিলেন, তাহাও অদ্যাপি বাঁধাপুকুর নামে বিদ্যমান; এতদ্ভিন্ন হেতমপুরে তাঁহার অনেক সৎকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ হরিনাম জপ তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। হারিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ থাকায় তিনি নিজে অনেক কীর্ত্তনের সঙ্গীত রচনা করেন। ১৮৩৩ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপ্রচরণ সরস্বতী পূজা ও কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু সেই বৎসর মার্চ্চ মাসে ৩৭ বৎসর বয়সে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হইলে পরবৎসর রাধানাথ স্বগৃহে দুর্গোৎসব না করিয়া হেতমপুর-নিবাসী গয়ারাম বন্দোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উপর দুর্গোৎসবের ভার অর্পণ করেন। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরগণ অদ্যাপি সেই পূজা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন এবং পূজার ব্যয় রাজএষ্টেট্ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ১৮৩৫ খৃঃ ৭৪ বৎসর বয়সে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পেরুয়া গ্রাম নিবাসী নিকুঞ্জনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা দাশুমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যা হইয়াছিল; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গা-

নারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী সাজিনা গ্রামের দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রথমা কন্যা রুক্মিণী দেবীর বিবাহ হয়। বালিজুড়ি-নিবাসী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয়া কন্যা রামমণির বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি হেতমপুরে বাস করিতেছেন। শান্তিপুর-নিবাসী আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত তৃতীয়া কন্যা কৃষ্ণমণির পরিণয় হয়; তাঁহার বংশধরগণও হেতমপুরে বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠা কন্যা শ্যামমণি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

---

৮ বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী।

রাধানাথের পরলোকান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী ১৮৩৫ খৃঃ ৪৯ বৎসর বয়সে তদীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তিনি ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজনগরাধিপতি দাওরওজমান খাঁর দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা বাহাদুর বিপ্রচরণের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক "হুজুর" উপাধি প্রদান করেন। বিপ্রচরণ রাজনগরের রাজবংশসম্ভূতা বিবি রজবন্নেসাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ দিয়া মহম্মদাবাদের জমিদারী স্বত্ব বন্ধক রাখেন। তৎপরে ১৮৪৩ খৃঃ ২৫শে এপ্রেল স্বীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের নামে উক্ত মহম্মদাবাদ পত্তনী গ্রহণ করেন। বিবি রজবন্নেসা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় ১৮৪৭ খৃঃ ৩১শে মে পুনরায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পণ দিয়া, বিপ্রচরণ মহম্মদাবাদের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি লাট সাহ-আলমপুরের চতুর্থাংশ পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়া অবশেষে তাহার ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৮৪৮ খৃঃ তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বিপ্রচরণ ব্রিটীশ রাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও কীর্ত্তিমান

পুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে হেতমপুরে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি হেতমপুরে কয়েকটি দেবমন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দসায়ের নামক বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া স্বীয় কন্যা দোলগোবিন্দমণির নামে প্রতিষ্ঠা করেন। বিরজাসায়ের নামক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া স্বর্গীয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের বিধবা পত্নী বিরজাসুন্দরীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুখসায়ের নামক পুষ্করিণী স্বীয় ভগিনী সুকুমারীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মানসায়ের নামক পুষ্করিণী তদীয় ভাগিনেয়ী মানমোহিনীর নামে প্রতিষ্ঠা হয়। লালদিঘী নামক সরসী এবং তত্তীরস্থ পঞ্চ শিবমন্দির ও "বারদুয়ারী" নামক ভবন তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। মহারাজ রামরঞ্জন উহা সুন্দররূপে সংস্কার করাইয়া "রোজিভিল্লা" নাম প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নূতন পুষ্করিণী নামক একটি সরোবর খনন করাইয়া স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি যে বৃহৎ বাংলা নির্ম্মিত করেন, তথায় এক্ষণে রাজকর্ম্মচারীগণ বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চ অধুনা দাতব্য চিকিৎসালয়স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। বিপ্রচরণ দেব দ্বিজে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি অনেক কীর্ত্তন সঙ্গীত রচনা করেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন ১৮৫৭ খৃঃ তিনি পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হন। অতঃপর ১৮৫৭ খৃঃ ১০ই নবেম্বর বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী কাটোয়ার জাহ্নবী তীরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বাঘ-ডহরী নিবাসী শ্রীনাথ চৌধুরীর ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরে পত্নী-বিয়োগ হয়। তৎপরে পুনরায় বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী বেড়েলা গ্রামের বক্সী বংশোদ্ভবা মন্দাকিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথনাথ

চক্রবর্ত্তী একাদশ বর্ষে হঠাৎ ডিপ্থিরিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮৩৪ খৃঃ মধ্যম পুত্র আশুতোষ চক্রবর্ত্তী নবম বৎসর বয়সে অকালে গতাসু হন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর-নিবাসী দেওয়ান কালী-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় সবজজ কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার তারকানন্দ মুখোপাধ্যায় (পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) মহাশয়-দ্বয়ের সহিত বিপ্রচরণের কন্যাদ্বয় দোলগোবিন্দমণি ও কৃষ্ণবিনোদিনী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। কুলদানন্দের বংশধরগণ এক্ষণে সিউড়ী নগরীতে বাস করিতেছেন।

৵ কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিপ্রচরণের মৃত্যুর পর ১৮৫৭ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একত্রিশ বৎসর বয়সে পিতৃত্যক্ত বিষয় লাভ করেন। তিনি মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। পাঁচড়া গ্রাম নিবাসী নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেঁন্দুলী গ্রামের তারাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে তাঁহাদের কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎকালে নন্দগোপাল ষাট হাজার টাকা ও তারাচরণ সাতাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃশ্রাদ্ধের পর তমসুখ দুইখানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে ঋণ মুক্ত করেন; অধিকন্তু নন্দ-গোপালকে পাঁচড়া গ্রাম বিনা পণে পত্তনী দিয়াছিলেন। নন্দগোপালের বংশধরগণ অদ্যাপি পত্তনীস্বত্ব ভোগ করিতেছেন। ১৮৫৯ খৃঃ কৃষ্ণচন্দ্র লাট ভবানন্দপুর ক্রয় করেন। ১৮৫৯ খৃঃ তিনি আদর্শ বিদ্যালয়কে মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দসায়ের নামক পুষ্করিণীর অগ্নিকোণে বিবিধ কারুকার্য্য খচিত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬১ খৃঃ ২০শে অক্টোবর

কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগত হন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিপী গ্রাম নিবাসী কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রথমা কন্যা শিবসুন্দরীর সহিত একবিংশতি বর্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ কনিষ্ঠ পুত্র বাগালচন্দ্রের জন্ম হয়। যখন বাগালচন্দ্র সাত দিনের শিশু, তখন শিবসুন্দরী ২৭শে মার্চ্চ সুতিকাগারে গতাসু হন। ১৮৫৯ খৃঃ মধ্যম পুত্র রাখালচন্দ্র সপ্তম বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮৫৬ খৃঃ সাজিনা গ্রাম নিবাসী শিবশরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তদীয় কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ হয়। বিবাহ সময় কৃষ্ণচন্দ্র যৌতুকস্বরূপ কন্যাকে ভূসম্পত্তি দান করেন; এতদ্ব্যতীত রাজ এষ্টেট হইতে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। সৌদামিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র মহাম্মদাবাদ পরগণার অন্তর্গত লাট ঘাসিপুর যৌতুকস্বরূপ দান করিয়া দৌহিত্র মুখ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত মহাল তাঁহাদের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে।

৺ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

কৃষ্ণচন্দ্রের দেহান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮৫১ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টার মিঃ লুইস্ সাহেব নাবালক রামরঞ্জনের জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বাবড়হরি-নিবাসী মহানন্দ চৌধুরীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ওয়ার্ডসের অধীনে তিনি সিউড়ির বাটিতে থাকিয়া তত্রত্য জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কেঁদুয়া গ্রামের মহেন্দ্রনারায়ণ

মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৬৪ খৃঃ আগষ্ট মাসে কলিকাতার ওয়ার্ডস্ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওয়ার্ডসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন। মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, নাটোরের মহারাজ যোগেন্দ্রনাথ রায়, দিঘাপতিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়, মজিলপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কলিকাতার ওয়ার্ডস্ স্কুলে রামরঞ্জনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। ১৮৬৫ খৃঃ আগষ্ট মাসে কাশীর ওয়ার্ডস্ স্কুলে প্রেরিত হইয়া তথাকার অধ্যক্ষ কেদারনাথ পালধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে থাকেন। কুচবিহারের মহারাজ স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, বস্তির রাজা শীতলাবক্স, নাগোয়ার রাজা উদিতনারায়ণ সিংহ এবং হনুমানগড়ের রাজকুমার ভরত সিংহ, রাম সিংহ ও লক্ষণ সিংহ কাশীর ওয়ার্ডস্ স্কুলে তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কাশীধামে প্রায় চারি বৎসর অতিবাহিত হইলে ১৮৬৯ খৃঃ মে মাসে তিনি সাবালক হইয়া হেতমপুরে প্রত্যাগত হন। ১৮৬৯ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে রামরঞ্জন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিকট হইতে পৈতৃক সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। সেই সময় তিনি ঔষধালয়ের সাহায্য-কল্পে ৩৯,৬১৬৲ টাকা, বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে ১৪২,৭৯৫৲ টাকা, দাতব্যকার্য্যে ৭৪,৯১৪৲ টাকা, দুর্ভিক্ষ নিবারিণী ভাণ্ডারে ১১,৬০০৲ টাকা, শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে ৯,০৭০৲ টাকা দান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি হেতমপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক তিনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী রামরঞ্জন "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। রাজনগরের মুসলমান রাজগণের অধঃপতনের পর রামরঞ্জন ব্যতীত বীরভূমির আর কোন ভূম্যধিকারী এপর্য্যন্ত রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৮৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে

রাজা বাহাদুর সপরিবারে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। ১৮৮৯ খৃঃ ৭ই নবেম্বর রাস পূর্ণিমার দিবস বৃন্দাবনধামে ৺ রাসবিহারী জীউ ও অষ্টবাটীর কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে কাশীধামে গিয়া তথায় স্বনামে দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর রামরঞ্জনেশ্বর, পিতৃদেবের নামে কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর এবং শ্বশুরের নামে কালাচাঁদেশ্বর নামে তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর গয়া, প্রয়াগ, আযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৯৬ খৃঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারী দোল-পূর্ণিমার দিবস তিনি রঞ্জনপ্রাসাদের সন্নিকট ৺ গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা-বাহাদুর স্বীয় পিতৃদেব কৃষ্ণচন্দ্রের নামে হেতমপুরে একটি কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ লোকান্তরিত ভারত সম্রাট সপ্তম এড-ওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে তিনি ৫০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বর্ত্তমান ভারতেশ্বর ও তৎপত্নী কলিকাতায় শুভাগমন করিলে রাজা বাহাদুর দানের জন্য সাম্রাজ্ঞীকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট রাজদম্পতীর অভ্যর্থনার জন্য মঞ্চ নির্ম্মাণের অধিকার দিয়া বিশ সহস্র মুদ্রা ভূমির ভাড়াস্বরূপ প্রাপ্ত হন। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সেই অর্থও সাম্রাজ্ঞীকে দিয়াছিলেন। অতঃপর সাম্রাজ্ঞী সেই সত্তর সহস্র মুদ্রা নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ডফরিণ হাঁসপাতালে ১০,০০০৲ কলিকাতা অনাথাশ্রমে ৫০০০৲ হিন্দু বিধবাশ্রমে ৫০০০৲ ইয়ং উইমেন্ ক্রিশ্চিয়ান্ এসোসিয়েসনে ৫০০০৲ সেণ্ট্ ভিন্‌সেণ্ট্ হোসে ৫০০০৲ সেণ্ট্ মেরীস্ হোসে ৫০০০৲ আলবার্ট ভিক্টার হাঁসপাতালে ৫০০০৲ সেণ্ট এণ্ড্রুজ হোমে ৫০০০৲ চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের জাহাজী গোরার মিশনে ৫০০০৲ ঐ ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশনে ৫০০০৲ অক্সফোর্ড মিশনে ৫০০০৲ লিটিল্ সিষ্টার অব দি পুয়োর ফণ্ডে ৫০০০৲ সিউড়ীর হাঁসপাতালে ৫০০০৲ টাকা প্রদত্ত হয়। ১৯১২ খৃঃ ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রামরঞ্জন "মহারাজা" উপাধি ভূষণে সম্মানিত

হন। সর্ব্বপ্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে তাঁহার প্রবল সহানুভূতি ছিল। তিনি সরল ও উদার প্রকৃত বিশিষ্ট ছিলেন। মহারাজ কোনরূপ সভা-সমিতিতে যোগদান না করিলেও লোক লোচনের অন্তরালে থাকিয়া বহু সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং স্বয়ং কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। ১৯১৩ খৃঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী বীরভূমপতি মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাটোয়ার সন্নিকট দ্বারকা গ্রাম নিবাসী কালাচাঁদ রায়ের কন্যা পদ্মসুন্দরী দেবীর সহিত মহারাজের শুভপরিণয় হইয়াছিল। রাজদম্পতী পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা লাভ করেন। ১৯০৬ খৃঃ ২১শে নবেম্বর রাণী পদ্ম-সুন্দরী দেবী কলিকাতায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৺ নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৮৭০ খৃঃ ২৫শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিষয়কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণভার প্রাপ্ত হইয়া দক্ষতার সহিত সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৮৭ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টিয়াকাটা-পাটকেবাড়ী গ্রামের চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি পিতৃদেবের সহিত তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে অকস্মাৎ বিসূচীকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৮৯ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর তরুণ বয়সে তনুত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তদীয় পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। অতঃপর ১৮৯০ খৃঃ ৩রা জুন তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত জ্ঞাননিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর।

সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

মহারাজের মধ্যম পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৮৭৩ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় ইনি জেলা বোর্ডের একজন সভ্য। ১৮৮৭ খৃঃ ৩০শে জানুয়ারী হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামের অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে। ১৮৯১ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এবং ১৮৯৩ খৃঃ কন্যা শ্রীমতী ভানুবালা দেবী ভূমিষ্ঠ হন। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রীর সহিত কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জনের বিবাহ হইয়াছে। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ রাধিকানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। ১৯০৩ খৃঃ ১২ই মে হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুরের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ভানুবালার বিবাহ হইয়াছে।

মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

মহারাজের তৃতীয় পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৮৭৬ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইনি রাজএষ্টেটের নিয়মাবলী সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৮৯৯ খৃঃ হইতে ১৯০২ খৃঃ পর্য্যন্ত কুমার বাহাদুর বীরভূম জেলা বোর্ডের ভাইস্‌চেয়ারম্যান ছিলেন। অনন্তর কয়েক বৎসর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপাল কমিশনার, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও মাতৃভাষার অনুরাগী। কিয়দ্দিবস

হইল ইহাঁর যত্নে হেতমপুরে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল; তথায় ইহাঁর রচিত কয়েকখানি গীতি-নাট্যের অভিনয় হয়। কিশোরী মিলন ও রমাবতী নাটক এবং চিত্রগুপ্ত নামক প্রহসন, বীরভূম রাজবংশ ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। "বীরভূম বার্ত্তা" নামক স্থানীয় সংবাদপত্রে ইহাঁর "বীরভূমের প্রাচীন কাহিনী" প্রকাশিত হয়। ইনি হেতমপুর রাজবাটীতে "রঞ্জন লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ৮ই আগষ্ট কুমার বাহাদুর স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহায়তায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় অসমর্থ দরিদ্রদিগকে অন্নদান, অসহায় রোগীদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কুমার বাহাদুরের উদ্যোগে "বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি বীরভূমের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক পুরাবস্তুর সন্ধান করিতেছেন। ১৮৯৪ খৃঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার রায়ের বংশধর মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কুঞ্জঘাটার অন্যতম জমিদার কুমার দুর্গানাথ রায়ের কন্যার সহিত কুমার বাহাদুরের শুভপরিণয় হইয়াছে।

সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

মহারাজের চতুর্থ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৮৭৯ খৃঃ ১০ই নবেম্বর ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৯৬ খৃঃ ৩রা মে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ১৯০০ খৃঃ তদীয় কন্যা শ্রীমতী প্রমোদবালা দেবীর জন্ম হইয়াছে। ১৯১০ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার অন্তর্গত থানাকুল-কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র প্যারীমোহনের পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়ের সহিত প্রমোদবালার বিবাহ হয়।

কমলানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত কমলানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৮৮২ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বোক্ত দুর্গানাথ রায়ের অন্যতমা কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে। ১৯০৪ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট ইহাঁর পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বিশ্বনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।

১৮৭২ খৃঃ মহারাজের প্রথমা রাজকুমারী ভূপবালা দেবীর জন্ম হয়। ১৮৮১ খৃঃ ৭ই জুন চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ভূপবালার বিবাহ হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃঃ ১৯শে নবেম্বর তাঁহার কন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীর জন্ম হয়; কিন্তু ৫ই ডিসেম্বর সূতিকারোগে ভূপবালা প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৭৭ খৃঃ মহারাজের মধ্যমা রাজকুমারী নৃপবালা দেবী ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৮৭ খৃঃ ১২ই মে উত্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত নৃপবালার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় এবং কন্যা শ্রীমতী ব্রজমণি দেবী। ১৮৯৫ খৃঃ নৃপবালা পীড়িতা হইয়া হেতমপুরে গমন করিয়া ১ই জুলাই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

১৮৮৪ খৃঃ মহারাজের তৃতীয়া রাজকুমারী রাসবালা দেবীর জন্ম হয়। ১৮৯৬ খৃঃ ৯ই মে গঙ্গাতীরবর্ত্তী মেটিয়ারী গ্রামের সুবিখ্যাত রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রাসবালার বিবাহ হয়।

১৮৮৬ খৃঃ মহারাজের কনিষ্ঠা রাজকুমারী আমীলাবালা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ১০ই জুলাই যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত প্রমথভূষণ দেব রায়ের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পন্নগভূষণ দেব রায়ের সহিত আমীলাবালার বিবাহ হয়। সুরমা, সরমা, প্রতিমা প্রভৃতি ইহাঁর কয়েকটি কন্যা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর রাজবংশ।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বাঙ্গালার গৌরব। বিষ্ণুপুরের বীরত্ব, ভক্তি, স্থাপত্য প্রভৃতি বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। মুসলমান-দিগের সহিত অনবরত যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের রাজগণের বীরত্ব, ৺ মদনমোহনের প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তি এবং বিষ্ণুপুরের বৃহৎ মন্দির সকলের স্থাপত্য শিল্প চিরস্মরণীয়। বিষ্ণুপুরের রাজগণ কয়েক শতাব্দী তাঁহাদের রাজ্যে স্বাধীন থাকিয়া মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন।

৺ আদিমল্ল সিংহ।

বৃন্দাবনের সন্নিকট জয়নগরের জনৈক রাজপুত রাজার বংশোদ্ভব আদিমল্ল সিংহ বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, তাঁহার পিতামাতা ৺ জগন্নাথদেব দর্শনাভিলাষে তীর্থ যাত্রা করেন; সেই সময় আদিমল্ল পথিমধ্যে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পদমপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহারা শিশুকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া কষ্টকর বুঝিয়া তাঁহাকে স্থানীয় একজন ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহাদের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত ব্যয়ের জন্য কিছু অর্থ দিয়া যান। কিন্তু আদিমল্লের পিতামাতা ৺পুরুষোত্তমধাম হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। ক্রমে সেই ব্রাহ্মণ শিশুকে প্রতিপালন করিবার জন্য একটি বাগ্দী জাতীয় ভৃত্য রাখিয়া-ছিলেন, তজ্জন্য আদিমল্ল পরে "বাগ্দী রাজা" নামে প্রখ্যাত হন। যখন তিনি ষষ্ঠ বৎসর বয়স্ক বালক, সেই সময় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গোচারণে

প্রেরণ করিতেন। এক দিবস তিনি একটি গাভী হারাইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য গরুগুলিকে বাটিতে রাখিয়া তাহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য পুনরায় গোচারণের জঙ্গলে গমন করেন। তিনি তথায় ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডলে রৌদ্র লাগায় সেই সময় একটি সর্প ফণা দিয়া আচ্ছাদন করে। অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে গিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ঘটনা দর্শন করেন। তদবধি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আর গোচারণে প্রেরণ করিতেন না। ব্রাহ্মণ তাঁহার সৌভাগ্য জানিয়া আদিমল্লকে অঙ্গীকৃত করান যে, তিনি যদি রাজা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সংস্কৃত ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার্থে নিয়োজিত করেন। আদি-মল্ল ছাত্রাবস্থায় এক দিবস রজনীতে জালে করিয়া মৎস্য ধরিতে গিয়া কয়েকখানি স্বর্ণের টালি প্রাপ্ত হন। সেই ব্রাহ্মণ প্রভূত স্বর্ণ পাইয়া বিত্তশালী হইয়াছিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ কয়েকজন পালোয়ান রাখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করেন। অল্পকাল মধ্যে আদিমল্ল একজন সুদক্ষ যোদ্ধা হন। পদমপুরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। পদমপুররাজ, নবাব কর্ত্তৃক পরাভূত হন, কিন্তু তিনি বশ্যতা স্বীকার না করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদের নবাব, আদি-মল্লের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রাজা" উপাধিসহ পদমপুর রাজ্য প্রদান করেন। রাজা আদিমল্ল সিংহ ক্রমে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়া বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া বহুদিবস রাজত্ব করিয়া যান। সেই দুর্গের ভগ্নাব-শেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

আদিমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর রঘুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ, দুর্জ্জন সিংহ, বীর সিংহ, কৃষ্ণ সিংহ, চৈতন্য সিংহ, দামোদর সিংহ

বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিষ্ণুপুরে অনেকগুলি দেব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। রাজ্যের নানা প্রকার উন্নতি হইয়াছিল। শিল্প শিক্ষা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিস্তার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুররাজের দল ও মাদল নামক সুপ্রসিদ্ধ কামান দুইটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। গবর্ণমেণ্ট উহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করেন।

৺ ক্ষেত্রমোহন সিংহ।

তৎপরে রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ বিষ্ণুপুরের অধীশ্বর হন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র রায় বাহাদুরের ঔরস পুত্র কুমার প্রতাপ চন্দ্র রায় সন্ন্যাসী বেশে বিষ্ণুপুর রাজবাটিতে প্রায় তিন মাস কাল অবস্থিতি করেন। তৎকালে বিষ্ণুপুররাজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া যথোচিত সম্মান করিতেন। হুগলীর জজ আদালতে মোকদ্দমার সময় তিনি প্রতাপচন্দ্রের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরকে জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রয় করেন।

৺ গোপাল সিংহ।

ক্ষেত্রমোহনের পর গোপাল সিংহ (২) রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া গোপালের সুবিখ্যাত তরবারি অধিকার করেন। তৎপরে নাগপুরের মহারাষ্ট্র রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ খৃঃ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে কুলদেবতা ৺ মদনমোহন কর্ত্তৃক নিহত হন।

৺ দামোদর সিংহ।

অতঃপর দামোদর সিংহ (২) বিষ্ণুপুরের অধিপতি হন। তাঁহার সময় রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইলে তিনি কুলদেবতা ৺ মদনমোহনকে বিক্রয় করেন। কলিকাতা-বাগবাজারের সুবিখ্যাত গোকুল মিত্র তিন লক্ষ টাকা দিয়া বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট হইতে ৺মদনমোহন মূর্ত্তি কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। মদনমোহন হইতেই গোকুল মিত্রের সৌভাগ্য এবং বিষ্ণুপুররাজের অধঃপতন হয়। পরে বিষ্ণুপুররাজ ৺ মদনমোহনকে পুনরায় নিজ বাটীতে আনিতে ইচ্ছা করিলে তিনি স্বপ্নাদৃষ্ট হইয়াছিলেন যে ৺মদনমোহন পুনরায় বিষ্ণুপুরের পুরাতন মন্দিরে আর যাইতে অনিচ্ছা করেন। তদবধি ৺মদনমোহন বাগবাজারেই আছেন।

৺ গোপাল সিংহ (৩)।

তদনন্তর রাজা গোপাল সিংহ (৩) এই বংশের প্রতিনিধি হন। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ সামান্যভাবে বাস করিতেছেন। বাঙ্গালীর গৌরব সেই বিষ্ণুপুরের রাজবংশধর এখন গবর্ণমেণ্টের যৎসামান্য বৃত্তিভোগী।

বিষ্ণুপুরের সে সকল প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি অধুনা ভগ্নস্তূপে পর্য্যবসিত। সম্প্রতি বিষ্ণুপুর অঞ্চলের এবং দিহার প্রভৃতি গ্রামের তেরটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির রক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যে সকল মন্দির রক্ষা করিবেন, তাহার নাম—রাসমঞ্চ, রাধাশ্যামের মন্দির, লালজীর মন্দির, মুরলীমোহনের মন্দির, রাধাবিনোদ মন্দির, মল্লেশ্বর মন্দির, সারেশ্বর মন্দির, শৈলেশ্বর মন্দির, যোড়া মন্দির, রাধাগোবিন্দ

মন্দির, রাধামাধব মন্দির, কালাচাঁদ মন্দির ও কেল্লার ছোট দরজার পথ। এই তেরটি মন্দিরের মধ্যে সাতটি বিষ্ণুপুর সহরে, দুইটি দিহার গ্রামে আর শেষ চারিটী জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত।

৺ দামোদর সিংহ।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃপতন সময় এই বংশোদ্ভব রাজা দামোদর সিংহ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মালিয়াড়া গ্রামে বাস করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় সহৃদয় ও দাতা ছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ এবং ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বহু দারিদ্র পীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তিনি একটি ঔষধালয় স্থাপন এবং স্বীয় জমিদারীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যয় বহন করিতেন। অধুনা তাঁহার বংশধরগণ তথায় বাস করিতেছেন।

৺ নিমাই সিংহ দেব।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের নিমাই সিংহ দেব রাজ্যাধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়া স্বজন হইতে পৃথকপূর্ব্বক কুচিয়াকোলে বসতি করেন। তথায় তিনি একখানি জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, সঙ্গীত, ভেষজ ও শিল্পাদিতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৩২ খৃঃ ৮০ বৎসর বয়সে নিমাই সিংহ দেব ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন।

৺ বীর সিংহ দেব।

অতঃপর নিমায়ের একমাত্র পুত্র বীর সিংহ দেব বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অনেক উন্নতি সাধন করেন। বীর সিংহ ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। তিনি মৃত্যু কালে রাধাবল্লভ ও রামজীবন সিংহ দেব নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান।

৺ রাধাবল্লভ সিংহ দেব।

বীর সিংহ মৃত্যু সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাবল্লভ সিংহের হস্তে জমিদারী পরিচালনার ভার দিয়া যান। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। অতঃপর তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ১৮৬২ খৃঃ তিনি একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন; অধিকন্তু একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালন ব্যয় বহন করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি প্রপীড়িত প্রজাগণকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে রাধাবল্লভ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার তিন পুত্র—উপেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ সিংহ দেব।

অম্বিকানগর রাজবংশ।

অতি প্রাচীন কালে রাজপুতনার অন্তর্গত ঢোলপুরের রাধানগর গ্রাম হইতে সূর্য্যবংশ সম্ভূত জগচ্চন্দ্র ধবল দেব ও জগন্নাথ ধবল দেব নামক দুই সহোদর দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হন। তৎকালে সুপুর এবং অম্বিকানগর এক অবিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাজ্য ছিল। তথায় চিন্তামণি নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী বর্ত্তমান সুপুর গ্রামের পশ্চিমে তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। তথাকার প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় পূর্ব্বোক্ত জগচ্চন্দ্র ও জগন্নাথ ধবল দেব, রাজা চিন্তামণিকে বিনাশ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ জগচ্চন্দ্র তদীয় সিংহাসন পরিগ্রহণ করেন। অনন্তর চিন্তামণির রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক জগচ্চন্দ্র সুপুর নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বর্ত্তমান সুপুর, অম্বিকানগর ও বিষ্ণুপুর পরগণার কিয়দংশ জগচ্চন্দ্রের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকাল হইতে সুপুর ও অম্বিকানগর "ধলভূম" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। জগচ্চন্দ্র ও জগন্নাথ ধবল দেব ক্রমশঃ সিংভূম ও ঘাটশীলা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদনন্তর জগচ্চন্দ্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগন্নাথ ধবল দেবকে ঘাটশীলার সিংহাসন প্রদান করেন। এই জগন্নাথ ধবল ঘাটশীলার রাজবংশের আদিপুরুষ।

৺ অনন্ত ধবল দেব।

জগচ্চন্দ্রের জনৈক বংশধর রাজা অনন্ত ধবল দেবের রাজত্বকালে রাজ্যমধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; তিনি স্বীয় বীর্য্যবলে ও কৌশলে

তাহা প্রশমিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে ও সুসাশনে রাজ্যের উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে হরিশ্চন্দ্র, ধর্ম্ম ধবল প্রভৃতি সাতটী পুত্র রাখিয়া যান।

৺ হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব।

অতঃপর অনন্ত ধবলের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব রাজ্যাধিকার লাভ করেন। কালচক্রে হরিশ্চন্দ্রের সহিত তাঁহার ছয় সহোদরের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম ধবলের নেতৃত্বে সকলে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সেই সময় ধর্ম্ম ধবল বহু সম্ভ্রান্ত প্রজাকে হস্তগত করিয়া বলপূর্ব্বক বর্ত্তমান অম্বিকানগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সূত্রে হরিশ্চন্দ্রের সহিত তদীয় মধ্যম ভ্রাতা ধর্ম্ম ধবলের অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া পরিশেষে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধিসূত্রে রাজ্যের এক আনা অংশ দেবোত্তরে অর্পিত হয়, নয় আনা অংশ হরিশ্চন্দ্র এবং ছয় আনা অংশ ধর্ম্ম ধবল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৺ ধর্ম্ম ধবল দেব।

তদনন্তর ধর্ম্ম ধবল দেব দামোদরবাটী হইতে ৺ অম্বিকা দেবীকে আনয়ন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করেন; এই দেবীর নামানুসারে তাঁহার রাজধানী অম্বিকানগর নামে অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ধবল অম্বিকানগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুসাশনে রাজ্যের সমধিক উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৺ অনন্ত ধবল দেব।

ধর্ম্ম ধবলের পর তাঁহার পুত্র অনন্ত ধবল দেব অম্বিকানগরের অধীশ্বর হন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার পরাদর্শিতা ছিল।

৺ হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব।

অনন্ত দেবের পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পুত্র হরিশ্চন্দ্র ধবল দেব রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি পরম শান্তিতে রাজ্যশাসন করেন। তিনি সাহসী ও বীর্য্যবান পুরুষ ছিলেন। সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

৺ ধর্ম্ম ধবল দেব।

তৎপরে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ধর্ম্ম ধবল দেব রাজাসন অধিকার করেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া রাজ্যের বহুপ্রকার উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার সময় রাজধানীর সমৃদ্ধি বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি জমিদারী পরিচালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

৺ অনন্ত ধবল দেব।

অনন্তর ধর্ম্ম ধবলের পুত্র অনন্ত ধবল দেব রাজ্যলাভ করেন। তাঁহার সময় ১৭৮৯ খৃঃ ভারতের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস

কর্ত্তৃক দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সেই সময় তিনি একজন সাধারণ ভূম্যধিকারী মাত্র হইলেন।

৺ গোপীনাথ ধবল দেব।

অতঃপর অনন্তদেবের পুত্র গোপীনাথ ধবল দেব রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্র জগজ্জীবন রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি সরল অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

৺ জগজ্জীবন ধবল দেব।

গোপীনাথের পর তাঁহার পুত্র জগজ্জীবন ধবল দেব রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সময় এতদঞ্চলে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে মানভূম জেলার অন্তর্গত পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি সিংহ দেও ব্রিটীশরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ১৮৫৭ খৃঃ ২৭শে জুন পুরুলিয়ায় যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, পঞ্চকোটাধিপতি তাহার উত্তেজক ছিলেন। সেই সময় জগজ্জীবন ধবল ব্রিটীশরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, তজ্জন্য ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগজ্জীবন ধবল দেব মৃত্যুকালে নিমাইচরণ ও নীলমণি নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান।

নিমাইচরণ ধবল দেব।

জগজ্জীবনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমাইচরণ ধবল দেব

রাজ্যাভিষিক্ত হন। বহুদর্শিতায় তিনি বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন। উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুর পর তিনি কালগ্রাসে পতিত হন।

৺ নীলমণি ধবল দেব।

নিমাইচরণের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নীলমণি ধবল দেব রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও সজ্জন বলিয়া অতি লোকপ্রিয় ছিলেন। অমায়িকতা ও সহৃদয়তাগুণে প্রজাবর্গের শ্রদ্ধাভাজন হন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল।

রাইচরণ ধবল দেব।

অতঃপর নীলমণির পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত রাইচরণ ধবল দেব কুলধর্ম্মানুযায়ী রাজা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮৮১ খৃঃ ৮ই এপ্রেল ইনি অম্বিকানগর রাজভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯০ খৃঃ নবম বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। ইনি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর রাইচরণ অতি কষ্টে পতিত হন। প্রায় চারি বৎসর কাল বহু কষ্টে অতীত হইলে দামোদরবাটী নিবাসী খাতড়ার উকীল শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী ইহাঁর সম্পত্তির অবস্থা অবগত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে নিজ হইতে ব্যয় করিয়া আদালতের সাহায্যে বিষয় সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা রাইচরণের এক্ষণে জমিদারী নাই, কয়েক খানি মাত্র ক্ষুদ্র মৌজা আছে। ইনি স্বীয় অধ্যবসায়গুণে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং বল্যকাল হইতে ইহাঁর কবিতা রচনা শক্তি পরিস্ফুট হয়। ১৯০৭ খৃঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ইনি স্থানীয় অবস্থাপন্ন প্রজাগণের

নিকট হইতে চাউল সংগ্রহপূর্ব্বক বহু অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য করেন। কলিকাতার বোমার মোকদ্দমার অন্যতম আসামী হুগলী-শ্রীরামপুরের পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর জবানবন্দী অনুসারে রাজা রাইচরণ অভিযুক্ত হইয়া ১৯০৮ খৃঃ ২২শে জুন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন; একমাস কাল হাজতে বাস করিয়া বহু অর্থব্যয়ে মোকদ্দমা করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ইনি জনসাধারণের উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ বিপদে পতিত হইলে তাহাকে সাহায্য করিতে ইনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রাজা রাইচরণ উদারহৃদয় ও লোকবৎসল পুরুষ। ইনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকেন।

১৯০৩ খৃঃ ইহাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ কালাচাঁদ ধবল দেব অম্বিকানগর রাজবাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তরপাড়া রাজবংশ।

বঙ্গের প্রথম হিন্দুরাজ আদিশূর তাঁহার একটি যজ্ঞ সম্পাদনার্থ তৎকালে বঙ্গদেশে কোন শাস্ত্রবিৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাইয়া কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ বীর সিংহ দেবের নিকট হইতে তদ্দেশীয় ভট্টনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, দক্ষ চট্টোপাধ্যায়, বেদগর্ভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ছান্দড় ঘোষাল এই পঞ্চজনকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় হইতে উত্তরপাড়ার রাজবংশ সমুদ্ভূত। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া নামক গ্রামে বাস করেন।

শ্রীহর্ষের পুত্র শ্রীসর্ত—শ্রীনিবাস—মেধাতিথি (২)—আবর (৩)—ত্রিবিক্রম (৩)—কাক (৩)—ধাধু (৪)—প্রাণেশ্বর (৫)—মাধবাচার্য্য (৫)—কোলাল (৭)—উৎসাহ বল্লালী কুলীন পর্য্যাদা প্রাপ্ত—আহিত—উদ্ধব—শিব (৩)—নৃসিংহ (৩)—পতেশ্বর—মুরারি ওঝা (৮)—অনিরুদ্ধ—লক্ষ্মীধর—মনোহর মেল বন্দনের কুলীন—গঙ্গানন্দ ফুলিয়া মেলের কুলীন—রামাচার্য্য—রাঘবেন্দ্র—নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া মেলের একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র—গঙ্গাধর, শ্রীধর, রঘুনাথ, বিষ্ণুরাম, রতিকান্ত, রাধাকান্ত ও রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীরমণ মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী হুগলী জেলার অন্তর্গত খামারগাছি গ্রামে আসিয়া বসতি করেন।

৺ নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়।

গোপীরমণের পুত্র গৌরীচরণ—হরেকৃষ্ণ—তৎপুত্র নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশে বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করেন। তিনি পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ঢাকার কালেক্টারী আদালতে মুন্সীগিরি কর্ম্ম করিতেন। নন্দগোপাল মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী ও একমাত্র পুত্র জগন্মোহনকে রাখিয়া যান।

৺ জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়।

নন্দগোপালের পুত্র জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় যৎসামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া ১৮০৮ খৃঃ কলিকাতার কমিসেরিয়েট জেনারেল অফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে ব্রিটীশরাজের চতুর্দ্দশ সংখ্যক বাহিনীর পে-ক্লার্ক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃঃ তিনি জেনারেল অক্টারলোনীর অধীনস্থ পদাতিক সৈন্যের সহিত "বেনিয়ান" হইয়া নেপাল যুদ্ধে গমন করেন। জগন্মোহন উত্তরপাড়া গ্রামের তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা ও সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কারের ভগ্নী রাজেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি সেহাখালা ও কোন্নগর গ্রামে দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় প্রথমা পত্নীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন; দ্বিতীয়ার গর্ভে বিজয়কৃষ্ণ এবং তৃতীয়ার গর্ভে নবকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র হইয়াছিল।

৺ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের প্রথমা পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮০৮ খৃঃ ২৩শে আগষ্ট উত্তরপাড়া গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ১৮১৭ খৃঃ কলিকাতায়

হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাতে কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করেন। ১৮২০ খৃঃ পিতৃদেবের সহিত তাঁহার কর্ম্মস্থান মিরাট গিয়াছিলেন। তথায় সামরিক বেতন অফিসে একজন শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খৃঃ জয়কৃষ্ণ ব্রিগেড্-মেজর অফিসে প্রধান কেরাণীর পদলাভ করেন। ১৮২৭ খৃঃ ভরতপুর অধিকার কালে ব্রিটীশরাজের চতুর্দ্দশ সংখ্যক বাহিনী যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলে তাঁহারা পিতাপুত্রে ভরতপুর গমন করিয়াছিলেন। ভরতপুরের অজেয় দুর্গ ইংরাজের হস্তে পতিত হইলে সেই সময় তাঁহারা লুণ্ঠিত অর্থের কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। ১৮২৮ খৃঃ পিতা-পুত্রে উত্তরপাড়ায় আগমন করেন। তৎপরে চতুর্দ্দশ সংখ্যক বাহিনী চুঁচূড়ায় আসিয়া অবস্থিতি করিলে, জয়কৃষ্ণ পে-মাষ্টার অফিসের প্রধান কেরাণী হইয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃঃ চুঁচূড়া বারিকের সৈন্যগণ কলিকাতার উইলিয়ম্ দুর্গে স্থানান্তরিত হইলে জয়কৃষ্ণের সৈনিক বিভাগের কর্ম্ম গিয়াছিল। তৎপরে উক্ত বৎসর তিনি হুগলীর আদালতের তদানীন্তন জজ স্মিথ্ সাহেবের বক্সীর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৮৩২ খৃঃ হুগলীর কালেক্টার বেলী সাহেবের অধীনে তিনি কালেক্টারী আদালতের মহাফেজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। সেই সময় জয়কৃষ্ণ হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুরের জমিদার শ্রীনাথ বাবুর (নবাব বাবু) কয়েকখানি জমিদারী নিলামে ক্রয় করেন। ১৮৩৬ খৃঃ তিনি কোন কারণ বশতঃ মহাফেজের কার্য্য হইতে পদচ্যুত হন। অতঃপর জয়কৃষ্ণ জমিদারী কার্য্য পরিচালনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃঃ ধনিয়াখালি রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে মাখালপুরের পরাণচন্দ্র রায়, ভাস্তাড়ার ছকুরাম সিংহ, বসুয়ার রায় রাধাগোবিন্দ সিংহ, চুঁচূড়ার জগমোহন শীল, অমরপুরের কালীকিঙ্কর পালিত এবং উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অর্থ সাহায্য করেন। বৈদ্যবাটির সন্নিকট ডানকুনির জলা এবং হাবড়া জেলার প্রসিদ্ধ "বাদা-ভূমি" তাঁহার কল্যাণেই স্বর্ণভূমি হইয়াছে। ১৮৪২ খৃঃ বালির খালের

উপর একটি সেতু নির্ম্মাণার্থ তিনি গবর্ণমেণ্টকে ১০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৪৬ খৃঃ তাঁহার যত্নে ও সাহায্যে উত্তরপাড়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তিনি বার্ষিক ২০০০৲ টাকা আয়ের একখানি তালুক উৎসর্গ করেন। ১৮৫০ খৃঃ তিনি উত্তরপাড়ায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা আয়ের জমিদারী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৫২ খৃঃ তিনি বাসভবন এবং উত্তরপাড়ার সন্নিকট ভাগীরথী তীরে একটি বাঁধা স্নানঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আপন জমিদারীর নানা স্থানে হাট ও বাজার স্থাপন করেন। ১৮৫৯ খৃঃ তিনি উত্তর-পাড়ায় একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করেন; ইহাতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা মূল্যের পুস্তক সংগৃহীত আছে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তিনি বাৎসরিক ১৯০০৲ টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি ও ২০০৲ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। লর্ড লরেন্স, লর্ড ডাফরিন্, এশলি ইডেন, রিভাস্ টমসন্, ষ্টুয়ার্ট বেলী, আগষ্টাস সেল, এডুইন অর্ণল্ড, মেরী কার্পেণ্টার প্রভৃতি উক্ত পুস্তকাগার পরিদর্শন করেন। অধুনা এই পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হইতেছে। ১৮৬২ খৃঃ ৩১শে মার্চ্চ বলুটীর মদন দের মোকদ্দমায় এবং চুঁচূড়ার ধরেদের দেবোত্তর সম্পত্তি মাখলা তালুকের জাল পাট্টার মোকদ্দমায় জয়কৃষ্ণের পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও দশহাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। মদনের মোকদ্দমায় কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং মাখলার মোকদ্দমায় নিউমার্চ্চ সাহেবের তত্ত্বাবধানে বিলাতে আপীল করিয়া ১৮৬২ খৃঃ ১৬ই জুলাই প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কারামুক্তি প্রদান করেন। সেই জালের মোকদ্দমায় তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিশেষ শত্রুতা করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃঃ মহাঝড়ে হুগলী, বর্দ্ধমান,

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি জেলার লোকের বিষম ক্ষতি হওয়ায় তিনি বহু অর্থদান করেন, অধিকন্তু অনেক প্রজার খাজানা রেহাই দিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় স্বীয় জমিদারীতে অন্নসত্র উদ্‌ঘাটিত করেন; এবং অন্যান্য স্থানের অন্নক্লেশ নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করেন; এতদ্ব্যতীত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব কর্তৃক বর্ত্তমান বেথুন কলেজ নির্ম্মাণকল্পে ১০,০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃঃ তিনি ইডেন্ কেনাল খনন জন্য ১০,০০০৲ টাকা দান করেন। তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানে প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া যান। তাঁহার বিষয় বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল এবং জমিদারী পরিচালনা কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইত। প্রজাপুঞ্জের উন্নতিকল্পে তিনি নানা প্রকার হিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ একজন বিদ্যোৎসাহী, স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক জমিদার ছিলেন। তাঁহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। দেশে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার, বঙ্গীয় কৃষককুলের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সমধিক উৎসাহ ছিল। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রাণের সহিত যোগদান করিতেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন কৃষি-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইলে তিনি সমাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন। বঙ্গীয় কৃষক-কুলের বিবরণ বিবৃত করিবার জন্য জয়কৃষ্ণ ৫০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন; তদনুসারে হুগলী কলেজের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক রেভারেণ্ড্ লালবিহারী দে, গোবিন্দ সামন্ত নামে জনৈক কৃষকের কাহিনী অবলম্বনে বঙ্গীয় কৃষক জীবনী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া উক্ত পারিতোষিক লাভ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সভা

প্রতিষ্ঠার তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ও আমরণ ইহার সভ্য ছিলেন। জয়কৃষ্ণ অতিশয় অধ্যয়নশীল ছিলেন; অবশেষে ১৮৬৭ খৃঃ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হীন হয়। ১৮৭৩ খৃঃ তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার "ভারত-রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একখানি সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খৃঃ কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে অন্ধ জয়কৃষ্ণ যোগদানপূর্ব্বক সুললিত ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ তিনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয়কে কলেজে উন্নীত করেন। তিনি বার্দ্ধক্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হরমোহন ও কনিষ্ঠপুত্র রাজমোহনকে হারাইয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৮৮ খৃঃ ১৯শে জুলাই বঙ্গের প্রতিথনামা জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভাগীরথী তীরে মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও দুই কন্যা এবং পৌত্রাদি রাখিয়া যান।

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুগলী জেলার অন্তর্গত বন্দীপুর গ্রামের গঙ্গাচরণ ঘটকের কন্যার সহিত জয়কৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার হরমোহন, প্যারীমোহন ও রাজমোহন নামে তিনটী পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

৺ হরমোহন মুখোপাধ্যায়।

জয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৩৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন্ সাহেবের নিকট ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হরমোহন পিতার নিকট জমিদারীর কার্য্য

প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

হরমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৫৪ খৃঃ রাসপূর্ণিমার দিবস মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ইনি উত্তরপাড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করেন। ১৮৮১ খৃঃ ইনি ফরাসী দার্শনিক বেনাঁ সাহেবের একখানি দার্শনিক গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া বিলাতে মুদ্রিত করেন, এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের মনীষী-গণের সহিত পরিচিত হন। পাতঞ্জলী যোগসূত্র টীকাসহ ইনি প্রকাশ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত ইহাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। ইনি পালি ভাষা শিক্ষা করেন। রাসবিহারী আজীবন অধ্যয়নশীল এবং নানা প্রকার গ্রন্থ অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। স্বীয় পুস্তকাগারে প্রায় লক্ষ টাকার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যানুরাগী জমিদার; নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁর নানা প্রকার দানধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। রাসবিহারীর পুত্র সন্তান হয় নাই, একটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল। ইহাঁর দৌহিত্রীর সহিত বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের কুমার শ্রীমান্ ব্রহ্মনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বিবাহ হইয়াছে।

হরমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৫৯ খৃঃ মাতামহাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উত্তরপাড়ার ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ ইনি "আর্লি পয়েমস্" নামে একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন; তৎকালে ইহা সুইন্‌বার্ণ, মরিস্ প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ খঃ উত্তরপাড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন।

ইনি পিতামহের নানা প্রকার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেন। শিবনারায়ণের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ইনি একজন সুদক্ষ আলোক চিত্রকর। ১৯১৩ খৃঃ ভারতীয় ফটোগ্রাফ সমিতির চিত্র প্রদর্শনীতে আলোক চিত্রের জন্য একটি সুবর্ণ পদক লাভ করেন। অতঃপর বেলভেডিয়ার প্রদর্শনীতেও আলোক চিত্রের জন্য একটি রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ বোম্বাই আর্ট সোসাইটী হইতে ইনি একটি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর তিন পুত্র—শ্রীমান্ কৌস্তভভূষণ, শ্রীমান্ গিরিজাভূষণ ও শ্রীমান্ বিজলীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

জয়কৃষ্ণের মধ্যম পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৪০ খৃঃ ১৭ ই সেপ্টেম্বর উত্তরপাড়ায় ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৬০ খৃঃ ইনি উত্তরপাড়া ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬২ খৃঃ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ, ১৮৬৩ খৃঃ বি-এ, ১৮৬৪ খৃঃ বি-এল এবং ১৮৬৫ খৃঃ এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায় ব্রতী ছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৪ খৃঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন্ বাহাদুর ইহাঁকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন। ১৮৮৬ খৃঃ দ্বিতীয় বার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া প্রজাসত্ব বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় প্যারীমোহন জমিদারী ও রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞানের

যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়া পঞ্চাশবর্ষকাল ইংলণ্ডের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলে ১৮৮৭ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতে "সুবর্ণ জুবিলী" উপলক্ষে প্যারীমোহন একই দিবসে "রাজা" এবং "সি-এস্-আই" এই দুইটী উচ্চ উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। কলিকাতায় স্বর্গীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপনকল্পের স্মৃতিভাণ্ডারে ১৯১০ খৃঃ ইনি ৫০০৲ টাকা দান করেন। উক্ত বৎসর স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতার রিপন কলেজের নূতন বাটী নির্ম্মাণকল্পে ১০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাট প্রাসাদে নবীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও রাজ্ঞীর এক রাজসভা হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর প্যারীমোহনকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ খৃঃ জুন মাসে রাজা বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক প্রতিষ্ঠিত কিংস্ হাসপাতালের জন্য ৩০০০৲ দান করেন; অধিকন্তু বাৎসরিক ১০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ইনি ৫০০৲ টাকা দান করেন। উক্ত বৎসর কলিকাতার টাউন হলের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ২৫০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১৫ খৃঃ কলিকাতার বেলগেছিয়া মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করিবার সাহায্য ভাণ্ডারে রাজা বাহাদুর ২০০০৲ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর বহুবিধ খুচরা দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভার উন্নতির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়া থাকেন। এক বৎসর এই সভার সম্পাদক ও তৎপরে সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে প্যারীমোহনের

বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। রাজা বাহাদুরের দুই পুত্র—রাজেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্যারীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬২ খৃঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় গ্রামে মাতুলাশ্রমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণে "মিছরী বাবু" নামে পরিচিত ছিলেন। কুমার বাহাদুর পিতার অধীনে আপনাদের বিষয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি কর্ম্মী, স্বদেশভক্ত, তেজস্বী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। স্বদেশী প্রচারের জন্য তিনি অদম্য উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। স্বধর্ম্ম পালন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। বিলুপ্ত "কর্ম্ম যোগীন" সংবাদপত্রে তিনি হিন্দুত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রচার করেন; অধিকন্তু "আলোচনা" মাসিক পত্রিকায় ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হাসানন্দ বর্ম্মার প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ গোশালার উন্নতিকল্পে তিনি অর্থ সাহায্য করেন। ১৯১১ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমীর দিবস কুমার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা পত্নী এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ, শ্রীযুক্ত লোকনাথ, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে চারি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

প্যারীমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাধারণে "মাখন বাবু" নামে পরিচিত। শীকারে ইহাঁর যথোচিত উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮৭ খৃঃ ১২ই মে কুমার বাহাদুরে সহিত বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের মহারাজের মধ্যমা কুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও একটি কন্যা বিদ্যমান। ১৮৯৫ খৃঃ পত্নীবিয়োগের পর ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভূপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন

মুখোপাধ্যায় একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। বঙ্গসাহিত্যে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়; অধিকন্তু ইনি একজন সুলেখক। কুমার বাহাদুর প্রজাপতি সমিতির সম্পাদকরূপে বিবাহের বরপণ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৺ রাজমোহন মুখোপাধ্যায়।

জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজমোহন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২৭ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার চারিপুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনপুত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত প্রবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশচন্দ্রের তিন পুত্র—শ্রীমান্ জহরলাল, শ্রীমান্ পান্নালাল ও শ্রীমান মণিলাল মুখোপাধ্যায়। মধ্যমপুত্র পরেশচন্দ্রের তিন পুত্র—শ্রীমান্ দুর্গাচরণ, শ্রীমান্ সত্যচরণ ও শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ পুত্র প্রবলচন্দ্রের চারি পুত্র—শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ, শ্রীমান্ রামদাস, শ্রীমান্ বামনদাস ও শ্রীমান্ জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়।

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের প্রথমা পত্নীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার ছিলেন। তিনি হাজারিবাগের সামরিক অফিসে দুই বৎসর কেরাণীর কার্য্য করেন। তৎপরে তথা হইতে পীড়িত হইয়া আসিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ জন্মভূমিতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার দুই বিবাহ হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর একটি পুত্র হরিহর এবং

দ্বিতীয়া পত্নীর তিনপুত্র—শ্রীযুক্ত মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায়।

রাজকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার পত্নী ৭১ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন।

জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

হরিহরের পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার। দেশের প্রায় সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে ইহাঁর দান ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরপাড়া সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি ৪০,০০০৲ মুদ্রা দান করিয়াছেন। হাবড়ার সাধারণ হাঁসপাতাল ও কলিকাতার এলবার্ট ভিক্টার হাঁসপাতালে জ্যোৎকুমার বাহাদুর বহু অর্থ প্রদান করেন। হুগলীর ইমামবারা হাঁসপাতালে ৬০০০৲ টাকা দিয়াছেন। শ্রীরামপুর হাঁসপাতালে ইনি ৫০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে রাজা বাহাদুর ২০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতার রিপন্ কলেজের নূতন বাটী নির্ম্মাণের সাহায্য ভাণ্ডারে ১০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৯১১খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে জ্যোৎকুমার "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গসাহিত্যের ইনি একজন পৃষ্ঠপোষক। হাবড়া সহরে রাজা বাহাদুরের উদ্যোগে একটি বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট

তজ্জন্য প্রায় দশ সহস্র টাকা মূল্যের নয় কাঠা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর স্যার উইলিয়ম ডিউক বাহাদুর ভিত্তি স্থাপন করায় ইহা "ডিউক লাইব্রেরী" নামে অভিহিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ রাজা বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ১৯১৩ খৃঃ এপ্রেল মাসে জ্যোৎকুমার বাহাদুর হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিত্য সভার জন্য ২৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে ইনি ৩৫০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাজা বাহাদুর মাজুগ্রামের সাধারণ পুস্তকালয়ের নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ৫০০৲ টাকা সাহায্য করেন। ১৯১৩ খৃঃ কলিকাতার টাউন হলের সভায় দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ২৫০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৪ খৃঃ জুন মাসে হাবড়ার জেনারেল হাঁসপাতালে ভারতীয় বিভাগের শুশ্রূষাকারিণীগণের বাটি নির্ম্মাণকল্পে রাজা বাহাদুর ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর খুচরা দানের সবিস্তার উল্লেখ সম্ভবপর নহে। ১৯১৫ খৃঃ ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট জ্যোৎকুমারের বিশেষ প্রশংসা করিয়া "রাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি জনসাধারণের নিকট ও রাজদরবারে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জ্যোৎকুমার বাহাদুরের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ও সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাকল্পে অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন, তজ্জন্য ইনি লাইব্রেরী কমিটির সদস্য ও ট্রাষ্টী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ইনি ১০০৲ টাকা দান করেন, অধিকন্তু কিংস হাঁসপাতাল ফণ্ডে বাৎসরিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯০৩ খৃঃ ১২ই মে কুমার বাহাদুরের সহিত

বীরভূম জেলার অতঃপাতী হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত সত্য নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

রাজকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মনোহর মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার। ইহাঁর আট পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

রাজকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র বিশেশ্বর মুখোপাধ্যায় মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত কালীদাস মুখোপাধ্যায় নামে একটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

রাজকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় নিঃসন্তান।

৺ নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—৺প্রতাপ-নারায়ণ, রামনারায়ণ, সূর্য্যনারায়ণ ও রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

নবকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

নবকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের চারি পুত্র বিদ্যমান।

নবকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের একটি কন্যা হইয়াছিল। তেলিনীপাড়ার অন্যতম জমিদার সত্যশান্তি বন্দো-পাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

৺ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র পুত্র বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধান করিতেন; অধিকন্তু তৎকালীন হিতকারী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সাতপুত্র—নরেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৺ নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

জগন্মোহনের কনিষ্ঠা পত্নীর কনিষ্ঠ পুত্র নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অঙ্কশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন; কিন্তু কিয়দ্দিবস পরে পক্ষাঘাত রোগে অকালে গতাসু হন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে রাখিয়া গিয়াছেন। উপেন্দ্র-নারায়ণ বি-এল, কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায় ব্রতী আছেন। ব্যবহার শাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। ইহাঁর পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

চুঁচুড়া জমীদারবংশ।

হুগলী-চুঁচুড়ার সোমেরা বহুকালের প্রাচীন জমিদারবংশ। ইহাঁদের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বাগাটী নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম।:

৺ বলভদ্র সোম।

এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ বলভদ্র সোম গৌড়ের রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়ের ঘোরীবংশীয় রাজপরিবারের প্রধান কর্ম্মচারী গোপীচন্দ্র বসুর (পুরন্দর খাঁ।) কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। বলভদ্র যশোহর জঙ্গলের পুরাতন রাস্তাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সোমনাথ—ষষ্ঠীদাস—রামেশ্বর—কুন্দনন্দ—নৃসিংহ সোম বাগাটী হইতে চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। নৃসিংহের দুই পুত্র গঙ্গানারায়ণ ও কৃপারাম সোম।

৺ গঙ্গানারায়ণ সোম।

নৃসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণ সোম চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি স্বীয় কার্য্য দক্ষতাগুণে ঐ কোম্পানীর নিকট হইতে "সরকার" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খৃঃ ৮৬ বৎসর বয়সে গঙ্গানারায়ণ সোম সরকার চন্দননগরে গতাসু হন। তাঁহার চারি পুত্র কল্যাণরাম, রামচরণ, মহাদেব ও নন্দরাম সোম।

৺ রামচরণ সোম।

গঙ্গানারায়ণের মধ্যম পুত্র রামচরণ সোম ১৬৮৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি চন্দননগর পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার কর্ম্মস্থান চুঁচুড়ায় আসিয়া বসতি করেন। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার কর্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া "বাবু" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র তোতারাম, আত্মারাম, শ্যামরাম, বাঞ্ছারাম ও মনোহর সোম।

৺ তোতারাম সোম।

রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তোতারাম সোম ১৭১১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওলন্দাজ ট্রেডিং কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীর দেওয়ান ছিলেন। প্রধানতঃ তোতারাম কোম্পানীর ব্যবসায় বাণিজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া তিনি "বাবু" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—দর্পনারায়ণ, রামকিশোর, ভবানীচরণ, রামকান্ত ও রামসুন্দর সোম।

তোতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র দর্পনারায়ণ সোম—শম্ভূচন্দ্র—রসিকচন্দ্র—গুনুরাম সোম।

তোতারামের তৃতীয় পুত্র ভবানীচরণ সোমের চারি পুত্র—ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র ও নীলমণি সোম।

ভবানীচরণের মধ্যম পুত্র মহেশচন্দ্র সোম ১৭৬৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলীর কাষ্টম্ হাউসের পেস্কার ছিলেন। ১৮৩৭ খৃঃ উহা উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র—উমাপ্রসাদ ও মতিলাল সোম।

মহেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমাপ্রসাদ সোম ১৮০৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি হুগলীর জজ আদালতের একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—শিবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র সোম।

উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র সোম ১৮২৯ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি হুগলী কলেজের একজন সিনিয়ার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। অতঃপর তিনি হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন; বহুদিবস কার্য্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি বীরভুম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের রাজার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র শরৎশশি, হেমশশি ও চারুশশি সোম।

শিবচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত হেমশশির তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত ধূর্য্যটী, শ্রীযুক্ত পিনাকী ও শ্রীযুক্ত ত্রিশূলী সোম।

শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র চারুশশি সোম বি-এল ১৮৬৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলীর আদালতের উকীল ছিলেন।

উমাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রায় পূর্ণচন্দ্র সোম বাহাদুর ১৮৩১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজের একজন সিনিয়ার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। তৎপরে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহার শাস্ত্রে ব্রতী হন। ১৮৭০ খৃঃ মুনসেফ্ নিযুক্ত হইয়া, ক্রমে সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। রাজকার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতির জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় ওকালতী ব্যবসায় নিযুক্ত হন। তাঁহার পোষ্য পুত্র শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সোম।

উমাপ্রসাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিলালের পুত্র শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র সোম ১৮৪৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ তিনি সাবডেপুটী কালেক্টার নিযুক্ত হন। তৎপরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃঃ তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। সেই সময়

কিছুদিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী হইয়া দাতব্য চিকিৎসা করিতেন।

ভবানীচরণের তৃতীয় পুত্র গোকুলচন্দ্রের তিন পুত্র—মানিকচাঁদ, কালাচাঁদ ও রামচাঁদ সোম।

গোকুলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র মানিকচাঁদ সোম ১৮০৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিনাজপুরের মুনসেফ ছিলেন; তথায় ১৮৫০ খৃঃ লোকান্তরিত হন। তাঁহার দুই পুত্র—দয়ালচাঁদ ও মহেন্দ্রচাঁদ সোম।

মানিকচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় দয়ালচাঁদ সোম এম, বি, বাহাদুর ১৮৪১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত কলেজের ছাত্রাবস্থায় এফ, এ, পাশ করেন। তিনি ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রথমে আগ্রা মেডিকেল স্কুল ও তৎপরে পাটনা মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপকতা করেন; অনন্তর কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তথায় সাত বৎসর কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৪ খৃঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউন ও এলগিন বাহাদুরদ্বয়ের একজন অবৈতনিক আসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জেন ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা করিয়া "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস সোম।

দয়ালচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্র চাঁদ ১৮৪৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি জেনারেল টেলিগ্রাফ অফিসের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—নগেন্দ্রনাথ ও যতীন্দ্রনাথ সোম। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম পালামৌ জেলার সব ওভারসিয়ার ছিলেন।

গোকুলচাঁদের মধ্যমপুত্র কালাচাঁদের চারিপুত্র—সিদ্ধেশ্বর, মাধবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র সোম।

৺ শ্যামরাম সোম।

রামচরণের তৃতীয় পুত্র শ্যামরাম সোম ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকট কোন ব্যক্তি মিথ্যা অভিযোগ করে যে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইহাতে নবাব শ্যামরামকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোতারাম, নবাবকে বহু অর্থ নজর দিয়া শ্যামরামকে মুক্ত করেন; সেই সময় নবাব সন্তুষ্ট হইয়া উভয় ভ্রাতাকে "বাবু" উপাধিসহ খেলাত দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের কাউন্সিলের একজন সভ্য নিযুক্ত হন। হুগলী নদীর তীরে শ্যামরাম বাবু একটি সুন্দর বৈটকখানা ও উদ্যান এবং স্নানঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; উহা অদ্যাপি তাঁহার নামে বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত ষণ্ডেশ্বরতলায় স্ত্রীলোকদিগের স্নানঘাটে তিনি ৺ জগধ্যা নামে এক দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। চব্বিশ-পরগণা, বীরভূম ও অন্যান্য জেলায় তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। বাবু শ্যামরাম সোম মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র ঘনশ্যামকে রাখিয়া যান।

৺ ঘনশ্যাম সোম।

শ্যামরাম বাবুর পুত্র ঘনশ্যাম সোম ১৭৩৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে পিতৃদেবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের প্রধান এজেণ্ট ছিলেন। ঘনশ্যামের আট পুত্র—রাসবিহারী, মোহনবিহারী, কুঞ্জবিহারী, কৃষ্ণবিহারী, গোলকবিহারী, আনন্দবিহারী, গোকুলবিহারী ও বিনোদবিহারী সোম।

৺ রাসবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের জ্যেষ্ঠপুত্র রাসবিহারী সোম ১৭৫৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারের ওলন্দাজ কুঠির দেওয়ান ছিলেন।

রাসবিহারীর একমাত্র পুত্র রাধাগোবিন্দ সোম ১৭৮০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে নানা প্রকার কার্য্য করিয়া অবশেষে চব্বিশ-পরগণা আলিপুরের প্রধান সদর আমীন পদে উন্নীত হন। সেই সময় তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক আইন পরীক্ষা সমিতির একজন সভ্য নিযুক্ত হন। ১৮৪১ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী প্রথম শ্রেণীর সদর আমীন পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি ৺ জগধ্যা মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার ছয় পুত্র—দুর্গাচরণ, কালীচরণ, তারিনীচরণ, গঙ্গাচরণ, ভগবতীচরণ ও চণ্ডীচরণ সোম।

রাধাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাচরণ সোম ১৮০৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলীর জজ আদালতের নায়েব মহাফেজ ছিলেন; বহুদিবস সেই কার্য্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। দুর্গাচরণ দাতব্যে ও দানধর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিয়া যান। তাঁহার ছয় পুত্র—অভয়প্রসন্ন, কালীপ্রসন্ন, গুরুপ্রসন্ন, বরদাপ্রসন্ন, শ্যামাপ্রসন্ন ও যদুপ্রসন্ন সোম।

দুর্গাচরণের মধ্যমপুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সোম হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তিনি রাজসাহীর ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ মালদহ জেলার দুর্ভিক্ষ সময় তিনি "রিলিফ অফিসার" মনোনীত হন, তৎপরে তথা হইতে এসেসার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে কলিকাতা ক্যানেল ইন্‌স্পেক্টার পদে কর্ম্ম করেন। ১৮৮৫ খৃঃ তিনি হাবড়ার ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার হন; সেই সময় ক্ষুদ্র দেওয়ানী

মোকদ্দমা বিচারের ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র, শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ও দিব্যচন্দ্র সোম।

কালীপ্রসন্নের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র সোম বেঙ্গল ব্যাঙ্ক পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ তিনি জেনারেল পোষ্ট অফিসের পত্রাদি বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের কনিষ্ঠ পুত্র দিব্যচন্দ্র সোম কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের একজন কেরাণী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র- শ্রীযুক্ত রামদুলাল ও শ্রীযুক্ত শ্যামদুলাল সোম।

দুর্গাচরণের তৃতীয় পুত্র গুরুপ্রসন্ন সোমের দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সোম।

দুর্গাচরণের চতুর্থ পুত্র রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাদুর ১৮৪৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। হুগলী কলেজে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। ১৮৬৬ খৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৮ খৃঃ হুগলী কলেজ হইতে এফ্ এ পাশ করেন। ১৮৬৯ খৃঃ কলিকাতা ফ্রীচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭০ খৃঃ তথা হইতে বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মুনসেফ পদে নিযুক্ত হন। তিনি যখন কুমিল্লার প্রথম মুনসেফ ছিলেন, সেই সময় গবর্ণমেণ্টের একটি কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ক্রমে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরকাল সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯০১ খৃঃ ১৬ই মার্চ্চ মেদিনীপুর হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি উৎসাহশীল ও স্বাধীনচেতা রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। "গয়া ও গয়ালী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন; অধিকন্তু "রিলিফ্ এ্যাক্ট্" সম্বন্ধে তাঁহার রচিত একখানি ইংরাজী গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া-

ছিলেন। তিনি পিতার স্মরণার্থে ভট্টপল্লী গ্রামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং পণ্ডিতগণের ও ছাত্রবৃন্দের অবস্থানের জন্য একটি পাকা বাটী নির্ম্মাণ করেন। ভট্টপল্লী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তিনি একটি ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৩ খৃঃ ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একখানি সম্মানপত্র প্রদান করেন। পত্নী বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার স্মৃতিকল্পে তিনি চুঁচূড়ার ইমামবারা হাঁসপাতালে ৫০০৲ টাকা দান করেন, এই টাকায় হাঁসপাতালের সাধারণ রোগীদিগের জন্য একটি নূতন বিভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। হাঁসপাতালে নূতন অস্ত্র চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ জন্য তিনি ২৫০৲ টাকা দান করেন। তাঁহার সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট ১৯০৯ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে তিনি হৃদরোগাক্রান্ত হন; অবশেষে ১৯১২ খৃঃ ৭ই মে রায় বরদাপ্রসন্ন সোম বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই, তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উষাবতীর পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্রঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নিরদচন্দ্র ঘোষ। মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী ভবতারিনীর পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরিমল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সুবিমল চন্দ্র ঘোষ। কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগৎতারিনীর পুত্র শ্রীযুক্ত অনীল গোপাল বসু ও শ্রীযুক্ত বিনয় গোপাল বসু।

রাধাগোবিন্দের চতুর্থ পুত্র গঙ্গাচরণ সোম ১৮১৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে একজন মুনসেফ্ নিযুক্ত হন; তৎপরে সবজজ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। গঙ্গাচরণ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য করিয়া ১৮৭০ খৃঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট ইহলোক হইতে গতাসু হন। তিনি মৃত্যুকালে সারদাপ্রসন্ন, রাখালচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। এক্ষণে

তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সোম বি, এল এবং শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র সোম এম, এ, বি, এল কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ও তিনকন্যা বিদ্যমান।

রাধাগোবিন্দের পঞ্চম পুত্র ভগবতীচরণের পুত্র শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন সোম।

রাধাগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণ সোম হুগলী কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি একটি রচনা লিখিয়া সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। চণ্ডীচরণ বহুদিবস হুগলী কলেজের লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। বসন্ত রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৮ মোহনবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের দ্বিতীয় পুত্র মোহনবিহারী সোম ১৭৬৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—গঙ্গাগোবিন্দ ও রামগোবিন্দ সোম।

মোহনবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সোম ১৭৮৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর মুনসেফের কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দের চারি পুত্র—রাধাকিশোর, রাইকিশোর, নবীন-চন্দ্র ও গৌরচন্দ্র সোম।

গঙ্গাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাকিশোর সোম ১৮১৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের পেস্কার ছিলেন। ১৮৬২ খৃঃ সদর দেওয়ানী আদালত বর্ত্তমান হাইকোর্টে পরিণত হইলে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের আপীল বিভাগের পেস্কার হন। অতঃপর তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন।

গঙ্গাগোবিন্দের তৃতীয় পুত্র নবীনচন্দ্র সোম ১৮৩৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন।

তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার বাহাদুরের অফিসে নানা বিভাগে কর্ম্ম করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বিজয়কিশোর সোম।

মোহনবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রামগোবিন্দ সোম ১৭৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে কার্য্য করিয়া ক্রমে সেই আদালতের ডেপুটী রেজিষ্ট্রার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম এই দায়িত্বপূর্ণ পদলাভ করেন।

৺ কুঞ্জবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের তৃতীয় পুত্র কুঞ্জবিহারী সোম ১৭৬২ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি শ্রীরামপুরে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ সোম।

৺ কৃষ্ণবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের চতুর্থ পুত্র কৃষ্ণবিহারী সোম ১৭৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রথমতঃ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি বহুদিবস শ্রীরামপুরের মুনসেফ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—মদনগোপাল ও রামগোপাল সোম।

কৃষ্ণবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপাল সোম ১৮০৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে নানাবিধ কার্য্য করিয়া পরিশেষে একজন মুনসেফ নিযুক্ত হন। ১৮৭০ খৃঃ তিনি প্রথম শ্রেণীর মুনসেফ হইতে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁহার চারি পুত্র—হরলাল, কানাইলাল, মহেন্দ্রলাল ও দেবেন্দ্রলাল সোম।

মদনগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরলাল সোমের দুই পুত্র—ত্রৈলোক্যনাথ ও বিনোদলাল সোম। ত্রৈলোক্যনাথ সোম ১৮৫৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এণ্ট্রান্স ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর এম, এ, বি, এল, পাশ করিয়া মুনসেফ্ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মদনগোপালের মধ্যমপুত্র কানাইলাল সোম ১৮৩০ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি হুগলী কলেজের একজন সিনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। তৎপরে কলিকাতা হিন্দু স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ৩৮ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল ও শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সোম। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রলাল মেদিনীপুর কেনাল বিভাগের একজন সাবওভারসিয়ার। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথলাল দার্জ্জিলিং পূর্ত্ত বিভাগের অফিসের প্রধান কেরাণী।

মদনগোপালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল সোম বি, এল, ১৮৪৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭১ খৃঃ মুনসেফ্ নিযুক্ত হন; তৎপরে সবজজ পদে উন্নীত হইয়া ১৮৯১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে খুলনা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সোম।

কৃষ্ণবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল সোম ১৮০৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে নানাবিধ কার্য্য করিয়া পরিশেষে একজন মুনসেফ নিযুক্ত হন; কিন্তু কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়া উহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—মথুরলাল, প্যারীলাল ও হরিলাল সোম।

রামগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র মথুরলাল সোম ১৮৪৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুঙ্গের রোডসেস্ অফিসে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া উহা পরিত্যাগ করেন। রামগোপালের মধ্যম পুত্র প্যারীলাল সোম

বীরভূম জেলের জেলার থাকিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরিলাল সোম গাজীপুর রোডসেস্ অফিসে কর্ম্ম করিতেন।

৵ আনন্দবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের ষষ্ঠ পুত্র আনন্দবিহারী সোম। তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্রজগোবিন্দ সোম তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্যামলাল ও প্যারীলাল সোম।

ব্রজগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলাল সোম ১৮৩৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি প্রেসিডেন্সী পোষ্ট অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে হেড্ অ্যাসিষ্টেণ্ট্ পদে উন্নীত হন; তৎপরে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন।

ব্রজগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র প্যারীলাল সোম ১৮৪৬ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি উত্তরপাড়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। তৎপরে অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে চারিপুত্র রাখিয়া যান।

৵ গোকুলবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের সপ্তম পুত্র গোকুলবিহারী সোম ১৭৭৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তৎপরে কটকের জজ বাহাদুরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার দুই পুত্র—শিবশঙ্কর ও রায় বেণীমাধব সোম।

গোকুলবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবশঙ্কর সোমের ছয় পুত্র—অমৃতলাল, বনোয়ারীলাল, মনোয়ারীলাল, শ্রীলাল, মুরারীলাল ও হরিলাল সোম।

শিবশঙ্করের মধ্যম পুত্র বনোয়ারীলাল সোমের দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত জগদুর্ল্লভ ও শ্রীযুক্ত রাজদুর্ল্লভ সোম। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাজদুর্ল্লভ ১৮৮০ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি হুগলীর কালেক্টারীর রোডসেস্ বিভাগের একজন কেরাণী।

শিবশঙ্করের তৃতীয় পুত্র মনোয়ারীলাল সোম ১৮৪৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাবড়ার ছোট আদালতের দ্বিতীয় কেরাণী ছিলেন। কোন প্রকার দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে তারকনাথ ও কেদারনাথ সোম নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান।

শিবশঙ্করের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীলাল সোম বি, এ, ১৮৩৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হুগলী কলেজিয়েট্ স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সোম।

শিবশঙ্করের পঞ্চম পুত্র মুরারীলাল সোম বি-এল, ১৮৫০ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি একজন মুনসেফ্ ছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত ধীরাজকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ সোম নামে দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

শিবশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিলাল সোম ১৮৫৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পোষ্টাফিসের কণ্ট্রোলার জেনারেল অফিসের প্রধান কেরাণী। তাঁহার তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র, শ্রীযুক্ত ধনেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র সোম।

গোকুলবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র রায় বেণীমাধব সোম বাহাদুর ১৮১৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুনসেফ পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে সবজজ হন। অতঃপর কুষ্টিয়া ও পাবনার ছোট আদালতের জজ হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক বহুলোকের উপকার করেন। ১৮৭৩ খৃঃ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সাতচল্লিশ বৎসর অতি সুখ্যাতির সহিত রাজকার্য্য

করায় গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি শিক্ষার উৎসাহদাতা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইন নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৭৮ খৃঃ ১৭ই অক্টোবর রায় বিণীমাধব সোম বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে রাধিকালাল ও প্রিয়লাল নামে দুইটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যান।

বেণীমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকালাল সোম একজন সবডেপুটী কালেক্টার ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—যোগেন্দ্রকৃষ্ণ, অতুলকৃষ্ণ ও কুমুদকৃষ্ণ সোম। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকৃষ্ণ সোম ১৮৬৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশন অফিসের একজন কেরাণী। মধ্যম পুত্র অতুলকৃষ্ণ সোম ১৮৬৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের একজন কেরাণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কুমুদকৃষ্ণ সোম ১৮৬৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় পুলিশের ইন্স্পেক্টার জেনারেল অফিসের একজন কেরাণী ছিলেন।

৺ বিনোদবিহারী সোম।

ঘনশ্যামের কনিষ্ঠ পুত্র বিনোদবিহারী সোম ১৭৮৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উড়িষ্যার নিমক মহালের একজন দারোগা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—অভয়চরণ ও গোবিন্দচরণ সোম।

বিনোদবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অভয়চরণ সোম ১৮১৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের একজন মোহরার ছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অবসর বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—রাখালচন্দ্র, কানাইচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র সোম।

অভয়চরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র সোম ১৮৪৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ

হন। তিনি কলিকাতার একাউন্টেণ্ট্ জেনারেল অফিসে বহুদিবস হিসাব পরীক্ষক ছিলেন; তৎপরে কলিকাতা ছোট আদালতের একাউন্টেণ্ট্ নিযুক্ত হন। ১৯০১ খৃঃ তিনি অবসর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

অভয়চরণের মধ্যম পুত্র কানাইচন্দ্র সোম ১৮৪৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার একাউন্টেণ্ট জেনারেল অফিসে বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষক ছিলেন।

অভয়চরণের কনিষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র সোম ১৮৫৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রুড়কী কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর সাবওভার-সিয়ারের কার্য্য করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিনোদবিহারীর কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দচরণ সোম ১৮২৪ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি মাগুরার ছোট আদালতের প্রধান কেরাণী ছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে।

---

৮ কৃপারাম সোম।

বলভদ্র সোমের বংশধর গঙ্গানারায়ণের ভ্রাতা কৃপারাম সোমের পুত্র রামচরণ সোম কলিকাতা বাগবাজারে আসিয়া বসতি করেন। তিনি মৃত্যুকালে শিবচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র ও জগৎচন্দ্র নামে চারি পুত্র এবং হরসুন্দরী নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া যান।

রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র সোম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে আগ্রার দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার হস্তে দুর্গ ও তাজমহলের ভার ন্যস্ত ছিল। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। তিনি কলিকাতা-সিমলা-নিবাসী গুরুপ্রসাদ বসুর প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—রামলাল, শ্যামলাল ও মাধবলাল সোম।

শিবচন্দ্রের মধ্যম পুত্র শ্যামলাল সোম হিন্দু কলেজের একজন উৎকৃষ্ট

ছাত্র ছিলেন; তৎকালে রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। শিক্ষা বিভাগের ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। শ্যামলাল হুগলী কলেজের একজন খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন এবং ইংরাজ অধ্যাপকগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে লোকান্তরিত হন। তাঁহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ সোম।

শিবচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র মাধবলাল সোম হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎপরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ঐ কলেজ হইতে একটি রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বহু দিবস উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশের ঘারওয়াল জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর ঔষধালয়ে সাব আসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জেনের কার্য্য করেন; কিন্তু পরিশেষে তথায় বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়া যৌবনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকালে তিনি একটি শিশুপুত্র রাখিয়া যান।

রামচরণের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সোম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কটকে দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার হস্তে তথাকার দুর্গের ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি পূর্ব্বোক্ত গুরুপ্রসাদ বসুর দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারিপুত্র—রাজকিশোর, নবকিশোর, কালীকিশোর, ও দুর্গাকিশোর সোম এবং তিন কন্যা হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা কন্যার সহিত কলিকাতা-কুমারটুলির বেণীমাধব মিত্রের বিবাহ হয়; দ্বিতীয়ার সহিত বাগবাজার-নিবাসী লোকনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র তারকচন্দ্র বসুর পরিণয় হয়; তৃতীয়ার সহিত চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত বারাসতের কালীকৃষ্ণ মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল।

রামচরণের তৃতীয় পুত্র ভগবানচন্দ্র সোম ও কনিষ্ঠ পুত্র জগৎচন্দ্র সোম গবর্ণমেণ্টের অধীনে কোন কর্ম্ম করেন নাই। তাঁহারা উভয়ে নিঃসন্তান ছিলেন।

রামচরণের কন্যা হরসুন্দরীর সহিত বাগবাজার-নিবাসী দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রসিকলাল ঘোষের বিবাহ হইয়াছিল। হরসুন্দরী সহমরণে প্রাণত্যাগ করেন। ১৮২৯ খৃঃ ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিং বাহাদুর কর্ত্তৃক সতীদাহ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই তিনি কলিকাতার মধ্যে শেষ সহমরণে গমন করিয়াছেন।

আন্দুল রাজবংশ।

আন্দুল গ্রাম পূর্ব্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, অধুনা ইহা হাবড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। হুগলী জেলার জমিদারদিগের মধ্যে আন্দুল রাজবংশ সুবিখ্যাত ও সর্ব্বাগ্রগণ্য। এইবংশ এক সময় প্রভূত সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় বিভূষিত ছিল। বঙ্গদেশের মধ্যে ইহা একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জমিদারবংশ। ইহাঁদের উপাধি "কর", মুসলমান সরকার হইতে এই বংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৺ রামচরণ রায়।

দেওয়ান রামচরণ রায় আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষাও যৎসামান্য শিক্ষা করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্যকালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। তিনি স্বীয় প্রতিভাগুণে লর্ড ক্লাইবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে কৃতকৃতার্থ হন। রামচরণ প্রথমে ক্লাইবের একজন সরকার ছিলেন, তৎপরে দেওয়ান পদে উন্নীত হন। তৎকালে তিনি কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটায় বাস করিতেন। রামচরণ ক্রমে প্রভূত বিত্তশালী হইয়া কোম্পানীর চাকরী পরিত্যাগপূর্ব্বক আন্দুলে বাসগ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন। তাঁহার দুইপুত্র রামলোচন ও রাজচন্দ্র রায়।

৺ রামলোচন রায়।

দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহ আলম, ক্লাইবের সন্তোষ বর্দ্ধনেচ্ছায় তাঁহার অনুচর ও কর্ম্মচারীগণকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করিলে, লর্ড ক্লাইব বাহাদুর দেওয়ান রামচরণকে সম্মানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু রামচরণ স্বয়ং কোন সম্মান গ্রহণে স্বীকৃত না হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচনকে সম্রাট প্রদত্ত উপাধি দানের প্রার্থনা করেন; তদনুসারে ১৭৬০ খৃঃ দিল্লীশ্বর সাহ আলম বাহাদুর রামলোচনকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং অনেক সময় পণ্ডিতগণকে পারিতোষিক দানে উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর মধ্যে "আন্দুল রাজাব্দ" নামে একটি নব অব্দ প্রচলন করেন; অদ্যাপি আন্দুল রাজ-বংশধরগণ তাহা জমিদারীতে প্রচলিত রাখিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের দুই পুত্র—কুমার কাশীনাথ ও শিবনাথ রায়।

৺ কাশীনাথ রায়।

রামলোচনের দেহান্তে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা কাশীনাথ রায় তৎস্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়া পিতার ন্যায় উক্তভাষা শিক্ষার্থীগণের সবিশেষ উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন; অধিকন্তু অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করেন। তিনি অলৌকিক প্রতিভাশালী ও মধুর প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার একটি পুত্র রাজনারায়ণ রায় ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

৮ রাজনারায়ণ রায়।

কাশীনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি কলিকাতার তৎকালীন হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন এবং স্বয়ং সঙ্গীত বিদ্যায় সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। তৎকালে সঙ্গীতজ্ঞ যে সকল ব্যক্তি দিল্লী, গোয়ালিয়র, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ রাজা রাজনারায়ণ কর্ত্তৃক আন্দুল রাজভবনে আহূত হইতেন। তাঁহার সময় আন্দুল সঙ্গীত বিদ্যার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং আন্দুল রাজদরবারও এতদ্দেশ মধ্যে একটি দর্শনীয় স্থান বলিয়া গণ্য হইত। কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত স্থানের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আন্দুল রাজদরবারে যাতায়াত করিতেন। রাজা রাজনারায়ণ সংস্কৃত শিক্ষার একজন উৎসাহদাতা ছিলেন ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হইতেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা আলঙ্কারিক অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় "আন্দুল রাজপ্রসস্তি" নামে একখানি সংস্কৃত কবিতা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন, উহার কয়েকটী সর্গ সমাধা হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে রাজনারায়ণের মৃত্যুর জন্য মুদ্রিত হয় নাই। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড আকল্যাণ্ডের কৃপাদৃষ্টি রাজনারায়ণের প্রতি পতিত হইয়াছিল। ১৮৩৬ খৃঃ তিনি রাজনারায়ণকে "রাজা" উপাধিসহ একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মাণিক্য-যুক্ত একখানি তরবারি খেলাত প্রদান করেন। রাজা বাহাদুর কায়স্থ-দিগের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক, এতদ্ব্যতীত সামাজিকতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ও প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তিনি বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করেন যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় এবং তাঁহারা পূর্ব্বে উপবীত ব্যবহার করিতেন। তিনি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তাঁহার

পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কুশণ্ডিকার অনুষ্ঠান করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার পৌত্রের বিবাহ সময় সেইরূপ আর একটি অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাজা রাজনারায়ণ মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র বিজয়কেশব ও একটি কন্যা রাখিয়া যান।

৺ বিজয়কেশব রায়।

রাজনারায়ণের পর তদীয় পুত্র রাজা বিজয়কেশব রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনিও সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহবর্দ্ধনে মুক্তহস্ত হইয়া কৌলিক প্রথা যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুই পত্নীকে পোষ্য পুত্র গ্রহণের ক্ষমতা দিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বিধবা পত্নীদ্বয় প্রত্যেকে এক একটী করিয়া পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর কয়েকজন প্রসিদ্ধ হিন্দু আইনজ্ঞ উহা আইন বিরুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে উভয় পোষ্য পুত্র মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। ইহা কয়েক বৎসরকাল কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন থাকিয়া অবশেষে বিলাতের প্রিভি কাউন্সীলের বিচারে আইন বিরুদ্ধ বলিয়া স্থির হওয়ায় রাজা কাশীনাথ রায়ের দৌহিত্র ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হন।

৺ ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র।

অতঃপর রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র বিষয় সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি যদিও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি চির-প্রচলিত মর্য্যাদানুসারে দেশ মধ্যে রাজা বাহাদুর নামে অভিহিত হইতেন।

রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ বদান্যতার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজগঞ্জের রাজপথ, উলুবেড়িয়ার বিসূচীকা হাঁসপাতাল, উলুবেড়িয়া ইংরাজী বিদ্যালয়, খুলনা জেলার অন্তর্গত আমাদি বঙ্গ বিদ্যালয় ইত্যাদি তাঁহার বদান্যতায় স্থাপিত হইয়াছিল এবং অদ্যাপি ঐ চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় আন্দুল রাজসরকারের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। খুলনার দাতব্য চিকিৎসালয়ও ক্ষেত্রকৃষ্ণের দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। শিবপুরে "হনুমন্ত ঘাট" নামক শ্মশানের বৃহৎ ভূমি আন্দুলরাজ কর্ত্তৃক শবদাহের জন্য স্থানীয় পল্লীবাসীগণকে প্রদত্ত হইয়াছে। আন্দুল রাজ-এষ্টেটের ব্যয়ে ইহার চতুর্দ্দিক ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত এবং শবদাহীদের বিশ্রাম ও মুমূর্ষুগণের গঙ্গাবাস জন্য স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ ইহার সংস্কারকল্পে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে ১০,০০০৲ টাকা দান করেন। উক্ত ঘাটের সন্নিকট রাজা কাশী নাথের প্রতিষ্ঠিত চারিটী শিবমন্দির আছে, তাহার সেবার্থে অদ্যাপি আন্দুল রাজবংশধরগণ বাৎসরিক ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। এই অর্থে শিবপুরের একটি দীন ব্রাহ্মণ পরিবার চারিপুরুষ কাল প্রতি-পালিত হইতেছেন। ক্ষেত্রকৃষ্ণ, হুগলীর ডাফরিন্ হাঁসপাতালে ৫০০৲ টাকা প্রদান করেন। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রিয়ার সাহেবের অনুরোধে তিনি ৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে আন্দুল সরস্বতী নদীর উপর একটি সেতু পুনঃ নির্ম্মাণ করেন। অধুনা জেলা বোর্ড ঐ সেতু এবং রাজগঞ্জের রাস্তার তত্ত্বাবধান করিতেছে। রাজগঞ্জের রাস্তা পাকা করিতে জেলা বোর্ডের ৮০০০৲ টাকা ব্যয় হয়, উহার প্রায় সমুদয় ব্যয় ক্ষেত্রকৃষ্ণ প্রদান করিয়া-ছিলেন। তিনি মাসিক ৩০০৲ টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া পাঁচ বৎসর কাল আন্দুলে জুবিলী স্কুল নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংরক্ষণ করেন। উহা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত মহিয়াড়ীর বিদ্যালয়ের অনিষ্ট করিলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায়

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহোদয়ের অনুরোধে জুবিলী বিদ্যালয় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আন্দুলে ৺ অন্নপূর্ণার বাটী অদ্যাপি "ভূঃ কাশীধাম" নামে খ্যাত আছে। তথাকার অনেকগুলি মন্দিরে শিবমূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ মন্দিরে ৺ অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের পূজায় বাৎসরিক ২৩০০৲ টাকা ব্যয় হয়। ১৯০৭ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিন পুত্র—কুমার উপেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ মিত্র।

৺ উপেন্দ্রনাথ মিত্র।

ক্ষেত্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্দ্রনাথ মিত্র বুদ্ধিমান ও সাধু-প্রকৃতি ছিলেন। প্রজাদিগের হিতসাধনের জন্য তাঁহার নিরন্তর আন্তরিক চেষ্টা ছিল। তিনি সকল বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে সুবিচার করিয়া প্রজা-পুঞ্জের শ্রদ্ধাভাজন ও যশস্বী হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তা ও দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণের জন্য তিনি সাধারণের প্রশংসাভাজন হন। কুমার উপেন্দ্রনাথ মিত্রদিগরের অর্দ্ধাংশ অধুনা "বড় তরফ" নামে খ্যাত এবং ইহা উপেন্দ্রনাথের উইল অনুসারে কর্ম্মকারীগণের তত্ত্বাবধানে আছে। বড় তরফের ব্যয়ে আন্দুলে সরস্বতী নদীতীরে একটি শবদাহের পাকা শ্মশান ও গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯০৯ খৃঃ ১লা জুলাই কুমার উপেন্দ্রনাথ মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ, শ্রীযুক্ত সুরথনাথ, শ্রীযুক্ত ভরতনাথ ও শ্রীযুক্ত জগৎনাথ মিত্র এবং চারি কন্যা বিদ্যমান।

৺ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র।

ক্ষেত্রকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথ মিত্র একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে জীবলীলা সম্বরণ করেন।

৺ নগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ক্ষেত্রকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার নগেন্দ্রনাথ মিত্রের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তিনটি কন্যা হইয়াছিল। নগেন্দ্র-নাথের জীবদ্দশায় তাঁহার দুইটী কন্যা লোকান্তরিতা হন। অতঃপর ১৯১১ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর কুমার নগেন্দ্রনাথ মিত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

কুমার নগেন্দ্রনাথের অর্দ্ধাংশ "ছোট তরফ" নামে পরিচিত। এক্ষণে কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ইহার অধিকারী। কুমার বাহাদুরের ব্যয়ে আন্দুলের নিকট বাইগাড়ী গ্রামের পাকা শ্মশান ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ইনি স্বীয় জননীর নামে আন্দুলে মাখনকুমারী চতুষ্পাঠী ও মাখনকুমারী পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাঁর বদান্যতায় আন্দুলের বহুতর দরিদ্র বিধবা এবং অনাথ বালকগণের গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজের সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বঙ্গ-সাহিত্যে শৈলেন্দ্রনাথের অনুরাগ দৃষ্ট হয়। হাবড়ার ডিউক লাইব্রেরী ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠাকল্পে সবিশেষ চেষ্টা করেন। ইনি মধ্যে মধ্যে দানাদি করিয়া লোকপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছেন।

তমলুক রাজবংশ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক রাজবংশের যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় ময়ূরবংশীয়, কৈবর্ত্তবংশীয় ও গঙ্গাবংশীয় তিনটী রাজবংশ তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ এই চারি জন ময়ূরবংশীয় রাজা ক্রমান্বয়ে তমলুকে রাজত্ব করেন। তাঁহারা মহাভারতীয় কালের লোক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ কৈবর্ত্তবংশীয় কালু-ভূঞা তমলুক রাজ্য অধিকার করেন। তিনি উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর জেলায় আগমন করিয়াছিলেন; সেই সময় তৎপ্রদেশ হইতে কয়েকজন জ্ঞাতি আনিয়া তাঁহাদিগকে ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক এই স্থানে বসতি করাইয়াছিলেন। তৎপরে ভাঙ্গড় ভূঞা রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ১৪০৩ খৃঃ তিনি তনুত্যাগ করিলে এই বংশের লোপ হইয়াছে।

অতঃপর গঙ্গাবংশীয় রাজগণ তমলুক রাজ্য প্রাপ্ত হন। বিদ্যাধর রায়—নীলকান্ত রায়—জগদীশচন্দ্র রায়—চন্দ্রশেখর রায়—বীরকিশোর রায়—গোবিন্দদেব রায়—যাদবেন্দ্র রায়—হরিদেব রায়—বিশ্বেশ্বর রায় —নৃসিংহ রায়—শম্ভুচন্দ্র রায়—দীপচন্দ্র রায়—দিব্যচন্দ্র রায়—বীরভদ্র রায়—লক্ষ্মণচন্দ্র রায়—রামচন্দ্র রায়—পদ্মলোচন রায়—কৃষ্ণচন্দ্র রায়—গোলকনারায়ণ রায়—বলিনারায়ণ রায়—কৈশিকনারায়ণ রায়—অজীৎনারায়ণ রায়—কৃষ্ণকিশোর রায়—চন্দ্রকিশোর রায়—মৌঞ্জী কিশোর রায়—মার্কণ্ডকিশোর রায়—ইন্দ্রমণি রায়—সুধান্বা রায়—মৃগয়া-মণি, সুধান্বার ভগ্নী ও জামিনভঞ্জ রায়ের পত্নী—ভানুরায়, মৃগয়ামণির

পুত্র—লক্ষ্মীনারায়ণ রায়—চন্দ্রামণি, লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা ও কেশবচন্দ্র রায়ের পত্নী পর্য্যন্ত ৩২ জন রায় উপাধিধারী গঙ্গাবংশীয় রাজগণ তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬৪৫ খৃঃ রাজা কেশবচন্দ্র রায় মুসলমান গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় রাজমহলের তদানীন্তন নবাব সুজা সাহ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় মধ্যম ভ্রাতা হরিহর রায়কে রাজ্য প্রদান করেন।

৺ হরিহর রায়।

কেশবচন্দ্রের মধ্যম সহোদর হরিহর রায় ১৬৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনন্তর তমলুক জমিদারী দুইভাগে বিভক্ত হয়। হরিহরের পুত্র রামচন্দ্র রায় সাড়ে নয় আনা এবং হরিহরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনোহর রায়ের পুত্র গম্ভীর রায় সাড়ে ছয় আনা প্রাপ্ত হন।

৺ নরনারায়ণ রায়।

তদনন্তর ১৭৩৭ খৃঃ রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র রাজা নরনারায়ণ রায় সমস্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—কৃপানারায়ণ ও কমলনারায়ণ রায়।

৺ কৃপানারায়ণ রায়।

নরনারায়ণের লোকান্তরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা কৃপানারায়ণ রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার সময় রাজ্য মধ্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। ১৭৫২ খৃঃ রাজা কৃপানারায়ণ রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

৮ কমলনারায়ণ রায়।

কৃপানারায়ণের পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কমলনারায়ণ রায় ১৭৫২ খৃঃ উত্তরাধিকারী হন। ১৭৫৬ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় রাজস্ব প্রদানে শৈথিল্য হওয়ায় ১৭৫৭ খৃঃ মীর্জ্জা দেদার আলী বেগ এই জমিদারী নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃঃ রাজা কমলনারায়ণ রায়ের লোকান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে সন্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়া নাম্নী দুই পত্নী এবং আনন্দনারায়ণ নামে একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া যান।

১৭৬৭ খৃঃ মীর্জ্জা দেদার আলীর মৃত্যু হইলে তৎকালীন নবাব সরকারের প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহোদয়গণের চেষ্টায় নবাব সয়ফদ্দৌলা এই জমিদারী রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। তাহাতে রাণীদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ দেওয়ান নন্দকুমারকে ছয়খানি ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দকে আট খানি গ্রাম দান করেন। উহা অদ্যাপি তমলুক জমিদারীর দক্ষিণাংশে তালুক বাসদেবপুর ও গোপালপুর নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দোওয়ান নন্দকুমার উক্ত বাসদেবপুর তালুকে একটি হাট বসাইয়াছিলেন, তাহা নন্দকুমারের হাট নামে অভিহিত হয় এবং হাটের নামানুসারে সেই স্থান অদ্যাপি "নন্দকুমার" নামে প্রখ্যাত। নন্দকুমারের উত্তরাধিকারীগণ বাসদেবপুর তালুক হস্তান্তর করিলে উহা এক্ষণে মহিষাদলাধিপতির সম্পত্তি হইয়াছে। দেওয়ান গঙ্গা-গোবিন্দের উত্তরাধিকারীগণ গোপালপুর তালুক অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন।

৺ আনন্দনারায়ণ রায়।

অনন্তর রাণী সন্তোষপ্রিয়ার পুত্র আনন্দনারায়ণ রায় ও কৃষ্ণ-প্রিয়ার পোষ্য পুত্র তাঁহাদের জমিদারী পুনরায় নয় আনা ও সাত আনা অংশে বিভক্ত করেন। ১৭৯৩ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ দশসালার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহাতে জমিদারগণ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া অধিকৃত ভূসম্পত্তি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। সেই সময় ১৭৯৫ খৃঃ রাজা আনন্দ-নারায়ণ রায় সমস্ত জমিদারী অধিকার করেন। তাঁহার হরিপ্রিয়া ও বিষ্ণু-প্রিয়া নামে দুই রাণী ছিলেন; কিন্তু কাহারও সন্তানাদি না হওয়ায় প্রথমা রাণী হরিপ্রিয়া শ্রীনারায়ণকে এবং কনিষ্ঠা রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

৺ রুদ্রনারায়ণ রায়।

১৮২১ খৃঃ শ্রীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় আপন নামে সমস্ত জমিদারীর নাম খারীজ প্রার্থনা করেন। তাহাতে জ্যেষ্ঠা রাণী হরিপ্রিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বামীর নিয়মাদেশ মতে অর্দ্ধেক জমিদারী অধিকারপূর্ব্বক রুদ্রনারায়ণ রায়কে পুনরায় পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খৃঃ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তানুসারে অর্দ্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। অনন্তর পরস্পরের বিবাদে ও প্রজার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচারে ১৮৪৮ খৃঃ রাজলক্ষ্মী তাঁহাদের হস্তভ্রষ্টা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়। সেই সময় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় ও রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অর্দ্ধেক এবং মহিষাদলাধিপতি অর্দ্ধেক জমিদারী ক্রয় করেন।

১৮৬৭ খৃঃ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রুদ্রনারায়ণের পোষ্যপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ রায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ সামান্য লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

৵ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

বিমাতার সহিত নানা প্রকার বিবাদ সত্ত্বেও ১৮৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৮৫৪ খৃঃ লক্ষ্মীনারায়ণ নরলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—উপেন্দ্র নারায়ণ ও নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ রায় বহুদর্শিতায় বিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৮৮৮ খৃঃ লোকান্তরিত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশধরগণ এক্ষণে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন।

কাশীযোড়া রাজবংশ।

৺ গঙ্গানারায়ণ রায়।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীযোড়া রাজবংশ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গানারায়ণ রায় স্বীয় বাসস্থান সিরন্দদেশ হইতে ৺ জগন্নাথদেব দর্শনাভিলাষে ৺ পুরুষোত্তমধাম আগমন করেন। অতঃপর কার্য্যদক্ষতার গুণে পুরীর দেবরাজের সেনানীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫৭৫ খৃঃ বাঙ্গালার নবাব দাউদ খাঁয়ের সেনাপতি হিন্দুদেব-দ্বেষী কালাপাহাড় উড়িষ্যা-বিজয়ের অভিযান করেন, সেই সময় দেবরাজ প্রতিরোধ জন্য স্বীয় সেনাপতি গঙ্গানারায়ণকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাগুক্ত কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও নিপুণতা প্রদর্শন করিলে দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গঙ্গানারায়ণকে জায়গীরস্বরূপ কাশীযোড়া পরগণা প্রদান করেন। তৎকালে কাশীযোড়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৫৮৩ খৃঃ গঙ্গানারায়ণ কাশীযোড়া অধিকার করিয়া স্বদেশ হইতে পরিজন আনিয়া এইস্থানে বসতি করেন। ১৫৮৬ খৃঃ তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র যামিনীভানু রায়কে জমিদারী পরিচালনের ভার দিয়া ৺ পুরুষোত্তমধাম গমন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৺ যামিনীভানু রায়।

গঙ্গানারায়ণের পরলোকান্তে যামিনীভানু রায় কাশীযোড়া রাজ্যের অধীশ্বর হন। ১৫৮৬ খৃঃ তিনি তৎকালীন বঙ্গেশ্বর সাদক খাঁয়ের সহিত গৌড়রাজধানীতে সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়েশ্বরের সাহায্যে দিল্লীশ্বর

সম্রাট আকবর সাহের নিকট হইতে "রাজগীর" সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কাশীযোড়ায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি তথাকার অধিকাংশ জঙ্গল কাটাইয়া শুরা নামক একটি গ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক জাহ্নুদিঘী নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। ১৬২৪ খৃঃ যামিনীভানু রায় পরলোকগমন করেন।

৺ প্রতাপনারায়ণ রায়।

যামিনীভানুর মৃত্যুর পর তদীয় একমাত্র পুত্র প্রতাপনারায়ণ রায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। ১৬২৫ খৃঃ দিল্লীশ্বরের আদেশে পুরীর দেবরাজ রাজটীকা ও শ্বেতছত্রাদি প্রদান করেন। তৎপরে প্রতাপনারায়ণ হরশঙ্কর নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি তথায় কতক জঙ্গল কাটাইয়া প্রতাপপুর নামে একটি নগর স্থাপন করেন। ১৬৬০ খৃঃ রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের জীবনাবসান হইয়াছে।

৺ হরিনারায়ণ রায়।

প্রতাপনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ রায় ১৬৬০ খৃঃ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজধানীতে ৺ কৃষ্ণরায় নামে একটি কুলদেবতা স্থাপন করেন। ১৬৬৯ খৃঃ রাজা হরিনারায়ণ রায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

হরিনারায়ণের দেহান্তে ১৬৬৯ খৃঃ তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক জঙ্গল কাটাইয়া কয়েকটি গ্রাম স্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আনাইয়া নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদানপূর্ব্বক বসতি করাইয়াছিলেন। নবাব সরকারের বাকী রাজস্বের জন্য তৎকালীন নবাব সায়েস্তা খাঁ তাঁহার রাজধানী রাজমহলে লক্ষ্মীনারায়ণকে আনাইয়া প্রপীড়িত করিলে তিনি রাজ্য রক্ষার জন্য স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাকী রাজস্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। অতঃপর লক্ষ্মীনারায়ণ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চাঁচিয়াড়া গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করেন। তিনি তথায় একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে একশত বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খৃঃ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

৺ দর্পনারায়ণ রায়।

লক্ষ্মীনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ রায় ১৬৯২ খৃঃ কাশীযোড়া রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত চাঁচিয়াড়া গ্রামে বাস করেন। ১৭২০ খৃঃ রাজা দর্পনারায়ণ রায় ইহলীলা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন।

৺জিতনারায়ণ রায়।

দর্পনারায়ণের পরলোকান্তে ১৭২০ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জিতনারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি নবাব সরকারে রাজস্ব প্রদানে

অক্ষম হইলে তৎকালীন নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। কিয়দ্দিবস পরে নানক সাহর সাহায্যে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত ৵ পুরুষোত্তমধাম গমন করেন। অতঃপর ৵ জগন্নাথদেব দর্শনান্তে বাটি প্রত্যাগমনপূর্ব্বক চাঁচিয়াড়া গ্রামে একটি সঙ্গত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ৵ জগন্নাথজীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ফকিরগঞ্জ গ্রাম স্থাপন ও জিতসাগর নামে একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তিনি ভূসম্পত্তি প্রদান-পূর্ব্বক উক্ত নানক সাহকে বসতি করাইয়া স্বয়ং নানকপন্থীধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৭৪৪ খৃঃ রাজা জিতনারায়ণ রায় কালগ্রাসে পতিত হন।

৵ নরনারায়ণ রায়।

তৎপরে জিতনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র নরনারায়ণ রায় ১৭৪৪ খৃঃ রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি পরম ধার্ম্মিকপুরুষ ছিলেন। নরনারায়ণ জয়পাটনা গ্রামে ৵ জয়চণ্ডী দেবী, প্রতাপপুর গ্রামে ৵ অনন্ত বাসদেব, দেড়াচক গ্রামে ৵ গোবর্দ্ধনধারী এবং খবসবন গ্রামে ৵ গোপালজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবার্থে ভূসম্পত্তি অর্পণ করেন। তিনি ময়নার রাজা কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার জমিদারীর কিয়দংশ অধিকারপূর্ব্বক কাশীযোড়া রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খৃঃ রাজা নরনারায়ণ রায় নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৵ রাজনারায়ণ রায়।

নরনারায়ণের দেহান্তে ১৭৫৬ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি রাজবল্লভপুর নামে একটি গ্রাম

স্থাপন করিয়া তথায় গড়বেষ্টিত বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৬৬ খৃঃ ৺ রঘুনাথজীউ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থান রঘুনাথবাটী নামে প্রকাশ করেন। হরিদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণবকে উহার মহান্তপদে অভিষিক্ত করিয়া ভূসম্পত্তি দান করেন। ১৭৬৮ খৃঃ তিনি সাহাপুর পরগণার ভূম্যধিকারীর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সাহাপুর অধিকারপূর্ব্বক ৩৬০/০ বিঘা জমি ৺ বাসুলী দেবীর সেবার জন্য দিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত কতক ভূসম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া বসতি করাইয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃঃ রাজা রাজনারায়ণ রায়ের লোকান্তর ঘটিয়াছে।

৺ সুন্দরনারায়ণ রায়।

রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর ১৭৭০ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর সুন্দর নারায়ণ রায় এই রাজ্যের প্রতিনিধি হন। তিনি নানা জাতীয় ব্যক্তিগণকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া বসতি করাইয়াছিলেন। রাজবল্লভপুরে নানা জাতীয় শিল্পীগণের বাস জন্য বিবিধ শিল্পোন্নতি হইলে সুন্দরনারায়ণ এই স্থানের "সুন্দর নগর" আখ্যা প্রদান করেন। এক্ষণে কেবল মছলন্দ ভিন্ন অন্যান্য শিল্পকার্য্য লোপ হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃঃ মেদিনীপুরের তদানীন্তন কালেক্টার বাহাদুর ৬০ হাজার টাকা বাকী রাজস্বের জন্য রাজার জমিদারী ক্রোক করেন। তিনি বাকী কর হইতে অব্যাহতি ও নূতন বন্দোবস্ত জন্য প্রথমে কালেক্টার বাহাদুরের নিকট এবং পরিশেষে রেভিনিউ বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু রেভিনিউ বোর্ডের আদেশ আসিতে বৎসরাধিককাল বিলম্ব হইয়াছিল। এই সময় কালেক্টার বাহাদুর ত্রয়োদশ ভাগে জমিদারী নিলাম করেন। তৎকালে সুন্দরনারায়ণ ১৯ সহস্র বিঘা ভূমিমাত্র প্রাপ্ত হন। ১৮০৬ খৃঃ রাজা সুন্দরনারায়ণ রায় লোকান্তর গমন করেন।

৺ বস্তিনারায়ণ রায়।

তৎপরে সুন্দরনারায়ণের পুত্র বস্তিনারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি সাধারণ গৃহস্থ মাত্র হইয়া সামান্য আয়ে অতি কষ্টে দেবসেবা ও জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া ১৮৩১ খৃঃ ভবলীলা সম্বরণ করেন।

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

তদনন্তর বস্তিনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ক্ষুদ্রভবনে বাস করিয়া সামান্য আয়ে বহু কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ লক্ষ্মীনারায়ণ রায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্মীনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ রায় উত্তরাধিকার লাভ করেন। ১৮৮০ খৃঃ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কাশীযোড়া রাজবংশের বংশধরগণ বহু কষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া দীনভাবে দিনযাপন করিতেছেন।

ময়না রাজবংশ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ময়নাগড় অতি প্রাচীনকালে গৌড়াধিপতির শালীপতি কর্ণসেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র রাজা লাউসেন ও তৎপুত্র রাজা চিত্রসেন তথায় বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৺ গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

বর্ত্তমান ময়না রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সবঙ্গ পরগণার জমিদারী স্বত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েক বৎসর পরে রাজস্ব বাকীর জন্য পুরীর রাজা দেবরাজের রাজধানীতে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তদবস্থায় গোবর্দ্ধনানন্দ সঙ্গীত ও মল্লবিদ্যায় পুরীরাজকে পরিতুষ্ট করিয়া বাকী কর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। সেই সময় দেবরাজ তাঁহাকে "রাজা ও বাহুবলীন্দ্র" উপাধি এবং রাজছত্রাদি খেলাতসহ রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তৎকালে ময়না পরগণার ভূম্যধিকারী শ্রীধর লুই রাজস্ব প্রদানে বারম্বার শৈথিল্য করিলে গোবর্দ্ধনানন্দ ময়না পরগণা গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীধর লুইকে নির্ব্বাসন করিয়া ময়না রাজ্য অধিকার করেন।

৺ পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

গোবর্দ্ধনানন্দের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ময়নাগড় দুর্গম দেখিয়া সবঙ্গ হইতে

আসিয়া তথায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক বসতি করেন। তিনি তিলদা-জলচক গ্রামেও একটি গড়বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই গড় প্রায় একশত বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

৺ মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

পরমানন্দের পর মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাসন গ্রহণ করেন। তিনি তমলুকের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তমলুক পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর প্রভৃতি নয়খানি গ্রাম অধিকার করেন। তিনি ময়নাগড় ও অন্যান্য জমিদারীতে রাস্তা নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন; অধিকন্তু হিন্দু মন্দির ও ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করেন।

৺ গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

মাধবানন্দের পরলোকান্তে গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়নাগড় রাজ্য-লাভ করেন। তিনি অতি নীরবে আমরণ লোকহিতকর ব্রত সাধন করিয়া গিয়াছেন।

৺ কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

তৎপরে কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ১৭৪৪ খৃঃ তিনি কাশীযোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইলে তিনি ইহাঁর জমিদারীর কিয়দংশ অধিকারপূর্ব্বক কাশীযোড়া রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন।

৺ জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

কৃপানন্দের পর জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র কয়েক বৎসর ময়না ও সবঙ্গ পরগণায় রাজত্ব করেন। ১৭৭৩ খৃঃ রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

৺ ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

তদনন্তর জগদানন্দের পুত্র ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র ১৭৭৩ খৃঃ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে কয়েক বৎসর অজন্মাহেতু এবং মেদিনীপুর জেলায় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হইলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় সবঙ্গ পরগণা নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে ১৭৯৩ খৃঃ হইতে ১৮০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত বাকীকর আদায় জন্য ময়না পরগণার অধিকাংশ গ্রাম ও অনেক নিষ্কর ভূমি অংশরূপে নীলামে বিক্রয় হয়। সেই সকল অংশে এক্ষণে বহু তালুকদারের উৎপত্তি হইয়াছে। ১৮২২ খৃঃ রাজা ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র তনুত্যাগ করেন।

৺ আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

ব্রজানন্দের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র ১৮২২ খৃঃ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ছয় বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ১৮২৮ খৃঃ পরলোকগত হইয়াছেন।

৺ রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

অতঃপর ১৮২৮ খৃঃ আনন্দানন্দের পুত্র রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় ময়না ও তমলুকের কয়েকটি

জমিদারী মাত্র থাকে, উহার বাৎসরিক প্রায় ২০,০০০৲ টাকা আয় ছিল। তিনি জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ তাঁহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। তিনি মৃত্যুকালে প্রেমানন্দ, সচ্চিদানন্দ ও পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান।

অধুনা ময়না রাজবংশের রাজা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ, তাঁহার ভ্রাতা রাজা শ্রীযুক্ত নিরঞ্জনানন্দ, পিতৃব্য ভ্রাতা কুমার শ্রীযুক্ত সাধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র সাধারণ গৃহস্থ সন্তানের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছেন।

মহিষাদল রাজবংশ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মহিষাদল রাজবংশ অতি প্রাচীন জমিদারবংশ। ইহাঁরা পশ্চিমদেশীয় সামবেদীয় ব্রাহ্মণ।

৺ জনার্দ্দন উপাধ্যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জনার্দ্দন উপাধ্যায় কার্য্যান্তর ব্যপদেশে এদেশে আগমনপূর্ব্বক মুসলমান সরকার হইতে জঙ্গলপূর্ণ মহিষাদল জমিদারী ও অন্যান্য ছয় খানি পরগণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বহু যত্নে প্রজা সংস্থাপিত করিয়া "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

৺ দুর্য্যোধন উপাধ্যায়।

জনার্দ্দনের পর দুর্য্যোধন উপাধ্যায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার প্রভাবে ও সুশাসনে দিন দিন এই স্থানের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

৺ রামশরণ উপাধ্যায়।

তদনন্তর রামশরণ উপাধ্যায় রাজাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন হয়। তিনি পরম সুখে প্রজা-পালন করিতেন।

৺ রাজারাম উপাধ্যায়।

অতঃপর রাজারাম উপাধ্যায় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা প্রজারঞ্জক হইয়াছিলেন।

৺ শুকলাল উপাধ্যায়।

তৎপরে শুকলাল উপাধ্যায় এই রাজ্যের প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময় তথাকার শোভা সৌন্দর্য্য বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

৺ আনন্দলাল উপাধ্যায়।

শুকলালের পরলোকান্তে আনন্দলাল উপাধ্যায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী জানকী দেবী রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি দান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যালোচনার উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি অনেকগুলি দেবতা ও একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ১৭৮৯ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দশ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন; সেই সময় জানকী দেবী "রাণী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮০৪ খৃঃ এই পুণ্যবতী রাণীর দেহান্তর ঘটিয়াছে।

৺ মতিলাল উপাধ্যায়।

অনন্তর রাণীর পোষ্যপুত্র মতিলাল উপাধ্যায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্যের বহুবিধ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন।

৺ গুরুপ্রসাদ গর্গ।

মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁহার সেবাইত সূত্রে গুরুপ্রসাদ গর্গ জমিদারী লাভ করেন। এই সময় হইতে মহিষাদল রাজ্য গর্গ বংশের হস্তে আসিয়াছে। তিনি লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পত্নী মন্থরাদেবী কিয়দ্দিবস রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৺ রঘুমোহন গর্গ।

অতঃপর রঘুমোহন গর্গ মহিষাদল রাজ্য সেবাইত সূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি রাজ্যের উন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

৺ ভবানীপ্রসাদ গর্গ।

রঘুমোহনের পর ভবানীপ্রসাদ গর্গ উত্তরাধিকারী হন। তিনি সমাজ-হিতকর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। স্বাধীন চিত্ততার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

৺ কালীপ্রসাদ গর্গ।

তদনন্তর কালীপ্রসাদ গর্গ রাজাসন লাভ করেন। তিনি অকাল মৃত্যু নিবন্ধন অধিক দিবস রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই।

৺ জগন্নাথ গর্গ।

কালীপ্রসাদের দেহান্তর হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে জগন্নাথ গর্গ এই রাজ্যের প্রতিনিধি হন। তিনি বিবেচক ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন।

৺ রামনাথ গর্গ।

তৎপরে রামনাথ গর্গ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সময় তদীয় জননী রাণী ইন্দ্রানী দেবী রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। ১৮৪১ খৃঃ রামনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী রাণী বিমলা দেবী মাহেশের ঘাটে সহমরণে প্রাণত্যাগ করেন।

৺ লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গ।

অতঃপর রামনাথের উইল অনুসারে তাঁহার পোষ্যপুত্র লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গ রাজ্যলাভ করেন। তিনি একটি সুবৃহৎ রথ প্রস্তুত করাইয়া বহুব্যয়ে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু নিজব্যয়ে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। তিনি অন্যান্য স্থানের বিদ্যালয়, ঔষধালয়, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং শিল্প বিদ্যালয়ের সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। তিনি ঋণের জন্য হুগলী জেলার

অন্তর্গত মণ্ডলঘাট পরগণা কলিকাতা কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ হীরালাল-শীলকে বিক্রয় করেন। তাঁহার তিন পুত্র ঈশ্বরপ্রসাদ, জ্যোতিঃপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ গর্গ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় পিতার জীবিতকালে ইহসংসার পরিত্যাগ করেন।

৺ জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ।

লক্ষ্মণ প্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেল নির্ম্মাণার্থ ২০,০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া ১৮৯০ খৃঃ "রাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। তিনি সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। পল্লীসমাজে তাঁহার প্রভূত মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। তিনি সহৃদয় দানশীল, সদনুষ্ঠানরত ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

সতীশপ্রসাদ গর্গ।

জ্যোতিঃপ্রসাদের পরলোকান্তে তাঁহার পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত সতীশ প্রসাদ গর্গ বাহাদুর মহিষাদল রাজ্য ভোগ করিতেছেন। ১৯০৩ খৃঃ ১০ই এপ্রেল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃঃ সতীশপ্রসাদ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১০ খৃঃ মহিষাদলরাজ স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিভাণ্ডারে ২,৫০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১৩ খৃঃ ৩রা জুন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি ব্যক্তিগত "রাজা বাহাদুর" উপাধি

লাভ করিয়াছেন। বঙ্গের জনপ্রিয় প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর উক্ত বৎসর ২৫শে নবেম্বর কলিকাতায় লাট ভবনে একটি দরবার করিয়া ইহাঁকে উপাধিসনন্দ প্রদান করেন; তৎকালে রাজা বাহাদুর একখানি তরবারি খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট রাজা বাহাদুর মেদিনীপুর কলেজগৃহ নির্ম্মাণকল্পে ২৫,০০০৲ টাকা দান করেন। ইহাঁর প্রদত্ত অর্থে কলেজের রসায়ন শ্রেণীর জন্য একটি হল ও গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ৫০০০৲টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর মহিষাদলের দাতব্য হাঁসপাতাল ও একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন; তদ্ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে মাসিক চাঁদা দিয়া থাকেন। ইনি একটি ধর্ম্মশালা ও কয়েকটি ঠাকুর বাড়ীর সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। রাজা বাহাদুর মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একজন প্রধান জমিদার। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁর প্রভূত সম্মান ও প্রতিপাত্তি দৃষ্ট হয়। রাজা বাহাদুরেরর দুই পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কুমার শ্রীযুক্ত গোপাল প্রসাদ গর্গ বাহাদুর জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

নাড়াজোল রাজবংশ।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নাড়াজোল রাজবংশ একটি প্রাচীন জমিদার বংশ। অতি প্রাচীন কালে মেদিনীপুর রাজবংশের জনৈক শাসনকর্ত্তা রাজা সুরত সিংহ দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীরের একজন সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি স্বীয় সেনাপতি লক্ষ্মণ সিংহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। অতঃপর উড়িষ্যার জনৈক রাজা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সিংহের পর ক্রমান্বয়ে রাজা শ্যাম সিংহ, চুতরায় সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, রাম সিংহ, যশমন্ত সিংহ এবং অর্জ্জিত সিংহ মেদিনীপুর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

৺ ত্রিলোচন খাঁ।

রাজা অর্জ্জিত সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুকালে রাণী ভবানী ও রাণী শিরোমণি নামে দুই বিধবা পত্নী রাখিয়া যান। সেই সময় তাঁহাদের শ্বশুর যশমন্ত সিংহের একজন আত্মীয় রাণীদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাঁহারা নাড়াজোলের সদ্গোপ জাতীয় জমিদার ত্রিলোচন খাঁ নামক এক ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি কৌশলে শান্তিস্থাপন করিয়া রাণীদ্বয়ের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় একটি সর্ত্ত হয় যে রাণীদ্বয়ের অবর্ত্তমানে ত্রিলোচন খাঁ মেদিনীপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। ১৭৬০ খৃঃ জ্যেষ্ঠা রাণী ভবানী ও ত্রিলোচন খাঁ উভয়ে লোকান্তরিত হইলে কনিষ্ঠা রাণী শিরোমণি বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হন।

৺ সীতারাম খাঁ।

অতঃপর রাণী শিরোমণি ত্রিলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্র সীতারাম খাঁকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া জমিদারী পরিচালনের ভার দিয়াছিলেন। ১৭৮৪ খৃঃ সীতারাম খাঁ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—আনন্দলাল ও মোহনলাল খাঁ।

৺ আনন্দলাল খাঁ।

অনন্তর সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দলাল খাঁ বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে রাণী শিরোমণি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে রাণী শিরোমণি তাঁহার জমিদারী আনন্দলাল ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলালকে দান করেন। ১৮১০ খৃঃ আনন্দলাল খাঁ পরলোকগত হন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

৺ মোহনলাল খাঁ।

তৎপরে আনন্দলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনলাল খাঁ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ১৮১২ খৃঃ অক্টোবর মাসে রাণী শিরোমণি গতাসু হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা অর্জ্জিত সিংহের জনৈক জ্ঞাতি কন্দর্প সিংহ বিষয় সম্পত্তির দাবী করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮১৭ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর তাঁহার দাবী বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ১৮৩০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে মোহনলাল খাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ অযোধ্যারাম খাঁ।

মোহনলালের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অযোধ্যারাম খাঁ উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময় বিষয় সম্পত্তি তদীয় মাতা ও বিমাতার মধ্যে দুইটি তুল্যাংশে বিভক্ত হয়। উহার এক ভাগ অযোধ্যারাম এবং অর্দ্ধাংশ তাঁহার দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অযোধ্যারাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় জমিদারী পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু ১৮৪৪ খৃঃ ৩০শে এপ্রেল তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালত হইতে অর্দ্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন। তদনন্তর ১৮৬৭ খৃঃ সেপ্টম্বর মাসে তিনি সমগ্র বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। অধুনা মেদিনীপুর, দিকিয়াবাজার, মনোহরগড় ও বাহাদুরপুর এই চারি ভাগে জমিদারী বিভক্ত হইয়াছে। অযোধ্যারাম একজন সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার আস্থা ছিল। তিনি মেদিনীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার ও ঔষধালয় প্রভৃতিতে অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় ৪০,০০০৲ টাকা প্রজাবৃন্দের খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারিণী কার্য্যের জন্য কেশপুর হইতে জুলকা পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে বিনামূল্যে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃঃ ২৮শে জুন রাজা অযোধ্যারাম খাঁ রাজলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার মহেন্দ্রলাল ও উপেন্দ্রলাল খাঁ নামে দুইটী উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যান।

৺ মহেন্দ্রলাল খাঁ।

অযোধ্যারামের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রলাল খাঁ রাজাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় জমিদারী সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয়। তিনি

অবসগড়, কর্ণগড় এবং নাড়াজোল প্রভৃতির ঠাকুরবাড়ীতে ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ ২২ জুন মেদিনীপুর রাজবাটীতে তাঁহার পত্নী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গোপনে অনেক দরিদ্র লোককে দান করিতেন।

নরেন্দ্রলাল খাঁ।

মহেন্দ্রলালের পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর অধুনা মেদিনীপুর ও নাড়াজোলের রাজপদে সমাসীন। ১৯১৩ খৃঃ ইনি মেদিনীপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। নানাবিধ সদনুষ্ঠানে ইহাঁর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। রাজা বাহাদুর মেদিনীপুর সহরে জলের কল স্থাপনকল্পে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইনি নাড়াজোলে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তার ও স্বসমাজের সংস্কার করিতে রাজা বাহাদুর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারে ইনি ৫০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আছে।

রাজা বাহাদুরের দুই পুত্র—কুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল ও শ্রীযুক্ত বিজয়লাল খাঁ বাহাদুর। ইহাঁরা জনহিতৈষণার জন্য সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড।

রাজসাহী বিভাগ।

পুঁটিয়া রাজবংশ

রাজসাহী বিভাগের মধ্যে পুঁটিয়া রাজবংশ অতি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। পুঁটিয়ার রাজগণ সিদ্ধপুরুষবংশ সম্ভূত।

কথিত আছে, বৎসরাচার্য্য নামে জনৈক সাত্বিক ব্রাহ্মণ পুঁটিয়ায় একটি আশ্রম করিয়া ভগবদুপাসনা করিতেন। তৎকালে মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের লস্কর খাঁ নামক একজন কর্ম্মচারী দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে লস্করপুর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা মুসলমান সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রাহকগণ দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না করায় সম্রাট তাঁহাদের দমনার্থ একজন মুসলমান সেনাপতিকে মোগলবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তিনি বৎসরাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ তাঁহার অভিষ্ট বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনন্তর বৎসরাচার্য্য পুরস্কারস্বরূপ পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী লস্করপুর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। বৎসরাচার্য্য বিষয় বাসনা রহিত ছিলেন, তিনি জমিদারীর উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে চতুর্থ পীতাম্বর ও পঞ্চম নীলাম্বর রায়।

৺ পীতাম্বর রায়।

বৎসরাচার্য্যের চতুর্থ পুত্র পীতাম্বর রায় একজন চতুর লোক ছিলেন। তিনি মোগল সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইয়া "রায়" উপাধিসহ পৈতৃক জমিদারী লস্করপুর পরগণা লাভ করেন।

৺ নীলাম্বর রায়।

পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর রায় এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি জমিদারীর আয় কথঞ্চিত বৃদ্ধি করেন। নীলাম্বর অহমিকাশূন্য আচরণ দ্বারা প্রজাপুঞ্জের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন।

৺ আনন্দচন্দ্র রায়।

অনন্তর নীলাম্বরের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় জমিদারী লাভ করেন। তিনি পিতার জীবিত কালে দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধিতে ভূষিত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় তিনি এই বংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সহিত লস্করপুর পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া ১,৮৯,৫৯২৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়।

৺ রতীকান্ত রায়।

অতঃপর আনন্দচন্দ্রের পুত্র রতীকান্ত রায় রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েকটি অসন্তোষকর কার্য্য করিয়া রাজা উপাধি লাভে বঞ্চিত হন; কিন্তু সাধারণে তালুকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন।

৺ রামচন্দ্র রায়।

রতীকান্তের পর তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র রায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি ৺ রাধাগোবিন্দ জীউ নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র মৃত্যুকালে তিন পুত্র নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণকে রাখিয়া যান।

৵ নরনারায়ণ রায়।

তৎপরে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ রায় এই বংশের প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময় নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব মৈত্র বারুইহাটী পরগণার একজন তহশীলদার নিযুক্ত হন। নরনারায়ণ অভাবগ্রস্ত জনসমূহের অভাব মোচন করিতে মুক্ত হস্ত ছিলেন।

৵ দর্পনারায়ণ রায়।

তদনন্তর রামচন্দ্রের মধ্যম পুত্র দর্পনারায়ণ রায় পুঁটিয়ার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার সময় নাটোরের রঘুনন্দন রায় সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় ধীশক্তিবলে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে পুঁটিয়া-রাজের মোক্তার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর দর্পনারায়ণ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রধান কাননগো পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যোগ্যতা প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত হন। তিনি ক্রমে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের যাবতীয় আয় ব্যয়ে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করেন। তাঁহার যত্নে ও যোগ্যতার গুণে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত সুব্যবস্থা করিয়া সাধারণ প্রজাবর্গের শ্রদ্ধাভাজন হন। তিনি অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দর্পনারায়ণ রায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন।

৺ জয়নারায়ণ রায়।

রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জয়নারায়ণ রায় বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে রাখিয়া যান।

৺ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়।

জয়নারায়ণের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় কোনরূপ অন্যায় কার্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি সকল বিষয়ে গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ মনোযোগ করিতেন। প্রজাদিগের হিতসাধন করিবার চেষ্টা তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

৺ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

এই বংশের অন্যতম প্রতিনিধি যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করেন। ১৮০৭ খৃঃ তিনি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পরগণা পুখরিয়া, রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী পরগণা কালীগ্রাম ও কাজিহাটা, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভবানন্দদিহার এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি উহা হইতে কিছু সম্পত্তি বারাণসীধামের সৎকার্য্যের জন্য দান করিয়াছিলেন, অধিকন্তু তথায় একটি অতিথিশালা ও স্নান ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তিনি বিহারের অন্তর্গত ফাল্গু নদী তীরে আর একটি অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮০৯ খৃঃ যোগেন্দ্রনারায়ণ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮১৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

৮ শরৎসুন্দরী দেবী।

যোগেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী শরৎসুন্দরী দেবী বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা ভৈরবনাথের তিনি একমাত্র সন্তান ছিলেন। পাঁচ বৎসর মাত্র বয়সে পুঁটিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত শরৎসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে পিতৃদেবের অতিথি-শালায় প্রত্যহ ভোজ্য বিতরণ করিতেন। সেই সময় নানা শ্রেণীর দুঃস্থ ও অতুর লোকদিগের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ মোচনের চেষ্টা মানব জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন। পঞ্চদশ মাত্র বয়সে তাঁহার স্বামীর অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিধবা হইয়া তিনি ব্রত উপাসনাদিতে ঘোরতর ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় সরল ও বিলাসশূন্য ছিলেন। রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার পর অনেক সময় জপে নিবিষ্টচিত্ত হইতেন। ১৮৬৫ খৃঃ ষোড়শ বৎসর বয়সে তাঁহার হস্তে স্বামীর সম্পত্তির ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বিষয় সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য চিকের অন্তরাল হইতে কর্ম্মচারীদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া দাসীর দ্বারা স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। কাহার নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করেন নাই; দীর্ঘকাল ভোগ দখলকেই উৎকৃষ্ট দলিল বলিয়া স্বীকার করিতেন। ১৮৬৫ খৃঃ পিতা ভৈরবনাথের সহিত গয়াধাম গমন করেন। অতঃপর বারাণসীধামের সমস্ত তীর্থ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি দর্শনপূর্ব্বক পুনরায় কাশীধামে প্রত্যাগত

হন। ১৮৬৬ খৃঃ তাঁহার পিতা ভৈরবনাথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি পিতৃদেবের সম্পত্তির প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী দাক্ষিণ্য ও দানশীলতায় রাজবংশের মান ও আপনার ব্যক্তিগত মহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অকপট ব্যবহার ও সৌজন্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। রাজা ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায় নামক একজন অংশীদার দৈব্যদুর্ব্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেন ; ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের তীর্থবাস ও ভরণপোষণের সমস্ত ভার শরৎসুন্দরী স্বেচ্ছায় বহন করিতে প্রবৃত্ত হন। কুমার গোপালেন্দ্র রায় নামক আর এক অংশীদারের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন কালে উক্ত কুমারের বিবাহ উপলক্ষে কালেক্টার সাহেব বাহাদুর বিবাহের ব্যয় অতি অল্প মঞ্জুর করিলে শরৎসুন্দরী সেই বিবাহ উপলক্ষে ৬০০০৲ টাকা দান করেন ; এতদ্ব্যতীত উক্ত কুমারের মাতৃশ্রাদ্ধেও অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি পুঁটিয়ায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কালে পণ্ডিতগণকে নাখেরাজ ভূমি দান করেন। প্রতিবৎসর শীতকালে পণ্ডিতগণকে শীতবস্ত্র এবং বর্ষাকালে দরিদ্রদিগকে আহার করাইতেন। তিনি অনেক দাতব্যালয়ে এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বহু অর্থ দান করিয়াছেন। প্রতিবৎসরে ৺ জগদ্ধাত্রী ও ৺ অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও দরিদ্রগণকে অর্থ দান করিতেন। তাঁহার অনন্ত চতুর্দ্দশীর ব্রত প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় ১৫,০০০৲ টাকা দান করেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি পুষ্করিণী খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে বহু অর্থ্য ব্যয় করেন। রাজসাহীর ইংরাজী বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইলে, তিনি প্রাচীর ও রেলিং নির্ম্মাণ জন্য ১০,০০০৲ টকা প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় বহু টাকার খাজানা রেহাই দিয়াছিলেন এবং প্রায় চারিমাস কাল প্রত্যহ অসংখ্য আতুরকে আহারীয় দ্রব্য ও নগদ টাকা দান করিতেন। পুঁটিয়া, বৃন্দাবন ও

কাশীধামে দেবালয় নির্ম্মাণ এবং অন্নসত্রের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৭৫ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তদীয় পোষ্যপুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে ৩০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "রাণী" উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়ার "ভারত রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে শরৎসুন্দরী "মহারাণী" উপাধি সম্মানে বিভূষিতা হন। ১৮৮১ খৃঃ ৬ই মার্চ্চ তাঁহার পোষ্য পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তিনি দেড় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন; তন্মধ্যে প্রায় ১,৩০,০০০৲টাকা শাস্ত্রাধ্যাপক ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মহারাণী শরৎসুন্দরী বারাণসীধামে গমন করেন। তিনি তথায় দুর্গোৎসব, বাসন্তী, অন্নপূর্ণ ও সরস্বতী পূজা মহাসমারোহে সমাপন করিয়াছিলেন। তিনি আট বৎসর মাত্র রাজ্য পরিচালনা করিয়া জমিদারীর বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করেন। প্রায় দশ লক্ষ টাকার নূতন ভূসম্পত্তি ক্রয় ভিন্ন নগদ টাকা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি পুনরায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার জননী দ্রবময়ীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাঁহারা বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, অযোধ্যা, চিত্রকূট, ওঙ্কারেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, জ্বালামুখী—এই স্থানে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়—মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া ৺ বারাণসী-ধামে প্রত্যাগত হন। অতঃপর ১৮৮৭ খৃঃ ৮ই মার্চ্চ ৩৮ বৎসর বয়সে পুণ্যভূমি কাশীধামে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মহারাণীর জীবদ্দশায় তাঁহার দত্তক পুত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

হেমন্তকুমারী দেবী।

মহারাণীর দেহত্যাগ হইলে তাঁহার পুত্রবধু রাণী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী বিষয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ইনি দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোকহিতৈষিণী রমণী। হিন্দু ধর্ম্মের গ্রন্থ পাঠে ইহাঁর আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। ইনি বহু লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। দেবমন্দির, ধর্ম্মশালা, রাজপথ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া থাকেন। ১৯১২ খৃঃ ইনি মানিকগঞ্জ-ধূল্লা গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য গবর্ণমেণ্টকে ২০,০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ মে মাসে ঢাকার নর্থব্রুক লাইব্রেরীর গ্রন্থ ক্রয় জন্য ৫,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ বারাণসীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০৲ টাকা দিয়াছেন ইনি বহু অর্থ ব্যয়ে কাশীধামের দশাশ্বমেধ ঘাটের সংলগ্ন প্রয়াগঘাট সুন্দররূপে সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ইনি পুরীধামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পুঁটিয়ার পাঁচ আনীর অধিকারিণী রাণী হেমন্তকুমারী সহৃদয়া, বুদ্ধিমতী ও সরল প্রকৃতির রমণী। ইহাঁর মনে হিংসা দ্বেষ কখন স্থান পায় নাই। অসহায় দরিদ্রদিগকেও অর্থদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটোর রাজবংশ।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে চন্দ্রবংশীয় হিন্দুরাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের মতে শাণ্ডীল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আগত হন। কুলজ্ঞগণ উক্ত পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতেই বারেন্দ্র সমাজের সূচনা করেন। উল্লিখিত কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ হইতে নাটোর, তাহিরপুর, আলাপসিংহ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার-বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চের অন্যতম সুষেণের পুত্র ব্রহ্মা ওঝা—দক্ষ—পীতাম্বর—সান্তনু—হিরণ্যগর্ভ—ভূগর্ভ—বেদগর্ভ। তাঁহার পুত্র জিগনী একজন মহাসাধক ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠা ও তপস্যাদির দ্বারা লোকসমাজে জিগনী মহামুনি নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি প্রতিষ্ঠার সহিত সংসারধর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক হিমাচলে জীবনের অবশিষ্টকাল তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া তথায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। জীগনী মহামুনির স্বর্ণরেখ ও ভবদেব নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ সময় স্বর্ণরেখ বারেন্দ্রভূমে ছিলেন, কিন্তু ভবদেব রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হন। স্বর্ণরেখের পুত্র সিন্ধু ওঝা। তাঁহার কৈতাই, মৈতাই ও গরুড় নামে তিন পুত্র ছিলেন। রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপনকালে বাস গ্রামের নামানুসারে কৈতাই ভাদুড়ী ও মৈতাই মৈত্র গাঞিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। মৈত্র গ্রাম নাটোরের সন্নিকটে অবস্থিত।

নাটোর রাজবংশ এবং ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারবংশ এই মৈতাই মৈত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মৈতায়ের পুত্র স্থির। তৎপুত্র দৌয়াচার্য্যের সময় বঙ্গরাজ্য মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। দৌয়াচার্য্যের পুত্র মহানিধি আচার্য্য পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভৃগু ও বৃহস্পতি নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ বৃহস্পতি ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র সোল ওঝা ও কুপ ওঝা উপাধ্যায়। তাঁহারা উভয়ে সাতটা ও মাঝগ্রাম নামক দুইটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কুপ ওঝার তিন পুত্র—অম্বর ওঝা, কেশব ওঝা ও মাধব ওঝা। জ্যেষ্ঠ অম্বর ওঝা পিতার প্রতিষ্ঠিত সাতটা সমাজভুক্ত থাকেন, কিন্তু কেশব ওঝা ও মাধব ওঝা পৃথক স্থানে গমনপূর্ব্বক বিভিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কনিষ্ঠ মাধব ওঝা আচড়াতে সমাজ গঠন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত সিতরার প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যবংশ এই মাধব ওঝা হইতে সমুদ্ভূত। মধ্যম কেশব ওঝা আঙ্গারো গ্রামে গিয়া স্বীয় বাসস্থান স্থাপন করেন। তাঁহার জীবর ওঝা নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। জীবরের চারি পুত্র—শুধাই, সিধাই, বিভাই ও মিওয়াই। জ্যেষ্ঠ শুধাইয়ের পুত্র শঙ্করপাণি। তাঁহার তিন পুত্র—আদিত্য, শ্রীনিবাস ও রামনিতাই। মধ্যম শ্রীনিবাসের ছয় পুত্র—রামশরণ, ধূর্জ্জটী, শিব, দিবাকর, ত্রিবিক্রম ও গৌরীধর। তদীয় চতুর্থ পুত্র দিবাকর হইতে নাটোর রাজবংশের শাখা বহির্গত হইয়াছে।

৮ কামদেব মৈত্র।

দিবাকরের অধস্তন পুরুষ কামদেব মৈত্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত নাটোর মৌজায় বাস করিতেন। তিনি পুঁটিয়া রাজবংশের নরনারায়ণ রায়ের অধীনে বারুইহাটীর একজন

তহশীলদার নিযুক্ত ছিলেন। কামদেব নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই কামদেব রায় নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার তিন পুত্র—রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম রায়। কনিষ্ঠ বিষ্ণুরাম পিতার জীবিতকালে গতাসু হইয়াছিলেন।

কামদেবের মধ্যম পুত্র রঘুনন্দন রায় বাঙ্গালার ইতিহাসে একজন প্রতিভাশালী শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া পরিচিত। পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ রায় তাঁহাকে প্রথমতঃ আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে রাখিয়াছিলেন। তিনি তথায় শীঘ্র মুসলমান আইনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নবাবের কাননগোর প্রিয়পাত্র হন। তৎপরে কাননগো তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া আপনার অধীনে নায়েব-কাননগো পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে আপন মোহর পর্য্যন্ত রঘুনন্দনের নিকটে রাখিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সেই সময় সরকারী রাজস্ব নষ্ট করিলে ১৭১২ খৃঃ দিল্লীশ্বর বাহাদুর সাহ তদপরাধে তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সেই অপমান নিবারণার্থ নবাব একটী কৃত্রিম জমা-খরচ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; কিন্তু কাননগো কোন কাগজে স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কন না করিলে সম্রাট উহা গ্রাহ্য করিতেন না। এই বিপদকালে রঘুনন্দন নবাবের মনোরঞ্জনার্থ সেই কাগজে কাননগোর মোহর মুদ্রিত করেন। পরিশেষে উহা দিল্লীশ্বরকে প্রেরিত হইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া নবাবের পদচ্যুতি রহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর পুরস্কারস্বরূপ নবাব তাঁহাকে সুবা বাঙ্গালার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিয়া "রায় রাঁইয়া" উপাধি প্রদান করেন। রঘুনন্দন অতি চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। নবাব দরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়া রঘুনন্দন স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তর ভূসম্পত্তি গ্রহণ করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

৮ রামজীবন রায়।

কামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামজীবন রায় পুঁটিয়ার রাজাদিগের অধীনে নাটোরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য শাসন আরম্ভ করেন। ১৭০৬ খৃঃ তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অনুকম্পায় দিল্লীশ্বর আরঙ্গজীবের নিকট হইতে রাজদণ্ড, রাজছত্র প্রভৃতি ২২খানি খেলাতসহ "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নাটোরের রাজা বলিয়া প্রখ্যাত হন। ১৭০৮ খৃঃ পরগণা বানগাছির জমিদার গণেশরাম চৌধুরী যথা সময়ে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইলে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রামজীবনকে বানগাছির জমিদারী প্রদান করেন। তৎকালে রাজসাহীতে উদিত নারায়ণ রায় নামে জনৈক জমিদার বাস করিতেন। তিনি রাজসাহীর রাজা ও নবাব দরবারের সর্ব্বপ্রধান সামন্তরাজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উদিতনারায়ণ মৃত্যুকালে নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ নামে দুইটী অল্প বয়স্ক পুত্র রাখিয়া যান। ১৭১৪ খৃঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ রামজীবনকে ঐ রাজসাহী রাজ্য প্রদান করেন। রাজসাহী রাজ্য লাভ করিয়া রামজীবন "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব দরবারের সর্ব্বপ্রধান সামন্তরাজের সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৭২০ খৃঃ যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের পতন হইলে তাঁহার ভূষণা রাজ্য রামজীবন লাভ করেন। আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর নিকটে সান্তোল নামে একটি রাজ্য ছিল। তাহার বাৎসরিক দুই কোটী টাকা আদায় ছিল, তন্মধ্যে ৫২,৫৩,০০০৲ টাকা মুসলমান সরকারে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। সান্তোলপতি রাজা রামকৃষ্ণ রায় দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া ১৭২০ খৃঃ স্বর্গারোহণ করেন। হরিপুর—নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান রামদেব চৌধুরী

সাস্তোল রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ১৭২১ খৃঃ রাণী শর্ব্বাণী গতাসু হইলে উত্তরাধিকারীহীন সাস্তোল রাজ্য রামদেব চৌধুরীর সহায়তায় নাটোরাধিপতি রামজীবন রায়ের রাজ্যভুক্ত হয়। তৎপরে ক্রমে বহু পরগণা তাঁহার হস্তগত হইলে মহারাজ রামজীবন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপতির ন্যায় সমুদয় ক্ষমতা পরিচালন করিবার অধিকার লাভ করেন। তিনি সৈন্য রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। ১৭২৪ খৃঃ মহারাজ রামজীবনের একমাত্র পুত্র কুমার কালিকা প্রসাদ রায় সহসা কালগ্রাসে পতিত হন। গৌড়ের শাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে সুবুদ্ধি, কেশব ও জগদানন্দ ভাদুড়ী নামে তিন ভ্রাতা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মুসলমান সরকার হইতে তাঁহারা "খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ জগদানন্দ খাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পাঁচু রায়ের পুত্র রসিকচন্দ্র রায়, মহারাজ রামজীবনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে নাটোরাধিপতি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৩০ খৃঃ মহারাজ রামজীবন রায় প্রতিপত্তির সহিত রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

৺ রামকান্ত রায়।

রামজীবনের দেহান্তে ১৭৩০ খৃঃ তাঁহার পোষ্য পুত্র রামকান্ত রায় জমিদারী প্রাপ্ত হন। তখন রামকান্তের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর এবং তদীয় পত্নী ভবানী দেবীর বয়স পঞ্চদশবর্ষ মাত্র হইয়াছিল। ১৭৩৪ খৃঃ রামকান্ত স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৩৭ খৃঃ যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব দেবরায় রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হইলে নবাব সুজাউদ্দৌলার আদেশে তাঁহার জমিদারী রামকান্তের হস্তে অর্পিত হয়। ক্রমে মহারাজ বিষয় কার্য্যে অত্যন্ত অমনোযোগী

হন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ রামজীবনের সময়াবধি দয়ারাম রায় নামে এক ব্যক্তি রাজসরকারের দেওয়ান ছিলেন। মহারাজ রামকান্ত সঙ্গিগণের কুপরামর্শে দেওয়ান দয়ারামকে পদচ্যুত করেন। অতঃপর ১৭৪২ খৃঃ দয়ারাম মুর্শিদাবাদ গমনপূর্ব্বক নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট রামকান্তের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করেন এবং সেই সময় নিয়মিত রাজস্ব না পাইয়া নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় পিতৃব্য পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়কে জমিদারী দিয়াছিলেন। তৎপরে দয়ারাম রায় কতক গুলি সৈন্য লইয়া দেবীপ্রসাদের সহিত নাটোর রাজপুরী আক্রমণ করেন। সেই সময় মহারাজ রামকান্ত রায় গর্ভবতী রাণী ভবানীকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া নবাবের ধনরক্ষক মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ধনকুবের জগৎশেঠ ফতেচাঁদের শরণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুগ্রহে কয়েক মাস পরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ পুনরায় মহারাজ রামকান্ত ও রাণী ভবানীকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৪৬ খৃঃ মহারাজ রামকান্ত রায় গতাসু হন। রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিন গ্রাম নিবাসী জনৈক ধনাঢ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ভবানী দেবীর সহিত মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল। তখন ভবানী দেবীর বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ মাত্র। তাঁহার দুই পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার কাশীকান্ত রায় একাদশ মাসে এবং কনিষ্ঠ পুত্র অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে তারামণি নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত সপ্তম বর্ষ মাত্র বয়সে তারামণির শুভপরিণয় হয়, কিন্তু বিবাহের সাত দিন পরে তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তারামণি জননীর সহিত থাকিয়া পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনিও মাতার ন্যায় বড়নগরে একটি ৺ গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

৺ রাণী ভবানী।

রামকান্তের পরলোকান্তে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বঙ্গবিখ্যাতা রাণী ভবানী দেবী দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে উত্তরাধিকারিণী হন। ১৭৪৭ খৃঃ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে সনন্দ প্রদান করেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রদিগের উপদ্রবে প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নবাবের সহায়তা করিলে নবাব দরবারে রাণী ভবানীর নাম বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। সেই সময় তিনি বঙ্গের প্রধান ভূম্যধিকারিণী মধ্যে গণ্য হন। তাঁহার হস্তে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। প্রজাগণের প্রাণদণ্ডাদি সর্ব্ববিধ দণ্ডাদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় নাটোর রাজসরকারের বার্ষিক আয় দেড়কোটি টাকার উপর হইয়াছিল। নবাব সরকারের রাজস্ব সত্তর লক্ষ টাকা দিয়া তিনি অবশিষ্ট অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ১৭৫১ খৃঃ রাণী ভবানীর বিশেষ গৌরবের অবস্থা হইয়াছিল। দিল্লীশ্বর সম্রাট আরঙ্গজীবের কঠোর শাসনে কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির, বেণিমাধবের মন্দির প্রভৃতি বহু হিন্দুমন্দির চূর্ণ হইলে রাণী ভবানী প্রভূত অর্থ ব্যয়ে কাশীধামের লুপ্তোদ্ধার করেন। ১৭৫৩ খৃঃ তিনি কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক ৺ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড তাঁহার ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গা-কুণ্ডের সন্নিকট "কুরুক্ষেত্র তলাও" নামে একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। কাশীধামে তিনি অনেকগুলি বিগ্রহ স্থাপন করেন, তন্মধ্যে বিশ্বেশ্বর, দণ্ডপাণি, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, তারা প্রভৃতি প্রধান; এতদ্ভিন্ন প্রায় চারিশত প্রস্তরময় ক্ষুদ্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তথায় অতিথিশালা স্থাপন করেন। কাশীধামের মধ্যে তিন শত বাটী বাসস্থান শূন্য লোকদিগের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে বহু তীর্থবাসী বাস করিত। কাশীধামের চতুর্দ্দিকে প্রায় পঞ্চ-

ক্রোশ ব্যাপিয়া নানা স্থানে ছায়াতরু রোপণ এবং তাহার পার্শ্বে কূপ খনন ও একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত কাশীধামে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে; তন্মধ্যে অন্নসত্র, সরোবর, স্নানঘাট, মন্দির, ধর্ম্মশালা অদ্যাপি রাণী ভবানীর পুণ্য কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। গয়া-ধামেও তিনি অনেক সৎকার্য্য ও দেবালয় স্থাপন করেন। তিনি অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জাহ্নবী তীরবর্ত্তী বড়নগর গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দির আছে। তিনি বড়নগরে ভবানীশ্বর মন্দির, রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপন করেন, এতদ্ভিন্ন অতিথিশালা ও আখড়া স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার জন্মস্থানের উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া স্বীয় জননী জয়দুর্গা দেবীর নামে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়দুর্গার পূজার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান। রাজসাহী জেলায় ও নাটোর রাজধানীতে তিনি অনেক দেবালয় ও পুণ্যকীর্ত্তি করেন; বিশেষতঃ এই জেলাতে অনেক নাখেরাজ ও ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন। স্বীয় জমিদারীর মধ্যে ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইলে কন্যাদায়ের সমুদয় ব্যয় নাটোর রাজসরকার হইতে প্রদত্ত হইত। তিনি রাজ্যের রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করেন। ১৭৭০ খৃঃ বঙ্গদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাই "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত; সেই সময় তিনি প্রজার কষ্ট নিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, গঙ্গাবাসী, আখড়া-ধারী, মহান্ত ও অতিথিদিগের জন্য প্রতি বৎসর একলক্ষ আশী হাজার টাকা দানাদি বৃত্তি ছিল, তন্মধ্যে পচিশ হাজার টাকা অধ্যাপক ও পণ্ডিতগণকে প্রদত্ত হইত। এই বৃত্তি চিরস্থায়ী জন্য তিনি ১৭৮৮ খৃঃ হইতে কোম্পানীর ভাণ্ডারে প্রতিবৎসর অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা দাখিল করিতেন। তিনি স্বীয় অধিকারস্থ বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর,

রংপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ঢাকা প্রভৃতি জেলার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণকে বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয়ের ন্যূনাধিক পাঁচলক্ষ বিঘা ভূমি দান করেন। সেই সকল ভূমির রাজস্ব ছিল না, কিন্তু অধুনা গবর্ণমেণ্ট অনেক ভূমির খাজানা ধার্য্য ও অনেকের বৃত্তি লোপ করিয়াছেন। রাণী ভবানী স্বদেশের কল্যাণ কামনায় বহু সদনুষ্ঠান করেন; অধিকন্তু লোকহিতকর ব্রতে মুক্ত হস্তে পঞ্চাশ কোটির উপর অর্থ ব্যয় করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দান যেরূপ অদ্বিতীয় সম্মানও তদ্রূপ ছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন। অর্দ্ধ বঙ্গব্যাপী রাজসাহী রাজ্যের অধিশ্বরী হইয়াও স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করেন। সেই সময় হইতেই তিনি পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৭৮০ খৃঃ রংপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ "বাহার বন্দ" পরগণা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব অন্যায়পূর্ব্বক রাণী ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। হেষ্টিংসের ব্যবহারে মর্ম্ম পীড়িত হইয়া রাণী ভবানী তাঁহার পোষ্য পুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বড়নগরে গিয়া গঙ্গাবাস আশ্রয় করেন। অতঃপর ১৮০৩ খৃঃ মাঘী পুর্ণিমার দিবস অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানী সগৌরবে অর্দ্ধশতাব্দীকাল দক্ষতার সহিত রাজকার্য্যে পরিচালনাপূর্ব্বক অমরধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতার পরলোকান্তে স্বামীর অনুমত্যনুসারে রামকৃষ্ণ রায় নামক একটি বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺ রামকৃষ্ণ রায়।

রাণী ভবানী লোকান্তরিতা হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র মহাসাধক রামকৃষ্ণ রায় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৭৯০ খৃঃ তিনি মোগল সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" রাজোপাধি লাভ করেন। তিনি জমিদারীর কার্য্য কিছুই দেখিতেন না, তজ্জন্য তাঁহার সময় হইতেই নাটোর রাজবংশের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। তিনি যে সকল পুরাতন কর্ম্মচারীদিগকে জমিদারী পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সকল বিষয় কৌশলে আপনারা গ্রাস করেন। ১৭৯৩ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে ভূস্বামীবৃন্দের বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে, নাটোরাধিপতির অনেক ভূসম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যায়। যশোহর-নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় এবং দীঘাপাতিয়ার দয়ারাম রায় উভয়ে নাটোররাজের দেওয়ান ছিলেন। রাজস্ব বাকী হইয়া নাটোররাজের পরগণা বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলে তাঁহারা কয়েকটি পরগণা নীলামে ক্রয় করেন। তৎপরে অনেকগুলি বিষয় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রয় হয়। সেই সময় চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার খেলারাম মুখোপাধ্যায় আড়পাড়া, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ডিহি খনেশপুর ও স্বরূপপুর, পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদী পরগণা ক্রয় করেন। মহারাজ রামকৃষ্ণের বিষয়বাসনা ছিল না। তিনি যোগী, তাপসিক, বিষয় বিরাগী ও আত্মত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন, তজ্জন্য প্রবলপ্রতাপ ভূপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৭৯৫ খৃঃ রাণী ভবানীর জীবিত কালে মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি রামকৃষ্ণ রায় বাহাদুর মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। মহারাজের দুই পুত্র—বিশ্বনাথ ও শিবনাথ

রায়। তাঁহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে "বড় তরফ" ও "ছোট তরফ" নামে নাটোর রাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ বিদ্যমান।

৺ বিশ্বনাথ রায়।

মহারাজ রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বিশ্বনাথ রায় যে জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হন তাহার রাজস্ব আঠার লক্ষ টাকা ছিল। তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁহার পত্নী কৃষ্ণমণি, গোবিন্দচন্দ্র রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

৺ গোবিন্দচন্দ্র রায়।

বিশ্বনাথের দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র রায় সাবালক হইবার পর কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি যশঃ ও প্রতিপত্তির সহিত জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি গতাসু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী শিবেশ্বরী দেবী, গোবিন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

৺ গোবিন্দনাথ রায়।

গোবিন্দচন্দ্রের দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ রায় বিবিধ রাজোচিত গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ চতুর ও বিষয় কার্য্যে নিপুণ ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকলাপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তিনি অপুত্রক অবস্থায় তনুত্যাগ করিলে তাঁহার বিধবা পত্নী জগদিন্দ্রনাথকে পোষ্য

পুত্র গ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃঃ ২রা সেপ্টেম্বর ৬৫ বৎসর বয়সে নাটোরের বৃদ্ধারাণী পরলোকগমন:করিয়াছেন।

জগদিন্দ্রনাথ রায়।

গোবিন্দনাথের দত্তক পুত্র মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় এক্ষণে নাটোরের বড় তরফের রাজপদে সমাসীন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী ইনি "মহারাজা" উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। যশোহর-মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানীতে অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সকল দেবতার জন্য তিনি যে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে। মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সেবাইতরূপে সেই সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেবসেবা পরিচালনা করিতেছেন। ১৯১০ খৃঃ মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গের ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতায় ভারতসম্রাট ও রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা আয়োজনকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে মহারাজ ২৫০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও তদীয় মহিষীর এক সভা হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর মহারাজকে সম্রাটসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ খৃঃ রাজসাহী বিভাগের জমিদারবৃন্দের পক্ষ হইতে মহারাজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯১৪ খৃঃ মহারাজ পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে সাময়িক

পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহারাজ "মানসী" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ মার্চ্চ মাসে পাবনা সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশনে বারেন্দ্রভূমির বরেণ্য মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। মহারাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নানা প্রকার সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজের প্রতিপত্তি ও সম্মান দৃষ্ট হয়। মহারাজ বাহাদুরের একটি পুত্র ও কন্যা হইয়াছে।

মহারাজের একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। ১৯১৪ খৃঃ ৬ই মে কুমার বাহাদুরের সহিত শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাগচীর কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতা দেবীর শুভপরিণয় হইয়াছে।

৺ শিবনাথ রায়।

মহারাজ রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা শিবনাথ রায় সকল দেবোত্তর ও নিষ্কর জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার আয় নয় লক্ষ টাকা ছিল। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় বিধবা পত্নী আনন্দনাথকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন।

৺ আনন্দনাথ রায়।

শিবনাথের দত্তক পুত্র রাজা আনন্দনাথ রায় দানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৪৭ খৃঃ তিনি তাঁহার পিতামহের উপাধি প্রাপ্তির জন্য

গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া নিষ্ফল হন। অতঃপর ১৮৬৬ খৃঃ জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "সি-এস্-আই" উপাধি প্রদান করেন। তাহার কিয়দ্দিবস পরে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজসাহীতে একটি বৃহৎ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। ১৮৬৭ খৃঃ রাজা আনন্দ-নাথ রায় বাহাদুর লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ রায় নামে চারি পুত্র রাখিয়া যান।

৮ চন্দ্রনাথ রায়।

আনন্দনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। চন্দ্রনাথ নানা প্রকার সদনুষ্ঠান ও দানধর্ম্মে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বাৎসরিক ১৫০০৲ টাকা ব্যয়ভার বহন করিতেন। রাজা বাহাদুর সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন; তাঁহার ব্যয়ে নদীয়া ও বারাণসীতে বহু ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর নয় বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাজা বাহাদুরের দুইটী ভ্রাতা কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবিত-কালে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সমুদয় সম্পত্তি তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রাপ্ত হন।

৺ যোগেন্দ্রনাথ রায়।

আনন্দনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী জমিদার ছিলেন। তিনি বিপন্নের দুঃখ মোচন জন্য নীরবে দান করিতেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। ১৯০১ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায় লোকান্তর গমন করিয়াছেন।

রাণী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর সদনুষ্ঠানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। নাটোরের ছোট তরফের দেবসেবার ব্যবস্থা ইহাঁর তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে; ইহাতে বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। রাণীর শাস্ত্রে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে; সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে ইহাঁর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের বিদ্যাদান করিয়া থাকেন। প্রজাগণের হিতসাধনে ইহাঁর বিশেষ যত্ন আছে। ইনি মঙ্গলপাড়া গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কতিপয় পল্লীগ্রামের জলাভাব মোচন জন্য ইহাঁর ব্যয়ে সুটকিগাছা গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন হইয়াছে। ইনি নাটোরের নারদ নদের উপর একটি লৌহ সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর ভারতেশ্বর ও তৎপত্নীর অভিষেক দিবসে ইনি বহু দীন দরিদ্রকে আহার ও শীতবস্ত্র প্রদান করেন।

রাজা যোগেন্দ্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যতীন্দ্রনাথের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁর সুখ্যাতি আছে।

দীঘাপাতিয়া রাজবংশ।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দীঘাপাতিয়া রাজবংশ একটি প্রাচীন জমিদারবংশ। নাটোর রাজবংশের পতন সময় এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহাঁরা জাতিতে তিলি।

৺ দয়ারাম রায়।

এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় প্রথমতঃ নাটোরের মহারাজ রামজীবন রায়ের অধীনে একজন সামান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন; তৎপরে তিনি স্বীয় প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতাগুণে দেওয়ান পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি রামজীবনের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্ত নাটোর রাজসরকারের দেওয়ান পদে কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন। দয়ারাম নাটোর রাজভবনে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও তাঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়কে বন্দী করিবার সময় তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন; অতঃপর সেই কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ নবাব তাঁহাকে "রায় রাইয়ান" উপাধি দিয়াছিলেন। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের জমিদারী রাজস্ব দায়ে বিক্রয় হইবার সময় দয়ারাম সাহ-উজিয়াল প্রভৃতি পরগণা নিলামে ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী ও উৎসাহদাতা ছিলেন, অধিকন্তু রাজসাহীতে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দীঘাপাতিয়া রাজবাটীতে ৺ কৃষ্ণজীউ, ৺ গোবিন্দজীউ

ও ৺ গোপালজীউ নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সেবার জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে অনেকগুলি সরোবর খনন এবং রাজবাটীতে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ারাম রায় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন।

৺ জগন্নাথ রায়।

দয়ারামের পর তাঁহার পুত্র জগন্নাথ রায় উত্তরাধিকার লাভ করেন। তিনি অল্প দিবস মাত্র বিষয় ভোগ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎকালে একমাত্র পুত্র প্রাণনাথ রায়কে রাখিয়া যান।

৺ প্রাণনাথ রায়।

জগন্নাথের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র প্রাণনাথ রায় বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইতেন। তিনি রাজ্যের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন জন্য অতি দক্ষতার সহিত জমিদারী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় বিষয় সম্পত্তি তদীয় পোষ্য পুত্র প্রসন্ন-নাথকে দিয়া যান।

৺ প্রসন্ননাথ রায়।

প্রাণনাথের পরলোকান্তে তাঁহার দত্তক পুত্র প্রসন্ননাথ রায় উত্তরাধি-কারী হন। তিনি প্রতিভাশালী ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। দীঘাপাতিয়া

হইতে বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে তিনি গবর্ণমেণ্টকে ৩৫০০০৲ টাকা দান করেন, অধিকন্তু ইহার সংস্কারার্থে বহু অর্থ দিয়াছিলেন। তিনি দীঘাপাতিয়ায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় এবং নাটোর ও বোয়ালিয়ায় হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাদের পরিচালন জন্য এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়া যান। তিনি বিবিধগুণের পরিচয় দিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করেন। ১৮৫৪ খৃঃ ২০শে এপ্রেল প্রসন্ননাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খৃঃ ১০ই সেপ্টেম্বর রাজসাহী জেলায় এসিষ্টেণ্ট্ মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীঘাপাতিয়ার রাজভবন সুন্দররূপে সুসজ্জিত এবং একটি নাচঘর ও "সিংহী-হল" নির্ম্মাণ করেন। হোলী ও ঝুলনের সময় তথায় অতি সমারোহ হইত। তিনি স্বদেশানুরাগী, দাতা ও পরোপকারী জমিদার ছিলেন। ১৮৬১ খৃঃ রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক থাকায় প্রমথনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া যান।

৮ প্রমথনাথ রায়।

প্রসন্ননাথের পোষ্যপুত্র প্রমথনাথ রায় বাহাদুর ১৮৪৯ খৃঃ দীঘাপাতিয়া রাজভবনে ভূমিষ্ঠ হন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় কলিকাতার ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ নবেম্বর মাসে কুমার বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দীঘাপাতিয়ায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিষয় সম্পত্তি পরিচালনভার প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত রামপুর-বোয়ালিয়ার প্রসন্ননাথ দাতব্য ঔষধালয়ের বাটী নির্ম্মাণকল্পে

১০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়ে বাৎসরিক ২০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন, অধিকন্তু বোয়ালিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে তিনটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নাথিলার কাছারীতে একটি দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭১ খৃঃ রাজসাহী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ দিল্লীর দরবারে প্রমথনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি সম্মান প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসর রাজা বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যশোহর-মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়ের পতন হইলে তাঁহার দুর্গ মধ্যে একটি মন্দিরে ৺ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিলেন, ১৮৮১ খৃঃ রাজা বাহাদুর তাঁহাকে দীঘাপাতিয়ার রাজভবনে আনয়ন করেন। তিনি শিল্প বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। শিল্পানুষ্ঠানের অভাব উপলব্ধি করিয়া এদেশে শিল্প বিস্তার করিবার জন্য যত্নবান হন। রাজা বাহাদুর কলিকাতা হইতে নিপুণ শিল্পী আনাইয়া স্বদেশীয় শিল্পকারগণকে নানা প্রকার কারুকার্য্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অনেকগুলি গজদন্ত ছিল, তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মথুর ও রামেশ্বর নামক দুই জন সুদক্ষ শিল্পী আনাইয়া স্বীয় বৈটকখানার একটি কক্ষে গজদন্তের শিল্প কারখানা স্থাপন করেন; কিন্তু তাঁহার উদ্যম সাফল্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই ১৮৮৩ খৃঃ চৌত্রিশ বৎসর বয়সে রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর রাজলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রমদানাথ, বসন্তকুমার, শরৎকুমার ও হেমেন্দ্রকুমার নামে চারিটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একখানি উইল করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী এবং অন্যান্য পুত্রগণের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

প্রমদানাথ রায়।

রাজা প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় বাহাদুর ১৮৭৬ খৃঃ জানুয়ারী মাসে দীঘাপাতিয়ার রাজপ্রাসাদে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ইহাঁর নাবালক সময় জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৮৯৪ খৃঃ ২৯ শে জানুয়ারী সাবালক হইয়া ইনি পৈতৃক সম্পত্তির ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ খৃঃ প্রমদানাথ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। গবর্ণমেণ্ট "রাজা প্রসন্ননাথ দাতব্য ঔষধালয়"কে স্থানান্তরিত করিলে ইনি সেই নূতন বাটী নির্ম্মাণের সমুদয় ব্যয়-ভার গ্রহণ করেন এবং হাঁসপাতালের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন। ইনি স্বীয় পিতামহী রাণী ভবসুন্দরীর নামে স্ত্রীলোকদিগের একটি ওয়ার্ড ঐ হাঁসপাতালের সহিত নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। রাজা বাহাদুর ইহাঁর জমিদারীর অন্তর্গত বনাগাঁতিতে একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী নৃপতি। রাজসাহী কলেজের সহিত ছাত্রদিগের জন্য ইহাঁর পিতার নামে একটি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন রাজসাহী কলেজে অনেকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দীঘাপাতিয়ার বিদ্যালয়েও উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইনি রাজসাহীর রেশমের কার্য্য শিক্ষার বিদ্যালয়ে ৫০০০৲ টাকা মুল্যের ভূমি দান করেন। রামপুর-বোয়ালিয়ার একটি আদর্শ কৃষি কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি দান করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ ভূমিকম্পে দীঘাপাতিয়ার রাজভবনের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় রাজা বাহাদুর বহু অর্থ ব্যয়ে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতা ও নাটোরে ইহাঁর রাজভবন আছে। রাজা বাহাদুর রাজসাহী এসোসিয়েসনের সভাপতি, বঙ্গীয় জমিদার সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অবৈতনিক সম্পাদক। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার

ল্যান্স্‌লট্‌ হেয়ার সাহেবের স্মৃতি রক্ষাকল্পে ২৫০৲ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ কলিকাতায় রাজপ্রতিনিধি স্বর্গীয় লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন জন্য ৫০০৲টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ খৃঃ "পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের জমিদার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ছোট লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার জন্য চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ২৫০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে ভারতসম্রাট ও তৎমহিষীর একটি সভা হইয়াছিল; তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর দীঘাপাতিয়ারাজকে সম্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খৃঃ বারাণসীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা বাহাদুর স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০০০৲ টাকা ব্যয়ে প্রমথনাথ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত ঐ বিদ্যালয়ের গাড়ী ঘোড়া ক্রয় জন্য ১০০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজসাহী কলেজে তদীয় স্বর্গীয়া জননী "দ্রবময়ী হিন্দু বোর্ডিং" নামে একটি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণকল্পে রাজা বাহাদুর ১২০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজা বাহাদুরের কুমার শ্রীযুক্ত প্রতিভনাথ, শ্রীযুক্ত বিজয়েন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ, শ্রীযুক্ত চঞ্চলনাথ, শ্রীযুক্ত তুষারনাথ রায় প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা হইয়াছে।

রাজসাহী কলেজে তদীয় স্বর্গীয়া জননী "দ্রবময়ী হিন্দু বোর্ডিং" নামে একটি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণকল্পে রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় এম্-এ বি-এল ১৮,০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাঁর কোন সন্তানাদি হয় নাই।

রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বঙ্গসাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত। ইহাঁর অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমিতাভ রায়।

দীঘাপাতিয়ার রাজভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় রাজসাহী সহরে বাস করেন। ইনি সাহিত্যানুরাগী ও নিপুণ চিত্রশিল্পী। ইহাঁর কয়েকটি সন্তান বিদ্যমান।

পাকুড়িয়া জমীদারবংশ।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ বারেন্দ্রসমাজে বিশেষ সম্মানিত। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মোহন মিশ্র ঠাকুর একজন সাধনাসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি উত্তর-বঙ্গ করতোয়া নদীতীরে ভবানীপুর মহাপীঠ প্রকাশ করেন। তাঁহার বংশধরগণ মধ্যেও অনেকগুলি সিদ্ধসাধক ও সুপণ্ডিত পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্য ইহা ঠাকুরবংশ নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। ইহাঁদের সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছেন। ঠাকুর বংশীয়গণ এক সময় বিস্তৃত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। নাটোরাধিশ্বরী রাণী ভবানীর মাতুলবংশ বলিয়া এই ঠাকুরবংশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিল্লীর মোগল দরবারেও এই বংশের বিশেষ সম্মান ছিল। পাকুড়িয়া ঠাকুরবংশ এক সময় "দেশগুরু" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। ময়মনসিংহ জেলার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীগণ এবং নাটোর, বলিহার, সুসঙ্গ, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ বংশ ইহাঁদের শিষ্য মধ্যে পরিগণিত। এক সময় ঠাকুরবংশ ধনে, মানে, বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। নাটোর রাজবংশের অধঃপতনের সহিত ঠাকুর বংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

৺ রাঘবেন্দ্র ঠাকুর।

এই বংশোদ্ভব অশেষ শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ রাঘবেন্দ্র ঠাকুরের নিকট রামগোপালপুরের শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, নাটোরের রঘুনন্দন রায় এবং মহারাজ

রামকৃষ্ণ রায় ও রাণী ভবানী এক সময় মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঘবেন্দ্রের দুই পুত্র বাচস্পতি ও হরিদেব ঠাকুর।

৺ হরিদেব ঠাকুর।

রাঘবেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র হরিদেব ঠাকুরের বংশ সৌভাগ্যের চরমসীমায় অধিরূঢ় হইয়াছিল। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে বিষয় সম্পত্তির উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার চারি পুত্র বিশ্বেশ্বর, রামমোহন, হরেশ্বর ও রূপচন্দ্র ঠাকুর এবং এক কন্যা কস্তুরী দেবী জন্মগ্রহণ করেন।

৺ বিশ্বেশ্বর ঠাকুর।

হরিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর ঠাকুর বিশেষ জ্ঞানবান ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার স্বভাবে সকল সদ্‌গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি একমাত্র পুত্র সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরকে রাখিয়া যথাসময়ে গঙ্গালাভ করেন।

বিশ্বেশ্বরের পুত্র সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর সাধারণের হিতসাধনের জন্য নিরন্তর আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। তিনি স্থানীয় অধিবাসীগণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রামমোহন ঠাকুর।

সর্ব্বেশ্বরের পুত্র রামমোহন ঠাকুর সৎস্বভাব লোকের পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—কৃষ্ণমোহন ও দুর্গামোহন ঠাকুর।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমোহন ঠাকুর সদাচারী, বুদ্ধিমান ও নিরীহ প্রকৃতি ছিলেন। তিনি দুই বিবাহ করেন, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর সন্তানাদি হয় নাই এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রজনীমোহন ও কিশোরীমোহন ঠাকুর নামে দুই পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রজনীমোহন ঠাকুর পৈতৃক গৌরব রক্ষা করেন। তিনি বারেন্দ্র সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি অতিশয় সরল ও বিলাসশূন্য ছিলেন।

কৃষ্ণমোহনের দেহান্তের কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরী-মোহন ঠাকুর ত্রয়োদশ বর্ষে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গামোহন ঠাকুর দুই বিবাহ করেন; তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভে সারদামোহন নামে পুত্র এবং একটি কন্যা হয়। দ্বিতীয়া সহধর্ম্মিণীর গর্ভে শশিমোহন, চন্দ্রমোহন ও বসন্তমোহন নামে তিন পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রগণকে নাবালক রাখিয়া দুর্গামোহন ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সারদামোহন ঠাকুর, রাজবালা দেবী নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

৺ রামমোহন মজুমদার।

হরিদেবের দ্বিতীয় পুত্র রামমোহন মজুমদার "ঠাকুর" উপাধি হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহার শিবরাম মজুমদার নামে একমাত্র পুত্র হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার অবস্থায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রামমোহনের বংশ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই।

৺ হরেশ্বর ঠাকুর।

হরিদেবের তৃতীয় পুত্র হরেশ্বর ঠাকুর অতি বিচক্ষণ ও খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ শিবমন্দির অদ্যাপি দেদীপ্যমান

রহিয়াছে। তিনি কয়েকটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—চন্দ্রনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর।

৺ চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।

হরেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর "চাঁদ ঠাকুর" নামে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়শালী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। পাকুড়িয়া ঠাকুর বংশে তাঁহার ন্যায় বৈষয়িক বিষয়ে যশস্বী পুরুষ আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময় এই বংশ বারেন্দ্রকুলের শীর্ষ স্থানীয় হইয়াছিল। রাণী ভবানীর সহিত আত্মীয়তার অনুরোধে তিনি নাটোরের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। চাঁদ ঠাকুর বিশাল নাটোর রাজ্যের পরিচালনভার প্রাপ্ত হইয়া এরূপ সুনিয়মে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন যে, তাঁহার সময় নাটোরের সৌভাগ্য-রবির সমুজ্জ্বল প্রভা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। নবাব দরবারে তাঁহার সুপরামর্শ সমাদরে গৃহীত হইত। তিনি নবাব সরকার হইতে তিনখানি "তাম্রলিপ্তি" সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ মোগল সম্রাট সাহ আলম বাহাদুর চাঁদ ঠাকুরকে স্বীয় মোহরাঙ্কিত "ফারমান্" দ্বারা এক সহস্র বিঘা ভূমি জায়গীর প্রদান করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। তিনি পাঁচটী শিবমন্দির সংস্থাপিত করেন; এতদ্ব্যতীত মহাসমারোহে অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সেবার সুবন্দোবস্ত করেন; অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ যথানিয়মে পালন করিতেছেন। চাঁদ ঠাকুর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রনারায়ণকে উপযুক্ত দেখিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার হস্তে নাটোরের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং ইষ্টচিন্তায় চিত্ত-নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ জীবন যশের সহিত অতিবাহিত

করিয়া জরাজীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পুত্র—রুদ্রনারায়ণ ও কাশীপতি ঠাকুর।

হরিদেব ঠাকুর তাঁহার চতুর্থ পুত্র রূপচন্দ্র ঠাকুরকে স্বীয় জ্ঞাতি মজুমদার বংশে দত্তক প্রদান করিয়াছিলেন।

ছাতিন গ্রামের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর সহিত হরিদেব ঠাকুরের কন্যা কস্তুরী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৭২৪ খৃঃ তাঁহার গর্ভে বঙ্গের অদ্বিতীয়া রমণী নাটোরাধিশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী দেবী জন্মগ্রহণ করেন।

দিনাজপুর রাজবংশ।

বঙ্গদেশের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশ প্রাচীন জমিদার বংশ। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড়ের হিন্দু রাজা গণেশের দ্বারা স্থাপিত হয়। তিনি ভাতুরিয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। ভাতুরিয়া পরগণার অধিকাংশ এখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। রাজা গণেশ, গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দিনের রাজসরকারের একজন আমিন থাকিয়া ক্রমে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী পদে উন্নীত হন। অতঃপর স্বীয় ক্ষমতাবলে গৌড়েশ্বর জিলালুদ্দিনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৪০৫ খৃঃ হইতে ১৪১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। বঙ্গের স্বাধীন রাজা গণেশের জামাতার বংশ হইতে বর্ত্তমান দিনাজপুর রাজবংশ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

দেবকীনন্দন ঘোষ নামে একজন উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ রংপুর জেলার অন্তর্গত বর্দ্ধন-কুটীর রাজার কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—হরিনারায়ণ ও হরিরাম ঘোষ।

৺ হরিরাম রায়।

দেবকীনন্দনের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায় গৌড়েশ্বর গণেশনারায়ণ খাঁর কন্যা কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কল্যাণী, সম্রাট্ গণেশের দাসী গর্ভজাতা কন্যা বলিয়া অনেকে উল্লেখ করেন। গণেশ তাঁহাকে হরিরামের সহিত বিবাহ দিয়া দিনরাজ ঘোষ নামে আখ্যা দিয়া উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ খাঁর পেস্কার নিযুক্ত হন। গৌড়েশ্বর যদুনারায়ণ খাঁ, আজিম সাহের

কন্যা আশমানতারার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। যদু মুসলমান হইলে দিনরাজ বিনীতভাবে পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই সময় গৌড়েশ্বর যদুনারায়ণ ওরফে জেলালুদ্দিন দিনরাজকে পার্ব্বত্য জাতির উপদ্রব নিবারণার্থ উত্তর বাঙ্গালায় একটি জায়গীর দিয়া শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া দিনরাজের ঘোষ পদবী বিলুপ্ত হইয়া "রায়" উপাধি হইয়াছিল। দিনরাজ যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তাহার দিনরাজপুর নাম হয়। উহা বর্ত্তমান সহর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ উত্তরে ছিল। এই দিনরাজপুর শব্দ হইতে অধুনা দিনাজপুর নাম হইয়াছে।

৮ শুকদেব রায়।

হরিরামের পর তাঁহার পুত্র শুকদেব রায় ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কোচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ অতি প্রবল হইয়া দিনাজপুর রাজ্য লুণ্ঠন করেন; অবশেষে রাজধানী দিনাজপুর আক্রমণ করিযা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। রাজা শুকদেব, কালা-পাহাড়ের ভয়ে কিয়দ্দিবস জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হন। সেই সময় মোগল ও উজবেক সর্দ্দারগণ তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণাংশ অধিকারপূর্ব্বক আপনাদের জায়গীরভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। তিনি সুখসাগর নামে একটি বৃহৎ সরসী খনন করাইয়াছিলেন। ১৬৭৭ খৃঃ শুকদেব রায় লোকান্তরিত হন। তাঁহার তিন পুত্র—রামদেব, জয়দেব ও প্রাণনাথ রায়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব রায় পিতার জীবিতকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ জয়দেব রায়।

শুকদেবের পর তাঁহার মধ্যম পুত্র জয়দেব রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৺ প্রাণনাথ রায়।

জয়দেবের মৃত্যু হইলে ১৬৮২ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণনাথ রায় জমিদারী লাভ করেন। তিনি সৈন্য বৃদ্ধি পূর্ব্বক কোচদিগকে পরাভূত করিয়া স্বীয় রাজ্যের উত্তর ভাগ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। মোগল ও উজবেক সর্দ্দারগণ বিদ্রোহ অপরাধে জায়গীরচ্যুত হইলে প্রাণনাথ কতক পরগণা স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। জেলা দিনাজপুর এবং রংপুর বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ ও পূর্ণিয়া এই পাঁচটী জেলার কিয়দংশ তাঁহার শাসনাধীন হয়। উহার বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা আয় ছিল। তখন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। প্রাণনাথ যে স্থানে কোচদিগকে পরাজয় করেন, তথায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক "বিজয়নগর" নাম দিয়াছিলেন; কিন্তু দিনাজপুররাজের বসতির জন্য ঐ স্থানের নাম দিনাজপুর হইয়াছে। তাহাই বর্ত্তমান দিনাজপুর সহর। রাজা মানসিংহের সহিত কোচবিহার রাজের যুদ্ধকালে প্রাণনাথ মানসিংহের সমস্ত রসদ যোগাইয়াছিলেন এবং সৈন্য দ্বারাও সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিশেষে যখন কোচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত মানসিংহের সন্ধি ও কুটুম্বিতা হয়, সেই সময় মানসিংহ প্রাণনাথকে তাঁহার শাসনাধীন স্থানের করদ রাজা বলিয়া সনন্দ প্রদান করেন এবং কোচবিহার রাজের সহিত রাজা প্রাণনাথের পাগড়ী বদল করাইয়া উভয়ের

বন্ধুতা স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি দিনাজপুররাজ ও কোচ-বিহারের রাজবংশের বন্ধুতা চলিয়া আসিতেছে। ১৭১৫ খৃঃ তিনি দিল্লীশ্বর ফেরকসাহের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রথম বংশানুক্রমিক "রাজা" উপাধি সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজ্য গঙ্গাতীর হইতে কোচবিহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং রাজস্ব এক লক্ষ টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তিনি দান বিতরণ, জলাশয় খনন ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু সৎকার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণসাগর নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। রাজা প্রাণনাথ রায় ১৭২৩ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

৺ রামনাথ রায়।

প্রাণনাথের পরলোকান্তে তাঁহার পুত্র রামনাথ রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি জঙ্গল মধ্যে প্রচুর অর্থ পাইয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। ১৭৪০ খৃঃ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, দিল্লীশ্বর মহাম্মদ সাহের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে রাজোপাধির সনন্দ ও খেলাত প্রদান করেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি ৺ বৃন্দাবনধামে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ৺ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ভূমিকম্পে এই মন্দির স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি রামসাগর নামে একটি বিশাল সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার ১০৯ খানি মহাল ছিল, তজ্জন্য তিনি ৫,০৬,৪২২৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। নবাব সিরাজদ্দোলা তাঁহার রাজস্ব বৃদ্ধি ও ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন। রাজস্ব বাকীর জন্য নবাব রাজার ভ্রাতা কুমার রাধানাথ রায়কে ধৃত করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে

বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান হইলে বাকী রাজস্ব রেহাই হয় এবং রাধানাথ পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত সূর্য্যপুর পরগণা জমিদারীরূপে প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণগঞ্জের মুসলমান রাজগণ এই রাধানাথ রায়ের বংশধর। ১৭৬৩ খৃঃ রাজা রামনাথ রায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার চারি পত্নীর গর্ভে পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল।

৺ বৈদ্যনাথ রায়।

রামনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথ রায় যাবতীয় বিষয় লাভ করেন। তাঁহার সহিত নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবন রায়ের বিবাদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু রামজীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রায়ের সহিত বৈদ্যনাথের বন্ধুতা হওয়ায় বিবাদ মীমাংসা হইয়া যায়। বৈদ্য-নাথের রাজত্বকালে নবাব মীরকাশীম, তাঁহার রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। ১৭৮৯ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস্ রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দশ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্ত করেন; সেই সময় দিনাজপুর-রাজের রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, অধিকন্তু সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা রহিত হইয়াছিল। তদবধি দিনাজপুরের রাজগণ সাধারণ জমিদার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ সম্মান করিতেন। নানাবিধ সৎকার্য্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। ১৭৯০ খৃঃ রাজা বৈদ্যনাথ রায় রাজলীলা সম্বরণ করেন।

৺ রাধানাথ রায়।

বৈদ্যনাথের পর তাঁহার পুত্র রাজা রাধানাথ রায় উত্তরাধিকারী হন। ১৭৯০ খৃঃ কোম্পানীর গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্ত্তৃক তিনি

"রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সময় জমিদারীর বিশৃঙ্খলতা হওয়ায় পরগণা বিজয়নগর ব্যতীত সমস্ত জমিদারী নীলাম হইয়া যায়। তৎপরে তিনি সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাবাস করিতে গিয়াছিলেন।

৺ গোবিন্দনাথ রায়।

অতঃপর রাধানাথের নাবালক পুত্র গোবিন্দনাথ রায় বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার সময় সুযোগ্য অভিভাবকের বিবিধ উপায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি পুনরায় উদ্ধার হইয়াছিল। উহাই এখন পর্য্যন্ত আছে। ১৮৫১ খৃঃ রাজা গোবিন্দনাথ রায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র তারকনাথকে রাখিয়া যান।

৺ তারকনাথ রায়।

গোবিন্দনাথের পর তাঁহার পুত্র তারকনাথ রায় রাজাসন গ্রহণ করেন। তিনি দিনাজপুর জেলায় অনেকগুলি রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত দিনাজপুরে ও রায়গঞ্জে দাতব্য হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বদেশী ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেন; দেশের ও দশের কল্যাণে অর্থব্যয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন। ১৮৬৫ খৃঃ রাজা তারকনাথ রায় তনুত্যাগ করিয়াছেন।

রাজা বাহাদুরের সন্তানাদি না থাকায় জমিদারী স্বীয় সহধর্ম্মিণী শ্যামমোহিনীকে দিয়া যান। তিনি তাঁহার জামাতা ক্ষেত্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সুপরামর্শে বিষয়কার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় শ্যামমোহিনী বিবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য ১৮৭৫ খৃঃ ১৬ই জুলাই

লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর কর্তৃক "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিতা হন এবং ম্যানেজার ক্ষেত্রমোহন "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। তিনি দিনাজপুর ও কালিয়াগঞ্জে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়, বঙ্গবিদ্যালয় ও ব্যায়াম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মহারাণী শ্যামমোহিনী একজন বিদুষী, নিষ্ঠাবান ও দয়ালু রমণী ছিলেন। তিনি গিরিজানাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

গিরিজানাথ রায়।

দিনাজপুরের বর্ত্তমান মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় ১৮৬০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অপ্রাপ্ত ব্যবহার সময় বারাণসী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৬ খৃঃ ঐ কলেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রত্যাগত হন। ১৮৮২ খৃঃ গিরিজানাথ সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরীয়া পঞ্চাশৎবর্ষকাল ইংলণ্ডের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলে ১৮৮৭ খৃঃ ভারতে "সুবর্ণ জুবিলী" মহোৎসব উপলক্ষে গিরিজানাথ "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। পয়ঃ-প্রণালীর দ্বারা দিনাজপুর সহরের আবর্জ্জনা লইয়া যাইবার জন্য মহারাজ ৭৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি খাল খনন করাইয়াছেন। তৎকালীন ছোট লাট স্যার রিভার্স্ টমসনের নামে আর একটি খাল হইয়াছে। ইনি স্থানীয় লেডী ডফরিন্ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যয় বহন করেন। ১৯০২ খৃঃ মহারাজ গিরিজানাথ কলিকাতার ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ২৫,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। উক্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা ভাণ্ডারে মহারাজ ৩০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১০ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি ভাণ্ডারে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ

১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও রাজ্ঞীর এক রাজসভা হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর দিনাজপুরপতিকে সম্রাট সকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১৩ খৃঃ দিনাজপুরে উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহারাজ গিরিজানাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় সম্মিলনীর সভাপতি পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ মহারাজের যত্নে দিনাজপুরে হিন্দুহোষ্টেল সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৪ খৃঃ এপ্রেল মাসে এলাহাবাদ সহরে সমগ্র কায়স্থ সমিতির অধিবেশনে দিনাজপুরের মহারাজ সভাপতি পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ ৩রা জুন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাজ গিরিজানাথ "কে-সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। মহারাজ শিল্প সমিতি, ক্রীড়া সমিতি, বিদ্যালয়, পাঠাগার প্রভৃতিতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আনুকূল্য করেন। মহারাজ শিল্পবিজ্ঞানের অনুরাগী ও সঙ্গীত প্রিয়। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজের সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গিরিজানাথের বিবাহ হইয়াছিল। মহারাজের সন্তানাদি না হওয়ায় ইনি শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯১৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিহারের নূতন রাজধানী বাঁকীপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত মহারাজকুমার বাহাদুরের শুভ বিবাহ হইয়াছে।

দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিরাম ঘোষ রায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর

হরিনারায়ণ ঘোষ রায়ের বংশধরগণ দিনাজপুর সহরে বাস করিতেছেন। এই বংশোদ্ভব স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ মহোদয় ১৯১১ খৃঃ রাজসাহী বিভাগের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট রাজসূয় যজ্ঞে উক্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ও উৎসাহদাতা।

তাজহাট রাজবংশ।

১৭০৯ খৃঃ দীল্লীশ্বর সম্রাট বাহাদুর সাহের সময় পঞ্চনদ প্রদেশে যখন শিখ ও যবনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়, শিখগণের মধ্যে অনেকে তখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইয়াছিল। রংপুর জেলার অন্তর্গত তাজহাট রাজবংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ সেই বিষম সঙ্কট সময় স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর বঙ্গের নিভৃত স্থানে আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন।

৺ গিরিধারীলাল রায়।

এই বংশে গিরিধারীলাল রায় একজন প্রতিপত্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ে ও যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বীয় ভাগিনেয়ের সুবৃহৎ সম্পত্তির উদ্ধার করেন। তৎপরে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৺ গোবিন্দলাল রায়।

গিরিধারীলালের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পুত্র স্বনামধন্য মহারাজ গোবিন্দলাল রায় উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫৪ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তিনি অতিশয় শান্ত ও বিনয়ী ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার দান শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। দেশীয়গণের জন্য দার্জ্জিলিং সহরে "লুইস্ জুবিলী স্বাস্থ্য

নিবাস” নির্ম্মাণার্থ তিনি ১,০০০০০৲ টাকা দান করেন। ১৮৮৮ খৃঃ বঙ্গের ছোটলাট স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলি সাহেব বাহাদুর তাঁহার দানের সুখ্যাতি করিয়া “রাজা” উপাধি প্রদান করেন; বঙ্গেশ্বরের আদেশে রাজসাহী বিভাগের তৎকালীন কমিশনার বাহাদুর গোবিন্দলালের তাজহাটের রাজভবনে আগমনপূর্ব্বক একটি দরবার করিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধির সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারকেই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতেন। দেশের সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, দেবালয়, জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপোষণ করিয়া গিয়াছেন। এক একটি উপলক্ষে দেওয়ানী বন্দীর কারামুক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্থ দিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতেন। ১৮৯১ খৃঃ বঙ্গেশ্বর স্যার চার্লস্ ইলিয়াট্ বাহাদুর বেলভেডিয়ার প্রাসাদে একটি দরবার করিয়া তাঁহার গুণের পুরস্কারস্বরূপ “রাজা বাহাদুর” উপাধির সনন্দ প্রদান করেন। গোবিন্দলালের দানের সমষ্টি ৪,৪৯,৫৬৭৲ টাকা; এতদ্ব্যতীত বার্ষিক, মাসিক ও গোপনীয় চাঁদা প্রতিবৎসর ন্যূনাধিক ৬,০০০৲ টাকা ছিল। অভুক্ত ভোজনের বার্ষিক ব্যয় ৫০০০৲ টাকা, অতিথি সৎকার ও অভ্যাগত ব্যক্তির অভ্যর্থনাকল্পে বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত করেন। গোবিন্দলালের প্রশংসা করিয়া ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন্ বাহাদুর ১৮৯৭ খৃঃ তাঁহাকে “মহারাজা” উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন; কিন্তু তিনি এই উপাধি অধিক দিবস ভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৭ খৃঃ ১২ই জুন শনিবার সমগ্র ভারতভূমি ভীষণ ভূমিকম্পে বিকম্পিত হয়। সেই সময় মহারাজ গোবিন্দলাল স্বীয় রাজপ্রসাদের বারান্দায় শান্তি অনুভব করিতেছিলেন। রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম দেখিয়া মহারাজ প্রাণভয়ে পলায়ন সময় কার্ণিসের ইষ্টক পতিত হইয়া তাঁহার বামপদের অস্থি ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই সময় মহারাণী, কুমার বাহাদুর ও

রাজকুমারীগণ অন্তঃপুরের একটি খিলানের নিম্নে প্রাণরক্ষা করেন। তৎপরে তাঁহারা রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মহারাজের চিকিৎসার জন্য ছোটলাট স্যার আলেক্‌জাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি বাহাদুরের আদেশ অনুসারে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ওব্রায়েন্ সাহেব তথায় গমন করেন, কিন্তু তিনি ভূমিকম্পের পর দশ দিবস মাত্র জীবিত ছিলেন। অতঃপর ১৮৯৭ খৃঃ ২৪শে জুন মহারাজ গোবিন্দলাল রায় জীবনলীলা সমাপন করিয়াছেন। মহারাজ মৃত্যুর পূর্ব্বে ডাক্তার ওব্রায়েন্ সাহেবের সমক্ষে একখানি উইল করিয়া যান। তাহাতে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী, মহারাজের শ্বশুর শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বর্ম্মা, মহারাজের জামাতা শ্রীযুক্ত রায় উমাপ্রসাদ চৌধুরী, মহারাজের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ রায়, মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র রায় এবং রংপুর জজ আদালতের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই ছয়জন তাঁহার উইলের অছি নিযুক্ত হন। মহারাজের দুই বিবাহ হইয়াছিল। তদীয় প্রথমা রাণী একটি মাত্র কন্যা রাখিয়া গতাসু হইলে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গোপাললাল রায়।

মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত গোপাল-লাল রায় তাজহাট রাজপদে সমাসীন হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনকল্পে ২৫০৲ টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন

ভারত সম্রাটের অভ্যর্থনাকল্পের চাঁদায় ২,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খৃঃ ১৭ই জানুয়ারী কলিকাতার টাউনহলে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনের জন্য একটি সভা হইয়াছিল, তৎকালে ইনি ৫,০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১২ খৃঃ রাজা বাহাদুর রংপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ ২৪শে জুন ভারতেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে গোপাললাল "রাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ ইনি স্থানীয় টাউন হলের উন্নতিকল্পে ৪০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যকল্পে রাজা বাহাদুর ১,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ বারাণসীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ফণ্ডে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহাঁর জমিদারীভুক্ত জনৈক কৃষক মাটির ভিতর একটি কলসি প্রাপ্ত হয়, সেই কলসির মধ্যে পাঁচটী অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল; রাজা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার একটি বিগ্রহ লইয়া যে স্থানে পাওয়া যায় সেই স্থানে ১৯১৪ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীর দিবস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি রাজ্যের উন্নতি ও প্রজা-পুঞ্জের মঙ্গলসাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাঁর সম্মান ও সুখ্যাতি আছে।

কাকিনা রাজবংশ।

রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনার রাজগণ বারেন্দ্র কায়স্থ। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ কোচবিহাররাজের সেনাপতি থাকিয়া পাঠান, মোগল ও ভুটিয়াদের সহিত বারম্বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৺ মহিমারঞ্জন রায়।

এই বংশোদ্ভব রাজা মহিমারঞ্জন রায় ১৮৫৪ খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী বগুড়া জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পর-হিতৈষী ও দয়ালু বলিয়া সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে অর্থসাহায্য ও আহারাদি দিতেন। গ্রামস্থ অনেককে প্রতিবৎসর প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয় দিয়া নানাস্থান পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিতেন। তাঁহার অনুগ্রহে স্থানীয় অনেকে কলিকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, বারাণসী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। কাকিনায় কোন প্রকার পীড়ার প্রকোপ হইলে পীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য নানাপ্রকার ফল আনাইয়া বিতরণ করিতেন। তিনি পিতার নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, অধিকন্তু স্থানে স্থানে কূপখনন ও দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরীয়া পঞ্চাশদ্বর্ষকাল ইংলণ্ডের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলে ১৮৮৭ খৃঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে তিনি নিমন্ত্রিত হন, তৎকালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডাফ্‌রিন্ বাহাদুর তাঁহার প্রশংসা করিয়া "রাজা" উপাধি দিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ তীস্তা

নদীর জলপ্লাবন সময় প্রজাপুঞ্জের যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯০৩ খৃঃ ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসব স্মরণার্থ, রংপুর হাঁসপাতালে একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ১০,০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯০৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড মিণ্টো বাহাদুর সস্ত্রীক খরসানে কাকিনাধিপতির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কাকিনায় দেবালয়, অতিথিশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি রংপুর সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। রাজা বাহাদুরের সাহায্যে "রংপুর দিক্‌প্রকাশ" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রচারিত হয়। তিনি নানা প্রকার অনুষ্ঠানে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাদুর বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, মিষ্টভাষী ও প্রজাবৎসল পুরুষ ছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ ৪ঠা এপ্রেল রাজা মহিমারঞ্জন রায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাগডুলী-নিবাসী গৌরসুন্দর রায়ের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র মহেন্দ্ররঞ্জন ও একটি কন্যা হেমলতা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে তদীয় দুহিতা গতাসু হইয়াছেন।

মহেন্দ্ররঞ্জন রায়।

মহিমারঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় কাকিনার রাজপদে সমাসীন হইয়াছেন। ইনি পিতৃদেবের ন্যায় সৎকার্য্যের উৎসাহদাতা ও বদান্যতার জন্য প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ অক্টোবর মাসে ইনি ঢাকায় গমন করিলে, ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর ইহাঁকে যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপনের স্মৃতিভাণ্ডারে ১৯১০ খৃঃ ইনি ৫০০৲

টাকা দান করেন। ১৯১১খৃঃ রাজা বাহাদুর রাজসাহী বিভাগের জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারত সম্রাটের অভ্যর্থনাকল্পে চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ইনি ৪,০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে মহেন্দ্ররঞ্জন "রাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। ইনি রাজোপাধিলাভ করিলে রংপুরের অধিবাসীগণ ১৯১২ খৃঃ মার্চ্চ মাসে ইহাঁকে অভিনন্দন করেন, তৎকালে রাজা বাহাদুর রংপুরের উন্নতির জন্য ৫০,০০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইনি কাকিনায় একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে ২০,০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ রাজসাহী বিভাগের জেলা ও লোক্যাল বোর্ডসমূহ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইনি সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন। নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে ইহাঁর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

ভিতরবন্দ জমীদারবংশ।

বঙ্গেশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ এদেশে আগত হন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের অন্যতম ধরাধর মিশ্র রংপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দ জমিদারবংশের আদি পুরুষ। ধরাধর—দেব ওঝা—সিদ্ধেশ্বর ওঝা—চতুর্ব্বেদাস্থাচার্য্য, বারেন্দ্র ভূমিতে বাস করেন—লক্ষ্মীধর ওঝা—বর্দ্ধমান—মেধেশ্বর—নরসিংহ—মহেশ্বর—বাপী—ভূতারক—সিদাই, রাজা বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র কানাই—মোয়াই—ঈশান—কুবের—বৈষ্ণবী মিশ্র পুখরিয়ার সান্যালদিগের মধ্যে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দামোদর ওঝা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দামোদরের দুই পুত্র—রামনাথ ও অনন্ত ওঝা। কনিষ্ঠ অনন্তের পুত্র গোপীজন চক্রবর্ত্তী। তাঁহার দুই পুত্র—নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণবল্লভ ভট্টাচার্য্য। জ্যেষ্ঠ নৃসিংহের চারি পুত্র—রামদেব, রামনাথ, রামশরণ ও গোপাল সান্যাল।

৺গোপাল সান্যাল।

নৃসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল সান্যাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুড়মইলের শ্রোত্রীয় খাঁ মহাশয়দিগের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায়

বসতি করেন। এই কুড়মইলগ্রাম বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাস। এক্ষণে ইহা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার নামে পরিচিত। গোপালের চারি পুত্র—রামকান্ত, রামরুদ্র, রামবল্লভ ও শ্যামবল্লভ সান্যাল।

পাঠান রাজত্বকালে নবাবের রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী স্থানের ভূঁইয়ারা নবাবকে কিছু কিছু রাজস্ব দিয়া অধীনতা স্বীকার করিত। তাঁহারাই বাঙ্গালা দেশের বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত, তন্মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য অন্যতম ছিলেন। প্রত্যাপাদিত্যের পতনের পর ১৬১৫খৃঃ চাঁদ রায় নামে জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ঢাকার নবাব কাশীম খাঁর অধীনে করসংগ্রাহক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন, তজ্জন্য নবাব তাঁহাকে "রায় রাঁইয়ান" উপাধি দিয়াছিলেন। ১৬১৬ খৃঃ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর সাহ তাঁহার কার্য্য কুশলতায় প্রীত হইয়া "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়া বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, স্বরূপপুর, পাতিলাদহ, আমবাড়ী, সুজানগর, ইসলামবাড়ী, গয়বাড়ী এই আটখানি পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। বাহিরবন্দ ও গয়বাড়ী নাটোরের রাণী ভবানী নিলামে ক্রয় করেন। তৎপরে ১৭৮০ খৃঃ ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেব উহা রাণী ভবানীর নিকট হইতে লইয়া মুর্শিদাবাদ—কাশীমবাজার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন। আধুনা পাতিলাদহ কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সম্পত্তি। কলিকাতা-জানবাজারের সুপ্রসিদ্ধা রাণী রাসমণি স্বরূপপুর ক্রয় করেন, এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্রগণ ভোগ করিতেছেন। আমবাড়ী, ইসলামবাড়ী ও সুজানগর কাহার অধীনে আছে তদ্বিষয় অজ্ঞাত। ভিতরবন্দ এই বংশের অদ্যাপি রহিয়াছে।

তৎপরে চাঁদ রায়ের পুত্র রাজা রঘুনাথ রায় ১৬৯৩ খৃঃ রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি কাশীনাথ রায়ের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন।

কাশীনাথের পূর্ব্বপুরুষগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাইলচেরা গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরবন্দে বাস করিয়াছিলেন। ১৭২৩ খৃঃ রাজা রঘুনাথ রায় লোকান্তরিত হন। তিনি মৃত্যুকালে তদীয় পত্নী রাণী সত্যবতীকে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান। ১৭৮২ খৃঃ রাণী সতবতী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৺ রামকান্ত সান্যাল।

গোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকান্ত সান্যাল প্রায় সমুদয় বলিহার পরগণা উত্তরাধিকার ও ক্রয় সূত্রে প্রাপ্ত হন। সত্যবতীর মাতা ও রামকান্তের স্ত্রী উভয়ে সহোদরা ভগ্নী ছিলেন। রামকান্তের চারি পুত্র—কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ, রামরাম ও বিষ্ণুরাম রায়।

৺কৃষ্ণদেব রায়।

রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদেব রায়ের সহিত রাণী সত্যবতীর এক খুড়তুতো ভগ্নীর বিবাহ হইলে তিনি লক্ষ্মণপুর যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ রায়। তাঁহার দুই পুত্র—কেবলকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ রায়। কনিষ্ঠ শিবকৃষ্ণের তিন পুত্র—বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ ও বৈদ্যনাথ। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথের পুত্র—শ্রীনাথ; তাঁহার দুই পুত্র—চন্দ্রনাথ ও কালীনাথ। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথের পুত্র বিজয়নাথ; তাঁহার তিন পুত্র—যতীন্দ্রনাথ, শৈলেন্দ্রনাথ ও বিশ্বনাথ রায় লক্ষ্মণপুরে বাস করিতেছেন।

শিবকৃষ্ণের মধ্যম পুত্র শম্ভুনাথের তিন পুত্র—কালীনাথ, কৃষ্ণনাথ ও গৌরনাথ রায়। জ্যেষ্ঠ কালীনাথের দুই পুত্র—দুর্গানাথ ও গোবিন্দনাথ। কনিষ্ঠ গোবিন্দ নাথের তিন পুত্র—শিবেন্দ্রনাথ, তারকনাথ ও দেবেন্দ্র-

নাথ। জ্যেষ্ঠ শিবেন্দ্রনাথের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় লক্ষণপুরে বসতি করিতেছেন।

৺ প্রাণকৃষ্ণ রায়।

রামকান্তের মধ্যম পুত্র প্রাণকৃষ্ণের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও জগন্নাথ রায়। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের পুত্র নীলকণ্ঠ রায়। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্রনাথ রায়ের সহিত নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়ের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সেই সময় যৌতুকস্বরূপ একটি ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি অপুত্রক থাকায় শিবপ্রসাদকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। শিবপ্রসাদের দত্তক পুত্র রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় ১৮৮০ খৃঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথম "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় ভিতর-বন্দের অন্যতম জমিদার যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্থরেন্দ্রচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনাথ রায় নামে পরিচিত। ইহাঁর পুত্র কুমার শ্রীমান্ বিমলেন্দুনাথ রায়। অধুনা ইহা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

৺ রামরাম রায়।

রামকান্তের তৃতীয় পুত্র রামরাম রায় রাণী সত্যবতীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; তজ্জন্য রাণী তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। ১৭২৮ খৃঃ রামরাম ৺জগন্নাথদেব দর্শনে তীর্থযাত্রা করেন। সেই সময় জনৈক ধীবর মৎস্য ধরিবার সময় জালে একটি ৺ কালীর প্রতিমূর্ত্তি পাইয়াছিল। অনন্তর ঐ ধীবর উহা কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে দিয়াছিল, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের বিগ্রহকে সেবা দিবার সঙ্গতি ছিল না। রামরাম পুরীধাম

হইতে প্রত্যাগমন কালে সেই ব্রাহ্মণের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ দেবীর সেবায় অসমর্থ হইলে রামরাম স্বপ্নাদৃষ্ট হইয়া উহা স্বীয় বাটীতে আনিয়া দিলালপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। অধুনা ইহা দিলালপুরের "সিদ্ধেশ্বরী দেবী" নামে প্রচারিত। যখন দেবীকে আনয়ন করা হয় তখন রাণী সত্যবতী জীবিত ছিলেন। তিনি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দিলালপুর ও স্বরূপপুর পরগণা দেবীর সেবার্থে রামরামকে দান করেন। এই দেবী চিকলী নদীর উত্তরপূর্ব্বদিকে দিলালপুরে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন। রাণী সত্যবতী রামরামকে বিশেষ সম্মান করিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। ১৭২৯ খৃঃ নবাব সুজাউদ্দৌলা সন্তুষ্ট হইয়া রামরামকে বংশগত "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন। ১৭৩৫ খৃঃ রাণী সত্যবতী তাঁহার দেওয়ানী কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ভিতরবন্দ পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। অধুনা ইহা "দেওয়ান জায়গীর" নামে পরিচিত। এই স্থানে রামরাম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করেন। তিনি একটি বৃহৎ বৈটকখানা নির্ম্মাণ করেন, উহা "দেওয়ান খানা" নামে অভিহিত হয়। রামরাম জ্ঞানবান, ধার্ম্মিক, স্বাধীনচেতা ও সুকৃত পুরুষ ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যে জমিদারী তাঁহার পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ ও মধ্যম ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রামচন্দ্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া ১৭৫৪ খৃঃ পুণ্যভূমি বারাণসীধাম গিয়া বাস করেন। তদবধি ভিতরবন্দ পরগণা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

---

৬ কৃষ্ণগোবিন্দ রায়।

অতঃপর রামরামের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ রায় চৌধুরী পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৭৫৪ খৃঃ তিনি ভিতরবন্দ পরগণার অন্তর্গত পায়রা-

ডাঙ্গা নামক স্থানে বাসুদেব ভাদুড়ী নামক জনৈক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে চারিশত বিঘা নিষ্কর ভূসম্পত্তি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকান্তকে রাখিয়া যান।

৺ কৃষ্ণকান্ত রায়।

কৃষ্ণগোবিন্দের পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায় চৌধুরী উত্তরাধিকারী হন। তিনি বহুদর্শিতায় জ্ঞানবান ছিলেন। সমাজে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না, যে কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নিজের চরিত্রগুণে তথাকার সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি কালীকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

৺ কালীকান্ত রায়।

কৃষ্ণকান্তের দত্তক পুত্র কালীকান্ত রায় চৌধুরী ধার্ম্মিক ও স্বাধীন-চেতা ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি দুলাল বণিক নামক জনৈক হিন্দু কৃষক প্রজার নিকট একটি পিত্তলের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। যে স্থান হইতে কৃষক ঐ বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়, সেই স্থান তিনি তাহাকে দান করেন। এই বিগ্রহের সেবার জন্য কালীকান্ত ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। তিনি কুল-দেবতা গোপাল জীউর পরম ভক্ত ছিলেন। ১৮১৩ খৃঃ কালীকান্ত রায় চৌধুরী লোকান্তরিত হন। তাঁহার ছয় পুত্র—কাশীকান্ত আনন্দচন্দ্র, ভবানীকান্ত, রুক্মিণীকান্ত, রুদ্রকান্ত ও গৌরীকান্ত রায় চৌধুরী।

৺ কাশীকান্ত রায়।

কালীকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র কাশীকান্ত রায় চৌধুরী অপুত্রক থাকায় দুর্গাকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় নিঃসন্তান হওয়ায় বরদাকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন। নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভগ্নীকে বরদাকান্ত বিবাহ করেন। ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর প্রথমা কন্যার সহিত বরদাকান্তের পোষ্যপুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে।

৺ আনন্দচন্দ্র রায়।

কালীকান্তের মধ্যম পুত্র আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরী সামাজিক বিষয়ে উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি সদ্ব্যবহারে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতেন। তিনি অকালে ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করেন।

৺ মহেশচন্দ্র রায়।

অতঃপর আনন্দচন্দ্রের একমাত্র পুত্র মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানবান ছিলেন। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অধিক সময় ঐ শাস্ত্র আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি সহৃদয় ও দাতা ছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী নিঃসন্তান অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার পরলোকান্তে তদীয় পত্নী হৈমবতী দেবী বিষয় কার্য্য

পরিচালনা করিতেন। তিনি ধার্ম্মিক, দয়ালু ও পরহিতৈষিণী রমণী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে, হিন্দু বিধবাদিগকে ও নানা প্রকার সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করেন। অতিথিশালা, অন্নসত্র প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিহারের হরচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা। হরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর মোগল সরকারে কার্য্য করিয়া "খাঁ চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। শেষ অবস্থায় হৈমবতী ঢাকা-বিক্রমপুরের মূলচরের সান্যালবংশোদ্ভব যোগেন্দ্রচন্দ্রকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া বারাণসীধামে গিয়া বাস করেন। তথায় অবস্থানকালে প্রত্যহ বহু লোককে আহার দিতেন। সেই সময় তাহিরপুরের রাজা কাশীশ্বর রায়ের বিধবা পত্নী রাণী মাতঙ্গী দেবীও তথায় ছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে হৈমবতী দেবী কাশীধামে গতাসু হন।

৺যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়।

তদনন্তর যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৬৫ খৃঃ ভুটান যুদ্ধের সময় একদল ব্রিটিশবাহিনী ভিতরবন্দে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়াছিল, সেই সময় যোগেন্দ্রচন্দ্র তাহাদিগের রসদ যোগাইয়াছিলেন। তিনি রংপুর জেলার মধ্যে ভিতরবন্দে সর্ব্বপ্রথম দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন। তজ্জন্য ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে তৎকালীন বঙ্গেশ্বর স্যার রিচার্ড টেম্পল্ একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ধুবড়ী রেলপথ হইবার পূর্ব্বে বহু তীর্থ যাত্রী এই স্থান দিয়া আসাম-গৌহাটির ৺ কামাখ্যা দেবী দর্শনে গমন করিত, তখন তাহারা যোগেন্দ্রচন্দ্রের অতিথিশালায় আহার প্রাপ্ত হইত, অধিকন্তু তিনি অর্থ সাহায্যও করিতেন। তিনি অতি লোকবৎসল ও সহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তিনি বিদ্যা শিক্ষা ও সঙ্গীতের অনুরাগী এবং

উৎসাহদাতা ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকার ছিল। তিনি একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়া বোম্বাই, পুনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ভিতরবন্দে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ খৃঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাস, শ্রীযুক্ত হরিদাস ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র নামে তিন পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রচন্দ্রকে বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় দত্তক গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইনি কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনাথ রায় নামে বিদিত হইয়াছেন।

গোপালদাস রায়।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাস রায় সপ্তম বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইলে ইহাঁর পিতামহী হৈমবতী অভিভাবিকা থাকেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগমন করেন। ইনি মেট্রপলিটন ও সেণ্টজেভিয়ার কলেজে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাঁকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইনি কয়েক বৎসর কুড়িগ্রাম স্বাধীন বেঞ্চের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী সাহেব কুড়িগ্রাম হইয়া আসাম গমন কালে ইহাঁর সুবন্দোবস্তের জন্য প্রীত হইলে রংপুরের তৎকালীন মাজিষ্ট্রেট গ্রীন্ সাহেব ইহাঁকে একখানি ধন্যবাদসূচক পত্র দিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত ভিতরবন্দ দাতব্য ঔষধালয়ের বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত হইবার সময় ইনি অধিক সাহায্য করেন। উভয় ভ্রাতার চেষ্টায় ভিতরবন্দের মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় পাকা হইয়াছে। কুমার গোপালদাস এবং বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের পোষ্যপুত্র

কুমার শরদিন্দুনাথ রায় এক মাতার গর্ভজাত বলিয়া জ্যেষ্ঠ গোপালদাসকে ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী বাহাদুর কুমার সম্মানে অভিহিত করেন। এই বংশের মধ্যে ইনি প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত হইয়া ১৮৯৭ খৃঃ বেলভেডিয়ার দরবারে বঙ্গেশ্বর ম্যাকেঞ্জী বাহাদুর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯০১ খৃঃ ছোটলাট স্যার জন্ উড্‌বরর্ণ বাহাদুর ইহাঁর রাজভক্তি ও সৌজন্যতায় প্রীত হইয়া স্বীয় স্বহস্তাক্ষরযুক্ত একখানি ফটোগ্রাফ উপহার দিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃঃ ইনি ভিক্টোরীয়া এডওয়ার্ড নামক পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁর যত্নে দরিদ্র ছাত্রবৃন্দের জন্য ভিতরবন্দ "বেলাভোলেণ্ট্ ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাটোরের ছোট তরফের রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে। ময়মনসিংহ—রামগোপালপুরের রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোরের প্রথমা কন্যার সহিত ইহাঁর পুত্র শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্রের শুভ-পরিণয় হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার জে, বাগচীর সহিত ইহাঁর কন্যার বিবাহ হইয়াছে। মুক্তাগাছা, পুঁটিয়া, সুসঙ্গ, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানের সম্রান্ত বংশের সহিত ইহাঁদের আত্মীয়তা আছে।

রাজসাহী-তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়ের কন্যার সহিত ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় চৌধুরীর বিবাহ হইয়াছে।

কালীকান্তের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত রায় চৌধুরীর সহিত নটোরের ছোট তরফের রাজা শিবনাথ রায়ের একমাত্র কন্যা জয়দুর্গার বিবাহ হইয়াছিল।

৮ রুদ্রকান্ত রায়।

কালীকান্তের পঞ্চম পুত্র রুদ্রকান্ত রায় চৌধুরী অপুত্রক থাকায় একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার দত্তক পুত্র ভৈরবকান্ত রায় চৌধুরীও নিঃসন্তান থাকায় রোহিণীকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন। তাঁহার দত্তকপুত্র সারদাকান্ত রায় চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-কান্ত রায় চৌধুরীর সহিত ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

কুণ্ডি জমীদারবংশ।

৺ শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

১৬০৪ খৃঃ অম্বরাধিপতি রাজা মান সিংহ বঙ্গ বিজয় করিয়া আসাম অভিমুখে অভিযান করেন। সেই সময় মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তর বঙ্গের পথে অগ্রসর হইবার কালে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর আবশ্যক হয়। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন আঙ্গারপুর-চিরথিয়া নামে একখানি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম আছে। তথায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক হীনাবস্থাপন্ন সৎব্রাহ্মণ বসবাস করিতেন। তিনি ফুলিয়া মেলের স্বভাব কুলীন ছিলেন।

৺ কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে রাজ-অনুচরগণ কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিয়া মানসিংহের সমীপে আনয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের সদ্‌গুণ দেখিয়া মানসিংহ তাঁহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া রংপুর গমন করিয়াছিলেন। মোগল-বৈজয়ন্তী উত্তব বঙ্গে সর্ব্বপ্রথম কুণ্ডিতেই উড্ডীন হয়। তৎকালে কুণ্ডি পরগণা সরকার ঘোড়াঘাটের অধীনে সূর্য্যকুণ্ডি নামে খ্যাত ছিল। রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বর সম্রাট্ আকবর সাহের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আসাম সীমান্ত হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন কালে কুণ্ডি পরগণার শাসনভার তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী কেশবচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। ১৬২৩ খৃঃ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে কেশবচন্দ্র দিল্লী গমন করেন। তথায় গিয়া

প্রভৃত "পেশকস" ও অগ্রিম দুই বৎসরের রাজস্ব প্রদান করিয়া কুণ্ডি পরগণার জমিদারী স্বত্বের সনন্দ এবং "রায় চৌধুরী" উপাধিসহ খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঢাকা তৎকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কেশবচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ঢাকার সাহ জাহানের নিকটও বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তাঁহার আটটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে জমিদারী পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া যান।

৺ রামদেব রায় চৌধুরী।

কেশবচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদেব রায় চৌধুরী মোট জমিদারীর চারি আনা অংশ প্রাপ্ত হন; অবশিষ্ট বারআনা অংশ তাঁহার সাত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামদেবের অন্যান্য ভ্রাতৃ-পুত্রগণ অপুত্রক থাকায় পোষ্যপুত্র দ্বারা তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষিত হইতেছে।

এক্ষণে কুণ্ডির ভূম্যধিকারীগণ বহু শাখায় বিভক্ত। কুণ্ডি পরগণার অন্তর্গত সদ্যপুষ্করিণী গ্রামে ইহাঁদের আদি নিবাস। এই গ্রামের নাম একটি বৃহৎ সরোবরের নাম হইতে হইয়াছে। সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহ অতি অল্প সময় মধ্যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং ইহার পশ্চিমদিকের ঘাটের নিকট একটি ৺ শিব স্থাপন করিয়া যান। অদ্যাপি সেই শিবলিঙ্গের যথাবিধি পূজা হইয়া থাকে। কুণ্ডির প্রাচীন ভূম্যধিকারীবংশে সদ্গুণশালী বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে রংপুর জেলার বহুতর উন্নতি সাধিত হয়। ইহাঁদের চেষ্টায় রংপুরে সর্ব্বপ্রথম জমিদার সভা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইংরাজী বিদ্যালয়, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র প্রচার,

রাজপথ, স্নান ঘাট, সরোবর, দেবালয় ইত্যাদি নির্ম্মাণ হইয়াছে। কুণ্ডির জমিদারগণ পরোপকার ও স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ব্রিটীশ-রাজের শাসন সময়ের উপাধিপ্রাপ্ত রাজন্যবৃন্দের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুণ্ডির জমিদারগণ রংপুর জেলার রাজকীয় দরবারে সর্ব্বপ্রথম আসন প্রাপ্ত হইতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় কুণ্ডির ভূস্বামীগণ পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত। এই বংশোদ্ভব কবি কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর পুরস্কার ঘোষণায় বাঙ্গালার আদি নাটক "কুলীনকুল সর্ব্বস্ব" প্রকাশিত হয়। তিনি স্বভাব দর্শন, প্রেমারসধিক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৺ দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

কুণ্ডির জমিদারবংশে সাধক শ্রেণীর উচ্চস্থানীয় অনেক মহাত্মা কুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী একজন পরমযোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে নিরন্তর শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। সেবা পরায়নতা তঁহার জীবনের প্রধান গুণ ছিল। তিনি সুপণ্ডিত ও দূরদশী ছিলেন।

৺ গঙ্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী।

দুর্গাপ্রসাদের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠাশালী সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের হিতকর কার্য্যে অগ্রণী হইয়া তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শিষ্টাচার ও লোকপ্রিয়তায় সকলে মুগ্ধ হইতেন। তিনি জনহিতৈষণার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রযত্নে পক্ষপাত পরিহার করিয়া সকল সম্প্রদায়কে সমভাবে দেখিতেন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী।

গঙ্গাপ্রসাদের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৮৭৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বপুরুষগণের যশ ও কীর্ত্তি রক্ষার জন্য যত্নবান আছেন। ইহাঁর চেষ্টায় স্থানীয় অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইতেছে। বিশেষ যোগ্যতার সহিত দ্বাদশ বৎসর কাল অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে কার্য্য করেন। ইনি দক্ষতার সহিত স্থানীয় বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি অনেকগুলি সাধারণ সমিতির সম্পাদকতা করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সভাদিতে সদস্য নিযুক্ত আছেন। ইনি বিলাতের "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী" নামক সমিতির একজন সভ্য। বঙ্গসাহিত্যে ইহাঁর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। কমললোচনের "চণ্ডিকা বিজয়" গ্রন্থ রংপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে ইহাঁর ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে একখানি প্রশংসাপত্র ও দরবার মেডেল পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৯১২ খৃঃ ২৪শে জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গঙ্গাপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান শ্যামদাস রায় চৌধুরী বিদ্যমান।

৺ রাজমোহন রায় চৌধুরী।

এই বংশসম্ভূত রাজমোহন রায় চৌধুরী একজন আদর্শ ভূম্যধিকারী ছিলেন। তিনি কলিকাতার তৎকালীন হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। রাজমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮৩৬ খৃঃ তাঁহার যত্নে ও চেষ্টায় রংপুরে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ খৃঃ তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে নিজ নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া "রংপুর বার্ত্তাবহ" নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র মধুসূদনকে রাখিয়া যান।

৺ মধুসূদন রায় চৌধুরী।

রাজমোহনের পুত্র মধুসূদন রায় চৌধুরী ১৮৭৪ খৃঃ দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খুলিয়া বহু দরিদ্র প্রজার জীবনরক্ষা করেন। তিনি স্বীয় জমিদারীর মধ্যে নীলকুঠি স্থাপন এবং মুর্শিদাবাদে একটি রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণিজ্যে লক্ষ্মীর কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। মধুসূদন রায় চৌধুরী ২৯ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম কালে নবদ্বীপধামে বিসূচীকা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদারী কার্য্য পরিচালনে ভূস্বামীগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠান্বিত। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর মহামান্য ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভিষেক সময় একখানি প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বহুকাল রংপুর সদর মহকুমার চেয়ারম্যান ছিলেন; কয়েক বৎসর হইতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রংপুরে যে সকল গ্রাম্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুণ্ডিস্থিত প্রথম সমিতির ইনি সভাপতি মনোনীত হন।

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র রংপুরের বিদ্যোৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮৭৬খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক ও পৃষ্ঠপোষক। অন্যান্য সদনুষ্ঠানের মধ্যে "রংপুর সাহিত্য পরিষদ" এবং "উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন" ইহাঁর স্মৃতি চিরসমুজ্জ্বল রাখিবে। ১৯০৫ খৃঃ ইনি রংপুরে সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খৃঃ উহা হইতে "উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন" সৃষ্টি হইয়াছে। সুরেন্দ্রচন্দ্র প্রথম হইতেই উভয় অনুষ্ঠানে সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ইনি একজন সুলেখক বলিয়া পরিচিত। ইহাঁর রচিত গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। ইহাঁর কবিত্বপ্রভারও পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইনি রংপুর জেলার একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। রংপুরের "ডিষ্ট্রীক্ট্ গেজেটিয়ার" প্রস্তুত সময় উহার উপাদান সংগ্রহে ইনি রংপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টারের বিশেষ সহায়তা করেন। দেশহিতকর অনুষ্ঠানে ইহাঁর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি রংপুরে প্রথম গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বগ্রামের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য সমিতিকে লোক্যাল বোর্ড প্রতিবৎসর অর্থ সাহায্য করিতেছেন। কুণ্ডি-গোপালপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বেতগড়ী মধুসূদন মেমোরিয়াল মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় কমিটীর সভাপতিরূপে ইনি প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার উভয় ভ্রাতায় বহন করেন। মহাজনের সুদের হস্ত হইতে প্রজাবর্গের রক্ষাকল্পে ইনি "রংপুর জমিদারী ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই ব্যাঙ্ক হইতে প্রজাগণ জমিদারবৃন্দের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম সুদে টাকা ঋণ করিতে পারে। ইনি রংপুর জমিদার সমিতির সম্পাদক।

তারাশ জমীদারবংশ।

৺ বাসুদেব তালুকদার।

পাবনা জেলার অন্তর্গত তারাশ গ্রামের প্রায় দশ মাইল পূর্ব্বদিকে দেবচড়িয়া নামক একটি পল্লীতে শ্রীরাম দেবের পুত্র বাসুদেব তালুকদার নামান্তর নারায়ণ দেব চৌধূরী নামে এক ব্যক্তির বসতি ছিল। তিনি ঢাকার নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। বাসুদেবের কার্য্যে নবাব ইসলাম খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া "চৌধুরাই তারাশ" নামক সম্পত্তি জায়গীর প্রদান করেন। তৎকালে পরগণা কাটার মহল্লা রাজসাহী—সাঁতৈলের রাজার জমিদারী ছিল। তদন্তর্গত দুই শত মৌজা লইয়া এই চৌধুরাই তারাশ নামক জমিদারীর সৃষ্টি হয়। একদা বাসুদেব রাজকার্য্য বশতঃ ঢাকা গমনকালে বর্ত্তমান তারাশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে একটি অনাবৃত বাণলিঙ্গের উপর কামধেনুকে দুগ্ধবর্ষণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেনু অন্তর্হিত হয়। অতঃপর ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তিনি বাণলিঙ্গকে স্বীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া উহা উত্তোলনে চেষ্টা করেন, কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। অনন্তর তিনি তারাশে ভদ্রাসন নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসতি করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺ গোপীনাথ দেব নামক বিগ্রহের নামানুসারে তদীয় ভদ্রাসন চড়িয়া স্থান "চড়িয়া গোপীনাথপুর" নামে কথিত হইতেছে। তিনি উক্ত বিগ্রহের জন্য গোপীনাথপুর এবং চড়িয়া তালুক উৎসর্গ করেন। তিনি এক দিবস একটি ভেককে সর্প ধরিতে দেখিয়া তথায় মনসার বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই বেদী অদ্যাপী বর্ত্তমান আছে। ১৬০৫ খৃঃ তিনি বাণলিঙ্গের মন্দির

নির্ম্মাণ করেন। বাণলিঙ্গটী ঐ প্রদেশে "কপিলেশ্বর" নামে পরিচিত। বাসুদেবের দুই পুত্র—জয়কৃষ্ণ ও রামনাথ চৌধুরী।

৺ জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী।

বাসুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ চৌধুরী ঢাকার নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন, তজ্জন্য তিনি "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার সাত পুত্র—রাজারাম, গঙ্গারাম, ঘনশ্যাম, রামদেব, বলরাম, হরিরাম ও রামরাম রায়; তন্মধ্যে রামদেব, বলরাম ও রামরাম ভিন্ন অন্য কাহারও বংশ বৃদ্ধি হয় নাই।

৺ রামদেব রায়।

জয়কৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র রামদেব—হরিদেব—শ্যামরাম। তাঁহার দুই পুত্র—শিবনারায়ণ ও রামকৃষ্ণ রায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন; কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণের পুত্র রাধামোহন রায়। তাঁহার কুঞ্জেশ্বরী ও দ্রৌপদী নামে দুইটি কন্যা হইয়াছিল। কুঞ্জেশ্বরীর পুত্র হরগোপাল রায় এবং দ্রৌপদীর পুত্র গতিকৃষ্ণ রায় ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর রায়।

৺ বলরাম রায়।

জয়কৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র বলরাম রায় বাঙ্গালার সুবাদার আজিম ওসমানের দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত হন। বলরাম নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থশালী হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধানে মনোনিবেশ করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান

ছিলেন। তিনি পুরাতন কুঞ্জবন নামক সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, অধিকন্তু কাশী, গয়া ও বৃন্দাবনে সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। বলরাম মাতৃবিয়োগের পর স্বীয় ভবনে ৺ রসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ১৭১৮ খৃঃ উক্ত বিগ্রহের জন্য দ্বিতল দোলমঞ্চ নির্ম্মাণ হয়। ১৭৯২ খৃঃ কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হুসেনসাহীর অংশ পরগণা বড়বাজু ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৭৩৪ খৃঃ বলরাম রায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—রঘুরাম, হরিনাথ ও জগন্নাথ রায়; তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ রায় নিঃসন্তান ছিলেন। বলরামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ এবং ভ্রাতা রামদেব ও রামরামের পুত্রগণ পৃথক হন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরামের বংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত।

বলরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুরাম রায়ের দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও রামকেশব রায়, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র রামকেশবের বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের তিন পুত্র—রামরুদ্র, রামলোচন ও রামসুন্দর রায়। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ রামসুন্দরের পুত্র কৃষ্ণসুন্দর, তৎপুত্র গৌরসুন্দর; তিনি অপুত্রক থাকায় বনওয়ারীলালকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বনওয়ারীলালের কৃষ্ণপ্যারী ও ক্ষীরোদবাসিনী নামে দুই পত্নী ছিলেন। তদীয় প্রথমা পত্নী কৃষ্ণপ্যারী, রঘুরামের মধ্যম ভ্রাতা হরিনাথের বংশীয়, বনমালীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

৺ বনমালী রায়।

১৮৬২ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে রায় বনমালী রায় বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জেলা স্কুলে প্রবেশিকার পাঠ্য পর্য্যন্ত অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৮২ খৃঃ দত্তক পিতা বনওয়ারীলালের মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও সুবন্দোবস্ত জন্য জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে প্রায় যোগদান করিতেন। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ, টমসন হল, ইলিয়ট্ শিল্প বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জের বি-এল স্কুল গৃহ, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার, শ্যামকুণ্ডুর পঙ্কোদ্ধার, জগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার এবং অন্যান্য সাধারণ হিতকর কার্য্যে বহু অর্থ দান করেন। তিনি অনেক আতুর ব্যক্তিকে অন্নদান ও বস্ত্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ে, সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে, দাতব্য হাঁসপাতালে বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা দান করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দানের প্রশংসা করিয়া ১৮৯৩ খৃঃ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি নবদ্বীপের গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাকে "রাজর্ষি" উপাধি প্রদান করেন। তিনি পাবনা জেলার একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও বারেন্দ্র কায়স্থসমাজের জননায়ক ছিলেন। বাৎসরিক প্রায় ষাঠ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কুলদেবতার জন্য দেবোত্তরে বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৩ খৃঃ হইতে তিনি মথুরার অন্তর্গত রাধাকুণ্ডু নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। তথায় একটি বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবন বৃন্দাবন-ধামে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও অতিথিসেবায় অতিবাহিত করেন। ১৯১২ খৃঃ পাবনার এডওয়ার্ড কলেজে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৪ খৃঃ ২৩শে নবেম্বর সুপ্রসিদ্ধ দানশীল জমিদার রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুর ৺ বৃন্দাবনধামে তনুত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশভূষণ রায় ও শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় নামে দুইটী পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব

এবং বৃন্দাবনে অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে ইহাঁর দানের পরিচয় পাওয়া যায়।

৺ হরিনাথ রায়।

বলরামের মধ্যম পুত্র হরনাথ রায়ের দুই পুত্র—রাধানাথ ও রামানন্দ রায়। জ্যেষ্ঠ রাধানাথের দুই পুত্র—গোপীনাথ ও গৌরীনাথ রায়। গোপীনাথের পুত্র গোলকনাথ রায় ১৮৩৯ খৃঃ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে মুকুন্দলাল নামে একটি পুত্র এবং রূপমঞ্জুরী ও উজ্জ্বলমণি নাম্নী দুইটী কন্যা রাখিয়া যান।

রাধানাথের কনিষ্ঠ পুত্র গৌরীনাথ রায়ের এক পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ রায়। তাঁহার তিন পুত্র—হরিশ্চন্দ্র, অন্নদাপ্রসাদ ও বনমালী রায়। কনিষ্ঠ পুত্র বনমালীকে বনওয়ারীলালের প্রথমা পত্নী কৃষ্ণপ্যারী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামানন্দ রায়ের দুই পুত্র—নন্দকুমার ও নন্দগোপাল রায়; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকুমার নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ নন্দগোপালের একটি পুত্র হরগোপাল রায়। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বিদ্যমান।

৺ হরিরাম রায়।

জয়কৃষ্ণের ষষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায়ের দুই পুত্র—সীতারাম ও রামকৃষ্ণ রায়। রামকৃষ্ণ রায়ের পুত্র রামদেব রায়, তৎপুত্র হরিদেব রায়। তাঁহার চারি পুত্র—রামশরণ, শ্যামরাম, জীবনশরণ ও রাধাকৃষ্ণ রায়। কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের দুই পুত্র—কৃষ্ণকুমার ও ব্রজকুমার রায়। তাঁহারা উভয়ে নিঃসন্তান ছিলেন।

৮ রামরাম রায়।

জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রামরাম রায় নবাব সরকারের বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব আজিম ওসমানের সময় নাটোরের রঘুনন্দনের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়। মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে কাননগো দপ্তরে রঘুনন্দনের একাধিপত্য হইয়াছিল। পুঁটিয়ার রাজসংসারে কার্য্যকালে রঘুনন্দন সাঁতৈল জমিদারীর বিষয় বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। ১৭২০ খৃঃ সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ সান্যাল প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার পত্নী রাণী সর্ব্বাণী একবিংশ বর্ষ বয়সে নিঃসন্তান বিধবা হইয়া সাঁতৈল রাজ্য পরিচালনভার গ্রহণ করেন। রাজা রামকৃষ্ণের অপব্যয় জন্য প্রচুর ঋণ হয় এবং কর্ম্মচারীগণ রাজসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিলে জমিদারীর কার্য্য পরিচালন জন্য অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। সেই সময় রঘুনন্দন রায় সাঁতৈল জমিদারী পরিচালনের উপযুক্ত ভাবিয়া রামরাম রায়কে স্থির করেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার যত্নে এই প্রদেশের অনেক লোক এবং কতিপয় আত্মীয় নবাব সরকারে বিষয় কার্য্য প্রাপ্ত হন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, প্রভৃতি সৎকার্য্যে তাঁহার আস্থা ছিল। রামরাম সাঁতৈল সরকারের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নাটোর জমিদারীর সৃষ্টি হইতে দেওয়া পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজা রামকান্তের সময় বার্দ্ধক্যে নাটোরের রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে রামশরণ রায় নামে একটী পুত্র রাখিয়া যান।

রামশরণের পুত্র কৃষ্ণশরণ রায়ের চারি পুত্র—কৃষ্ণমোহন, কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণকমল ও কৃষ্ণবিহারী রায়; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন।

জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণমোহনের পুত্র গৌরীমোহন রায়। তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁহার পত্নী পদ্মমণি প্যারীমোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্যারীমোহনের পুত্র মোহিনীমোহন রায়।

তৃতীয় কৃষ্ণকমল রায়ের পুত্র গিরীশচন্দ্র রায় নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার পত্নী জগৎলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায়কে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন।

৮ রামনাথ রায়।

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদারের কনিষ্ঠ পুত্র রামনাথ রায়ের দুই পুত্র রামগোপাল রায় ও রামহরি রায়।

রামনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল রায়ের পুত্র গঙ্গারাম রায়, তাঁহার এক পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পুত্র শিবচন্দ্র ও শম্ভূচন্দ্র রায়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ শম্ভূচন্দ্র রায়ও অপুত্রক থাকায় তাঁহার পত্নী নবীনকিশোরী ঈশ্বরচন্দ্র রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পোষ্যপুত্র সতীশচন্দ্র রায়, তদীয় দত্তক পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়।

রামনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামহরি রায়ের তিন পুত্র জগন্নাথ, রামকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ রায়।

রামহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ রায়ের পুত্র মনোহর রায়, তৎপুত্র জগমোহন রায়, তাঁহার পুত্র হরমোহন রায়, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় নিঃসন্তান।

রামহরির মধ্যম পুত্র রামকৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র রাজকৃষ্ণ রায়। তাঁহার তিন পুত্র—কৃষ্ণকুমার, ব্রজকুমার ও রাজকুমার রায়; ইহাঁদের মধ্যে ব্রজকুমারের ব্রজবালা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র কেবলকৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র শিবকৃষ্ণ রায়। তৎপুত্র নবকুমার রায়। তাঁহার দুই পুত্র গৌরকিশোর ও ব্রজকিশোর রায়।

চতুর্থ খণ্ড।

ঢাকা বিভাগ।

নবাব বংশ।

ঢাকার নবাবদিগের আদি নিবাস কাশ্মীর নগর। আবদুল হাকীম নামক জনৈক ব্যক্তি প্রথমে কাশ্মীর হইতে মোগল দরবারে কর্ম্ম পাইয়া দিল্লীতে বাস করেন। ১৭৩৯ খৃঃ পারসীক নরপতি নাদীর সাহ দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহের সময় দিল্লীর সিংহাসন আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় আবদুল হাকীম সপরিবারে শ্রীহট্ট পলায়ন করেন। তিনি তথায় বাণিজ্যে সঙ্গতিপন্ন হইলে তাঁহার পিতা মৌলবী আবদুল কাদের এবং ভ্রাতা মৌলবী আবদুল্লা ও আবদুল ওহাব আসিয়া তাঁহার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। আবদুল হাকীম বাণিজ্য দ্বারা বিত্তশালী হইয়া শ্রীহট্টে অনেক ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান।

৺ মৌলবী আবদুল্লা।

আবদুল হাকীমের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা মৌলবী আবদুল্লা বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি শ্রীহট্ট হইতে ঢাকার বেগমবাজার নামক স্থানে আসিয়া বসতি করেন। আবদুল্লা যাবতীয় সম্পত্তি মৌলবী হাফিজুল্লাকে দান করিয়া মক্কাতীর্থ যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

৺ মৌলবী হাফিজুল্লা।

তৎপরে মৌলবী হাফিজুল্লা সমুদয় সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি ঢাকা ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

৺ খোজা আলীমুল্লা।

হাফিজুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খোজা আলীমুল্লা জমিদারী প্রাপ্ত হন। তিনি বহুদর্শিতায় বিশেষ জ্ঞানবান হইয়াছিলেন। দরিদ্র ছাত্রকে অন্নদান করিতেন, এতদ্ব্যতীত শিক্ষা বিভাগেও অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। বহু দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার অর্থ সাহায্যে ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল।

৺ খোজা আবদুল গণি।

অতঃপর আলীমুল্লার পুত্র স্বনামখ্যাত নবাব আবদুল গণি বাহাদুর পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। ১৮১৩ খৃঃ তিনি ঢাকা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত মৌলবী ও শিক্ষকের নিকট তাঁহার প্রাথমিক উর্দ্দু, পারসী ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হয়। সেই সময় আলীমুল্লা সাহেব পুত্রের বৈষয়িক শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করেন। আবদুল গণি অল্পদিন মধ্যে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ তিনি ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশরাজকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। ১৮৬৬ খৃঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৮৬৭ খৃঃ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য

নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ স্থন্নি ও সিয়া এই উভয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইলে আবদুল গণি একটি বৃহৎ সভার অধিবেশন করেন, সেই সভায় প্রায় বিশ সহস্র মুসলমান উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি নিজ ব্যয়ে তাহাদের আতিথ্য সৎকার পূর্ব্বক উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ ভঞ্জন করেন। ১৮৭১ খৃঃ আবদুল গণি "সি-এস্-আই" উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার সিম্‌সন্ বাহাদুর একটি দরবার করিয়া উপাধি সনন্দ প্রদান করেন। তৎকালে তিনি ঢাকার সাধারণ উপকারার্থে গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দিয়াছিলেন। ঐ টাকায় ঢাকা সহরে জলের কল স্থাপন হয়, কিন্তু উহাতে ব্যয় সঙ্কুলন না হওয়ায় তিনি তৎকার্য্যে পুনরায় দেড়লক্ষ মুদ্রা দান করেন। বিনা ট্যাক্সে লোকে জল পাইতে পারে ইহাই তাঁহার নির্দ্ধারণ ছিল। ১৮৭৪ খৃঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুর ঢাকা গমনপূর্ব্বক জলের কলের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৭৫ খৃঃ নর্থব্রুক বাহাদুর তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "নবাব বাহাদুর" উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর ডিসেম্বর মাসে স্বর্গীয় ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই সময় তিনি লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যুবরাজকে সম্মানার্থ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তৎকালে যুবরাজ তাঁহাকে একটি মেডেল উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে ইংলণ্ডেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়া "ভারত রাজরাজেশ্বরী" বলিয়া ঘোষিতা হন। সেই রাজসূয় যজ্ঞে আবদুল গণি পুরুষানুক্রমে "নবাব বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ মে মাসে ঢাকা বিভাগের তৎকালীন কমিশনার পিকক্ সাহেব কর্ত্তৃক জলের কল উদ্বোধন হইয়াছিল। নবাব বাহাদুর বদান্যতার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষ পরিচিত। ফ্রাঙ্কো—জার্ম্মান যুদ্ধে

আহত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ৬,০০০, ফ্রান্সের বিসূচীকা রোগগ্রস্থ-দিগকে ২,০০০, ইটালীর ঐ কার্য্যের জন্য ২,০০০, রুস—তুরস্ক যুদ্ধে আহতগণকে ২০,০০০, তুরস্ক দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ৯,০০০, ল্যাঙ্কেসায়ার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ৩,০০০, আয়র্লণ্ড দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ৬,০০০, উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে ১০,০০০, রিলিফ্ ফণ্ডে ২৫,০০০, মক্কার গোবিদাখাল সংস্কারের জন্য ৪০,০০০, ১৮৬৪ খৃঃ মহাঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য ভাণ্ডারে ৯০০০, ঢাকার ব্যাক্ল্যাণ্ড বাঁধ নির্ম্মাণকল্পে ৩০,০০০, মক্কার তীর্থ যাত্রীদিগের জন্য ২৯,০০০, ঢাকার মিটফোর্ড হাঁসপাতালের সহিত স্ত্রীলোকদিগের ওয়ার্ড নির্ম্মাণকল্পে ২০,০০০, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ১২,০০০, কলিকাতা আলিপুরের পশুশালায় ১০,০০০, ঢাকার ইমামবারা সংস্কার জন্য ২০,০০০, ঢাকায় মহাঝড়, ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ৫০,০০০, সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতে আগমন কালে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা ভাণ্ডারে ৩,০০০ টাকা দান করেন। ঢাকায় অনেক দরিদ্র ছাত্র বেতন দিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নবাব বাহাদুর তথায় একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় শিক্ষা বিস্তারে অর্থদান করিয়াছিলেন। দাতব্য হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন নিমিত্ত সাহায্য করিতেন। তিনি নিজ ব্যয়ে ঢাকায় একটি অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকার ভিক্ষুকেরা মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া কষ্ট না পায়, তজ্জন্য মাসিক ৮০০ টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া একটি দরিদ্রাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বহু অর্থ দান করিয়া যান। হিন্দুর দেবালয়, মুসলমানের মসজিদ, খৃষ্টানের গির্জ্জা ও ব্রাহ্মদিগের মন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্থাপনে তাঁহার অনেক দান ছিল। নবাব বাহাদুর জীবনে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃঃ আবদুল

গণি বাহাদুর "কে-সি-এস্-আই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হন্। তৎকালে রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিন্ ঢাকা গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে উপাধিভূষণে বিভূষিত করেন। তাঁহার নিকট দানার্থী ও অনুগ্রহ-প্রার্থীগণ নিষ্ফল হইতেন না। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য প্রিয় ব্যবহার করিতেন। অনেক বিপন্ন ভূস্বামী তাঁহার করুণা ও সদয় দানে বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। তিনি অনেক স্থলে স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হইয়া জমিদারের পরস্পর বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু সমাজের নানা শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত এবং মুসলমান সমাজের তাদৃশ মৌলবীদিগের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল। তিনি কোন কোন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে দান করিতেন। হিন্দু জ্যোতীষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কর-কোষ্ঠী প্রণেতা পণ্ডিত রামতনু বাচস্পতিকে তিনি ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দান ও উপকারকল্পে জাতিভেদ ছিল না। সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। ১৮৯৬ খৃঃ ২৪শে আগষ্ট নবাব স্যার আবদুল গণি বাহাদুর পরলোকযাত্রা করিয়াছেন।

৮ খোজা আসানুল্লা।

নবাব বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব খোজা আসানুল্লা বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খৃঃ তিনি ঢাকা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দ্দু ও ইংরাজী ভাষার ব্যুৎপন্ন ছিলেন। উর্দ্দু ভাষায় প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং ইংরাজীতে এরূপ সুন্দররূপে পত্রাদি ও রিপোর্ট লিখিতেন যে অনেক প্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী তজ্জন্য তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ১৮৬৪ খৃঃ ৪ঠা অক্টোবর মহা-ঝড়ের সময় তিনি জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খৃঃ আবদুল গণি সাহেব বিষয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলে পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর ঢাকা মিউনিসিপালিটির কমিশ-নার ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ তিনি দিল্লীর দরবারে ব্যক্তিগত "নবাব" উপাধি প্রাপ্ত হন। নবাব বাহাদুর চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা সহরে বৈদ্যুতিক আলোক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ খৃঃ মাননীয় বোল্টন সাহেব কলিকাতা হইতে ঢাকা গমন করিয়া উহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের জন্য প্রশংসা করিয়া নবাব আসানুল্লাকে "কে-সি-আই-ই" উপাধি সম্মান দিয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর স্বয়ং জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী ও নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন। পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য তাঁহার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি মিথ্যা কথা কহিতেন না এবং প্রবঞ্চনাকে মহাপাপ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল ; গণি সাহেব যখন নিতান্ত বৃদ্ধ তখনও তিনি প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। আসানুল্লা আজীবন পবিত্রভাবে ও সংযতচিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। নবাব বাহাদুর পিতার ন্যায় নানা গুণের অধিকারী হইয়া দেশের বিবিধ হিত-সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি জীবনে ন্যূনকল্পে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেশের নানারূপ সৎকার্য্যে দান করেন। ১৯০১ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর নবাব স্যার খোজা আসানুল্লা বাহাদুর হৃদরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফিজুল্লা পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

৺ খোজা সলিমুল্লা।

আসান্থল্লার দেহান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নবাব খোজা সলিমুল্লা বাহাদুর উত্তরাধিকারী হন। ১৮৭১ খৃঃ ৭ই জুন তিনি ঢাকা নগরে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন একবিংশ বৎসর মাত্র, সেই সময় তিনি এক রমণীর পাণি গ্রহণাভিলাষী হন, কিন্তু উহাতে পিতার মত ছিল না। পিতাপুত্রে মনোমালিন্য হইলে নবাব সলিমুল্লা পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া যান। ১৮৯৩ খৃঃ ঢাকার তৎকালীন মাজিষ্ট্রেট লটমন জন্‌সনের অনুগ্রহে তিনি একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। তথা হইতে মজঃফরপুরে বদলি হন। দুই বৎসর পরে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার বিশাল জমিদারী ও প্রভূত অর্থের অধিকারী হন। তিনি ঢাকা সহরে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ খৃঃ নবাব বাহাদুর "সি-এস-আই" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খৃঃ ১লা জানুয়ারী দিল্লীর অভিষেক দরবারে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই রাজসূয় যজ্ঞে নবাব বাহাদুর "কে-সি-এস্-আই" উপাধি লাভ করেন। পরবৎসর তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৬ খৃঃ পূর্ব্ব বঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট হেয়ার সাহেবের প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপনকল্পে ৩০০৲ টাকা দিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে নবীন ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের অভ্যর্থনাকল্পে চাঁদার যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ২০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে স্যার সলিমুল্লা বাহাদুর "জি-সি-আই-ই" উপাধি সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে ভারত সম্রাট্ ও রাজ্ঞীর রাজসভা

হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের নবাব স্যার ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা খাঁ বাহাদুর ঢাকার নবাব বাহাদুরকে সম্রাট সমীপে যথারীতি পরিচিত করেন। ১৯১২ খৃঃ ২রা মার্চ্চ কলিকাতার ডেলহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউটে "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মহা-মিডেন্ এসোসিয়েসন" নামক মুসলমান সমিতির অধিবেশনে নবাব বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯১২ খৃঃ ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতার লাটভবনে রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর একটি দরবার করিয়া নবাব বাহাদুরকে উপরোক্ত উপাধি সনন্দ ও খেলাত প্রদান করেন। ১৯১৩ খৃঃ নবাব বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারী সভ্য নিযুক্ত হন। তিনি ভারতীয় মুসলমান সমিতির এবং বঙ্গদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খোজা হবিবুল্লা বাহাদুর বিষয় কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন। অবশেষে ১৯১৫ খৃঃ ১৫ই জানুয়ারী নবাব স্যার খোজা সলিমুল্লা বাহাদুর কলিকাতায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ সমাধির জন্য ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিল। নবাব বাহাদুর মৃত্যুকালে ৪ পত্নী, ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

নবাব বাহাদুরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাবজাদা খোজা হবিবুল্লা উত্তরাধিকারক্রমে নবাব বাহাদুর পদ লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম বিশ বৎসর মাত্র হইয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ ২রা জানুয়ারী নবাবজাদা খোজা হবিবুল্লার সহিত নবাব খোজা মহম্মদ ইস্থফের পৌত্রীর বিবাহ হইয়াছে।

নবাব বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র সাহেবজাদা খোজা আবদুল গণি ১৯১৩ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী টাইফয়ড্ জ্বরে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

নবাব বাহাদুরের পুত্র হাফিজুল্লা ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষা করেন

ভাওয়াল রাজবংশ।

প্রবাদ আছে যে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণায় রাজা শিশুপালের রাজধানী ছিল। মহাভারতে চেদিরাজ্য শিশুপালের রাজধানী বলিয়া জানা যায়। তদনুসারে ভাওয়াল চেদিরাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বুড়ীগঙ্গার উত্তর তীরস্থ বর্ত্তমান ঢাকা নগরী পূর্ব্বে ভাওয়ালের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল।

কোন্ সময়ে কি প্রকারে ভাওয়াল দিল্লীর সম্রাটের অধিকার-ভুক্ত হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। ভাওয়ালের অন্তর্গত চৈরা নামক গ্রামে মুসলমান গাজীবংশীয়গণ বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশের পূর্ব্বকালীন রাজধানী ঢাকার নবাব সরকারের অধীনে ঢাকা জেলার কয়েকটী পরগণার শাসনভার গাজীবংশের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা পালওয়ান গাজী নামক জনৈক দরবেশের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। পালওয়ান গাজীর পুত্র ভাওয়াল গাজী, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হন। সেই ভাওয়াল গাজীর নামানুসারে "ভাওয়াল পরগণা" নাম হইয়াছে। তৎকালে বুড়ীগঙ্গার তীর হইতে গারো পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত অরণ্য স্থান ভাওয়াল নামে উক্ত হইত।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী-নিবাসী কুশধ্বজ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ভাওয়াল গাজীর বংশধর ফজল গাজীর পুত্র দৌলত গাজীর সরকারে দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ত্তমান জয়দেব-পুরের পশ্চিমস্থ চান্দনা গ্রামে স্বীয় আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন।

৺ বলরাম রায় চৌধুরী।

কুশধ্বজের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলরাম, গাজী বংশীয়দিগের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় বাকী রাজস্বের জন্য দৌলত গাজীর জমিদারী নীলাম হইলে ভাওয়াল পরগণার নয় আনা অংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া কুশধ্বজের পুত্র বলরামের হস্তগত হয়। অতঃপর তিনি নবাব সরকার হইতে "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বলরাম রায় চৌধুরী হইতেই জয়দেবপুরের রাজবংশের সূত্রপাত হয়।

৺ শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।

বলরামের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী চান্দনা হইতে স্বীয় বাসভবন উঠাইয়া পীড়াবাড়ী নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তিনি ধর্ম্মশীল, শান্তিপ্রিয় ও প্রজাবৎসল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সাহস ও তেজস্বিতা ছিল না।

৺ জয়দেব রায় চৌধুরী।

শ্রীকৃষ্ণের বংশধর জয়দেব রায় চৌধুরী স্বকীয় নামানুসারে পীড়াবাড়ীর নাম জয়দেবপুর রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক প্রজার অবস্থা ও চরিত্র তদন্ত করিতেন এবং প্রত্যেকের অভাব মোচন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের সদুপায় করিয়া দিতেন।

৺ গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী।

এই বংশোদ্ভব গোলকনারায়ণ রায় চৌধুরী সংসারের প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি উদাসীনের ন্যায় দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেন। তদীয় জননী সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়া পুত্রকে সংসারধর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই।

৺ কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী।

গোলকনারায়ণের পুত্র মহাত্মা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী তৎকালে প্রচলিত পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাঁহার উপর সংসারের ভার ন্যস্ত হয়। তিনি জমিদারীতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় বিত্ত সম্পত্তির আয়তন অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন; অধিকন্তু ভাওয়ালের নানা স্থানে রাজপথ ও সেতু নির্ম্মাণ করেন। জয়দেবপুর ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস এবং ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে বিদ্যালয় স্থাপন ও জলাশয় খনন পূর্ব্বক স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঢাকার উন্নতি কল্পেও বহু অর্থ দান করেন। তিনি বিবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। ঢাকার তৎকালীন মাজিষ্ট্রেট ওয়াণ্টার সাহেব তাঁহাকে অতিশয় ভাল বসিতেন। তিনি মৃগয়া প্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য সাহেবদিগের সহিত সর্ব্বদা শিকারে প্রবৃত্ত হইতেন। ঢাকার ও অন্যান্য স্থানের ইংরাজগণ শিকার উপলক্ষে ভাওয়ালে গিয়া তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিতেন, তজ্জন্য তিনি সাহেব-দিগের বাসোপযোগী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া নানা প্রকার বহুমূল্য সামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যায়

ঐকান্তিক অনুরাগ ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি দেশায় গায়কদিগকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি সামান্য কবি-ওয়ালাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সঙ্গীত রচনা দ্বারা উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতেন এবং তাহাতে আনন্দ উপভোগ করিতেন। কর্ম্মকুশল কালীনারায়ণ স্বদেশে প্রজাহিতৈষিণী সভা সংস্থাপন করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রমতে ধর্ম্মবিগর্হিত কন্যাপণ প্রথা নিবারণ জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার দাতব্যে অনেক দরিদ্রের বিবাহাদি কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করিতেন না এবং কটুকথা বলিতেন না। দরিদ্র লোকদিগের সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন এবং তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি দান করিয়া সুখী হইতেন। তিনি সর্ব্বজন প্রিয় ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট খ্যাতনামা রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর "সি-আই-ই" বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে বিদায় লইয়া ভাওয়াল রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণে নিযুক্ত হন। কালীপ্রসন্ন ছাব্বিশ বৎসর কাল এই রাজ্যের ম্যানেজার থাকিয়া জমিদারীর বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কালীনারায়ণ মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে রাখিয়া যান।

৺ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

অতঃপর কালীনারায়ণের পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৮৫৮ খৃঃ অক্টোবর মাসে তিনি জয়দেবপুর রাজ-ভবনে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার জমিদারী ঢাকার উত্তরাংশ হইতে ময়মন-সিংহের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এতদ্ব্যতীত ফুলবেড়িয়া এষ্টেট

এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত বহুস্থান ইঁহাদের অধিকারভুক্ত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অন্যূন পঁচিশ বৎসর তিনি কালীপ্রসন্নের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও বাঙ্গলা ভাষার অনুরাগী ছিলেন। নিজেও সুন্দর বাঙ্গালা রচনা করিতে পারিতেন। অনেক বাঙ্গালা লেখক তাঁহার আর্থিক সাহায্যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ ও সমাজে পরিচিত হইতে সমর্থ হন। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে রাজেন্দ্রনারায়ণ যে অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে কালীপ্রসন্ন বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কালীপ্রসন্নকে চিরদিন জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার স্থাপত্য বিষয়ে উদ্ভাবিনী শক্তি ছিল। ভৈষজ্যতত্ত্বেও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলের শিরোমণি, বঙ্গভাষার সুহৃদ্ ও পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব স্থানীয় ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। তিনি উদারহৃদয়, অমায়িক, মিষ্টভাষী ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। ১৯০১ খৃঃ ২৬ শে এপ্রেল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী স্বর্গগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বিধবা রাণী এবং রণেন্দ্রনারায়ণ, রমেন্দ্রনারায়ণ, রবীন্দ্রনারায়ণ নামে তিন পুত্র ও তিনটী কন্যা রাখিয়া যান।

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী অকালে কালের কবলে পতিত হইয়াছেন।

রাজা বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং গমন করেন, কিন্তু তথায় হঠাৎ রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯০৯ খৃঃ ৮ই মে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

রাজা বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১৩ খৃঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাওয়ালের কনিষ্ঠ রাজকুমার ও একমাত্র বংশধর কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী টাইফয়েড্ জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

রামগোপালপুর রাজবংশ।

বঙ্গেশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চজন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। বারেন্দ্রকুলজ্ঞ-দিগের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণ হইতেই বারেন্দ্র সমাজের সূচনা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ হইতে নাটোর, তাহিরপুর, আলাপসিংহ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন জমিদারবংশের উৎপত্তি। সুষেণ—ব্রহ্মা ওঝা—দক্ষ—পীতাম্বর—শান্তনু—হিরণ্যগর্ভ—ভূগর্ভ—বেদগর্ভ—জিগনী—স্বর্ণরেথ—সিন্ধু ওঝা—মৈত্রাই—স্থির—দোরাচার্য্য—মহানিধি—বৃহস্পতি—কূপ ওঝা—কেশব ওঝা—জীবর ওঝা—শুধাই—শঙ্করপাণি—শ্রীনিবাস। তাঁহার ছয় পুত্র—রামশরণ, ধূর্য্যটী, শিব, দিবাকর, ত্রিবিক্রম ও গৌরীধর। রামশরণের পুত্র—দৈত্যারি, কংশারী, ভগবান, বনমালি, দানবারি, শূলপাণি, পুরন্দর, চতুর্ভুজ, শুভঙ্কর ও কন্দর্প। শূলপাণির পুত্র—মধুসূদন মিশ্র, মাধব মিশ্র, হরি পণ্ডিত ও বাচস্পতি মিশ্র। হরি পণ্ডিতের কেশব নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া তৎকালীন সম্মানিত "আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হন। কেশব আচার্য্যের পুত্র গঙ্গানন্দ আচার্য্য দিল্লীর মোগল সরকারে কার্য্য করিতেন এবং তথা হইতে "হালদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। গঙ্গানন্দ হালদারের যজ্ঞেশ্বর ও জয়নারায়ণ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। উভয়ে পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া নবাব সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া উভয় ভ্রাতা

"তলাপাত্র" উপাধি লাভ করেন। নবাবের অনুগ্রহে তাঁহারা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কড়ুই জমিদারী প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে ইহা বগুড়া জেলার অন্তর্গত। তৎকালে এই সম্পত্তি ভূনি সৈয়দ আলী চৌধুরী নামক একজন মুসলমান জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। সৈয়দ আলীর বংশধর না থাকায় জমিদারী নবাব সরকারের বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর যজ্ঞেশ্বর ও জয়নারায়ণ তলাপাত্র নবাব সরকারে উপযুক্ত "পেসকশ" দিয়া উহা পত্তনী গ্রহণ করেন। নাটোরের সন্নিকট কোন স্থানে পূর্ব্বে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল, কিন্তু উক্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা কড়ুই গ্রামে বসতি করেন। জ্যেষ্ঠ যজ্ঞেশ্বর নিঃসন্তান ছিলেন। কনিষ্ঠ জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র শ্রীকৃষ্ণ তলাপাত্র জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার সম্পত্তির অধিকারী হন।

৺শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তলাপাত্র নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তথায় গিয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইলে প্রথমে রাজস্ববিভাগে কোন সামান্য কার্য্যে নিয়োগ হন। নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন রায় তখন রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রঘুনন্দনের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হন। অতঃপর রঘুনন্দনের অধীনে তিনি কাননগো পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ঐ সময় কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী নবাবকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নবাব তাঁহার দমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপর ভার দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিশিষ্ট সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া বিদ্রোহী জমিদারকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হন। নবাব তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া দিল্লীশ্বরের অনুমতিক্রমে পুরস্কার-

স্বরূপ ময়মনসিংহ পরগণা জায়গীর প্রদান করেন। এই পরগণা পূর্ব্বে মোসিনসাহী নামে অভিহিত হইত এবং বার ভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া ঈশা খাঁর অধিকারে ছিল। তৎপরে এই জমিদারী মঙ্গলসিদ্ধ-নিবাসী দত্তবংশীয়দিগের হস্তগত হয়। নবাব সরকারে বাকী রাজস্বের নিমিত্ত এই পরগণা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর নবাব, শ্রীকৃষ্ণকে ময়মনসিংহ পরগণার চৌধুরাই পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭১৮ খৃঃ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি প্রদানপূর্ব্বক ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারী "ফারমান" দিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে নূতন জমিদারীতে আসিয়া বাস করেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি বোকাই নগরে বাসস্থান নির্ব্বাচন করেন, এখন এই স্থান বাসাবাড়ী নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের বংশের একটি শাখা অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চাঁদরায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় খালসা বিভাগের প্রধান রাজস্ব সচিব ছিলেন। চাঁদরায় রাজস্বের উন্নতি করিয়া নবাবের প্রিয়পাত্র হন। ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পার্শ্বে সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন জকরসাহী নামে একটি পরগণা আছে। চাঁদরায়ের চেষ্টায় নবাব ঐ পরগণা ময়মনসিংহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজস্বের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ রাখিয়াছিলেন। অদ্যাপি উহা ময়মনসিংহ পরগণার সহিত এক বন্দোবস্তে চলিতেছে। এই পরগণা পূর্ব্বে ঈশাখাঁর বংশধরগণের ছিল। শ্রীকৃষ্ণ জকরসাহী পরগণায় নিজের নামানুসারে কৃষ্ণপুর নামে একখানি গ্রাম স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার বসতবাটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃঃ পরিণত বয়সে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দুই বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমা পত্নী সর্ব্বজয়ার গর্ভে চাঁদরায়, কৃষ্ণকিশোর, গোপালকিশোর নামে তিন পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী মহেশ্বরীর গর্ভে গঙ্গানারায়ণ, হরিনারায়ণ ও

লক্ষ্মীনারায়ণ নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে চাঁদরায় ও হরিনারায়ণ পিতা বর্ত্তমানে কালগ্রাসে পতিত হন। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণকিশোর, গোপালকিশোর, গঙ্গানারায়ণ ও হরিনারায়ণ এই চারি পুত্র যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন! প্রথমা স্ত্রীর পুত্র কৃষ্ণকিশোর ও গোপালকিশোর নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া "রায়" উপাধি লাভ করেন; দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান গঙ্গানারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ পিতার "চৌধুরী" উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। ক্রমে উভয়পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইলে সম্পত্তি বিভাগের জন্য ঢাকার তৎ-কালীন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা মহম্মদ রেজা খাঁর নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। সেই প্রার্থনানুসারে সমস্ত সম্পত্তি দুই অংশে বিভক্ত হইয়া একাংশ তরফ "রায় চৌধুরী" এবং অপরাংশ তরফ "চৌধুরী" প্রাপ্ত হন। অধুনা তাঁহাদের বংশধরগণ রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, ভবানীপুর, বাসাবাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

৺ কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর প্রথমা পত্নীর মধ্যম পুত্র কৃষ্ণকিশোর রায় চৌধুরী ১৭৬৪ খৃঃ দৈবদুর্ব্বিপাকে রথচক্রের নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি প্রথমতঃ রত্নমালা দেবীকে বিবাহ করেন; কিন্তু তাঁহার সন্তান না হওয়ায় নারায়ণী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীদ্বয় দত্তক গ্রহণে অভিলাষিণী হন, কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা গোপালকিশোরের দত্তকপুত্র যুগলকিশোর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন।* অবশেষে তাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের নিকট আবেদন করিলে ১৭৭৭ খৃঃ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকিশোর ও গোপাল-কিশোরের বিষয় অর্দ্ধাংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়

তাঁহারা রামগোপালপুরে আসিয়া বাস করেন। রত্নমালা দেবী ফরিদপুরের অন্তর্গত মস্তাফাপুরের মজুমদারবংশের নন্দকিশোর নামে একটি বালককে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খৃঃ রত্নমালা ইহলোক পরিত্যাগ করিলে অল্পকাল মধ্যে নন্দকিশোর কালগ্রাসে পতিত হন।

৺ রামকিশোর রায় চৌধুরী।

অতঃপর নারায়ণী দেবী রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হালসা গ্রামের রামকিশোর নামক একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। নারায়ণী দেবী জলাশয় প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ প্রভৃতি দান করিয়াছিলেন। জামালপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ৺ দয়াময়ী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তথায় একটি অন্নপূর্ণা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭৭ খৃঃ তিনি এই দুইটী বিগ্রহের সেবার জন্য প্রায় আট সহস্র টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জামালপুরে কৃষ্ণেশ্বর, রতনেশ্বর নারায়ণেশ্বর নামে তিনটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। রামগোপালপুরের ৺মদনমোহন বিগ্রহ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। রামকিশোর রাজসাহীর অন্তর্গত বলদ গ্রামের জগদীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে দিগম্বরী নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। রামকিশোর কন্যাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া নারায়ণীর জীবিতকালে বৃন্দাবনধামে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নারায়ণী দেবী দিগম্বরীকে রংপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দের জমিদার আনন্দচন্দ্র রায় চৌধুরীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। জগদীশ্বরীর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় নারায়ণী দেবী ১৮১২ খৃঃ কেশবচন্দ্রকে পুত্রবধূর দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়া কালীকিশোর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণী দেবী কাশীধামে গিয়া

অবস্থিতি করেন। তথায় নয় বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া ১৮৩৯ খৃঃ ইহলোক হইতে অপসৃত হন।

৺ কালীকিশোর রায় চৌধুরী।

তদনন্তর কালীকিশোর রায় চৌধুরী বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি সাংসারিক জীবনে প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সময় জমিদারীর অবনতি ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমে ঋণজালে জড়ীভূত হন। ১৮৫৫ খৃঃ কালীকিশোর রায় চৌধুরী নশীরাবাদ সহরে দেহত্যাগ করেন। তিনি আমহাটি-নিবাসী অমরনাথ রায়ের কন্যা কমলমণি দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাশীকিশোর নামে একটি পুত্র এবং প্রসন্নময়ী ও জয়দুর্গা নাম্নী দুই কন্যা হইয়াছিল। খাজুরা-নিবাসী হরচন্দ্র লাহিড়ীর সহিত প্রসন্নময়ীর এবং ভোলানাথ লাহিড়ীর সহিত জয়দুর্গার বিবাহ হয়। ১৯০৭ খৃঃ অক্টোবর মাসে জয়দুর্গা স্বর্গগতা হন।

৺ কাশীকিশোর রায় চৌধুরী।

কালীকিশোরের পুত্র কাশীকিশোর রায় চৌধুরী ১৮২৮ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষারম্ভ করিয়া তৎপরে ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ও ডাক্তার এলটন সাহেবের নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃঃ তিনি বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। কালীকিশোরের মৃত্যুকালে তাঁহার বৈষয়িক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। কাশীকিশোর পৈতৃক জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে সুব্যবস্থাগুণে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি আট বৎসর মধ্যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া ফরিদপুর জেলার বিনোদপুর,

ঢাকা জেলায় ভাসানচর ও শ্রীহট্ট জেলায় জয়কলস নামক তিনটী জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি রামগোপালপুরের বাটির উন্নতি সাধন করেন। কাশীকিশোর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়া নিজবাটী রামগোপালপুরে স্বাধীন বেঞ্চে বাইশ বৎসর কাল সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলায় প্রথম অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মনোনীত হন। তাঁহার বিচার নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খৃঃ ছোটলাট স্যার রিভাস্ টেম্পল্ বাহাদুর স্বহস্তে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ঢাকার তৎকালীন কমিশনার বাহাদুর তাঁহাকে রাজা উপাধি দানের প্রস্তাব করেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার অধিক সময় অতিবাহিত হইত। বিপন্নের দুঃখ মোচনের জন্য নীরবে দান করিতেন। ১৮৬৮ খৃঃ তিনি রামগোপালপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁহার ব্যয়ে একটি অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন গ্রামের অন্যতম জমিদার কৃষ্ণমোহন চৌধুরীর কন্যা হরসুন্দরী দেবীর সহিত কাশীকিশোরের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার যোগেন্দ্রকিশোর নামে একটি পুত্র ও রামরঙ্গিণী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কালীপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর সহিত রামরঙ্গিণী দেবীর শুভ-পরিণয় হয়। ১৮৭৪ খৃঃ হরসুন্দরী দেবী স্বর্গলাভ করেন। ১৮৮৭ খৃঃ ১লা অক্টোবর লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিবস কাশীকিশোর রায় চৌধুরী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

কাশীকিশোরের পরলোকান্তে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ১৮৫৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়াছেন। শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া পিতার নিকট জমিদারী কার্য্য শিক্ষা করেন। ইনি নূতন প্রণালীতে জমিদারী পরিচালনা করিয়া বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, অধিকন্তু ঢাকা জেলায় দীগর মহিষথালি ক্রয় করেন। যোগেন্দ্রকিশোর শিক্ষা বিস্তারে ও নানাবিধ সৎকার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকেন। ১৮৯১ খৃঃ রামগোপালপুরে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা ব্যয় করিতেছেন। কলতাপাড়া গ্রামে "যোগেন্দ্রকিশোর ব্রাঞ্চ স্কুল" নামে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতি স্মরণার্থ ময়মনসিংহ সহরে তাঁহার নামানুসারে "কাশীকিশোর টেক্‌নিকেল স্কুল" নামে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই শিল্প বিদ্যালয়ের নিমিত্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া এককালীন ১৫,০০০ টাকা দিয়া কয়েক বৎসর হইল ইহার পরিচালনভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ সহরে আনন্দমোহন কলেজের সংস্কারার্থ ৩০,০০০ টাকা দান করেন। জামালপুর ও নেত্রকোণার স্কুলে ইহাঁর বার্ষিক চাঁদা নির্দ্ধারিত আছে। কেশব একাডেমিতেও ইনি সাহায্য করেন। সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধনে ঢাকা সারস্বত সভাতে বার্ষিক ১০০ টাকা দিতেছেন। ইনি সাহিত্যিকদিগের পুস্তক মুদ্রণের জন্য সময় সময় দান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাবিভাগে ইহাঁর অনেক ক্ষুদ্র দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি স্বীয় বাটীতে আর্য্যধর্ম্ম সংরক্ষিণী

নামে একটি ধর্ম্মসভা স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ময়মনসিংহের নানা স্থানে জলকষ্ট নিবারণার্থ ২০,০০০ টাকা দান করেন। ময়মনসিংহ সহরে জলের কল জন্য ৫০০ টাকা দিয়াছেন। ময়মনসিংহ ও জামালপুরের দাতব্য ঔষধালয়ে বার্ষিক চাঁদা নির্দ্দিষ্ট আছে। দার্জ্জিলিং স্বাস্থ্যনিবাস, লেডি ডফ্‌রিন্ ফণ্ড, ভিক্টোরীয়া স্মৃতি সৌধ প্রভৃতি বহু বিষয়ে ইহাঁর দানের নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর একটি সেতু নির্ম্মাণার্থ ৩০,০০০ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। যোগেন্দ্রকিশোরের দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট ১৮৯১ খৃঃ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৯৭ খৃঃ ২০শে জুন ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার "হীরক জুবিলী" উপলক্ষে তৎকালীন বঙ্গেশ্বর স্যার আলেক্‌জেণ্ডার মেকেঞ্জী বাহাদুর ইহাঁকে একখানি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। সেই সময় ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বৃত্তিদানে ৩০,০০০, দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে ১৫০০০৲, জলকষ্ট নিবারণে ২০,০০০৲, শিক্ষা বিস্তারে ৭০০০৲ চন্দ্রনাথ তীর্থ সংস্কারে ৩০০০৲ টাকা ব্যয় করেন। ইহাঁর বদান্যতার সুখ্যাতি করিয়া ১৯০৯ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট যোগেন্দ্রকিশোরকে "রাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে রাজা বাহাদুরের আন্তরিক সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয়।

ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম কালে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিশপুরনিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের কন্যা রামরঙ্গিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ও কন্যা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাঁর নগেন্দ্রকিশোর, যতীন্দ্রকিশোর, সৌরীন্দ্রকিশোর ও হরেন্দ্রকিশোর নামে চারি পুত্র বিদ্যমান।

রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহিত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মস্তাফাপুরের গঙ্গাচরণ মজুমদারের কনিষ্ঠা কন্যা শরতকুমারী দেবীর শুভ-পরিণয় হইয়াছে।

কুমার বাহাদুরের প্রথমা কন্যার সহিত রংপুর জেলার অন্তঃপাতী ভিতর-বন্দের অন্যতম জমিদার কুমার শ্রীযুক্ত গোপালদাস রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে।

রাজা বাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহিত রাজসাহী জেলার জোয়াইর গ্রামের মাধবচন্দ্র বিশির প্রথমা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হইয়াছে।

রাজা বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ উকীল মোহিনীমোহন রায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায়ের তৃতীয়া কন্যা বিভাবতী দেবীর বিবাহ হইয়াছে।

রাজা বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী উক্ত মোহিনীমোহনের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের প্রথমা কন্যা প্রতিভাময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

গৌরীপুর জমীদারবংশ।

৺ গোপালকিশোর রায় চৌধুরী।

রামগোপালপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর প্রথমা পত্নীর কনিষ্ঠ পুত্র গোপালকিশোর রায় চৌধুরীর দুই বিবাহ হইয়াছিল। তিনি প্রথমে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাখি গ্রামের ভট্টাচার্য্যবংশের চন্দ্রমুখী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় খাজুয়ার লাহিড়ীবংশীয় রত্নমালা দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু উভয় পত্নীর সন্তান হয় নাই। অতঃপর তাঁহার প্রথমা পত্নী চন্দ্রমুখী দেবী আমহাটী গ্রামের বিনোদলাল রায়ের দ্বিতীয় পুত্র যুগলকিশোরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ গোপালকিশোর রায় চৌধুরী অকালে লোকান্তরিত হন।

৺ যুগলকিশোর রায় চৌধুরী।

গোপালকিশোরের দেহান্তে তাঁহরে পোষ্যপুত্র যুগলকিশোর রায় চৌধুরী অর্দ্ধাংশ সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৭৮৫ খৃঃ তিনি বোকাই নগরে ৺ রাজরাজেশ্বরী নামে একটি কালীমূর্ত্তি ও দ্বাদশ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর সেবার জন্য বার্ষিক আট হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত নেত্রকোণায় একটি কালীমূর্ত্তি ও জকরসাহীতে ৺ রাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ কৃষ্ণপুরে বাস সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বোকাই নগর হইতে নিজবাটী পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। জকরসাহী অঞ্চলে

ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইলে যুগলকিশোর গৌরীপুরে আসিয়া বসতি করেন। গৌরীপুরে জমিদারীর মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জলাশয় বিদ্যমান আছে। জফরসাহী পরগণায় যুগলগঞ্জ নামে স্বীয় নামানুসারে একটি গ্রাম স্থাপন করেন। ১৮০৯ খৃঃ তিনি সমারোহের সহিত নবাগ্নিযাগ করিয়াছিলেন। যুগলকিশোর বুদ্ধিমান, তেজস্বী, চতুর ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। বিষয় বুদ্ধি ও রাজনীতিতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি অত্যন্ত পরাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র পরগণা চালিত হইত। তিনি প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত জমিদারী কার্য্য পরিচালনা ও নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ১৮১২ খৃঃ যুগলকিশোর রায় চৌধুরী দেহত্যাগ করেন। তিনি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত যাপুর গ্রামের ভট্টাচার্য্যবংশের রুদ্রাণী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে হরিকিশোর ও শিবকিশোর নামে দুই পুত্র এবং অন্নদা, বরদা, মোক্ষদা ও মুক্তিদা নাম্নী চারি কন্যা জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয়া পত্নীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গানারায়ণের একমাত্র পুত্র হরিনারায়ণের পত্নী কলীপুর-নিবাসিনী গঙ্গামণি দেবী শিবকিশোরকে দত্তক গ্রহণ করেন।

৺ হরিকিশোর রায় চৌধুরী।

যুগলকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিকিশোর রায় চৌধুরী নবীন যৌবনে পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সময় জমিদারীর আয় সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি শ্রীহট্ট জেলার বংশীকুণ্ড নামক জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি গৌরীপুরের বাসভবনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়া যান। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বৃকুৎসা গ্রামের কাশীনাথ মজুমদারের কন্যা ভাগীরথী দেবীর সহিত

বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার কৃষ্ণমণি নাম্নী একটি কন্যা ব্যতীত অন্য কোন সন্তান হয় নাই। কৃষ্ণমণির শৈশবাবস্থায় হরিকিশোর রায় চৌধুরী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হরিকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে কিয়দ্দিবস পরিচালিত হয়। তাঁহার পত্নী ভাগীরথী দেবী স্বামীর আদেশানুসারে গোলকপুরের শম্ভুচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; এই দত্তক আনন্দকিশোর নামে অভিহিত হন। খাজুরা-নিবাসী গোবিন্দপ্রসাদ লাহিড়ী নামক একটি বালকের সহিত তদীয় কন্যা কৃষ্ণমণির বিবাহ হইয়াছিল। ভাগীরথী দেবী বিবাহের সময় যৌতুকস্বরূপ একখানি তালুক দান করেন। গৌরীপুরের সন্নিকট কন্যা ও জামতার বাসভবন নির্ম্মিত হয়। এই স্থান তদীয় কন্যার নামানুসারে কৃষ্ণপুর নামে খ্যাত। ১৮৩১ খৃঃ গোবিন্দপ্রসাদ অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাগীরথী দেবী গৌরীপুরে ৺রাধাগোবিন্দ, ৺গোপাল বিগ্রহ, শিবলিঙ্গ ও গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল দেবতার সেবার্থে তিনি যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া সাগরসঙ্গম হইতে প্রত্যাগমন কালে ১৮৬৩ খৃঃ পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী।

অতঃপর আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী জমিদারী লাভ করেন। তিনি অতিশয় আড়ম্বরপ্রিয় ও বিলাসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময় গীতবাদ্য ও আমোদ উৎসবে গৌরীপুর সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। তথাকার প্রসিদ্ধ "পোস্তার দালান" তাঁহার বিলাসবাসের জন্য নির্ম্মিত হয়। তিনি মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত। ১৮৫৭ খৃঃ আনন্দ-

কিশোর রায় চৌধুরী পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। ছাতিন গ্রামনিবাসী শিবকিশোর চৌধুরীর কন্যা আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র শিশুপুত্র রাজেন্দ্রকিশোরকে রাখিয়া যান।

৺ রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

আনন্দকিশোরের অকাল মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শিশু পুত্র রাজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৪৯ খৃঃ ২০শে আগষ্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহী ভাগীরথী দেবীর মৃত্যুর পর যাবতীয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে অর্পিত হয়। রাজেন্দ্রকিশোর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতার ওয়ার্ড স্কুলে প্রেরিত হন। তিনি যথাসময়ে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউর জমিদারী এবং জকরসাহীতে ইন্দ্রনারায়ণের তালুকের কিয়দংশ ক্রয় হইয়াছিল। তিনি অল্প দিনের মধ্যে লোকপ্রিয় ও প্রজারঞ্জক জমিদার বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী নবীন যৌবনে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক একজন কর্ম্মচারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিশ্বেশ্বরী দেবীর সহিত রাজেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হইয়াছিল।

রাজেন্দ্রকিশোর অকালে লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হন। নানা প্রকার সৎকার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি ময়মনসিংহ চিকিৎসালয়ের সাহায্যকল্পে ১৫,০০০৲ টাকা দান করেন। ময়মনসিংহ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য এবং স্বামীর নামে একটি মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্য করিতেন। ১৮৭৭ খৃঃ

তিনি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বলিহার-নিবাসী হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের পুত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর বিশ্বেশ্বরী দেবী বৈদ্যনাথ-দেওঘরে অবস্থিতি করিতেন। ১৯১৪ খৃঃ তথায় মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

গৌরীপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ১৮৭৪ খৃঃ ১১ই মে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সুশিক্ষিত। ১৮৮৭ খৃঃ জুন মাসে ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ইনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত ছাতক জমিদারী এবং অবনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরীর জকরসাহীর অংশ ক্রয় করিয়াছেন। ইহাঁর কৃষি বাণিজ্যে বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি মমিনপুরে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে ইহাঁর অর্থ ব্যবসায় কার্য্যে ন্যস্ত আছে। ইনি নানা সৎকার্য্যে অর্থ দান করিয়া থাকেন। হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষায় ও দেশের দুস্থ সেবায় উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ইনি একজন বিদ্যোৎসাহী জমিদার। অনেক ছাত্র ইহাঁর নিকট অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ ইনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপনকল্পে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। ইনি গৌরীপুরে একটি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম সংস্থাপিত করেন। স্বীয় জমিদারীর মধ্যে ও অন্যান্য স্থানে জল কষ্ট নিবারণার্থ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ ইনি দুইটী ট্রষ্ট ফণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন; তদ্দ্বারা নিজ

জমিদারীর প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণ ও চিকিৎসার সাহায্য এবং সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তৃতি ও আচারপরায়ণ অধ্যাপকগণের সাহায্য হইয়া থাকে। ইনি সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ অনুরাগী। বিখ্যাত বাদক মুরারী গুপ্তের নিকট মৃদঙ্গবাদ্য এবং খ্যাতনামা যন্ত্রবিশারদ দক্ষিণাচরণ সেনের নিকট হারমোনিয়ম শিক্ষা করিয়াছেন। ইনি একজন সদ্বাক্তা বলিয়া পরিচিত। জনসাধারণের মধ্যে ও রাজদরবারে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত হরিদা খলসী-নিবাসী কালীপ্রসাদ সান্যালের কন্যা শ্রীমতী অনন্তবালা দেবীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। হেমন্তবালা ও বসন্তবালা নাম্নী দুই কন্যা এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর নামে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় প্রথমা কন্যা হেমন্তবালার সহিত রংপুর জেলার অন্তর্গত ভিতরবন্দের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরীর বিবাহ হয়। ভিতরবন্দের অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরীর সহিত দ্বিতীয়া কন্যা বসন্তবালার পরিণয় হইয়াছে।

গোলকপুর রাজবংশ।

৺ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দ্বিতীয়া বনিতা মহেশ্বরী দেবীর গর্ভে গঙ্গানারায়ণ, হরিনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ নামে তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। উক্ত ভ্রাতৃত্রয় নবাব সরকারে কোন কার্য্য করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহারা পিতার কেবল "চৌধুরী" উপাধির অধিকারী হন। গঙ্গানারায়ণের বংশধর বিলুপ্ত হইয়াছেন। হরিনারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী মালঞ্চায় কিয়দ্দিবস বাস করিয়া তৎপরে পিতার বাসাবাড়ীতে বসতি করেন। তিনি পিতা বর্ত্তমানে বিষয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত জমিদারী পরিচালনা করিতেন। তিনি বুদ্ধিমান, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও নিষ্কর ভূমি দানশীলতার পরিচয় দিতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী পরিণত বয়সে বাসাবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শ্যামচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও রুদ্রচন্দ্র নামে তিন পুত্র হইয়াছিল।

৺ শ্যামচন্দ্র চৌধুরী।

লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রত্রয় সম্পত্তি পরস্পর বিভক্ত করিয়াছিলেন। শ্যামচন্দ্র পৃথকভাবে বাসাবাড়ীর সন্নিকট বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। গোবিন্দচন্দ্র গোলকপুরে বাস করিতে থাকেন। রুদ্র-চন্দ্র পৈতৃক বাসাবাড়ীতেই অবস্থিতি করেন। শ্যামচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার

সুখ্যাতি ছিল। তিনি মালঞ্চায় একটি ৺ গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৮১০ খৃঃ শ্যামচন্দ্র চৌধুরী ইহলোক ত্যাগ করেন। তদীয় পত্নী ব্রজেশ্বরী দেবীর গর্ভে শম্ভূচন্দ্র নামে একটি পুত্র এবং কাশীশ্বরী, সোনামণি ও অন্নপূর্ণা নাম্নী তিন কন্যা জন্মিয়াছিল। খাজুরা-নিবাসী রুদ্রকান্ত লাহিড়ীর সহিত কাশীশ্বরী দেবীর বিবাহ হয়। কাশীমপুর গ্রামের মতিকান্ত লাহিড়ী সোনামণির পাণিগ্রহণ করেন। অপর কন্যা অন্নপূর্ণা অবিবাহিতা অবস্থায় গতাসু হন।

৺ শম্ভূচন্দ্র চৌধুরী।

শ্যামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র শম্ভূচন্দ্র চৌধুরী পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি জমিদারী কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে জমিদারীর উন্নতিসাধন হইয়াছিল। জমিদারীতে সুবন্দোবস্ত ও নূতন জমিদারী ক্রয় করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি নিজনামে একটি বাজার স্থাপন করেন, উহা অদ্যাপি শম্ভূগঞ্জ নামে পরিচিত। তাঁহার আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিতেন। প্রৌঢ়াবস্থায় কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানে অবস্থিতি করেন। তিনি বৃন্দাবনধামে একটি বৃহৎ বাটী ক্রয় করিয়া তথায় ৺ রাধাদামোদর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্বক উহার সেবার্থে একটি তালুক ক্রয় করিয়া উৎসর্গ করেন। ১৮৫৩ খৃঃ শম্ভূচন্দ্র চৌধুরী ৺ বৃন্দাবনধামে লোকান্তরিত হন। তিনি প্রথমতঃ আলকমণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তৎপরে অমরনাথ রায়ের কন্যা মঙ্গলাগৌরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ঈশানচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও

হরিশ্চন্দ্র নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশানচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় গতাসু হন। মধ্যম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে গৌরীপুরের হরিকিশোর রায় চৌধুরীর পত্নী ভাগীরথী দেবী দত্তক গ্রহণ করিলে তিনি আনন্দকিশোর নামে পরিচিত হন।

৺ হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী।

শম্ভুচন্দ্রের পরলোকান্তে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হন। ১৮১৯ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট জমিদারীর কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিয়া তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী রাধামণি দেবীর মৃত্যুর পর হরিশ্চন্দ্র গোলকপুরে গিয়া বাস করেন। তিনি বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। হস্তী, অশ্ব, শকট প্রভৃতিতে তাঁহার ধনগৌরব প্রতিভাত হইত। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আইন-উদ্দীন ও ফজরুদ্দীন নামক প্রসিদ্ধ কালোয়াতদ্বয় তাঁহার নিকট নিযুক্ত ছিল। সঙ্গীত চর্চ্চায় তাঁহার বার্ষিক প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত। তিনি একজন বদান্য পুরুষ ছিলেন। দেশের নানা প্রকার হিতকর কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তিনি শিল্প বিদ্যা শিক্ষার জন্য ৪৫,০০০৲ টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রশংসিত হন। কলিকাতার সিটি কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ কালে ৫,০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৮৭৭ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২০০০৲ টাকা দান করেন, সেই অর্থ হইতে প্রতিবৎসর বি-এ পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করে, তাহাকে একটি বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। এই পুরস্কার সর্ব্বপ্রথম অবসরপ্রাপ্ত দেশবিখ্যাত মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগাস্তি মহোদয় প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র গৌহাটীর ৺ কামাখ্যা

দেবীর দর্শন জন্য ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে মন্দির পর্য্যন্ত সোপানাবলী প্রস্তত করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য ১৮৭৭ খৃঃ মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারত রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে হরিশ্চন্দ্র "রাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী কলিকাতা সহরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা অমৃতসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় মুক্তাগাছার জমিদারবংশের উপেন্দ্রচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা বাহাদুরের পত্নী কাশীধামে গিয়া কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি তথায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী।

হরিশ্চন্দ্রের দেহান্তে তাঁহার পোষ্যপুত্র কুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত। অধিকন্ত একজন সুদক্ষ শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। দেশের নানাপ্রকার সৎকার্য্যে ইহাঁর সহানুভূতি প্রকাশিত হয়। ইনি ময়মনসিংহের বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৭,০০০৲ টাকা দান করেন। তথাকার সিটি কলেজ স্থাপন সময় ৫০০০৲ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ময়মনসিংহ সহরের জাতীয় বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অর্থ সাহায্য করেন। কলিকাতার ভিক্টোরীয়া স্মৃতি সৌধ ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা দান করেন। দাতব্য চিকিৎসালয়, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে ইহাঁর দানের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি মধ্যে মধ্যে সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ১৯০৪ খৃঃ ময়মনসিংহ সহরের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে কুমার

বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়া প্রশংসা লাভ করেন।

কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামের রাজকুমার মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। ইন্দুবালা সুশিক্ষিতা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগিনী। কুমার বাহাদুর অপুত্রক হওয়ায় মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন।

মুক্তাগাছা রাজবংশ

বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কি নিমিত্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সকলে একমতাবলম্বী নহেন। কেহ বলেন, গৌড়দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে; কাহারও মতে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত; আবার কেহ বলিয়া থাকেন, রাজ্ঞী চন্দ্রমুখীর চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ আনীত হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম সম্বন্ধে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞদিগের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট-নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় বেদগর্ভ, সাবর্ণ গোত্রীয় ছান্দড় ও ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এই পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞদিগের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ও সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণ আগত হন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণ উক্ত নারায়ণ, সুষেণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বারেন্দ্র সমাজের সূচনা করেন। উল্লিখিত কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ হইতে নাটোর, তাহিরপুর, আলাপসিংহ ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি প্রাচীন জমিদার বংশ উদ্ভূত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভূস্বামীগণ বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ। বগুড়া জেলার অন্তর্গত চাম্পাপুর গ্রামে ইহাঁদের আদি-নিবাস ছিল।

৺ উদয়ন আচার্য্য ভাদুড়ী।

বৃহস্পতি ভাদুড়ীর পুত্র নিরাবিল পঠীর শ্রোত্রীয় বিখ্যাত শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত উদয়ন আচার্য্য ভাদুড়ী এই বংশের আদিপুরুষ। তিনি অতি পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার তীর্থ পর্য্যটন সময় চিত্রকূট পর্ব্বতে শঙ্করাচার্য্য সহিত সপ্তাহকাল যে বিতর্ক বিচার হয় তাহা দিগ্দেশ বিখ্যাত। উদয়ন আচার্য্যের রচিত কুসুমাঞ্জলি, তীর্থমাহাত্মম্ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। সমাজে তাঁহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল। বারেন্দ্র কুলীনের বংশ-বিশুদ্ধি রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া-ছিলেন, তদ্দারা বারেন্দ্রসমাজ অদ্যাপি শাসিত হইতেছে। তিনি বারেন্দ্র শোত্রীয়দিগকে নন্দনবাসী, কবঞ্চ ও রুদ্রশালী এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে তাহিরপুরের রাজবংশ, পুঁটিয়ার রাজবংশ, নাটোর রাজবংশ, মুক্তাগাছার রাজবংশ, বলিহার রাজবংশ ও ভিতরবন্দ জমীদারবংশ প্রসিদ্ধ।

৺ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য চৌধুরী।

উদয়ন আচার্য্যের পঞ্চম পুরুষে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে একটি সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত হইয়া চাকরী করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তব্য পরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালীন নবাব তাঁহাকে আলাপসিংহ পরগণার জমিদারী পারিতোষিক প্রদান করিয়া "চৌধুরী" উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—রামরাম, হরিরাম, বিষ্ণুরাম ও শিবরাম আচার্য্য চৌধুরী। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ পূর্ব্ব বসতি স্থান চাম্পাপুর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাগাছা গ্রামে আসিয়া বাস গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যের চারি পুত্র হইতে এই আচার্য্যবংশ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র শিবরাম আচার্য্য চৌধুরীর পুত্র রঘুনন্দন, তাঁহার পুত্র গৌরীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

গৌরীকান্তের একমাত্র পুত্র কাশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মুর্শিদাবাদের নবাবের অস্থায়ী দেওয়ান ছিলেন। তিনি লক্ষ্মী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না হওয়ায় সূর্য্যকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৺ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

১৮৫২ খৃঃ মুক্তাগাছার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জননী লক্ষ্মীদেবী গতাসু হইলে বিষয় সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন হয়। অতঃপর তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতার ওয়ার্ডস ইনষ্টিটীউসনে বিদ্যা শিক্ষার্থ আগমন করেন। ১৮৬৭ খৃঃ নবেম্বর মাসে সাবালক হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি ময়মনসিংহ ও অন্যান্য জেলায় জমিদারী ক্রয় করেন। ঢাকা, বগুড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পাটনা প্রভৃতি জেলায় তাঁহার জমিদারী আছে। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরীয়ার ভারত-সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। দেশের নানাবিধ সদনুষ্ঠানের জন্য ১৮৮০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ছোটলাট স্যার এসলি ইডেন বাহাদুর তাঁহাকে "রাজ" উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৮৮৭ খৃঃ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরীয়ার "সুবর্ণ জুবিলী" উপলক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রশংসা করিয়া "রাজা বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলেন। দেশের নানাপ্রকার সৎকার্য্যে মহারাজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১২৫,০০০৲ টাকা

ব্যয়ে ময়মনসিংহ সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার ভিক্টোরীয়া স্মৃতি সৌধে ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও রাজ্ঞী আলেক-জান্দ্রিয়ার তৈলচিত্র স্থাপনের জন্য ৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তীস্তা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণকল্পে, টাউন হল, ময়মনসিংহ পাঠাগার, মুক্তাগাছার দাতব্য চিকিৎসালয়, নর্থব্রুক হল, ঢাকার টম্‌সন্ মেডিকেল স্কুল, লেডি ডফ্‌রিন্ ফণ্ড, ভিক্টোরীয়া স্মৃতি সৌধ, দার্জ্জিলিং লুইস্ জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাস প্রভৃতি স্থানে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ ২০শে জুন মহারাণী ভারতেশ্বরীর "হীরক জুবিলী" উপলক্ষে ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিন্ বাহাদুর সূর্য্যকান্তের বদান্যতার প্রশংসা করিয়া "মহারাজা" উপাধি সম্মানে সম্মানিত করেন। কলিকাতা আলিপুরের পশুশালার সিংহ ও ব্যাঘ্রের স্থানটি প্রশস্ত করিবার জন্য "জিয়লজিকেল গার্ডেন" ফণ্ডে ১২,০০০ টাকা দান করেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারকল্পে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে কলেজ স্থাপন জন্য বাৎসরিক ২০,০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি শিকারী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রতিবৎসর প্রায় লক্ষ টাকা শীকার উপলক্ষে ব্যয় হইত। অধিকাংশ বড়লাট, ছোটলাট ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিলে মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিতেন। ১৯০২ খৃঃ ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর তাঁহার আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজের সহিত মালদহ ও গৌড়ে শীকার করিতে গিয়াছিলেন। মহারাজ অতিশয় পশুপ্রিয় ছিলেন। কলিকাতার পশুশালায় দান তাহার অন্যতম নিদর্শন। শীকার-কাহিনী নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভূস্বামীগণের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। মহারাজ বিদ্যা-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক, ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী, বদান্য, স্বদেশানুরাগী ও

কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি রাজপুরুষগণের প্রিয়পাত্র হইলেও স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর হইতে তিনি সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ আন্দোলন ও বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনে যোগদান করেন। তিনি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমাবধি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে উক্ত মিলের অন্যতম ডিরেক্টার হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত শশিকুমার সেনকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইটালী প্রেরণ করেন। ১৮৮৭ খৃঃ মহারাণী রাজরাজেশ্বরী দেবীর মৃত্যুর পর মহারাজ বাহাদুর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি অপুত্রক থাকায় স্বীয় ভ্রাতা মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শশিকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। মহারাজের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য বৈদ্যনাথধামে গমন করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯০৮ খৃঃ ২২শে অক্টোবর বৈদ্যনাথধামে ময়মনসিংহের প্রদীপ্ত-সূর্য্য মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী অস্তমিত হইয়াছেন। তৎকালে মহারাজের দত্তক পুত্র কুমার শ্রীমান্ শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বিলাতের কেম্ব্রিজ নগরে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। মহারাজের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হন। অতঃপর কুমার বাহাদুর বৈদ্যনাথ-দেওঘরে শিবগঙ্গা তীরে মহারাজের শ্মশানের সন্নিকট সমারোহে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন।

শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

মহারাজ সূর্য্যকান্তের পরলোকান্তে তাঁহার পোষ্যপুত্র মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন।

ইনি বিলাতে অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন। শশিকান্ত পিতার ন্যায় বদান্য এবং দেশের নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজের উন্নতিকল্পে ২০,০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৯১১ খৃঃ মে মাসে পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন জন্য ২০০৲ টাকা দিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১৩ খৃঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে শশিকান্ত ব্যক্তিগত "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বৎসর ঢাকা বিভাগের জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে রাজা বাহাদুর ১০০০৲ টাকা দান করেন। ১৯১৪ খৃঃ রাজা শশিকান্তের অর্থে ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গের প্রথম গবর্ণর বাহাদুরের নামানুসারে "কারমাইকেল্ ক্লাব" নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। ১৯১৫ খৃঃ বাজিতপুর অঞ্চলে অন্নকষ্ট হওয়ায় আর্ত্তগণের সাহায্যের জন্য রাজা বাহাদুর ২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুহিতার সহিত রাজা শশিকান্তের বিবাহ হইয়াছে। ইহাঁর দুই পুত্র সিতাংশুকান্ত ও সুধাংশুকান্ত; তন্মধ্যে ১৯১৫ খৃঃ ১৭ই আগষ্ট কনিষ্ঠ পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

মহারাজ সূর্য্যকান্তের ভ্রাতা মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১৯১০ খৃঃ মহামান্য ভারত সম্রাট্

পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে "রাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহ সহরে আলেকজান্দ্রিয়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ কলিকাতা সহরে ভারতেশ্বর ও রাজ্ঞীর অভ্যর্থনার জন্য চাঁদায় যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহাতে ৪০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ইহাঁর পুত্র শ্রীমান শশিকান্তকে মহারাজ সূর্য্যকান্ত দত্তক গ্রহণ করিয়া যান।

সুসঙ্গ রাজবংশ।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুসঙ্গ রাজবংশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ গোত্রীয়, উচ্চরথি গাঁই। এই বংশের আদিপুরুষ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, বারেন্দ্রভূমে আসিয়া তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যান। পূর্ব্বে ভূষণাপঠীভুক্ত ছিলেন, এক্ষনে বেণীপঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাঁরা বহু কুলকার্য্য করিয়া অতি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইয়াছেন। কুলশাস্ত্রে এই বংশ উদয়াচল এবং আটপঠী কুলীনের নায়ক বলিয়া খ্যাত। সুসঙ্গের রাজগণ "সিংহশর্ম্মা" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশে ভাতুড়ীবংশ ও সুসঙ্গের রাজবংশ ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণের সিংহ উপাধি নাই।

৺সোমেশ্বর পাঠক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে "পাঠক" উপাধিধারী বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রহ্মোণের পিতা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত বিষ্ণুপুর রাজগণের ৺হরগৌরী বিগ্রহের পুরোহিত ছিলেন। সোমেশ্বর পাঠক অসাধারণ পণ্ডিত ও অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থায় ব্রহ্মচারীর ন্যায় দিন যাপন করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি পরিব্রাজক অবস্থায় সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া আসামের অন্তর্গত ৺কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিয়া সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে উপনীত হন। অতঃপর তথায় বসতি করিয়াছিলেন। তিনি তথায় এক কালীমূর্ত্তি স্থাপন

করিয়া অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার সেই বিগ্রহের নিকট পূজা দিয়া অনেকের কঠিন পীড়া আরোগ্য হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাঁহাকে গুরু বলিয়া মানিত। এই ব্রহ্মচারী সুসঙ্গ-দুর্গাপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

সোমেশ্বরের পুত্র শ্রীপাদ পাঠক সেই সকল শিষ্যদিগের সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অধিকার করেন। তৎকালে গারো, কুকি, খাসিয়া প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বাঙ্গালা দেশের সীমান্ত প্রদেশে উৎপাত করিত। শ্রীপাদ পাঠকের দ্বারা উহা নিবারণ করিবার জন্য বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়া তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদের পর তাঁহার পুত্র স্বর্ণশিখর রাজ্যাভিষিক্ত হন।

তাঁহার বংশে বিনায়ক জন্মগ্রহণ করেন। এই বিনয়ক হইতে উচ্চ-রথি গাঁই প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিনায়কের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ বুদ্ধিমন্ত খাঁ প্রবল হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনে সৈনিক বিভাগে পদ প্রাপ্ত হইয়া "খাঁ" উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি সুসঙ্গ পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে সুসঙ্গের উন্নতি আরম্ভ হয়।

বুদ্ধিমন্তের পর জগদানন্দ খাঁ উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার দুই পুত্র জানকীনাথ ও যদুনাথ সিংহ।

৺জানকীনাথ সিংহ শর্ম্মা।

জগদানন্দের পরলোকান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জানকীনাথ সিংহ রাজাসন অধিকার করেন। জানকীনাথ হইতে সুসঙ্গ রাজবংশের কুলোন্নতি হয়। তিনি তাহিরপুরের রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। নাটোর রাজবংশের সহিতও বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়া-

ছিল। নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদের সুসঙ্গ রাজবাটীতে বিবাহ হয়।

৺ রঘুনাথ সিংহ শর্ম্মা।

জানকীনাথের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ সিংহ উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁহার সময় গারো পর্ব্বতের অসভ্য জাতিগণ অতি অশান্ত হইলে তিনি বাধ্য হইয়া দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই সময় তিনি প্রতিবৎসর রাজস্বস্বরূপ গারো পর্ব্বতের উৎপন্ন সুগন্ধযুক্ত আগর কাষ্ঠ দিতে স্বীকৃত হন। অতঃপর সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিয়া ১২৫ অশ্বারোহী ও ২৫০ সিপাহী প্রদানপূর্ব্বক গারোদিগকে শাসন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। রঘুনাথের সাত পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামনাথ ও কনিষ্ঠ শ্রীপতি সিংহ।

৺ রামনাথ সিংহ শর্ম্মা।

তদনন্তর রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনাথ সিংহ উত্তরাধিকারী হন। তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে মোগল সম্রাটকে আগর কাষ্ঠ রাজস্ব প্রদান করিতেন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

৺ রামজীবন সিংহ শর্ম্মা।

রামনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপতির পুত্র রামজীবন সিংহ বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি রাজা বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। ১৭০০ খৃঃ রামজীবন সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৺ রামকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।

তৎপরে রামজীবনের পুত্র রামকৃষ্ণ সিংহ জমিদারী লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আবদুল রহিম নামান্তর করেন। তাঁহার গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্মিয়াছিল। অতঃপর রামকৃষ্ণ সুসঙ্গ পরগণা বিভক্ত করিয়া ছয় আনা অংশ যবন সন্তানগণকে এবং দশ আনা অংশ হিন্দুসন্তান রণসিংহকে প্রদান করেন। উহাতে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ আপত্তি করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হিন্দু সন্তানকে প্রদান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তৎপরে জমিদারীর দুই আনা অংশ রামকৃষ্ণের কন্যার বিবাহে যৌতুকস্বরূপ জামাতা হররাম সিংহকে দেওয়া হইয়াছিল।

৺ রণ সিংহ শর্ম্মা।

অতঃপর রামকৃষ্ণের হিন্দুপুত্র রণসিংহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। রাজা রণসিংহ তাঁহার মুসলমান ভ্রাতৃগণকে ডিহি মহাদেব নামক ভূসম্পত্তি দান করেন। রাজা রামকৃষ্ণের মুসলমান সন্তানের বংশ অদ্যাপি সুসঙ্গে বিদ্যমান। এই মুসলমানদিগের সহিত সুসঙ্গের হিন্দু রাজগণের সদ্ভাব আছে। রণ সিংহের দুই পুত্র—কিশোর সিংহ ও রাজসিংহ শর্ম্মা।

৺ কিশোর সিংহ শর্ম্মা।

রণসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোর সিংহ রাজাসন প্রাপ্ত হন। [illegible]৬৯ খৃঃ তিনি দিল্লীর সম্রাট্ আহম্মদ সাহের নিকট হইতে নাম[illegible] সনন্দ গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে ক্রমাবয়ে

কয়েক বৎসর ভীষণ জলপ্লাবন হওয়ায় সুসঙ্গ অঞ্চলের প্রজাবর্গের শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সেই সকল কারণে রাজা কিশোর সিংহ সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হন। ময়মনসিংহের জমিদারদিগকে তৎকালে ঢাকা নগরীতে রাজস্ব দাখিল করিতে হইত। একদা ঢাকার প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তার সৈন্য আসিয়া রাজা কিশোর সিংহকে এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজসিংহকে ঢাকায় লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃঃ পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বঙ্গদেশ ক্রমে ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় ঢাকা তাঁহাদিগের অধিকারে আসিল। একদিবস অতি প্রত্যূষে ইংরাজের ভীষণ তোপধ্বনি বুড়ি গঙ্গার বক্ষ উদ্বেলিত করিয়া ঢাকা নগরীতে এক নূতন বিপ্লব উপস্থিত করে; সেই সুযোগে রাজা কিশোর সিংহ ও রাজ সিংহ প্রহরীশূন্য কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া নিজ রাজধানী দুর্গাপুরে উপনীত হন। অতঃপর তিনি জমিদারীর সুশৃঙ্খলার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিশোর সিংহ বহু অর্থ ব্যয়ে রাজভবনের শ্রীসম্পাদন করেন, কিন্তু ১৮৯৭ খৃঃ ভীষণ ভূমিকম্পে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবিত নূতন প্রণালীতে “হস্তী খেদা”র সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি বৃহৎ হস্তী সকল ধৃত করিয়া বহু অর্থার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃঃ রাজা কিশোর সিংহ স্বর্গলাভ করেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই।

---

৮ রাজসিংহ শর্ম্মা।

কিশোর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজসিংহ রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হন। কিশোর সিংহ ও রাজসিংহের মধ্যে অসাধারণ ভ্রাতৃ-বাৎসল্য ছিল। অনেকে বলেন—কিশোর সিংহ বন্দী হইয়া ঢাকা গমন-

কালে রাজসিংহ স্বেছায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হন। মুসলমানদিগের সময় হইতে জায়গীর প্রণালীতে রাজগণ সুসঙ্গ রাজ্যভোগ করিতে ছিলেন। ১৭৮৪ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় সুসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে কোম্পানী ইহাঁদের অধিকৃত পর্ব্বত ও বনভূমি খাস করেন এবং হস্তী ধরিয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা রহিত হয়। তদবধি ইহাঁদের মুনফা অল্প হইয়াছে এবং ইহাঁরা সাধারণ জমিদারের ন্যায় হইয়াছেন। রাজা রাজসিংহ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি রাগমালা, সংক্ষিপ্ত মনসার পাঁচালী,ঢাকা বর্ণনা ও ভারতী মঙ্গল নামক চারি খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২২ খৃঃ রাজা রাজসিংহ ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাজা রাজসিংহের পাঁচ পুত্র—বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ, গোপীনাথ, জগন্নাথ ও কৃষ্ণনাথ সিংহ।

৺ বিশ্বনাথ সিংহ শর্ম্মা।

রাজা রাজসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় মধ্যম পুত্র রাজা বিশ্বনাথ সিংহ এই বংশের প্রতিনিধি হন। তাঁহার সময় একটি ঘোরতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া মোকদ্দমা হইবার পর বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে সুসঙ্গ এষ্টেট অবিভাজ্য নহে বলিয়া স্থির হয়। বিশ্বনাথ ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপুত্রক ছিলেন। ১৮৫৩ খৃঃ রাজা বিশ্বনাথ সিংহ স্বর্গগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে রাখিয়া যান।

বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ তদীয় সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহার চারি পুত্র—রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ সিংহ।

প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যথেষ্ট সাহিত্যানুরাগ ও বিদ্যোৎসাহ ছিল। মহারাজ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ঘোড় গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবি নারায়ণ দেব রচিত "পদ্মপুরাণ" সংশোধন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র, শ্রীযুক্ত নিরদচন্দ্র, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।

রাজকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ অধুনা সুসঙ্গের রাজপদে সমাসীন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। মহারাজ বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী। ১৯১১ খৃঃ ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের ছোটলাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ১৯১২ খৃঃ ৪ঠা জানুয়ারী কলিকাতার লাটভবনে মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় ও রাজ্ঞীর এক সভা হইয়াছিল, তৎকালে সেই রাজকীয় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব আমির-উল্-ওমরা বাহাদুর কুমুদচন্দ্রকে রাজসকাশে যথারীতি পরিচিত করেন। মহারাজ বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশহিতৈষী এবং সুধী পুরুষ। ইনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। মহারাজের অর্থানুকূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাঁর অনন্যসাধারণ গুণাবলী ও সাহিত্য সেবার উজ্জ্বল আদর্শ বিরাজমান।

প্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি অশ্বতত্ত্ব, গোপালন, আম্র ও জাতীয় সঙ্গীত নামক চারিখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত মনসার পাঁচালী ও রাগমালা নামক গ্রন্থ দুইখানি তাঁহারই যত্নে মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত

তাঁহার মৌলিক গবেষণার ফলস্বরূপ কৃষি ও সঙ্গীত বিষয়ক কয়েক খানি অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে।

প্রাণকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সিংহ। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ একজন উদ্যমশীল সাহিত্যসেবী।

৺ গোপীনাথ সিংহ শর্ম্মা।

রাজসিংহের তৃতীয় পুত্র রাজা গোপীনাথ সিংহ ১৮৩৩ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৮৬২ খৃঃ তাঁহার পত্নী রাণী হরসুন্দরী দেবী গতাসু হন। রাজা গোপীনাথের পুত্র সন্তান হয় নাই, বরদাসুন্দরী ও প্রণদা-সুন্দরী নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা কন্যা বরদাসুন্দরীর সহিত গোলকনাথ লাহিড়ীর বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃঃ ৮ই মে বরদাসুন্দরী মৃত্যুমুখে পতিত হন। কনিষ্ঠা কন্যা প্রণদাসুন্দরীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্র লাহিড়ীর বিবাহ হয়। ১৯০৭ খৃঃ ৩০শে জুলাই প্রণদাসুন্দরীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

৺ জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা।

রাজ সিংহের চতুর্থ পুত্র রাজা জগন্নাথ সিংহ পিতার ন্যায় বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরাগী ও সুকবি ছিলেন। তিনি "জগদ্ধাত্রী গীতাবলী" নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। এরূপ সুন্দরভাব ও ভাষায় রচিত ধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্গীত গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ সন্দেহ নাই। ১৮২৯ খৃঃ রাজা জগন্নাথ সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে নিঃসন্তান বিধবা রাণী ইন্দ্রমণিকে রাখিয়া যান। ১৮৪৪ খৃঃ রাণী ইন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন

সন্তোষ জমীদারবংশ।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সন্তোষের ভূম্যধিকারীগণ বঙ্গজ কায়স্থ জমীদারবংশ। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশোহরজিৎ চন্দ্রশেখর রায়ের জনৈক বংশধর রমানাথ রায় যশোহরের বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্তোষ গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার তিন পুত্র—হরিরাম, রামকৃষ্ণ ও রামানন্দ রায়।

রমানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিরাম রায়ের দুই পুত্র—বলরাম ও যাদবেন্দ্র রায়। জ্যেষ্ঠ বলরামের দুই পুত্র—ইন্দ্রনারায়ণ ও অনন্তরাম রায়।

৺ বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী।

অনন্তরামের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী বহু বিষয় সম্পত্তি করিয়া একজন ধনবান সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া গণ্য হন। নবাব দরবারে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি নবাবের নিকট হইতে "চৌধুরী" অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অধিপতি বলিয়া সনন্দ প্রাপ্ত হন। বিশ্বনাথের তিন পুত্র—রঘুনাথ, রামেশ্বর ও রামচন্দ্র রায় চৌধুরী। তাঁহাদের মধ্যে মধ্যম পুত্র রামেশ্বর নিঃসন্তান ছিলেন।

৺ রঘুনাথ রায় চৌধুরী।

বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রায় চৌধুরীর পুত্র জয়নাথ—হরিনাথ—কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী। কৃষ্ণনাথের পুত্র সন্তান না

হওয়ায় তিনি প্রথমে কালীনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; কালীনাথ অকালে লোকান্তরিত হইলে পুনরায় রাজনাথকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজনাথের পুত্র গোলকনাথ রায় চৌধুরী দেশের ও সমাজের প্রায় সকল কার্য্যের সহিত যোগদান করিতেন। তাঁহার চরিত্রে নির্ভিকতা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র বিধবা পত্নী জাহ্নবী চৌধুরাণীকে রাখিয়া যান।

গোলকনাথের সহধর্ম্মিণী জাহ্নবী চৌধুরাণী বাঙ্গলা লেখাপড়া উত্তমরূপ জানিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় বৈকুণ্ঠনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী সমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি অতি অল্পবয়সে নিঃসন্তান বিধবা পত্নী দীনমণি চৌধুরাণীকে রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

রাণী শ্রীমতী দীনমণি চৌধুরাণী দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতাগুণে সুপরিচিতা। ইনি স্বর্গীয় শ্বশ্রূমাতার চিতাভূমির পার্শ্বে কাগমারী শ্মশান ঘাটে একটী দাতব্য কাষ্ঠভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে জুন ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে দিনমণি "রাণী" উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। ১৯১৩ খৃঃ অক্টোবর মাসে ইনি জাহ্নবী স্কুল, গোলকনাথ দাতব্য ঔষধালয়, গঙ্গাবাড়ী নামক অতিথিশালা এবং শ্মশানে বিনামূল্যে কাষ্ঠ সরবরাহের জন্য ৩৬৩,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। উহার সুদ হইতে উপরোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাবনার এডওয়ার্ড কলেজের জন্য ৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন। ১৯১৪ খৃঃ ৫ই আগষ্ট ইনি টাঙ্গাইল নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্-এ,

বি-এল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

৺ রামচন্দ্র রায় চৌধুরী।

বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চৌধুরী—রামনাথ—কাশীনাথ রায় চৌধুরী। তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি প্রথমে শিবনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন; কিন্তু কয়েক দিবস মধ্যে শিবনাথের মৃত্যু হইলে পুনরায় ভৈরবনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভৈরবনাথের পুত্র উমানাথ রায় চৌধুরী অকৃতদার অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর তদীয় পত্নী গৌরমণি দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন।

৺ দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী।

দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী কর্ম্মী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐকান্তিক নিষ্ঠা পালন করিয়া গিয়াছেন। দয়া তাঁহার চরিত্রকে অপূর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছিল। অনেক সময় গোপনে দান করিতেন। তিনি ইংরাজী ভাষা জানিতেন না, কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থায় ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হাঁসপাতাল ও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকানাথ মৃত্যুকালে প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ নামে দুইটী উপযুক্ত পুত্র সন্তান রাখিয়া যান।

দ্বারকানাথের পত্নী শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী বাথরগঞ্জ জেলার গাভা গ্রামে ঈশানচন্দ্র ঘোষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে সন্তোষের ভূম্যধিকারী দ্বারকানাথের সহিত ইঁহার বিবাহ

হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি দুইটী শিশুপুত্র ও কন্যার প্রতিপালন করেন। বিন্ধ্যবাসিনী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমিদারী পরিচালন ভার প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সুব্যবস্থাগুণে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে জমিদারীর উন্নতি হইয়াছে। ইনি কাশী, গয়া, মথুরা বৃন্দাবন, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার, অযোধ্যা, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, পুরী, নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি অনেক ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করিয়া থাকেন, অধিকন্তু গোপনেও দান করেন। ইনি সন্তোষে "ধর্ম্মবিতরণী" নামে একটি হরিসভা সংস্থাপন করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের ইংরাজী বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় ইহাঁর শিক্ষানুরাগের পরিচায়ক। ইনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত টাঙ্গাইলের দ্বারকানাথ হাঁসপাতালের বাটী পাকা করিয়া দিয়াছেন। ইনি সন্তোষে একটি বাটী ও তাহার এক প্রান্তে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দ্বারকানাথ নামে শিবমূর্ত্তি ও বিন্ধ্যবাসিনী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময় ইহাঁর পিতার শ্মশানেও একটী স্মৃতিমঠ প্রতিষ্ঠা হয়। ইনি ঠাকুরবাড়ীতে অতিথিশালা স্থাপন করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে ইহাঁর সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭২ খৃঃ মার্চ্চ মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শৈশবে পিতৃহীন হইয়া জননীর অভিভাবকতায় উভয় ভ্রাতা প্রতিপালিত হন। কৈশোর বয়স হইতে ইহাঁর কবিতা রচনা স্পৃহা প্রকাশিত হয়। তজ্জন্য অধুনা বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং নাট্যকলায় সুনিপুণ। ইহাঁর আধুনিক কাব্য ও নাটকে লোক-

প্রীতি উজ্জ্বলতর হইয়া নানাভাবে আকার লাভ করিয়াছে। ইহাঁর কাব্য গ্রন্থাবলী তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভাগ্যচক্র নাটক, হামির নাটক, হুমায়ুন নাটক, অন্নচিন্তা নাটক, আক্কেল সেলামী প্রহসন, পদ্মা, গৌরাঙ্গ, গীতিকা, দেশভক্তি, নূতনখাতা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যসেবীগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইনি কলিকাতার "প্যারাগণ প্রেস্" নামক মুদ্রাযন্ত্রের স্বত্বধিকারী। ১৯১০ খৃঃ পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডারে ১০ ৲ টাকা দান করেন। ১৯১২ খৃঃ বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ২০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ইনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি,এ, মহাশয়কে সুগন্ধি দ্রব্য ও তৈলসার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রমথনাথ সঙ্গীত প্রিয়, মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও উদার প্রকৃতি ব্যক্তি।

প্রমথনাথের পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনী চৌধুরাণী ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দানশীলা রমণী। ইনি দরিদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারকে গোপনে অর্থ সাহায্য ও মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। ১৯০৬ খৃঃ ইনি কলিকাতা সহরে "ওরিয়েণ্টাল্ সোপ ফ্যাক্টারী" নামে সাবান প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাঁর বিভা নাম্নী একটি কন্যা ও শ্রীমান্ সচীন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ অজয়নাথ নামে দুইটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃঃ ১১ই মার্চ্চ যশোহর-নড়াইলের অন্যতম জমিদার যোগেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র শ্রীমান্ গিরীন্দ্রনাথ রায়ের সহিত প্রমথনাথের কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

মন্মথনাথ রায় চৌধুরী।

দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ১৮৭৩ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ইনি কলিকাতার সেন্ট্‌জেভিয়ার কলেজে

তৎপরে হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। মন্মথ-নাথ শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বি, এ, মহাশয়কে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত জাপান প্রেরণ করিয়াছিলেন। জমিদারীতে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন। সন্তোষ নগরে একটি কলেজ ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইনি মাদক-নিবারিণী সভা ও ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য। ১৯০২ খৃঃ ভিক্টোরীয়া স্মৃতিসৌধ ভাণ্ডারে ৫০০০৲ ও দিল্লীর অভিষেক উৎসব ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত নানাস্থানে বহু অর্থ চাঁদা দিয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ ২৪শে জুন ভারত সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে মন্মথনাথ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১০ খৃঃ লোকান্তরিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপনের ভাণ্ডারে ৫০০৲ দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর ইনি দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯১২ খৃঃ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফণ্ডে ৫০০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৯১৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমান বিভাগের বন্যা পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে ৫০০৲ টাকা দান করেন। ইনি স্ত্রীস্বাধীনতা ও শিক্ষার পক্ষপাতী। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। রাজা মন্মথনাথের কুমার শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত পৃথ্বীন্দ্রনাথ নামে তিন পুত্র এবং তিনটী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় প্রথমা কন্যার সহিত পাবনা জেলায় অন্তর্গত সাগরকাঁদী-নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয়া কন্যার সহিত বিলাত প্রত্যাগত টাকী-নিবাসী মিঃ টি, পি, ঘোষের বিবাহ হইয়াছে। কনিষ্ঠা কন্যা অবিবাহিতা।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ।

বিক্রমপুর পরগণায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ধার্ম্মিক ও তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তাঁহাকে সুপাত্র দেখিয়া অন্য এক ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর নববিবাহিতা পত্নীর নামের সহিত তাঁহার উপাস্য দেবীর এক নাম জানিয়া বিবাহের পর জীবন বিসর্জ্জনে সঙ্কল্প করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণে ভাসমান হন। তৎকালে বিক্রমপুরের দক্ষিণে অনন্ত জলরাশি ছিল। চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলে একটি ক্ষুদ্র তরণীযোগে এক ধীবর কন্যা বেশে তাঁহার উপাস্য দেবীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনন্তর দেবী বলিলেন, যে স্থানে তিনি দেবীকে প্রাপ্ত হন, তাঁহার বরে সেই স্থান শস্যময় ভূখণ্ডে পরিণত হইবে এবং তিনি তথায় রাজা হইবেন। অতঃপর নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড তাঁহার নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ বলিয়া প্রচারিত হয়। মতান্তরে—চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যবহারে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। একদা সুগন্ধা নদীর মধ্যে সকলে রাত্রি যোগে একটী নৌকায় সুষুপ্ত ছিলেন, সেই সময় চন্দ্রশেখর স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার নিকটে তিনটী বিগ্রহ জলমগ্ন অবস্থায় আছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য দনুজমর্দ্দন দেবকে এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে দনুজ-মর্দ্দন স্বপ্ন-কথিত স্থান হইতে প্রথমবার কাত্যায়নীর পাষাণ মূর্ত্তি ও দ্বিতীয়বার মদনগোপালের মূর্ত্তি উত্তোলন করেন। অদ্যাপি মাধব-পাশার রাজবাটীতে সেই কাত্যায়নী ও মদনগোপালের পাষাণ মূর্ত্তির নিত্য পূজা হইতেছে।

৺ দনুজমর্দ্দন দেব।

দনুজমর্দ্দন দেব সমুদ্র গর্ভস্থিত দ্বীপের নাম স্বীয় গুরুদেব চন্দ্রশেখরের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপ রাখেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপ নগর পত্তন করিয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ১২৮০ খৃঃ সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবন যথন মঘিসুদ্দীন তুগ্রিল খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করেন, সেই সময় তিনি সম্রাটকে সাহায্য করিয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দন রাজোপাধি ধারণপূর্ব্বক পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত কচুয়া নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। স্থানীয় লোকে ইহাকে রাজবাড়ী বলিয়া থাকে।

দনুজমর্দ্দনের পর তাঁহার পুত্র রামবল্লভ দেব চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর হন। তিনি স্বীয় নামে একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

রামবল্লভের পর তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভ দেব চন্দ্রদ্বীপের রাজাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না, কমলা নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। থাক বসুর বংশের বলভদ্র বসুর সহিত কন্যার বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর কমলা স্বামীর সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কমলা কচুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বীয় নামানুসারে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এরূপ সুবৃহৎ পুষ্করিণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উহার কিয়দংশ এখন বর্ত্তমান। অদ্যাপি স্থানীয় অধিবাসীগণ তাহাকে "রাণী কমলার দীঘী" বলিয়া থাকে।

৺ পরমানন্দ বসু রায়।

রাণী কমলার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরমানন্দ রায় রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ এতদঞ্চলে ভীষণ জলপ্লাবন হয়। সেই সময় রাজা পরমানন্দ নৌকারোহণে অতিকষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

পরমানন্দের পৌত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় মগ ও যবনদিগের দৌরাত্মে কচুয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক মাধবপাশা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি হোসেনপুর হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিলে ১৫৮৪ খৃঃ মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁ, সুবাদ খাঁকে চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। মোগলেরা ফতেয়াবাদ ও বাক্‌লা অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি কামান ছিল, তন্মধ্যে একটী পিত্তলের কামান অদ্যাপি মাধবপাশার রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার তিন পুত্র—রামচন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও রামজীবন রায়।

কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তাঁহার অধীনে অনেক পর্ত্তুগীজ বাস করিত। ১৫৯৯ খৃঃ খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারক ফন্‌সেকা চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হন। রামচন্দ্র তাঁহাকে যথোচিত সমাদার করিয়া রাজ্যে গির্জ্জা নির্ম্মাণ ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত বঙ্গের শেষবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়ের কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্য মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে রামচন্দ্রের কাপুরুষতায় তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন। সেই সময় রামচন্দ্র কৌশলে নিরাপদে নৌকাযোগে স্বরাজ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর যশোহর রাজকুমারী স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আশায় নৌকাযোগে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হন। রাজবধুর নৌকা যে স্থানে ছিল তাহার সন্নিকটে একটি হাট বসিত, তজ্জন্য অদ্যাপি সেই স্থান "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত। রামচন্দ্র একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর রামচন্দ্র স্বীয় পত্নীকে চন্দ্রদ্বীপে আনয়ন করেন। বিন্দুমতীর গর্ভে কীর্ত্তিনারায়ণ নামে তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের দেহান্তে তাঁহার পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ রায় রাজাসন গ্রহণ করেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপে চন্দ্রদ্বীপ সাতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালায় তাঁহার ন্যায় নৌযুদ্ধ বিশারদ প্রায় দ্বিতীয় ছিল না। তিনি নৌযুদ্ধ করিয়া মেঘনায় উপকূল হইতে ফিরিঙ্গী-দিগকে বিতাড়িত করেন।

কীর্ত্তিনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি হন। সমাজে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল।

প্রতাপনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র প্রেমনারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতি অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যার সহিত গৌরীচরণ মিত্রের বিবাহ হইয়াছিল।

৮ গৌরীচরণ মিত্র রায়।

প্রেমনারায়ণ গতাসু হইলে তদীয় জামাতা গৌরীচরণ রায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার দুই পুত্র—উদয়নারায়ণ ও রাজ-নারায়ণ রায়। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়নারায়ণ রাজ্যাধিকার লাভ করেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ রায় মাতামহীর একটি বৃহৎ তালুক প্রাপ্ত হইয়া মাধবপাশার সন্নিকট প্রতাপপুরে বসতি করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান, কিন্তু তাঁহাদের সেই সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়াছে। উদয়নারায়ণ দেবদ্বিজ ভক্ত ছিলেন। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করেন। তিনি নিজ সমাজ ও জাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

অতঃপর উদয়নারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি চন্দ্রদ্বীপ ব্যতীত সুলতানপুর পরগণা অধিকার করেন।

শিবনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে অল্পবয়স্ক পুত্র জয়নারায়ণকে রাখিয়া যান।

অনন্তর জয়নারায়ণ রায় উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার নাবালক সময় শঙ্কর বক্সী নামক জনৈক পুরাতন কর্ম্মচারী সুবিধা পাইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কতক সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কয়েক বৎসর পরে জয়নারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে শঙ্কর বক্সীর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হয়। সেই সময় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের কৃপায় সমগ্র বঙ্গদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। জয়নারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হন এবং বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়া গঙ্গা-গোবিন্দের সাহায্যে শঙ্কর বক্সীর হস্ত হইতে বিষয় সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ বহু অর্থ ব্যয়ে তদীয় জননী দুর্গারাণীর নামানুসারে দুর্গা সাগর নামে একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। দুর্গাসাগর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৭৮৯ খৃঃ লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় বাঙ্গালার রাজস্ব বিষয়ে দশ সালার বন্দোবস্ত হইয়া জমিদারগণ ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হন। সেই সময় বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীবর্গের ষড়যন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজস্ব দাখিল না হওয়ায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য নীলাম হইয়া যায়। তদবধি মাধবপাশার রাজবংশের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে।

জয়নারায়ণের পুত্র নৃসিংহনারায়ণ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহার বিধবা পত্নীদ্বয় দুইটী দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁহারা "বড়তরফ" এবং "ছোটতরফ" নামে খ্যাত হন।

নৃসিংহনারায়ণের অধস্তন বংশধরগণ অধুনা বহু প্রাচীন ও সম্মানিত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান। তাঁহারা এখন সামান্য গৃহস্থ মাত্র। এই বংশীয়গণ দরিদ্রভাবে মাধবপাশা গ্রামে বাস

করিতেছেন। চন্দ্রদ্বীপের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। রাণী কমলাদীঘী, রাণী দুর্গাদীঘী এবং কয়েকটী ভগ্ন অট্টালিকা ও দেবমন্দির ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের পূর্ব্বসমৃদ্ধি আর কিছুই নাই। ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া বাখরগঞ্জ জেলার রাজকীয় দরবারে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বংশধরগণকে সর্ব্বপ্রধান আসন প্রদান করিয়া থাকেন।

কীর্ত্তিপাশা জমীদারবংশ।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কীর্ত্তিপাশার জমিদারগণের আদি নিবাস বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী পোড়াগাছাঁ গ্রাম।

৺দুর্গাদাস সেন।

দুর্গাদাস সেন এই বংশের আদিপুরুষ। রুনসী-নিবাসী পাহিদাস বংশীয় হরেকৃষ্ণ রায় স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তিপাশায় স্থাপন করেন। তিনি জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও অতিথিবৎসল পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পত্নী স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া এক চিতায় স্বর্গারোহণ করেন।

দুর্গাদাসের পুত্র রামজীবন সেন পিতার চিকিৎসা শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন। দেব দ্বিজ সেবায় ভক্তি ছিল। তাঁহার দুই পুত্র—রামগোপাল ও রামেশ্বর সেন। পিতার মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতা পৃথক হন।

৺রামগোপাল সেন।

রামজীবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোপাল সেন একজন মুসলমান মৌলবীর নিকট পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

রামগোপালের পুত্র রামকেশব সেন পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক চাকরী প্রাপ্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেন।

রামকেশবের পুত্র রামগতি। তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ সেন বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া ঢাকায় চাকরী করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণের পুত্র রঘুনাথ সেন রায়ের কাঠীর রাজসরকারে কর্ম্ম করিয়া বিত্তশালী হইয়া স্বনামে একখানি জমিদরী করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—চন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র সেন। তাঁহাদের পৈত্রিক বিত্তের অধিকাংশ বাকী খাজানা ও দেনার জন্য নীলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। অধুনা বংশধরগণ ক্ষুদ্র তালুকের যৎসামান্য আয় দ্বারা অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

৺রামেশ্বর সেন।

রামজীবনের কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর সেনের চারি পুত্র—কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম সেন; তন্মধ্যে কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম এই তিন ভ্রাতা রায়ের কাঠীর রাজা জয়নারায়ণ রায়ের অধীনে চাকরী করিতেন। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ পৃথক হইয়াছিলেন।

৺কাশীরাম সেন।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ সন্তান কাশীরামের পুত্র হরেকৃষ্ণ সেন পৈতৃক জমিদারীর আয় দ্বারা সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামকিশোর। তৎপুত্র কৃষ্ণমোহন সেন বিচক্ষণ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে জমিদারী হইতে অনেক বিত্ত সঞ্চয় করেন। তিনি সাহসী ও বলবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র কাশীচন্দ্র সেন পিতার ন্যায় অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি ছিল। তিনি বাটীর সম্মুখে এক পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তী স্থাপন

করেন ও একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। কাশীচন্দ্রের দুই বিবাহ হয়, তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কালীপ্রসন্ন নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল; দ্বিতীয়া পত্নী নিঃসন্তান ছিলেন। কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণকে দান ও বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় পৈতৃক জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। কালীপ্রসন্নের এক মাত্র পুত্র সারদাপ্রসন্ন পিতার জীবিত কালে লোকান্তরিত হন। সারদপ্রসন্নের একটি কন্যা বিদ্যমান।

৺কৃষ্ণরাম সেন

রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম সেন ১৬৮৮ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে রায়ের কাঠীর রাজবাটীর দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নবাব সরকার হইতে "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। অদ্যাপি কীর্ত্তিপাশার জমিদার বাটী "মজুমদার বাড়ী" নামে অভিহিত হইতেছে। কৃষ্ণরাম ভ্রাতৃগণ সহিত রঘুদেব রায়ের জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। এই তালুকের অংশ কাশীরাম তিন আনা, কৃষ্ণরাম ছয় আনা, বিষ্ণুরাম তিন আনা এবং বলরাম চারি আনা প্রাপ্ত হন। রাজা জয়নারায়ণের সময় বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল, সেই সময় তাহারা সেলিমাবাদ পরগণায় আগমন করিয়া কোন কোন গ্রাম ধ্বংস করিয়াছিল। জয়নারায়ণের রাজস্ব বাকী হইলে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রাজস্ব আদায় করিবার জন্য ঢাকার শাসনকর্ত্তা মহম্মদকে আদেশ দিয়াছিলেন। রাজা জয়নারায়ণ রাজস্ব দায়ে ধৃত হইয়া ঢাকায় আনীত হন; কিন্তু তখন দেওয়ানগণ রাজস্বের দায়ী থাকিতেন বলিয়া রাজাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার দেওয়ান কৃষ্ণরামকে ধৃত করিয়াছিলেন। নবাব কৃষ্ণরামের প্রভুভক্তি ও কতিপয় সদগুণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রভুর রাজ্য অব্যাহতি দান করেন। কৃষ্ণরাম

অসাধারণ কৌশলে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রভু ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া রায়ের কাঠীর জমিদারী রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরাম হইতেই কীর্ত্তিপাশার ভাগ্য-লক্ষ্মী উদিতা হন। অনন্তর রাজা জয়নারায়ণ তদীয় দেওয়ানের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র রাজারামের নামে এক বৃহৎ তালুক অর্পণ করেন। কৃষ্ণরাম বুদ্ধিমান, ন্যায়বান, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অনেক সৎব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম বহুকাল রায়ের কাঠীর রাজসংসারে কার্য্য করিয়া স্বীয় পুত্রকে নিজকার্য্য প্রদানপূর্ব্বক অবসর গ্রহণ করেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত কালিয়া-নিবাসী রামরাম দাস ঘটক বিশারদের সহিত স্বীয় কন্যা জয়মালার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তিপাশায় স্থাপন করেন। জয়মালার বংশধর-গণ অদ্যাপি কৃষ্ণরামের প্রদত্ত যৌতুক ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। রামরামের বংশধরগণ মধ্যে নীলমাধব কবিভূষণ, গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, প্যারীমোহন কবিরত্ন, উমাচরণ কবিরত্ন ও অক্ষয়কুমার কবিরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণরাম স্বগৃহে সিদ্ধেশ্বরীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি, দশভূজা মূর্ত্তি ও গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৫৯ খৃঃ দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার রাজারাম নামে একটি পুত্র এবং জয়মালা নাম্নী কন্যা জন্মিয়াছিল।

কৃষ্ণরামের একমাত্র পুত্র রাজারাম সেন ১৭১৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। রাজারাম পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন রায়ের কাঠীর রাজসরকারে দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে রাজারাম রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কালাতিপাত করেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও অতিথিকে ভক্তি করিতেন। ১৭৬৮ খৃঃ রাজারাম সেন স্বজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। বাসণ্ডা-নিবাসী জয়দেব সেন মহলানবিশ মহাশয়ের কন্যা রামমালার সহিত রাজারামের বিবাহ হইয়াছিল।

তাঁহার গর্ভে রাজারামের দুই পুত্র নবকুমার ও কালাচাঁদ এবং চারি কন্যা জন্মিয়াছিল।

৺ নবকুমার সেন।

রাজারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমার সেন ১৭৫৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গাবখান হইতে কীর্ত্তিপাশা পর্য্যন্ত একটি খাল ও রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃঃ নবকুমার সেন অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পত্নী স্বামীর চিতারোহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে কালীকুমার নামে পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া যান। নবকুমারের বংশধরগণ এখন "বড় হিস্যার" অধিকারী।

নবকুমারের পুত্র কালীকুমার সেন ১৮০৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় বলবান পুরুষ ছিলেন। কান্দারপাড়া-নিবাসী কৃষ্ণকান্ত সেনের কন্যা হরসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃঃ কালীকুমার সেন স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করেন। তৎপূর্ব্বে রাজকুমারকে দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছিল।

কালীকুমারের পোষ্যপুত্র রাজকুমার সেন ১৮৩৯ খৃঃ স্বয়ং জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত বৈষয়িক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি তিনটী খারিজা সম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৮৪৪ খৃঃ রাজকুমার "চৌদ্দমাদন মহোৎসব" করিয়া ভারতীয় বহু বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত টাকা বিদায় দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ১৮৪৫ খৃঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর রাজকুমার সেন মানবলীলা সম্বরণ করেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে সিদ্ধকারী-নিবাসী কালাচাঁদ সেনের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র নাবালক পুত্র প্রসন্নকুমারকে রাখিয়া যান।

৺ প্রসন্নকুমার সেন।

রাজকুমারের পুত্র প্রসন্নকুমার সেন ১৮৩৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধারণতঃ "নাবালক বাবু" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ষষ্ঠ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রেলী সাহেব তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে বরিশালে বিদ্যাশিক্ষা করেন, তৎপরে ঢাকায় সামান্য ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ক্রমে ঐ ভাষায় বুৎপন্ন হন। ১৮৫৭ খৃঃ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্বীয় জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হন। তিনি সেলিমাবাদের জমিদারীর অংশ ক্রয় করেন ; তৎপরে পরগণা বোজরগ-সেদপুর মধ্যে কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি নিজ জমিদারীর উন্নতি সাধন করিয়া যান। কীর্ত্তিপাশার নানাপ্রকার হিতকর কার্য্য করিয়া যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃঃ তিনি একটি বাঙ্গালা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁহার স্থাপিত মাইনার স্কুলটী বাখরগঞ্জে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ খৃঃ তিনি একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ খৃঃ স্বর্গীয় ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে কলিকাতায় আগমন কালে তিনি রাজদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সময় জুওলজিকাল গার্ডেন, রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী, জমিদারী পঞ্চায়ৎ এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমিতির সভ্য মনোনীত হন। ১৮৭৬ খৃঃ রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ঢাকা গমনকালে তদুপলক্ষে তিনি বাখরগঞ্জ জেলার জমিদারগণের মধ্যে নিমন্ত্রিত হন। ১৮৭৬ খৃঃ তিনি তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বৈদ্যনাথ, পাটনা, হরিদ্বার, হরিহরছত্র, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, আগরা, বৃন্দাবন, পুষ্কর, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, নীলাচল, দিল্লী, দধিচীর আশ্রম, গাজিয়াবাদ, অমৃতসহর, আম্বালা, আজমীর, বুন্দী

প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ও বদান্য পুরুষ ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ প্রসন্নকুমার সেন মানবলীলা সম্বরণ করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপ্রতাপ-নিবাসী কালীমোহন সেনের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে রোহিণীকুমার, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, শ্রীযুক্ত রমণীকুমার ও শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার নামে চারি পুত্র এবং তিনটি কন্যা রাখিয়া যান।

১৮৬৭ খৃঃ প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রোহিণীকুমার সেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অমায়িক ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার ছিল। তিনি "কনকলতা, চিতোর উদ্ধার, চণ্ড বিক্রম, প্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণসিংহ, সুধামুখী ও আমার পূর্ব্ব পুরুষ" নামক আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সমাজে প্রশংসিত হন। তিনি জনসাধারণের নিকট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল রোহিণীকুমার সেন লোকান্তরিত হইয়াছেন।

৺ কালাচাঁদ সেন।

রাজারামের কনিষ্ঠ পুত্র কালাচাঁদ সেন ১৭৬০ খৃঃ ভূমিষ্ঠ হন। কালাচাঁদের দুই কন্যা ব্যতীত পুত্র সন্তান ছিল না। ১৮২১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে তিনি গতাসু হন। কালাচাঁদ দত্তক পুত্রকে তাঁহার নিজের আট আনি অংশের ছয় আনি ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালীকুমারকে দুই আনি অংশ দিয়া যান। কালাচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তারিণী, চন্দ্রকুমারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ "ছোট হিস্যার" অধিকারী।

তারিণীর মৃত্যুর পর চন্দ্রকুমার স্বয়ং বিষয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

তাঁহার দুই কন্যা ব্যতীত পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি শশিকুমারকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শশিকুমার সেন ১৮৫৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৮৯২ খৃঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাটিতে একটী অন্নসত্র স্থাপন করিয়া বহু লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর শশিকুমার বিধবা পত্নী, অন্নদা-কুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার নামে দুই পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন।

৺ বিষ্ণুরাম সেন।

রামেশ্বরের তৃতীয় পুত্র বিষ্ণুরাম সেন রায়ের কাঠীর রাজার অধীনস্থ সুতালরি নামক স্থানে তহশীলদারী কার্য্য করিতেন। তিনি সম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামেশ্বর রায়ের কাঠীর অধীনে চাকরী করিতেন। তদীয় পুত্র দেবীচরণের তিন পুত্র—মদনমোহন, কালাচাঁদ ও রামগতি। পিতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃত্রয় পৃথক হইয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ মদনমোহনের চারি পুত্র—চন্দ্রনাথ, আনন্দনাথ, উমানাথ ও দুর্গানাথ সেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমের পুত্র সন্তান হয় নাই। তৃতীয় উমানাথ অতি ধীর ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন। কনিষ্ঠ দুর্গানাথ পিরোজপুরে মোক্তারী করিয়া থাকেন। তাঁহার দুই পুত্র—শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ও সখানাথ সেন।

দেবীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র রামগতির দুই পুত্র—গুরুপ্রসাদ ও মোহন চন্দ্র সেন। জ্যেষ্ঠ গুরুপ্রসাদের পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন। কনিষ্ঠ

মোহনচন্দ্রের তিন পুত্র—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন।

৮ বলরাম সেন।

রামেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র বলরাম সেন নিজ নামে বিষয় সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমা পত্নীর গর্ভে শ্যামরাম ও সোনারাম নামে দুই পুত্র এবং অপর পত্নীর গর্ভে জয়চন্দ্র ও গোপীচন্দ্র নামে দুই পুত্র হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠ শ্যামরামের পুত্র প্রাণমাণিক্য। তাঁহার পুত্র শম্ভুচন্দ্র সেন বুদ্ধিমান ও কার্য্যতৎপর ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

তৃতীয় জয়চন্দ্রের দুই পুত্র—গোলকবিহারী ও মোহনবিহারী। জ্যেষ্ঠ গোলকবিহারীর পুত্র অখিলচন্দ্রের পৈতৃক জমিদারীর অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন।

পঞ্চম খণ্ড।

চট্টগ্রাম বিভাগ।

ভুলুয়া রাজবংশ

৺ বিশ্বম্ভর শূর।

১২০৩ খৃঃ বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের সমকালে বিশ্বম্ভর শূর নামক মিথিলা দেশীয় কোন রাজকুমার চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ তীর্থে আগমন করেন। গৃহে প্রত্যাগমনকালে নাবিকগণ দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটি দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া পোতসমূহ দ্বীপের নিকট সংলগ্ন করিয়াছিল। রাত্রিকালে বিশ্বম্ভরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, তাঁহার অর্ণবপোতের দক্ষিণ পার্শ্বে বারাহী দেবী জলমগ্না আছেন; সমুদ্র হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক যথাবিধি দেবীর অর্চ্চনা করিলে সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে বিশ্বম্ভরের রাজ্য লাভ হইবে। অতঃপর বিশ্বম্ভর বারাহী দেবীকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া যথাবিধি পূজা করেন। কথিত আছে, ঐ দিবস নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন থাকায় দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া সংস্থাপিত করা হয়। দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য করিয়া দেব দেবী প্রতিষ্ঠা করা নিয়ম। দেবীর প্রীত্যর্থ ছাগ বলিদান কালেও দিগ্‌ভ্রমবশতঃ ছাগ পশ্চিমাভিমুখে স্থাপিত হয়, পরে সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা অপনীত হইলে ভুল বুঝিতে পারিয়া "ভুল হুয়া" স্থির করেন। এই "ভুল হুয়া" শব্দ হইতে "ভুলুয়া" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কালক্রমে বিশ্বম্ভর শূরের প্রতিষ্ঠিত নবীন রাজ্য ভুলুয়া নামে অভিহিত হয়। অদ্যাপি ভুলুয়া প্রদেশে বহুস্থানে পশ্চিমাস্য করিয়া ছাগ বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। রাজা বিশ্বম্ভর কল্যাণপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বারাহী দেবীকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে রাণী শশিমুখী যখন কাশীধামে গমন করেন, তখন অমিশাপাড়ার রাজপুরোহিত

রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর বাটীতে বারাহী দেবী স্থানান্তরিত হন। তদবধি এই স্থানে বারাহী দেবী বিদ্যমান। বঙ্গোপসাগরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের সমাহারে ভুলুয়া পরগণার সৃষ্টি হয়। প্রাচীর ভুলুয়া বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত। জনশ্রুতি আছে যে, ভুলুয়ার শূর রাজবংশ জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিশ্বম্ভর শূর আদিশূরের বংশ বলিয়া এক কিম্বদন্তী প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশ্বম্ভরের উত্তর পুরুষগণ ত্রিপুরার রাজদণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে ভুলুয়ারাজ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া আখ্যাত হইতেন। প্রাচীন ত্রৈপুর নৃপতি-বৃন্দের অভিষেককালে ভুলুয়াপতিগণ তাঁহাদের ললাটে রাজটীকা প্রদান করিতেন। ত্রিপুরেশ্বরগণ সিংহাসনে প্রথম উপবেশন করিলে ভুলুয়ার রাজগণ সর্ব্বপ্রথম "নজর" প্রদান করিতেন। রাজা বিশ্বম্ভরের চারি পুত্র—গণপতি, মনোহর, হেমন্ত ও দামোদর।

৺ গণপতি রায়।

বিশ্বম্ভরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণপতি রায় রাজোপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার প্রভাবে ও সুশাসনে রাজ্যের উন্নতি হইয়াছিল।

৺ শূরানন্দ রায়।

অনন্তর গণপতির পুত্র রাজা শূরানন্দ খাঁ পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন। তিনি মুসলমান সরকারের সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া "খাঁ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—দেবানন্দ, শ্রীরাম ও বিদ্যানন্দ খাঁ।

৮ দেবানন্দ রায়।

অতঃপর তদীয় পুত্র রাজা দেবানন্দ খাঁ ভুলুয়া রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি বিচক্ষণ, কর্ম্মদক্ষ ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

৮ কবিচন্দ্র রায়।

তৎপরে শ্রীরাম খাঁর পুত্র রাজা কবিচন্দ্র খাঁ এই রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি কায়স্থ সমাজের কুলীনগণের সহিত ভোজ্যান্ন সংস্থাপন মানসে চন্দ্রদ্বীপাধিপতির নিকট আবেদন করেন। তৎকালে ভুলুয়ারাজ কায়স্থ সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ও কুলাচার্য্যগণকে বশীভূত করিয়া কুলীন কায়স্থগণকে স্বীয় আলয়ে আহ্বান করেন। তদনুসারে কায়স্থ সমাজের কুলীনগণ ভুলুয়ার শূর রাজবংশের অন্ন গ্রহণ করায়, শূরবংশ কায়স্থ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় পূষণ বসুর অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র হংস বসু, গোপাল বসু (বিক্রমপুর বহরের চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ) বিক্রমপুরের অন্তর্গত চতুর্ম্মণ্ডল গ্রামের পাই মিত্র প্রভৃতি কতিপয় কুলীন কায়স্থ ভুলুয়ার শূররাজের অন্ন গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করেন। কায়স্থ সমাজের কিম্বদন্তী অনুসারে প্রোক্ত হংস বসু, গোপাল বসু ও পাই মিত্র ভুলুয়া হইতে পলায়ন অপরাধে কুলজ্ঞ শ্রেণীতে অবনত হন। এই ব্যাপারে পাই মিত্রের কুলভ্রংশের পর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে মিত্রবংশের আর কুল থাকে নাই। কবিচন্দ্র খাঁর চারি পুত্র—রাজবল্লভ, রামনাথ, গোপাল ও কৃষ্ণরাম রায়।

৺ রাজবল্লভ রায়।

কবিচন্দ্রের দেহান্তে তাঁহার পুত্র রাজা রাজবল্লভ রায় ভুলুয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তিনি অতি হীনপ্রতাপ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে আরাকানাধিপতি স্বীয় মগ সৈন্যসহ পূর্ব্বাঞ্চল আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে থাকেন। মগদিগের আক্রমণবেগ নিবারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি শূরবংশীয় জনৈক মুসলমান নৃপতির সাহায্যে মগদিগকে বিতাড়িত করেন। তাঁহার তিন পুত্র—লক্ষ্মণমাণিক্য, অনন্ত-মাণিক্য ও উদয়মাণিক্য রায়।

৺ লক্ষ্মণমাণিক্য রায়।

রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রায় তৎকালীন দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ছিলেন। তিনি মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভুলুয়া প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। অধুনা তাহা নোয়াখালী জেলার অন্তবর্ত্তী থাকিয়া অন্য ভূস্বামীর জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ্মণমাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি সংগ্রাম কালে একটি কবচ পরিধান করিতেন, উহার ওজন প্রায় অর্দ্ধমণ ছিল। সেই কবচ এখনও কল্যাণপুর রাজবাটীতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তিনি মেঘনার তীরবর্ত্তী অনেকগুলি পরগণার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণমাণিক্য সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণবধ অবলম্বন করিয়া "বিখ্যাত-বিজয়" নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য নাটক রচনা করেন। তৎকালে তিনি ঐ অঞ্চলে কায়স্থ গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁহার প্রভাবকালে ভুলুয়া সমাজে বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মণমাণিক্য গাভার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের

পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দিয়াছিলেন। গাভার ঘোষবংশ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে কৌলিন্যের জন্য প্রসিদ্ধ; কিন্তু পরমানন্দ ভুলুয়া রাজের কন্যা গ্রহণ করায় চন্দ্রদ্বীপ সমাজে অপদস্থ হন এবং অনন্যোপায় হইয়া ভুলুয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায়, চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র রায়, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায় স্ব স্ব সমাজের দলপতি ছিলেন। জামাতা সমাজচ্যুত হইয়া ভুলুয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণমাণিক্য বিক্রমপুর, ভূষণা, চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর সমাজের অধিপতিগণকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সহিত লক্ষ্মণ মাণিক্যের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। একদা রামচন্দ্র রায় আত্মীয়তা স্থাপনের ভাণ করিয়া ভুলুয়ায় আগমন করিলে লক্ষ্মণমাণিক্য প্রীত হইয়া রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার নৌকায় সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় বিশ্বাসঘাতক রামচন্দ্র স্বীয় প্রধান সেনাপতি রামাইমাল ও অন্যান্য অনুচর দ্বারা নিরস্ত্র লক্ষ্মণ মাণিক্যকে বন্ধন করিয়া চন্দ্রদ্বীপে লইয়া যান। অতঃপর তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। লক্ষ্মণমাণিক্যের চারি পুত্র—বিজয়-মাণিক্য, অমরমাণিক্য, ধর্ম্মমাণিক্য ও চন্দ্রমাণিক্য। বিজয়মাণিক্যের পুত্র রাজা রুদ্রমাণিক্য ও অমরমাণিক্যের পুত্র রাজমাণিক্য এবং অপর দুইজন নিঃসন্তান ছিলেন।

৺ রুদ্রমাণিক্য রায়।

লক্ষ্মণমাণিক্যের হত্যার পর তাঁহার পৌত্র রুদ্রমাণিক্য রায় ভুলুয়ার অধীশ্বর হন। ১৫৯৭ খৃঃ ত্রিপুরাধিপতি অমর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে ভুলুয়াপতি চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহাকে

রাজটীকা প্রদানপূর্ব্বক "নজর" দিতে অসম্মত হন; তজ্জন্য অমর মাণিক্য ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভুলুয়ার অবস্থা অতীব শোচনীয় হয়। রুদ্রমাণিক্য অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে, রাণী শশিমুখী তৎস্থলে রাজত্ব করেন।

মগ ও মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ করিয়া ত্রিপুরেশ্বরগণ দুর্ব্বল হইলে ভুলুয়াপতি হইতে রাজস্ব গ্রহণে অক্ষম হন। অতঃপর ভুলুয়ার রাজগণ মোগলের অধীনস্থ জমিদার হইয়াছিলেন। ১৭২৮ খৃঃ ভুলুয়া রাজ্য ১৪টি জমিদারীতে বিভক্ত হয়। রাজা রুদ্রমাণিক্য রায়ের পত্নী শশিমুখীর শাসনকালে নিজ ভুলুয়া রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। শূরবংশের দুইটী কনিষ্ঠ শাখা দুই অংশ এবং রাজবংশের দেওয়ান খিল-পাড়া-নিবাসী নারায়ণ রায় চৌধুরী একাংশ গ্রহণ করেন। শূরবংশের সেই দুইটী শাখা দত্তপাড়া ও মাইজদির চৌধুরী বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত। ১৮৩৩ খৃঃ মাইজদির জমিদার শ্রীযুত রায় চৌধুরী মানবলীলা সম্বরণ করিলে রাজস্ব দায়ে ভুলুয়া পরগণা নীলামে বিক্রয় হয়। সেই সময় ভুলুয়ার রাজলক্ষ্মী পাইকপাড়ার রাজবংশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৩৪ খৃঃ পাইকপাড়ার পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য লালাবাবুর পত্নী প্রসিদ্ধা রাণী কাত্যায়নী স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া তাঁহাদিগকে একটি লাখেরাজ দিয়া-ছিলেন। তাহারও অনেকাংশ হস্তচ্যুত হইয়াছে। অধুনা ভুলুয়া রাজ-বংশের বংশধরগণ অতি সামান্য ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। তথাকার প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ ভিন্ন এই রাজবংশের প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আর কিছুই নাই। সেই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখন বিদ্যমান। তাহার বিস্তৃতবক্ষে সৌধমালা ও দেবমন্দিরের ভগ্নস্তূপ এক উদাসকর মহাশ্মশানের চিত্র অঙ্কন করিয়া জগতের নশ্বরত্ব ঘোষণা করিতেছে।

ত্রিপুরা রাজবংশ।

বঙ্গদেশের মধ্যে কোচবিহার ও ত্রিপুরা এই দুইটী করদরাজ্য ব্রিটিশ রাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। ত্রিপুরার রাজবংশ অতি প্রাচীন, এরূপ প্রাচীন বংশ ভারতে দ্বিতীয় নাই। তথাকার রাজগণ ব্রিটীশ-রাজকে কোন নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করেন না; কিন্তু নবীন রাজারা সিংহাসনে আরোহণ সময় "নজর" দিয়া থাকেন। রাজগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের দণ্ড দিবার সময় ব্রিটীশরাজের অনুমতি লইতে হয়। এই রাজ্যের বার্ষিক আয় দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা। এদেশের রাজগণের নামে "মাণিক্য" উপাধি হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে এই স্থান কিরাত নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নরপতি যযাতির পুত্র দ্রুহ্যু। তাঁহার পুত্র ত্রিপুর হইতে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি প্রাচীন কিরাত নামের পরিবর্ত্তে স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা এবং স্বজাতীয়গণকে ত্রিপুরজাতি বলিয়া প্রচার করেন। ত্রিপুররাজ হইতে দান-কুরুফা পর্য্যন্ত ৯৮ জন রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র রত্নফার বুদ্ধিবত্তা দর্শনে তাঁহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

৮ রত্ন মাণিক্য।

দান-কুরুফার মৃত্যুর পর অন্যান্য পুত্রগণ মিলিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্নফাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া জ্যেষ্ঠ কুমার রাজাফাকে সিংহাসনে স্থাপন

করেন। কুমার রত্নফা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গৌড়ের তৎকালীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা মুগিসউদ্দীন তুগ্রীলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুলতান তুগ্রীল ত্রিপুর রাজকুমারের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য দিয়াছিলেন। অতঃপর ১২৭৯ খৃঃ ভীষণ সংগ্রামে রাজা রাজাফা নিহত হইলে রত্নফা সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ত্রিপুরেশ্বর মৃগয়া উপলক্ষে একটি অত্যুজ্জ্বল ভেকমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মণি ও একশত হস্তী এবং নানাপ্রকার রত্নমাণিক্য সুলতানকে প্রতিদানে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর উহা প্রাপ্ত হইয়া রত্নফাকে "মাণিক্য" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রত্নফা নানাস্থান হইতে অধিবাসী আনাইয়া রাজ্যে বসতি করাইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রতাপমাণিক্য ও মুকুটমাণিক্য নামে দুই পুত্র সন্তান রাখিয়া যান।

৺ প্রতাপ মাণিক্য।

রত্নফার পরলোকান্তে ১৩২৩ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৪৭ খৃঃ গৌড়েশ্বর সামসউদ্দীন হাজী ইলিয়াস সাহ ত্রিপুরা আক্রমণপূর্ব্বক রাজাকে পরাভূত করিয়া বহু অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপমাণিক্য অপুত্রক অবস্থায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ মুকুট মাণিক্য।

তদনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুকুটমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন। ১৩৯৯ খৃঃ তিনি আরাকানপতি মেংদির নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া

তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র মহামাণিক্যকে রাখিয়া যান।

৺ মহা মাণিক্য।

মুকুটমাণিক্যের পর তদীয় পুত্র মহামাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক ও বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। মহামাণিক্য বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মমাণিক্য ও কনিষ্ঠ গগণফার নাম উল্লেখযোগ্য।

৺ ধর্ম্ম মাণিক্য।

মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মমাণিক্য ১৪০৭ খৃঃ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তিনি একজন পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন ধর্ম্মমাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া সুবর্ণ গ্রাম লুণ্ঠন করেন। তাঁহার শাসনকালে আরাকানপতি "মেংসো-সোয়ান" ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া ত্রিপুরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে ত্রিপুর সৈন্যের সাহায্যে ব্রহ্মরাজ স্বীয় সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জদেশীয় কৌতুক নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সপরিবারে আনাইয়া স্বীয় পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুলজাত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামক পুরোহিত দ্বারা পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করাইয়া রাজমালা আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে ধর্ম্মসাগর নামে একটি সরসী খনন করাইয়াছিলেন। ১৪৩৯ খৃঃ রাজা ধর্ম্মমাণিক্য পরলোকগমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র—ধন্যমাণিক্য ও প্রতাপমাণিক্য।

৺ প্রতাপ মাণিক্য।

ধর্ম্মমাণিক্যের দেহান্তে সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি অল্পকাল রাজ্য পরিচালন করিয়া জনৈক সেনাপতি কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন। প্রতাপ-মাণিক্য নিঃসন্তান ছিলেন।

৺ ধন্য মাণিক্য।

অতঃপর ১৪৯০ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার শাসন সময় ত্রিপুরার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত সমস্ত কুকিজাতি সেনাপতি চয়চাগ রায়ের বাহুবলে ত্রিপুরার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৫১২ খৃঃ চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ত্রিপুরপতির হনুমান মূর্ত্তি লাঞ্ছিত পতাকা, আরাকানরাজের বৃষধ্বজ এবং গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা লইয়া স্ব স্ব সৈন্যগণ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে মগ ও যবনের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ত্রিপুর সেনাপতি চয়চাগের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন হইয়া-ছিল। মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া ধন্যমাণিক্য তাহার স্মরণার্থে স্বীয় নামানুসারে একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। উহা অদ্যাপি ধন্যের দীঘী আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকে। তিনি সেই সরোবর তীরে বিজয়স্তম্ভস্বরূপ একটি মঠ নির্ম্মাণ করেন। সেনাপতি চয়চাগ মগদিগকে পরাভূত করিয়া আরাকানের কিয়দংশ ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া-ছিলেন। তৎকালে ত্রিপুরাতে বার্ষিক এক সহস্র নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল; ধন্যমাণিক্য উহা রহিত করিয়া কেবল অপরাধী ও যুদ্ধে বন্দীকৃত শত্রুকে বলি দিবার প্রথা প্রচলন করেন। ১৫০১ খৃঃ তিনি দেবী

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দেবী চট্টাচল মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। ধন্যমাণিক্য স্বপ্নাদৃষ্ট হইয়া দেবীকে স্বীয় রাজধানী রাঙ্গামাটীয়া নগরে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বর্ণময়ী ভুবনেশ্বরী দেবী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিব ও শক্তি মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্ঞী কমলাদেবী রাজধানীতে একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "কমলাসাগর" নামে পরিচিত। ধন্যমাণিক্য ত্রিশ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করিয়া ১৫২০ খৃঃ বসন্তরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদীয় সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী কমলাদেবী, ধ্বজমাণিক্য ও দেবমাণিক্য নামে দুই পুত্র রাখিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন।

৮ধ্বজ মাণিক্য।

ধন্য মাণিক্যের লোকান্তরের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজ মাণিক্য রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি অল্প দিন মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোক প্রাপ্তি হন। তৎকালে ইন্দ্র মাণিক্য নামে একটি শিশু পুত্র রাখিয়া যান।

৯দেব মাণিক্য।

ধ্বজ মাণিক্যের নাবালক পুত্র ইন্দ্র মাণিক্যেকে দূরীভূত করিয়া তাঁহার পিতৃব্য দেব মাণিক্য ১৫২০ খৃঃ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫২২ খৃঃ তিনি আরাকানপতি গজাবদিকে পরাভূত করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন; কিন্তু তাহার অল্প দিন পরে গৌড়েশ্বর সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরত সাহ চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় চতুর্দ্দশ

দেবতার প্রধান পূজারী চিন্তাই, ধ্বজ মাণিক্যের পত্নীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দেবমাণিক্যকে গোপনে হত্যা করেন। দেবমাণিক্যের দুই পুত্র বিজয় মাণিক্য ও অমর মাণিক্য।

৺ইন্দ্র মাণিক্য।

অতঃপর চন্তাই, ধ্বজ মাণিক্যের নাবালক পুত্র ইন্দ্র মাণিক্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তদীয় মাতার সহিত মিলিত হইয়া রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন; পরিশেষে সৈন্যগণ উহা জানিতে পারিয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ১৫৩৫ খৃঃ চন্তাই এবং জননীর সহিত ইন্দ্র মাণিক্যকে নিহত করিয়াছিল।

৺বিজয় মাণিক্য।

ইন্দ্র মাণিক্যের হত্যার পর ১৫৩৫ খৃঃ বিজয় মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন আলোকিত করেন। তিনি বলবীর্য্যশালী ও রাজনীতিকুশল নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময় ত্রিপুরার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। তিনি মগ ও মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশ অধিকার করেন। অতঃপর উড়িষ্যা বিজয়ী সুলতান সোলেমান চট্টগ্রাম জয়ের অভিপ্রায়ে সেনাপতি মহম্মদ খাঁকে প্রেরণ করিলে প্রায় আট মাস কাল সংগ্রামের পর বিজয়-লক্ষ্মী ত্রিপুরার অঙ্কশায়িনী হন। মুসলমানগণ পরাজিত হইলে যবন সেনাপতি মহম্মদ খাঁকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া ত্রিপুরার রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ায় আনয়ন করা হয়। তৎপরে বিজয় মাণিক্যের আদেশে তাঁহাকে ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা সমীপে বলিদান দেওয়া হইয়াছিল। বিজয় মাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণপূর্ব্বক

বিপুল বিক্রমে মুসলমানদিগকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করেন। তদনুসারে সেই স্থান অদ্যাপি "পঞ্চদোনা" নামে পরিচিত। অধুনা ইহা ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার অধীন রহিয়াছে। বিজয়মাণিক্য জয়ন্তীয়াপতিকে আক্রমণ করিলে তিনি নানা প্রকার উপঢৌকন দিয়া ত্রিপুরেশ্বরের নিকট অবনত হন। তৎকালে সমগ্র ত্রিপুরা ও নোয়াখালী, চট্টগ্রামের উত্তরাংশ এবং শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ তাঁহার শাসনাধীন হয়। তিনি কুকীদিগকে বশীভূত করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা চিরস্মরণীয় রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতুনির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটি হস্তী ও ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়াছিলেন। তিনি ত্রিপুররাজ্য হইতে প্রবাহিতা একটি নদীর বাঁধ কাটাইয়া ছিলেন; তজ্জন্য স্রোতস্বতী অদ্যাপি "বিজয় নদী" নামে অভিহিত হইতেছে। তিনি দেবতা প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, ভূমি দান প্রভৃতি নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র জগন্নাথ ও অনন্ত মাণিক্য। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। গোপীপ্রসাদ চক্রান্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ কুমারকে ৺ জগন্নাথদেব দর্শনে উড়িষ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ১৫৮৩ খৃঃ বিজয় মাণিক্য বসন্ত রোগে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

৺অনন্ত মাণিক্য।

বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৫৮৩ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত মাণিক্য স্বীয় শ্বশুরের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দেড় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া শ্বশুরের কুমন্ত্রণায় গোপনে নিহত হন। তৎপরে

বিধবা রাজ্ঞী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি অর্থাৎ স্বীয় পিতার নিকট পতির সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু গোপীপ্রসাদ তাহাতে অসম্মত হইয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া চণ্ডীগড় নামক স্থান জায়গীর প্রদানপূর্ব্বক কন্যাকে চণ্ডীগড়ের রাণী বলিয়া প্রচার করেন।

৺উদয় মাণিক্য।

অনন্তর গোপীপ্রসাদ "উদয় মাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া ১৫৮৫ খৃঃ ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিন্তু পরিশেষে মোগলেরা জয়লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজধানী রাঙ্গামাটীয়ার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে "উদয়পুর" নাম দিয়াছিলেন। কোন একটি দুষ্টা স্ত্রীলোকের দ্বারা বিষপানে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

৺জয় মাণিক্য

উদয় মাণিক্যের হত্যার পর ১৫৯৬ খৃঃ তাঁহার পুত্র জয় মাণিক্য রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি কেবল মাত্র রাজা ছিলেন; তাঁহার পিতৃব্য রঙ্গনারায়ণ রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার সময়ে বিজয় মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমর মাণিক্য প্রবল হয়। জয় মাণিক্য এক বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিবার পর অমর মাণিক্যের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

৺অমর মাণিক্য।

জয় মাণিক্য নিহত হইলে ১৫৯৭খৃঃ অমর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ইসলাম খাঁ ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া ১৬০৯ খৃঃ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় নামানুসারে "অমরসাগর নামে একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া উহার তীরে একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করেন; তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ১৬১১ খৃঃ অমর মাণিক্য অহিফেন সেবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

৺রাজধর মাণিক্য।

অতঃপর ১৬১১ খৃঃ অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তিন বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া ১৬১৩ খৃঃ গোমতী নদীর জলে নিমগ্ন হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন।

৺যশোধর মাণিক্য।

তদনন্তর ১৬১৩ খৃঃ রাজধরের পুত্র যশোধর মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর সাহ তাঁহাকে কয়েকটি হস্তী ও অশ্ব রাজস্বরূপে প্রদান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর রাজকর দানে অসম্মত হইলে সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম খাঁ এক দল সৈন্যসহ ত্রিপুরা আক্রমপূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। অতঃপর ত্রিপুরেশ প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণপূর্ব্বক বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন। সেই সময় মোগলেরা ত্রিপুরা অধিকার করিয়াছিল।

৺ কল্যাণ মাণিক্য।

রাজা রাজধরের অভিপ্রায় অনুসারে ধর্ম্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গগণফার বংশধর কল্যাণফা "মাণিক্য" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ১৬২৫ খৃঃ ত্রিপুরার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি একজন পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান নরপতি ছিলেন। তিনি মোগলদিগকে দূরীভূত করিয়া পুনরায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন; কিন্তু সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় নামের সহিত "হরগৌরী" নাম সংযুক্ত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন। কল্যাণ মাণিক্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নরপতি ব্যতীত রাজবংশজ অন্যান্য ব্যক্তিগণ "ফা" আখ্যায় পরিচিত হইতেন, তিনি স্বীয় বংশধরগণকে ফা আখ্যার পরিবর্ত্তে "ঠাকুর" আখ্যা প্রবর্ত্তন করেন। অদ্যাপি ত্রিপুরার রাজপরিজন সেই আখ্যায় অভিহিত হইতেছেন। তিনি অনেক নিষ্কর ভূমি দান এবং স্বীয় নামানুসারে কল্যাণ সাগর নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তিনি কৈলাস-গড় দুর্গ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবার্থে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করিয়া শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বনাথের বংশধরগণ অদ্যাপি সেই দেবোত্তর ভূমি ভোগ করিয়া দেবীর সেবাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে কল্যাণপুর নামে একটি গ্রাম স্থাপন করেন। ১৬৫৯ খৃঃ কল্যাণ মাণিক্য কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার চারি পুত্র—গোবিন্দ, নক্ষত্র, জগন্নাথ ও রাজবল্লভ ঠাকুর।

৺ গোবিন্দ মাণিক্য।

কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৬৫৯ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মোগলদিগের বশীভূত

থাকায় তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র ঠাকুর অসন্তুষ্ট হইয়া একটি খণ্ড যুদ্ধে গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন।

৺ ছত্র মাণিক্য।

কুমার নক্ষত্র ঠাকুর ১৬৬০ খৃঃ ছত্র মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ত্রিপুরা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তাঁহার নামানুসারে "ছত্র চূড়া" নামে পরিচিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী "ছত্রের খাল", চান্দিনা থানার অন্তর্গত "ছত্রের কোট", ব্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্তর্গত "ছত্রপুর" প্রভৃতি গ্রামসমূহ তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে। ছত্র মাণিক্য ছয় বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া গতাসু হন। তাঁহার পুত্র উৎসব ঠাকুর, তৎপুত্র জয়নারায়ণ ঠাকুর, তদীয় পুত্র জগৎমাণিক্য।

১৬৬৬ খৃঃ গোবিন্দ মাণিক্য পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় ছত্র মাণিক্যের পুত্র উৎসব ঠাকুর কাদবা, আমিরা-বাদ প্রভৃতি পরগণা বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় নামানুসারে গোবিন্দপুর গ্রাম স্থাপন করেন এবং ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথের শিবমন্দির তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি; কিন্তু ভূমিকম্পে সেই মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১৬৬৯ খৃঃ গোবিন্দ মাণিক্য মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—রাম মাণিক্য, নরেন্দ্র মাণিক্য ও দুর্গাদাস ঠাকুর।

৺ রাম মাণিক্য।

গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৬৭০ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মাণিক্য রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি স্বীয় নামানুসারে রামসাগর নামে

একটি বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। ১৬৮২ খৃঃ গোবিন্দ মাণিক্য ইহলোক হইতে অপসৃত হন। তাঁহার চারি পুত্র—রত্নদেব, দুর্জ্জয়দেব, ঘনশ্যাম ও চন্দ্রমণি ঠাকুর।

৺ নরেন্দ্র মাণিক্য।

রামদেবের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ নাবালক থাকায় তদীয় মধ্যম ভ্রাতা নরেন্দ্র মাণিক্য ১৬৮২ খৃঃ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি অল্পকাল রাজ্যভোগ করিয়া অকস্মাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ রত্ন মাণিক্য।

অনন্তর ১৬৮৪ খৃঃ রামদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নদেব মাণিক্য সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৭০৭ খৃঃ তিনি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে গজ ও গজদন্ত প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরণ করিলে নবাব তদ্বিনিময়ে ত্রিপুরেশকে খেলাত দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই।

৺ মহেন্দ্র মাণিক্য।

কুমার ঘনশ্যাম ঠাকুর ১৭১২ খৃঃ তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নদেবকে হত্যা করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি রাজ্যাভিষেক সময় মহেন্দ্র মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর মাত্র রাজ্যভোগ করিয়া অকালে গতাসু হন।

৺ ধর্ম্ম মাণিক্য।

অতঃপর ১৭১৪ খৃঃ তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দুর্জ্জয়দেব ঠাকুর "ধর্ম্ম মাণিক্য (২) নাম প্রচারপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার সহিত বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে নবাবের সহিত একটি সন্ধি হয়, সেই সন্ধিসূত্রে ত্রিপুরেশ নুরনগর পরগণার জন্য বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা রাজস্ব প্রদানে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৺ জগৎ মাণিক্য

রাজা ছত্র মাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর ১৭৩২ খৃঃ ঢাকা নেয়াবতের দেওয়ান মির হবিবের সহিত মিলিত হইয়া একদল সৈন্যসহ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর একটি খণ্ডযুদ্ধে ধর্ম্মমাণিক্য পরাজিত হইয়া পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মির হবিব, জগৎরামকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র—বলরাম, রামচন্দ্র, ধনঞ্জয় ও অভিমন্যু ঠাকুর।

রাজা ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনচ্যুত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমন করেন। তিনি জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সাহায্যে নবাব সুজাউদ্দৌলাকে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করেন। নবাব তৎশ্রবণে ঢাকার শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ প্রচার করিলে পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি নানাপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার দুই পুত্র—উদয় মাণিক্য ও গদাধর ঠাকুর।

৺ মুকুন্দ মাণিক্য

ধর্ম্মমাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৭৩৪ খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রমণি ঠাকুর ফৌজদারের সাহায্যে মুকুন্দ মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন। মুকুন্দ মাণিক্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুরকে প্রতিভূস্বরূপ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা কল্যাণ মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র জগন্নাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র রুদ্রমণি ঠাকুরকে মুকুন্দ মাণিক্য হস্তী ধরিবার জন্য মতিয়া নামক স্থানে প্রেরণ করেন। তথায় রুদ্রমণি কয়েকজন পার্ব্বত্য সর্দ্দারের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিপুরার সিংহাসন লাভে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সেই সময় হাজি মুনসম নামক জনৈক মুসলমান সর্দ্দার মুকুন্দ মাণিক্যকে বন্দী করিয়াছিল। তিনি যবন কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পত্নীও সহমৃতা হন। তদীয় পুত্র—ইন্দ্রমাণিক্য, ভদ্রমণি ও কৃষ্ণমাণিক্য।

৺ জয় মাণিক্য।

অতঃপর ১৭৩৭ খৃঃ রুদ্রমণি ঠাকুর জয় মাণিক্য নাম ধারণপূর্ব্বক রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি মেহেরকুল নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ পরগণার "জয়নগর" নাম দিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে একমাত্র পুত্র জয়মঙ্গল ঠাকুরকে রাখিয়া যান।

৺ ইন্দ্র মাণিক্য।

রাজা মুকুন্দ মাণিক্যের পুত্র পাঁচকড়ি ঠাকুর পিতৃবিয়োগ ও রাজ্যনাশ প্রভৃতি নবাব দরবারে জ্ঞাত করেন। তৎশ্রবণে নবাব সুজাউদ্দৌলা

তাঁহাকে ত্রিপুরার সিংহাসনে আরোহণ জন্য সনন্দ প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সাহায্য করিবার জন্য ঢাকার নায়েব নাজীমের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন। ১৭৩৯ খৃঃ তিনি ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া নবাব প্রদত্ত সৈন্যের সাহায্যে জয় মাণিক্যকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্র মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

৺ উদয় মাণিক্য।

তৎকালে রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র গঙ্গাধর ঠাকুর ঢাকায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি উৎকোচ দ্বারা নায়েব নাজীমকে বশীভূত করিয়া উদয় মাণিক্য নাম ধারণপূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন।

৺ বিজয় মাণিক্য।

তদনন্তর রাজা জয় মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিধন ঠাকুর বিজয় মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার রাজদণ্ড ধারণ করেন। তিনি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট হইতে সনন্দ লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর।

৺ লক্ষ্মণ মাণিক্য।

তৎপরে উদয় মাণিক্যের ভ্রাতুস্পুত্র ও গঙ্গাধর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বনমালী ঠাকুর লক্ষ্মণ মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি সমশের গাজী নামক জনৈক পরাক্রমশালী মুসলমানের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। তাঁহার পুত্র দুর্গা মাণিক্য।

৺ কৃষ্ণ মাণিক্য।

মুকুন্দ মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণমণি ঠাকুর ১৭৬০ খৃঃ কৃষ্ণ মাণিক্য নাম ধারণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময় চাকলে রোশনাবাদের রাজস্ব পরিশোধ উপলক্ষে ফৌজদারের সহিত বিবাদ হইয়াছিল। সেই বিবাদ ক্রমে সংগ্রামে পরিণত হইলে ফৌজদার নবাবের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময় নবাব মীরকাশীম তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর ভান্‌সিটার্ট সাহেবকে ফৌজদারের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৭৬১ খৃঃ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা বারলেষ্ট সাহেব চট্টগ্রাম হইতে ব্রিটিশ সৈন্যসহ লেফটেন্যান্ট্ মথি সাহেবকে ত্রিপুরায় প্রেরণ করেন। ত্রিপুরেশ্বর কৃষ্ণমাণিক্য নিরুপায় হইয়া মথি সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্র ব্রিটিশসিংহের কুক্ষিগত করেন। অতঃপর লিক্ সাহেব ত্রিপুরার প্রথম রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। কৃষ্ণমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্ব পার্শ্বে রাজা রত্ন মাণিক্যের মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়া তাহাতে ৺ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণ মাণিক্যের জীবদ্দশায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমণি ঠাকুর গতায়ু হন। তৎকালে কণ্ঠমণি ও রাজধর ঠাকুর নামে হরিমণির দুইটী শিশুপুত্র ছিল। অনন্তর কৃষ্ণমাণিক্য তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র কুমার রাজধর ঠাকুরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ ১১ই জুলাই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৺রাজধর মাণিক্য।

অতঃপর রাজধর মাণিক্য ১৭৮৫খৃঃ রেসিডেন্ট লিক্ সাহেবের অনুমোদনে গবর্ণমেণ্ট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া ত্রিপুরার সিংহাসনে আরো-

হণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাজধরের সহিত রোশনাবাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া তাঁহাকে রোশনাবাদের শাসনভার প্রত্যর্পণ করা হয়। তিনি অষ্টধাতুর দ্বারা ৺বৃন্দাবনচন্দ্র নামক দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৮০৪ খৃঃ রাজা রাজধর মাণিক্য রাজলীলা সমাপন করেন। তিনি মণিপুরপতি জয় সিংহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু মণিপুর রাজকুমারীর গর্ভে তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই। অন্যান্য পত্নীর গর্ভে চারি পুত্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে দুইটি পুত্র শৈশবাবস্থায় গতাসু হন। তিনি মৃত্যুকালে রামগঙ্গা ও কাশী-চন্দ্র নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান।

৺রামগঙ্গা মাণিক্য।

রাজধরের মৃত্যুর পর ১৮০৪ খৃঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগঙ্গা মাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। সেই সময় লক্ষণ মাণিক্যের পুত্র দুর্গামণি ঠাকুর তাঁহার প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজার পক্ষাবলম্বন করিলে দুর্গামণি অনন্যোপায় হইয়া দেওয়ানী আদালতে জমিদারী প্রাপ্তির জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রাজা রামগঙ্গা ঢাকার বিভাগীয় আদালতের বিচারে পরাজিত হন। অবশেষে রামগঙ্গা মোগরা গ্রামে তত্রত্য তালুকদারগণ হইতে ভূমি ক্রয় করিয়া স্বীয় নামানুসারে একটি সরোবর খনন করাইয়া তাহার উত্তর দিকে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করেন। সেই রাজ নিকেতন ও গঙ্গাসাগর নামক সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

৺ দুর্গামণি মাণিক্য।

দেওয়ানী আদালতে জয়ী হইয়া দুর্গামণি ঠাকুর ১৮০৯ খৃঃ চাকলে রোশনাবাদ অধিকার করেন। অনন্তর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা বলিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত ভূকৈলাস রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল তাঁহাকে সাহায্য করিলে তিনি গোকুলচন্দ্রকে একখানি গ্রাম নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীধামে একটি মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গামাণিক্য তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া কাশীধাম যাত্রাকালে ১৮১৩ খৃঃ ৬ই এপ্রেল পাটনা নগরীর সন্নিধানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদীয় প্রথমা মহিষী সুমিত্রার গর্ভে দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল। তৎপরে তিনি দ্বিতীয়বার মধুমতীর পাণিগ্রহণ করেন; তাঁহার গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই।

৺রামগঙ্গা মাণিক্য।

দুর্গামাণিক্যের মৃত্যুর পর ১৮১৩ খৃঃ রামগঙ্গা মাণিক্য পুনরায় শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮২১খৃঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তিনি বৃন্দাবনধামে একটি কুঞ্জ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে রাসবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার্থে বামুটীয়া পরগণা দেবোত্তরে দান করিয়া যান। তিনি বর্ত্তমান রাজধানী আগরতলায় স্বীয় গুরুদেব ও তৎপত্নীর নামানুসারে ৺ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি পারসী ভাষায় ও ভূমি-পরিমাণ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, শস্ত্র ও মল্লযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। ১৮২৬ খৃঃ ১৪ই নবেম্বর চন্দ্রগ্রহণ সময় ত্রিপুরেশ্বর রামগঙ্গা মাণিক্য পরলোকগমন করেন। তাঁহার পত্নী চন্দ্রতারার গর্ভে কৃষ্ণকিশোর নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল।

৺কাশীচন্দ্র মাণিক্য।

রামগঙ্গার পরলোকান্তে ১৮২৬খৃঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীচন্দ্র মাণিক্য রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। ১৮২৭খৃঃ মার্চ্চ মাসে তিনি গবর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ফরাসী দেশীয় কোরজোন নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গকে চাকলে রোশনাবাদের ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ত্রিপুরার রাজসরকারে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার নিযুক্ত আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৩০খৃঃ ৮ই জানুয়ারী কাশীচন্দ্র মাণিক্য অপরিমিত মদ্যপানে অকাল মৃত্যুর আলিঙ্গন করেন। তিনি মণিপুরের রাজকুমারী কুটিলাক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত তিনটী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। মণিপুর রাজকন্যার গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্র নামে একটি পুত্র হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৺ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য।

কাশীচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৩০খৃঃ ১৪ই জানুয়ারী রামগঙ্গা মাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৩০খৃঃ ১০ই মে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। ত্রিপুরার তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট টমসন্ সাহেব (ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার রিভার্স্ টমসনের পিতা) ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর প্রদত্ত সনন্দ ও খেলাত দিয়াছিলেন। তিনি পারসী ভাষায় বুৎপন্ন এবং শস্ত্র ও মল্লযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রে ভক্তি ছিল। তিনি শীকারের সুবিধার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে আগরতলার নিকট-বর্ত্তী জলা-ভূমিতে "নূতন হাবেলী" নামে নগর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তথায় রাজ

ভবন নির্ম্মাণ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ ১৩ই এপ্রেল রাজা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি আসামের আহম বংশীয় রাজকন্যা রত্নমালা এবং মণিপুরাধিপতি মারজিতের কন্যা সুদক্ষিণা, চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী ও বিষ্ণুকলাকে যথাক্রমে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাণী সুদক্ষীণার গর্ভে ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র ও বীরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অখিলেশ্বরীর গর্ভে কুমার নীলকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। এতদ্ব্যতীত চক্রধ্বজ, মাধবচন্দ্র, যাদবচন্দ্র, সুরেশকৃষ্ণ ও শিবচন্দ্র নামে পাঁচ পুত্র এবং ১৫টি কন্যা হইয়াছিল

৺ঈশানচন্দ্র মাণিক্য।

কৃষ্ণকিশোর গতাসু হইলে ১৮৪৯ খৃঃ যুবরাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ১৮৫০ খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সনন্দ ও খেলাত প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার অভিষেককালে গবর্ণমেণ্ট ১১১টি স্বর্ণমুদ্রা "নজর" প্রদান জন্য নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ব্রিটিশরাজকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। ১৮৬২ খৃঃ ৩০শে জুলাই ঈশানচন্দ্র মাণিক্য চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথমা রাণী রাজলক্ষ্মী দেবীর গর্ভে কোন সন্তান হয় নাই। দ্বিতীয়া পত্নী মুক্তাবলীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্থা স্ত্রী জাতীশ্বরীর গর্ভে মধ্যম পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। অনন্তর তৃতীয়া সহধর্ম্মিণী চন্দ্রেশ্বরীর গর্ভে একটি কন্যা ও জাতীশ্বরীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র রোহিণীচন্দ্র জন্মিয়াছিল।

৺ বীরচন্দ্র মাণিক্য।

অতঃপর ঈশানচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র "বীরচন্দ্র মাণিক্য" নাম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার সিংহাসন সুশোভিত করেন। ১৮৭০ খৃঃ ৯ই মার্চ্চ চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার লর্ড ইউলিক্ ব্রাউন্ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সনন্দ ও খেলাত প্রদানপূর্ব্বক বীরচন্দ্রকে অভিষিক্ত করেন। তৎকালে তিনি গবর্ণমেণ্টকে ১২৫টি স্বর্ণমুদ্রা "নজর" দিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ ৩রা জুলাই বঙ্গেশ্বর স্যার উইলিয়ম গ্রে কর্তৃক পাওয়ার সাহেব ত্রিপুরার প্রথম পলিটিকেল্ এজেণ্ট নিযুক্ত হন। প্রাচীন কাল হইতে ত্রিপুরাধিপতি স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচারের চূড়ান্ত নিষ্পত্ত করিতেন। ১৮৭২ খৃঃ সেই সকল মোকদ্দমা বিচারের জন্য মহারাজ "খাস আপীল আদালত" নামে একটি বিচারালয় সংস্থাপন করেন। ১৮৭৪ খৃঃ তিনি ঢাকায় গিয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; ইহার পূর্ব্বে কোন নরপতি রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৮৭৭ খৃঃ ১লা জানুয়ারী রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়ার ভারত সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীর দরবারে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সামন্তরাজের ন্যায় ত্রিপুরেশ্বরকে একটি পতাকা (বেনার) দিয়া "মহারাজা" উপাধি সম্মানে ভূষিত করেন। ১৮৮৬ খৃঃ প্রধান বিচারপতির পদ সৃষ্টি হইয়া যুবরাজ খাস আপীল আদালতের প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন। ১৮৮৮ খৃঃ ২৫শে ডিসেম্বর মহারাজ রাজ্যশাসন নিমিত্ত একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত, মণিপুরী, টীপ্রা, বাঙ্গালা ও উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মহারাজ একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার প্রণীত দুইখানি গীতি কাব্য গ্রন্থ আছে। তিনি সুনিপুণ চিত্রকর ও ফটোগ্রাফার ছিলেন। মহারাজের প্রথমা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীও

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা, তাঁহার রচিত প্রীতি, কণিক ও শোকগাথা নামে কবিতা পুস্তক আছে। পূর্ব্বে বিজয় মাণিক্য বাহাদুর কুকীদিগকে ধাতু নির্ম্মিত যে প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিয়াছিলেন, বীরচন্দ্রের আদেশে উহা রাজধানী আগরতলায় আনীত হইয়াছে। তাঁহার সময় ত্রিপুরা রাজ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হয়। ১৮৯৭ খৃঃ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজেশ্বরী, ভানুমতী ও মনোমোহিনী নামে তিন সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় দ্বিতীয়া মহিষী ভানুমতীর কনিষ্ঠা ভগিনীর কন্যা মনোমোহিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন রাণীর গর্ভে রাধাকিশোর, দেবেন্দ্রচন্দ্র, নৃপেন্দ্রচন্দ্র, সমরেন্দ্রচন্দ্র, ত্রিপুরেন্দ্রচন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, বিমলচন্দ্র ও জ্যোতিরিন্দ্রচন্দ্র নামে ৯টী পুত্র এবং ১৬টী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

৮ রাধাকিশোর মাণিক্য।

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৫৭ খৃঃ তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৯৭ খৃঃ ৫ই মার্চ্চ রাধাকিশোর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যে অনুরাগ ছিল। তিনি স্বয়ং বাঙ্গালায় সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। মহারাজ হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। স্বীয় রাজ্যের দেব-দেবীর মন্দির সংস্কার ও তাঁহাদের পূজার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জলাশয় প্রতিষ্ঠা, দেব মন্দির নির্ম্মাণ, পান্থনিবাস স্থাপন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। মহারাজ প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইয়াছে। তিনি কাশীধামের "বর্ণাশ্রম

ধর্ম্মসংরক্ষিণী" নামক সভায় বার্ষিক ৬০০৲ টাকা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে মহারাজ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া কামরূপের ৺ কামাখ্যা দেবী দর্শন করিয়া বারাণসীধামে গিয়া কাশীনরেশ মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রভূনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ ১২ই মার্চ্চ ত্রিপুরাধিপতি সন্ধ্যার সময় তথায় বায়ু সেবনে বহির্গত হইয়া মোটরযান হইতে পতিত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অষ্টাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারাজের বিবাহ হইয়াছিল। নরেন্দ্রকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোর, ব্রজেন্দ্রকিশোর নামে তাঁহার কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রকিশোর অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য।

রাধাকিশোরের দেহান্তে তদীয় মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর রাজ্যের প্রথানুসারে ত্রিপুরার সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছেন। ১৯০৯ খৃঃ ২৫শে নবেম্বর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার ল্যান্সলট্ হেয়ার বাহাদুর ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজধানী আগরতলায় উপনীত হইয়া মহারাজের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ১৯১০ খৃঃ লোকান্তরিত রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের কলিকাতায় প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন ভাণ্ডারে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে ত্রিপুরেশ্বর নিমন্ত্রিত হইয়া স্বাধীন রাজের আসন প্রাপ্ত হন। ১৯১২ খৃঃ ইনি মণিপুর, কলিকাতা, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৩ খৃঃ মহারাজ গইলার কবিন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে পাঁচশত টাকা

দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ত্রিপুরেশ্বর বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদিগের ব্যবহারার্থ "ত্রিপুরা" নামে একখানি ক্ষুদ্র বাষ্পীয় পোত উপহার প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৪ খৃঃ বারাণসীর আনন্দকাননে, ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। কাশীনরেশ, কাশ্মীরের মহারাজ, ভাঙ্গারপুরের রাজা, নদীয়ার মহারাজ এবং ত্রিপুরার মহারাজ এই পঞ্চ নরেশ পাঁচ দিন সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি বর্ত্তমান মহারাজ একজন পরম বৈষ্ণব। হিন্দুধর্ম্মে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ আছে। ইনি একজন প্রজাবৎসল নরপতি বলিয়া প্রজাপুঞ্জের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

— সমাপ্ত —